জাতক

সন্ - ১৩৪৫

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ
অনূদিত

চতুর্থ খণ্ড

করুণা প্রকাশনী । কলিকাতা ৯



পুনর্মুদ্রন শ্রাবণ ১৩৮৫ 1385

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
অনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী
গণেশ হালুই

ত্রিশ টাকা

উৎসর্গ-পত্র

যাঁহাব অপরিসীম স্নেহের কথা এই ষষ্টি বৎসরেও ভুলিতে

পারি নাই, যাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি সামান্য হইলেও

শৈশবে আমাব প্রাণবক্ষা কবিযাছিল, সেই মাতা

অপেক্ষাও গবীযসী পরমশুদ্ধচারিণী মাতামহী

দেবী ৺চন্দ্রমণির তৃপ্তিসাধনার্থ আমার

বহুশ্রমসাধ্য জাতকেব চতুর্থ খণ্ড

তাঁহাবই পবিত্র নামে

উৎসর্গ কবিলাম।

বিজ্ঞাপন।

আজ প্রায় সার্দ্ধ তিন বৎসব হইল জাতকেব চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ শেষ কবিয়াছিলাম; কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের অত্যাচারে ইহা প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব হইল, বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি অনেক ভুলভ্রান্তিও বহিয়া গেল। যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারাই বুঝিতে পাবিবেন, মুদ্রাকর কর্ত্তব্যপবায়ণ না হইলে গ্রন্থকাবকে কি যন্ত্রণা ভোগ কবিতে হয়।

এই খণ্ডেব ১ম হইতে ২৭২য় পৃষ্ঠ কলিকাতাব 'মেট্‌কাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'-নামক মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইতে দুই বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। শেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আমি 'এরিয়ান প্রেস্'-নামক আব একটী মুদ্রাযন্ত্রের শবণ লই। সুখের বিষয়, এই যন্ত্রের পরিচালকগণ কিঞ্চিদধিক একমাসের মধ্যেই সূচীপত্র-নির্ঘণ্টাদি জটিল অংশসহ সমুদায়ে প্রায় ৮০ পৃষ্ঠের মুদ্রণ শেষ কবিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। মুদ্রণেব উৎকর্ষ-সম্বন্ধে কোন্ যন্ত্রের কতদূর কৃতিত্ব, পাঠকেবাই তাহাব বিচাব কবিবেন।

কলিকাতা
১লা ভাদ্র, ১৩৩৪

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

ক্রোড়-পত্র।

২১১ম পৃষ্ঠে 'কজ্জল' নগরের নাম আছে। তৃতীয় খণ্ডের ১৩২ম পৃষ্ঠেও এই নগরের নাম দেখা যায়। সেখানে টীকাকার বলিয়াছেন যে, ইহা বারাণসীর নামান্তর। চতুর্থ খণ্ডে পুষ্পপুর, ব্রহ্মবর্দ্ধন, মোলিনী, রম্যনগর, সুদর্শন এবং সুরুন্ধন এই ছয়টীও বারাণসীর ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সূচীপত্র



জন্ম : ১৮৫৮ মৃত্যু : ১৯৩৫

জাতক

দশ নিপাত

৪৩৯—চতুর্দ্বার-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে এক অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু নবনিপাতের প্রথম জাতকে (গৃধ্রজাতক, ৪২৭) সবিস্তর বলা হইয়াছে। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি নাকি নিতান্ত অবাধ্য?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভগবন্‌, একথা মিথ্যা নহে।" শাস্তা বলিলেন, "তুমি পূর্ব্ব কালেও অবাধ্যতা-বশতঃ পণ্ডিতদিগের উপদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক ক্ষুরচক্র প্রাপ্ত হইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে দশবল কাশ্যপের সময়ে বারাণসী নগরে অশীতি কোটি সুবর্ণের অধিপতি কোন শ্রেষ্ঠীর মিত্রবিন্দক নামে এক পুত্র ছিল। শ্রেষ্ঠি-দম্পতী স্রোতাপন্ন উপাসক ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের পুত্র মিত্রবিন্দক নিতান্ত দুঃশীল ও অশ্রদ্ধ হইয়াছিল।

কালক্রমে মিত্রবিন্দকের পিতার মৃত্যু হইল, তাহার মাতা সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন মিত্রবিন্দককে বলিলেন, "দেখ, মানবজন্ম বড় দুর্ল্লভ। তুমি যখন এই জন্ম লাভ করিয়াছ, তখন দানরত হও, পোষধের দিনে শীল পালন কর এবং ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক কর।" মিত্রবিন্দক বলিল, "মা, দানাদি আমার ভাল লাগে না; তুমি আমাকে ও সব কথা বলিও না, আমি এ জন্মে যে ভাবে চলিব, পরজন্মে সেইরূপ ফল লাভ করিব। তোমার তা'তে কি?" পুত্রের নিকট এইরূপ উত্তর পাইয়াও একদা পৌর্ণমাসীর পোষধ-দিনে মাতা বলিলেন, "বৎস, অদ্যকার দিন মহাপোষধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; তুমি অদ্য পোষধ-ব্রত গ্রহণ কর, বিহারে যাও, এবং সমস্ত রাত্রি ধর্ম্মকথা শ্রবণ কর। তুমি ফিরিয়া আসিলে, আমি তোমাকে সহস্র মুদ্রা দান করিব।"

মিত্রবিন্দক ধনলোভে "যে আজ্ঞা" বলিয়া পোষধ-ব্রত গ্রহণ করিল। সে প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক বিহারে গেল, দিনমান সেখানে কাটাইল, কিন্তু রাত্রিকালে, পাছে একটী ধর্ম্মকথাও তাহার কর্ণে প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় অন্যত্র গিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল এবং পরদিন প্রত্যূষে মুখ ধুইয়া গৃহে ফিরিল।

এদিকে তাহার মাতা ভাবিয়াছিলেন, 'আমার পুত্র অদ্য ধর্ম্মকথা শুনিয়া উপদেশক স্থবিরকে লইয়া প্রাতঃকালেই গৃহে ফিরিবে।' সেই জন্য তিনি যবাগূ ও নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ও আসন স্থাপন করিয়া তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, পুত্র একাকী আসিতেছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, ধর্ম্মকথক মহাশয়কে

সঙ্গে লইয়া আসিলে না কেন ?" "ধর্ম্মকথক দিয়া কি করিব, মা ?" "নাই করিলে, বাবা। এখন এই যবাগূ পান কর।" "তুমি বলিয়াছিলে আমায় সহস্র মুদ্রা দিবে, আগে তাহা দাও, পরে যবাগূ পান করিব।" "আগে পান কর, শেষে অর্থ পাইবে।" "অর্থ না পাইলে পান করিব না।" মাতা অগত্যা তাহার সম্মুখে সহস্র মুদ্রার একটী তোড়া রাখিয়া দিলেন।

তখন মিত্রবিন্দক যবাগূ পান করিল, মুদ্রা লইয়া চলিয়া গেল এবং ব্যবসায় দ্বারা অচিরে বিংশতি লক্ষ উপার্জ্জন করিল।

ইহার পর সে সঙ্কল্প করিল যে, একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্য করিবে। সে নৌকা সংগ্রহ করিয়া জননীকে বলিল, "আমি এই নৌকায় (পণ্য বোঝাই করিয়া) বাণিজ্য করিব।" ইহা শুনিয়া তাহার মাতা বলিলেন, "বাছা, তুই আমার একমাত্র পুত্র, আমার ঘরে ধনের অভাব নাই, সমুদ্রে কত বিপদ্ ঘটিয়া থাকে, তুই যাস্ না।" কিন্তু সে উত্তর করিল, "আমি যাইবই যাইব, তোমার সাধ্য কি যে আমায় নিবারণ কর ?" জননী তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমি তোকে যাইতে দিব না।" কিন্তু পাপাত্মা জননীর হাত হইতে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইল, তাঁহাকে প্রহার করিয়া ভূতলে ফেলিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পোতারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিল।

মিত্রবিন্দকের পাপাচার-বশতঃ সপ্তম দিবসে তাহার পোত সমুদ্রবক্ষে নিশ্চল হইয়া রহিল। পোতারোহিগণ, আপনাদের মধ্যে কে কালকর্ণিক, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য গুটিকাপাত করিল, উহা তিন বারই মিত্রবিন্দকের নামে নিপতিত হইল। তখন তাহারা মিত্রবিন্দকের জন্য একখানা ভেলক প্রস্তুত করিল এবং 'একজনের জন্য কেন অনেকে বিনষ্ট হইব ?' এই বলিয়া তাহাকে সমুদ্রে নামাইয়া দিল। তাহাদের পোত তৎক্ষণাৎ তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া মহাবেগে চলিতে লাগিল।

এ দিকে মিত্রবিন্দক ভেলকারোহণে ভাসিতে ভাসিতে এক দ্বীপে উপস্থিত হইল। সেখানে সে একটা স্ফাটিক বিমানে চারিজন প্রেতিনী দেখিতে পাইল। তাহারা সপ্তাহ কাল দুঃখ এবং সপ্তাহকাল সুখ ভোগ করিত। মিত্রবিন্দক তাহাদের সহিত সপ্তাহকাল সুখ ভোগ করিল, কিন্তু অতঃপর দুঃখভোগার্থ অন্যত্র যাইবার সময়ে তাহারা বলিল, "স্বামিন্, আমরা সপ্তাহ পরে ফিরিব, যতদিন আমরা প্রত্যাগমন না করি, ততদিন আপনি এখানে নিরুদ্বেগে বাস করুন।" মিত্রবিন্দককে এই পরামর্শ দিয়া তাহারা প্রস্থান করিল।

কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ মিত্রবিন্দক পুনর্ব্বার ভেলকারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিল এবং যাইতে যাইতে আর একটী দ্বীপে উপনীত হইল। সেখানে সে একটা রাজতবিমানে আটজন প্রেতিনী দেখিতে পাইল। অনন্তর পূর্ব্ববৎ দ্বীপান্তরে গিয়া সে একস্থানে মণিময়বিমানে ষোল জন এবং অন্যত্র হিরণ্ময়বিমানে বত্রিশ জন প্রেতিনীর দর্শন লাভ করিল। মিত্রবিন্দক ইহাদের সঙ্গেও প্রথমে সুখ ভোগ করিল, কিন্তু যখন তাহারা দুঃখভোগার্থ চলিয়া গেল, তখন সে আবার ভেলকে আরোহণ করিল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠে অগ্রসর হইতে হইতে একটা প্রাকার-পরিবেষ্টিত চতুর্দ্বার নগরে উপস্থিত হইল। এই নগর উৎসাদ নামক নরক, এখানে বহুজীব নিরয়গামী হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু মিত্রবিন্দকের চক্ষে ইহা অতি মনোহর স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সে ভাবিল, 'আমি এই নগরে প্রবেশ করিয়া এখানকার রাজা

হইব।' অনন্তর নগরে প্রবেশ করিয়া সে দেখিতে পাইল, এক পাপী মস্তকে ক্ষুরচক্র * বহন করিয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কিন্তু মিত্রবিন্দক মনে করিল উহা ক্ষুরচক্র নহে, প্রস্ফুটিত শতদল। সে ঐ ব্যক্তির বক্ষঃস্থ পঞ্চাঙ্গিক বন্ধনকে † বহুমূল্য পরিচ্ছদ, শিরোবিগলিত রক্তধারাকে লোহিতচন্দনবিলেপ ও আর্ত্তনাদকে সুমধুর সঙ্গীত মনে করিল এবং তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল, "মহাশয়, আপনি ত বহুক্ষণ এই পদ্মটী মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন, এখন একবার আমায় ধরিতে দিন না।" সে বলিল, "ভদ্র, এ পদ্ম নহে, ক্ষুরচক্র।" "আপনি আমায় ইহা দিবেন না বলিয়াই এ কথা বলিতেছেন।" তখন নিরয়বাসী ব্যক্তি ভাবিল, 'এত দিনে, দেখিতেছি, আমার কর্ম্ম ক্ষয় হইয়াছে। এও বোধ হয় আমারই ন্যায় মাতাকে প্রহার করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে। বেশ, তবে ইহার মস্তকেই ক্ষুরচক্র অর্পণ করা যাউক।' অনন্তর সে বলিল, "আসুন, মহাশয়, পদ্ম গ্রহণ করুন।" ইহা বলিয়া সে মিত্রবিন্দকের মস্তকে ক্ষুরচক্র ফেলিয়া দিল, উহা হতভাগ্যের মস্তক পেষণ করিতে আরম্ভ করিল। মিত্রবিন্দক তখন বুঝিতে পারিল, উহা প্রকৃতই ক্ষুরচক্র। সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "তোমার ক্ষুরচক্র ফিরাইয়া লও", "তোমার ক্ষুরচক্র ফিরাইয়া লও", কিন্তু তখন সে লোকটা পলায়ন করিয়া অদৃশ্য হইয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছে।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব অনুচরগণ-পরিবৃত হইয়া উৎসাদ পরিদর্শন করিতেছিলেন। তিনি ঐ স্থানে উপনীত হইলে মিত্রবিন্দক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "প্রভো দেবরাজ, মুষলে যেমন তিল পেষণ করে এই ক্ষুরচক্রও তেমনি আমার মস্তক পেষণ করিতেছে। আমি কি পাপ করিয়াছি (যে আমার এরূপ দণ্ড)? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময়ে মিত্রবিন্দক নিম্নলিখিত গাথা বলিল :—

১। লৌহময়ী পুরী এই চতুর্দ্বারযুত,
সুদৃঢ় প্রাকারে ইহা চৌদিকে বেষ্টিত,
হেন স্থানে অবরুদ্ধ হইলাম, হায়,
কি পাপের ফলে আমি, বল, মহাশয়।

রুদ্ধ দ্বার সমুদয়, হায়রে এখন
রয়েছি পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ যেমন।
চক্রের তাড়নে হয় অসহ্য যন্ত্রণা,
বল, যক্ষ, ‡ কেন হেন পাই বিড়ম্বনা।

অনন্তর দেবরাজ নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা তাহাকে কারণ বুঝাইয়া দিলেন :—

৩। লভিলে বিংশতি লক্ষ-প্রমাণ কাঞ্চন,
তবু না শুনিলে হিতকামীর বচন।

৪, ৫। লঙ্ঘিলে বিশাল সিন্ধু বিপত্তিসঙ্কুল,
পাইলে সঙ্গিনীরূপে ললনা বহুল—
চারি, আট, ষোল শেষে বত্রিশ রমণী,
তবু অসন্তুষ্ট তুমি। লালসা এমনি?

* যে চক্রের ধার ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ।
† যাহাদ্বারা তাহার পাঁচটি অঙ্গ (দুই হাত, দুই পা ও মাথা) বাঁধা ছিল।
‡ এই জাতকে বোধিসত্ত্বকে একবার যক্ষ, একবার দেবরাজ বলা হইয়াছে।

শুন মূঢ়, এবে সেই দুরাকাঙ্ক্ষা তরে
ক্ষুরচক্র ঘূরে তব মস্তক উপরে।

৬। সন্তোষে বঞ্চিত যেবা, লালসার দাস,
কিছুতেই কভু যার পূরে না ক আশ,
উত্তর উত্তর যার লোভের বর্দ্ধন,
সেই করে ক্ষুরচক্র মস্তকে বহন।

৭। প্রচুর পৈতৃক ধন, তুষ্ট নয় তায়,
অজ্ঞাত সমুদ্রপথে আরো পেতে ধায়,
সদসৎ বুঝিবারে সাধ্য নাহি যার,
ক্ষুরচক্র ঘূরে সদা মস্তকে তাহার।

৮। মানব সমাজে পণ্ডিত যে জন,
কর্ত্তব্য বিচারে সদা তাঁর মন।
ধর্ম্মলব্ধ ধন পর্য্যাপ্ত তাঁহার,
অসৎ উপায়ে না অর্জ্জন আর।*
হিতপরায়ণ বন্ধুর বচন
সযতনে তিনি করেন শ্রবণ,
ক্ষুরচক্র কভু পারেনা আসিতে
এ হেন ধার্ম্মিকপ্রবরে ত্রাসিতে।

ইহা শুনিয়া মিত্রবিন্দক ভাবিল, 'এই দেবপুত্র আমার সমস্ত কৃতকর্ম্ম জানিতে পারিয়াছেন। আমি কত কাল দণ্ড ভোগ করিব, তাহাও ইঁহার নিশ্চিত জানা আছে। অতএব জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' ইহা চিন্তা করিয়া সে নবম গাথা বলিল :—

৯। বল যক্ষ, বল মোরে, বল, ভাই, দয়া করি,
কতকাল এই চক্র রবে মোর শির' পরি।

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব দশম গাথা বলিলেন :—

১০। যতদিন পাপের না হইবেক ক্ষয়,
ঘূরিবে মস্তকোপরি এ চক্র তোমার,
পাইবে তাহাতে তুমি দুঃখ অতিশয়,
অথচ না মৃত্যু তব করিবে উদ্ধার।

এই বলিয়া দেবপুত্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, মিত্রবিন্দক মহা দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল।

☞ এই আখ্যায়িকার সহিত পঞ্চতন্ত্রের (৫।২) সিদ্ধিযত্তিকা-চতুষ্টয়বৃত্তান্ত তুলনীয়। প্রথম খণ্ডের ৪১, ৮২, ১০৪ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫৯-সংখ্যক জাতকেও মিত্রবিন্দকের কথা আছে। দিব্যাবদানে মিত্রবিন্দকের নাম মৈত্রকন্যক।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল মিত্রবিন্দক এবং আমি ছিলাম দেবরাজ।]

* তু°—যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্।

৪৪০—কৃষ্ণ-জাতক।

[শাস্তা কপিলবস্তুর নিকটবর্ত্তী ন্যগ্রোধারামে * অবস্থিতি করিবার সময়ে স্মিত-প্রাদুষ্করণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে একদিন সায়াহ্নে শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া ন্যগ্রোধারামে পাদচারণ করিতে করিতে একস্থানে হাসিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া স্থবির আনন্দ ভাবিলেন, 'কি হেতু ও কি কারণে ভগবান্ হাস্য করিলেন? কোন হেতু বিনা কখনও তথাগতদিগের মুখে হাস্য প্রাদুর্ভূত হয় না। অতএব জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এই স্থির করিয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা বলিলেন 'আনন্দ, পুরাকালে কৃষ্ণ-নামক এক ঋষি ছিলেন। তিনি এই ভূভাগে অবস্থিতি করিয়া ধ্যান করিতেন ও ধ্যানরত থাকিতেন। তাঁহার শীলতেজে শক্রভবনপর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল।' কিন্তু এই উত্তর হাস্যের কারণ নির্দ্দেশে পর্য্যাপ্ত হইল না বলিয়া অতঃপর তিনি স্থবিরের অনুরোধে সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসী নগরে এক অশীতিকোটিবিভব-সম্পন্ন, অপুত্রক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পুত্র-কামনায় শীলব্রত গ্রহণ করিলে বোধিসত্ত্ব তাঁহার ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হইলে লোকে তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া নামকরণ দিবসে তাঁহার "কৃষ্ণকুমার" এই নাম রাখে।

কৃষ্ণকুমারের বয়স্ যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তিনি মণিময় প্রতিমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন। তিনি সেখানে সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন ব্রাহ্মণ এক উপযুক্ত পাত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। অনন্তর কৃষ্ণকুমার যথাকালে মাতাপিতার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন।

একদিন কৃষ্ণকুমার রত্নভাণ্ডারসমূহ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট পল্যঙ্কে আসীন হইয়া সুবর্ণপট্ট আনাইয়া দেখিলেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উহাতে লিখিয়া গিয়াছেন, অমুক ব্যক্তি এত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, অমুক এত ধন ইত্যাদি। ইহাতে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যাঁহারা এই ধন উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে জানিবার উপায় নাই, কেবল তাঁহাদের উপার্জ্জিত ধনই দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের কেহই এই ধন সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই। কেহই ধনের পুঁটুলি বান্ধিয়া পরলোকে লইয়া যাইতে পারে না, চোর, অরি, রাজা, জল ও অগ্নি, এই উপদ্রবপঞ্চকে ধনের বিনাশ ঘটে। এবংবিধ অসার ধনের দানই প্রকৃষ্ট প্রয়োগ, এইরূপ বহুব্যাধি-প্রপীড়িত অসার শরীরের পক্ষে শীলবান্দিগের সেবাভিবাদনই সারধর্ম্ম, এবং অনিত্যতাভিভূত অসার জীবনের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানলাভই প্রধান কর্ত্তব্য। অতএব এই অসার ভোগৈশ্বর্য্য হইতে সার-গ্রহণার্থ আমি দানে প্রবৃত্ত হইব।' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং রাজার নিকট গমন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক মহাদানে ব্রতী হইলেন।†

---

* ন্যগ্রোধ-নামক জনৈক ক্ষত্রিয়ের উদ্যান।

† পূর্ব্বেও কোন কোন জাতকে দেখা গিয়াছে, সঞ্চিত ধন দান করিতে হইলে দাতা রাজার অনুমতি লইতেন। ইহার কারণ কি? সপিণ্ডাদি কোন দায়াদ না থাকিলেই রাজা উত্তরাধিকারী হইতে পারেন। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, যখন পুত্র পত্নী প্রভৃতি কোন সপিণ্ডের বা সমানোদকের অভাব হইত, তখনই ধনস্বামীরা মৃত্যুর পূর্ব্বে উহা দান করিতে ইচ্ছা করিলে রাজার অনুমতি লইতেন। মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে দেখা যায়, আমীর ওমরাহগণ যে ধন রাখিয়া যাইতেন, পাৎসাহ তাহার উত্তরাধিকারী হইতেন। তবে তিনি মৃত ব্যক্তিদিগের সন্তান সন্ততির জীবিকা নির্ব্বাহেরও ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। হিন্দু শাসনকালে কিন্তু এরূপে মৃত ব্যক্তির ধন গ্রহণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না।

কৃষ্ণকুমার সাত দিন দান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও ধনের ক্ষয় দেখা গেলনা। তখন তিনি স্থির করিলেন, 'আমার ধনে কি প্রয়োজন? জরায় অভিভূত হইবার পূর্ব্বেই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইব।' অনন্তর তিনি গৃহের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করাইলেন এবং ঘোষণা করাইলেন, "আমি সমস্তই দান করিলাম মনে করিয়া, যে যাহা ইচ্ছা লইয়া যাউক।" অনন্তর তিনি ঘৃণার সহিত সমস্ত বিষয়-বাসনা অশুচিবৎ পরিহার করিয়া নগর হইতে চলিয়া গেলেন, তাঁহার গমন সময়ে সমস্ত নগরবাসী রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল, (কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হইলেন না)। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং নিজের বাসের জন্য কোন রমণীয় স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে এই ভূভাগে উপস্থিত হইয়া 'এখানেই বাস করিব' এই সঙ্কল্পে একটা ইন্দ্রবারুণি বৃক্ষকে * নিজের গোচরস্থানরূপে † নির্ব্বাচনপূর্ব্বক তাহারই মূলে অবস্থিতি করিলেন। তিনি কখনও গ্রামের মধ্যে গিয়া শয়ন করিতেন না; তিনি সম্পূর্ণরূপে আরণ্যক ‡ হইলেন। তিনি কোন পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন না, তিনি বৃক্ষমূলিক, নিষণ্ডিক ও অভ্রাবকাশিক হইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কখনও শুইবার ইচ্ছা হইলে তিনি ভূমিতেই শয়ন করিতেন। তিনি দন্তমুষলিক হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য উদূখল-মুষলাদির প্রয়োজন হইত না, তিনি খাদ্যদ্রব্য অগ্নিতে পাক না করিয়া চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করিতেন। যাহা তুষাবৃত হইয়া জন্মে, তিনি এমন কোন দ্রব্য আহার করিতেন না। তিনি দিবসে একবার মাত্র আহার করিতেন এবং একাসনে বসিয়াই আহার শেষ করিতেন। তিনি পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর ন্যায় ক্ষমাশীল হইলেন, এবং এতগুলি ধূতগুণে অলঙ্কৃত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ বোধিসত্ত্ব এইবার অতি অল্পমাত্র ইচ্ছা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ তাপস অতি অল্পদিনের মধ্যে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ উৎপাদনপূর্ব্বক ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি বন্যফলাদির জন্য অন্যত্র যাইতেন না; ঐ বৃক্ষে যখন ফল হইত তখন সেই ফল খাইতেন, যখন ফুল হইত তখন ফুল খাইতেন, যখন উহাতে পাতা থাকিত, তখন পাতা খাইতেন, যখন পাতা থাকিত না তখন বল্কল খাইতেন। তিনি এইরূপে অতি সন্তুষ্টভাবে উক্ত স্থানে দীর্ঘকাল বাস করিলেন। ঐ বৃক্ষের ফলগ্রহণার্থ তিনি কোন দিনই লোভে পড়িয়া আসন ত্যাগ করিতেন না; যেখানে বসিয়া থাকিতেন, সেখান হইতে হাত বাড়াইয়া হস্তপ্রমাণ স্থানে সে ফল পাইতেন, তাহাই তুলিয়া লইতেন। এই সকল ফলের মধ্যে আবার কোনটী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, তিনি তাহাও বিচার করিতেন না, যাহা পাইতেন তাহাই গ্রহণ করিতেন। তিনি এইরূপে পরম সন্তুষ্টভাবে তপস্যা করিতেন বলিয়া ক্রমে তাঁহার শীলতেজে শক্রের

---

* ইন্দ্রবারুণি (Cucumis Colocynthus) মাকাল। কিন্তু ইহা লতা, বৃক্ষ নহে।

† গোচরস্থান অর্থাৎ যেখানে থাকিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইবে।

‡ এই সকল বিশেষণ দ্বারা কয়েকটী ধূতাঙ্গের (ধূতগুণের) পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ধূতাঙ্গ বা ধূতগুণ সম্বন্ধে ২য় খণ্ডের ২৮১ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এখানে যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণকুমার আরণ্যক, বৃক্ষমূলিক, অভ্রাবকাশিক, নিষণ্ডিক ও একাসনিক হইয়াছিলেন। অভ্রাবকাশিক কুটীরাদির আশ্রয় লন না, তিনি উন্মুক্ত স্থানে থাকেন। নিষণ্ডিক নির্দ্দিষ্ট কাল বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া থাকেন। তপস্বীরা স্ব স্ব সাধ্যানুসারে এক কিংবা ততোঽধিক ধূতগুণ অবলম্বন করেন।

পাণ্ডুকম্বল * শিলাসন-উত্তপ্ত হইল। [শুনা যায়, এই আসন নাকি শক্রের আয়ুঃক্ষয়কালে, পুণ্যক্ষয়কালে, অন্য কোন মহানুভাব সত্ত্ব শক্রস্থান প্রার্থনা করিলে কিংবা ধার্ম্মিক ও মহর্দ্ধিসম্পন্ন শ্রমণব্রাহ্মণদিগের শীলতেজে উষ্ণ হইয়া থাকে।]

আসন উত্তপ্ত হইয়াছে দেখিয়া শক্র ভাবিলেন, 'কে আমাকে পদচ্যুত করিতে ইচ্ছা করিয়াছে?' চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, বনবাসী কৃষ্ণ ঋষি এক স্থানে ফল কুড়াইতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই ঋষি কঠোরতপা ও জিতেন্দ্রিয়, আমি ইঁহার নিকটে গিয়া ইঁহাদ্বারা সিংহনাদে ধর্ম্মকথা বলাইব, সুখের কারণ শ্রবণ করিব, বর দিয়া ইঁহার তৃপ্তিসাধন করিব এবং ঐ বৃক্ষটীকে ধ্রুবফল করিয়া শক্রলোকে ফিরিয়া আসিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি মহানুভাববলে অতি শীঘ্র সেই বৃক্ষমূলে অবতরণ করিলেন এবং ঋষির পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হইয়া, তিনি নিজের কুরূপকীর্ত্তন শুনিলে ক্রুদ্ধ হন কি না, ইহা দেখিবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। ছি ছি ছি কি কালো রঙ দেখি ঘৃণা পায়।
নিজে কালো, কালো কালো ফল পাতা খায়।
যেখানে রয়েছে বসি, মাটি তার কালো,
সব কালো এক সঙ্গে মিশিয়াছে ভালো।

ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ ভাবিলেন, 'কে আমার সঙ্গে এ কথা বলিতেছে?' তিনি দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেন, স্বয়ং শক্র উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি মুখ না ফিরাইয়া এবং শক্রের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

২। শরীরের রঙে কেহ কালো নাহি হয়,
পাপে হয় মন কালো, শুন মহাশয়।
প্রকৃত ব্রাহ্মণ আমি অন্তঃসারবান্,
কালো রঙে তবে কেন হব হতমান্?

অনন্তর যে সকল পাপে জীব প্রকৃত মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কৃষ্ণঋষি তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিগুলি সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়া এমন বিশদভাবে পাপের নিন্দা ও শীল প্রভৃতির গুণ কীর্ত্তন করিলেন, যে বোধ হইল যেন তিনি আকাশে চন্দ্র উপস্থাপিত করিলেন। তিনি এইরূপে যে ধর্ম্মকথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া শক্র তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া বর দিবার অভিপ্রায়ে তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

৩। বলিলে উত্তম কথা সুমিষ্ট ভাষায়,
যেরূপ তোমার মুখে বলা শোভা পায়।
সেহেতু তোমায় আমি দিতে চাই বর,
বল, কি পাইলে তুষ্ট হবে, দ্বিজবর

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন:—'আমি নিজের কুবর্ণের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হই কি না ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য ইনি আমার দেহের বর্ণ, আমার ভোজ্য, আমার বাসস্থান, এই সকলের নিন্দা করিলেন, কিন্তু তাহাতে আমি ক্রুদ্ধ হইলাম না দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বর দিতেছেন। সম্ভবত ইনি ভাবিতেছেন যে, আমি শক্রের ঐশ্বর্য্য বা ব্রহ্মার ঐশ্বর্য্য

* ২য় খণ্ডের ১৩৩ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পাইবার আশায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি। অতএব ইঁহার সংশয় অপনোদন করিবার জন্য আমার এই চারিটী বর প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য :—আমার যেন পরের উপর ক্রোধ ও দ্বেষ না জন্মে, আমি যেন পরের সম্পত্তিতে লোভ না করি, পরের প্রতি আমি যেন স্নেহপরায়ণ না হইয়া মধ্যম ভাবে—উদাসীন ভাবে—জীবন যাপন করিতে পারি।' মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি শক্রের সংশয় অপনোদনের জন্য নিম্নলিখিত গাথায় ঐ চারিটী বর প্রার্থনা করিলেন :—

৪। দিবে যদি বর, শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর,
অক্রোধ, অদ্বেষ যেন থাকি নিরন্তর
কোনরূপ লোভে যেন আকৃষ্ট না হই,
দারা পুত্রাদির স্নেহে আবদ্ধ না রই।
ঐ চারি বর আমি মাগি তব ঠাঁই
অন্য কোন বরে মোর প্রয়োজন নাই।

এই প্রার্থনা শুনিয়া শক্র ভাবিলেন, 'কৃষ্ণ পণ্ডিত অতি অনবদ্য বর প্রার্থনা করিতেছেন, এই সকল বরের দোষ গুণ ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' অনন্তর তিনি পঞ্চম গাথায় প্রশ্ন করিলেন :—

৫। ক্রোধে, দ্বেষে, লোভে, স্নেহে কি দোষ ব্রাহ্মণ,
দেখিলে, বিস্তারি বল, করিব শ্রবণ।

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "তবে শুনুন—

৬। অক্ষান্তি হইতে হয় ক্রোধের উদয়,
আগে অল্প, শেষে বৃদ্ধি পায় অতিশয়,
ধরে যারে একবার না ছাড়ে তাহারে
ক্রোধবশে পায় সেই দুঃখ বারে বারে।
ক্রোধের এ সব দোষ করি বিলোকন,
বিরূপ তাহার প্রতি হইয়াছে মন।

৭। দ্বেষবশে পরস্পর কত দুষ্ট জন,
প্রথমে পরুষ ভাষে করে সম্বোধন,
ক্রমে করে ঠেলাঠেলি, হাতাহাতি আর,
লাঠালাঠি করে তারা বলি মার মার।
শুধু এই নয়, শেষে শস্ত্রপ্রহরণে,
রত তারা হয় পরস্পরের নিধনে।
ক্রোধ হ'তে হয় দেখি দ্বেষের জনম,
বিরূপ তাহার প্রতি হইয়াছে মন।

৮। লুঠে গ্রাম, হয় দস্যু, হয় নীচমনা,
চুরিতে পরের ধন করে প্রবঞ্চনা
লোভবশে লোকে দেবরাজ সে কারণ,
বিরূপ লোভের প্রতি হইয়াছে মন।

৯। স্নেহের নিগড়ে বদ্ধ থাকে জীবগণ,
অবিদ্যাপ্রভব স্নেহ বাড়ে অনুক্ষণ।
স্নেহবদ্ধ জীব বহু মনস্তাপ পায়.
স্নেহশীল হ'তে তাই মন নাহি যায়।

প্রশ্নের সদুত্তর শুনিয়া শক্র বলিলেন, '"কৃষ্ণপণ্ডিত, তুমি বুদ্ধলীলায় আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিয়াছ। আমি ইহাতে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আরও একটী বর গ্রহণ কর।

১০। বলিলে উত্তম কথা সুমিষ্ট ভাষায়
যেরূপ তোমার মুখে বলা শোভা পায়।
সেহেতু তোমায় অন্য চাই দিতে বর,
বল কি পাইলে তুষ্ট হবে দ্বিজবর?"

তখন বোধিসত্ত্ব আর একটী গাথা বলিলেন :—

১১। দিবে যদি বর, শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর,
যে বনে বিহরি আমি হয়ে একচর,
না পশে সেখানে যেন হেন কোন রোগ,
তপের ঘটিবে বিঘ্ন করি যাহা ভোগ।

ইহা শুনিয়া শক্র ভাবিলেন, 'কৃষ্ণপণ্ডিত বর মাগিবার কালে কোন ভোগের বস্তু প্রার্থনা করিতেছেন না, যাহা তপস্যার অনুকূল তাহাই চাহিতেছেন।' ইহাতে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আরও একটী বর দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

১২। বলিলে উত্তম কথা সুমিষ্ট ভাষায়,
যেরূপ তোমার মুখে বলা শোভা পায়।
সেহেতু তোমায় অন্য চাই দিতে বর,
বল কি পাইলে তুষ্ট হবে, দ্বিজবর?

বোধিসত্ত্বও বরগ্রহণের কালে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :—

১৩। বর যদি দিবে, শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর,
সবিনয়ে তব পাশে মাগি এই বর,
কায়মনোবাক্যে যেন না করি কখন
কোনরূপে অপরের অনিষ্ট সাধন। *

মহাসত্ত্ব এইরূপে ছয়টী বিষয়ে বর লইবার কালে কেবল নৈষ্ক্রম্যধর্ম্মসংক্রান্ত বরই প্রার্থনা করিলেন। শরীরকে ব্যাধিশূন্য করিতে শক্রের সাধ্য নাই, জীবকে দ্বারত্রয়ে (কায়ে, মনে ও বাক্যে) বিশুদ্ধ করাও শক্রায়ত্ত নহে, তথাপি তিনি শক্রকে প্রকৃত ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য উক্ত বরগুলিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শক্র সেই বৃক্ষটীকে ধ্রুবফল করিলেন, মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিলেন, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "আপনি অরোগ হইয়া এখানে অবস্থিতি করুন"। তাহার

* মিলিন্দ প্রশ্নেও এই গাথাটী দেখা যায়।

পর শক্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বোধিসত্ত্বও ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন "আনন্দ, আমি পুরাকালে এখানেই বাস করিয়াছিলাম।"

সমবধান—তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, এবং আমি ছিলাম কৃষ্ণপণ্ডিত।]

৪৪১—চতুষ্পোষধিক-জাতক

এই জাতকের বৃত্তান্ত পূর্ণক-জাতকে বলা যাইবে।*

৪৪২—শঙ্খ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে সর্ব্বপরিষ্কারদান সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে, শ্রাবস্তীর কোন উপাসক শাস্তার ধর্ম্মদেশন শ্রবণ করিয়া এমন প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, তিনি পরদিনের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের গৃহদ্বারে মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া তাহা সুসজ্জিত করিলেন এবং পরদিন দানের সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সকলকে জানাইলেন। শাস্তা পঞ্চশত ভিক্ষুপরিবৃত হইয়া সেখানে গমন করিলেন এবং তাঁহার জন্য যে উৎকৃষ্ট আসন সজ্জিত ছিল, তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। উপাসক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিলেন এবং পুনর্ব্বার পরদিনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এইরূপে উপর্য্যুপরি সাত দিন নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি মহাদান করিলেন এবং সপ্তম দিনে সর্ব্বপরিষ্কার-দানে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বপরিষ্কার-দানের সঙ্গে তিনি পাদুকাও দান করিলেন। তিনি দশবলকে যে পাদুকাযুগল দিলেন, তাহার মূল্য সহস্র মুদ্রা; অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের প্রত্যেকের পাদুকার মূল্য পঞ্চশত মুদ্রা; এবং পঞ্চশত ভিক্ষুর প্রত্যেকের পাদুকার মূল্য শত মুদ্রা। ঐরূপে সর্ব্বপরিষ্কার দান করিয়া সেই উপাসক স্বীয় পরিজনবর্গের সহিত ভগবানের নিকটে উপবেশন করিলেন। ভগবান্ মধুরস্বরে তাঁহার দানের অনুমোদন করিবার কালে বলিলেন, "উপাসক, তোমার এই সর্ব্বপরিষ্কার দান অতি উদারতার পরিচায়ক। তুমি আনন্দে থাক। পুরাকালে, যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখন লোকে কোন প্রত্যেকবুদ্ধকে পাদুকাযুগল দান করিয়াছিল এবং মহাসমুদ্রে পোতভগ্ন হইলে পর যখন তাহারা নিরাশ্রয় হইয়াছিল, তখন সেই দানের ফলে উদ্ধার পাইয়াছিল। তুমি বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে সর্ব্বপরিষ্কার দান করিলে; এই দানের এবং পাদুকাদানের ফলে তুমি কেন প্রতিষ্ঠাভাজন হইবে না?" অনন্তর উপাসকের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে এই বারাণসীর নাম ছিল মোলিনী। মোলিনী নগরে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে শঙ্খ-নামক এক আঢ্য ব্রাহ্মণ নগরের চতুর্দ্বারে, নগরের মধ্যে ও নিজের গৃহদ্বারে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রতিদিন দুঃস্থ ও পথিকদিগকে শত সহস্র মুদ্রা দান করিতেন। এইরূপ মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া একদিন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার গৃহে ধনক্ষয় হইলে আর দান করিতে পারিব না, ধনক্ষয় হইবার পূর্ব্বেই পোতারোহণে সুবর্ণভূমিতে † গমনপূর্ব্বক তথা হইতে ধন আনয়ন করা যাউক।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি পোত নির্ম্মাণ করাইলেন, তাহাতে

* জাতকার্থবর্ণনায় 'পূর্ণক' নামে কোন জাতক নাই।

† Golden Chersonese—পূর্ব্ব উপদ্বীপ অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি অঞ্চল।

পণ্য তুলিলেন এবং দারাপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমি যত দিন না ফিরি, তত দিন তোমরা আমার দান অব্যাহত রাখিবে।" অনন্তর তিনি দাস ও ভৃত্যগণে পরিবৃত হইয়া ছত্র হস্তে, পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে পত্তনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঐ সময়ে এক প্রত্যেকবুদ্ধ গন্ধমাদন পর্ব্বতে থাকিয়া চিন্তা করিয়া বুঝিলেন, এক মহাপুরুষ দানার্থ ধনাহরণের কামনায় বিদেশে যাত্রা করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই মহাপুরুষ ধনাহরণের জন্য যাইতেছেন, সমুদ্রে কি ইহার কোন বিঘ্ন ঘটিবে?' অনন্তর যখন তিনি দেখিতে পাইলেন, অন্তরায় ঘটিবে, তখন ভাবিলেন, 'ইনি আমাকে দেখিলে ছত্র ও পাদুকা দান করিবেন এবং সমুদ্রে পোত ভগ্ন হইলেও পাদুকাদানের ফলে উদ্ধার পাইবেন। অতএব ইঁহাকে অনুগ্রহ করিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি আকাশপথে গমন করিয়া শঙ্খের অবিদূরে অবতরণ করিলেন এবং প্রচণ্ড বাতাতপে জ্বলন্ত অঙ্গারাস্তরণের ন্যায় উত্তপ্ত বালুকা মর্দ্দন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শঙ্খ তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'অহো! আমার পুণ্যক্ষেত্র উপস্থিত হইয়াছে; আজ আমায় ইহাতে বীজ রোপণ করিতে হইবে।' তিনি প্রহৃষ্টচিত্তে অতিবেগে প্রত্যেকবুদ্ধের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভদন্ত, আমার প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনার্থ ক্ষণকালের জন্য পথ ছাড়িয়া এই বৃক্ষমূলে আগমন করুন।' প্রত্যেকবুদ্ধ ঐ বৃক্ষমূলে গেলেন, শঙ্খ সেখানে বালুকা বিস্তৃত করিয়া তদুপরি নিজের উত্তরাসঙ্গ খানি পাড়িলেন, প্রত্যেক-বুদ্ধকে এই আসনে উপবেশন করাইলেন, সুবাসিত ও পরিস্রাবিত জলে তাঁহার পদপ্রক্ষালণ করিলেন, তাহাতে গন্ধতৈল মাখাইলেন, নিজের পাদুকাযুগল খুলিয়া ও পুঁছিয়া তাহাতে গন্ধতৈল মাখাইলেন, প্রত্যেকবুদ্ধকে তাহা পরাইলেন এবং "ভদন্ত, এই পাদুকাযুগল পরিধানপূর্ব্বক এই ছত্র মস্তকে দিয়া গমন করুন", এই অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পাদুকাযুগল ও ছত্র দান করিলেন। শঙ্খের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইবার জন্য প্রত্যেকবুদ্ধ ঐ দুই দ্রব্য গ্রহণ করিলেন এবং শঙ্খ যখন এই কার্য্যের সুফল-বৃদ্ধির আশায় তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তখনই আকাশে অধিরোহণ-পূর্ব্বক গন্ধমাদনে প্রতিগমন করিলেন। বোধিসত্ত্ব ইহা দেখিয়া অত্যন্ত চিত্তপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন এবং পত্তনে গিয়া পোতারোহণ করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে শঙ্খ ও তাঁহার সঙ্গিগণ মহাসমুদ্রে উপনীত হইলেন। সপ্তম দিনে তাঁহাদের পোতের তলদেশে একটা ছিদ্র দেখা দিল; উহা দিয়া এত জল উঠিতে লাগিল যে তাহা সেচিয়া নিঃশেষ করা গেল না। সমস্ত লোকে মরণভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিতে লাগিল এবং মহা আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। মহাসত্ত্ব একজন পরিচারককে সঙ্গে লইলেন, সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিলেন, যথাসাধ্য শর্করাচূর্ণমিশ্রিত ঘৃত পান করিলেন ও পরিচারককে পান করাইলেন, এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া মাস্তলের অগ্রভাগে আরোহণ করিলেন। অনন্তর 'আমাদের নগর এই দিকে আছে' ইহা বলিয়া দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিলেন এবং মৎস্যকচ্ছপাদির আক্রমণ-ভয় অতিক্রম করিবার জন্য তথা হইতে প্রায় দেড় শত হস্ত দূরে * সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলেন। পোতস্থ অন্য সকলেই বিনষ্ট হইল; কিন্তু মহাসত্ত্ব তাঁহার পরিচারকটীর সহিত সমুদ্র তরিতে আরম্ভ করিলেন।

* মূলে 'উসভমত্তং' আছে। ১ উসভ=২০ যট্‌ঠি; ১ যট্‌ঠি=৭ রতন (রত্নি)। ১ রত্নি=২ বিতস্তি বা ১ হাত। কাজেই ১ উসভ=১৪০ হাত।

ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইল, কিন্তু এমন বিপত্তির মধ্যেও তিনি লবণোদকে মুখপ্রক্ষালণ করিয়া পোষধ পালন করিলেন।

ঐ সময়ে লোকপালচতুষ্টয় মণিমেখলানাম্নী এক দেবীকে সমুদ্রের রক্ষিণীপদে স্থাপিত করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, যে ত্রিশরণাগত, শীলসম্পন্ন কিংবা মাতাপিতৃভক্ত কোন মানুষ পোতভঙ্গ-বশতঃ বিপন্ন হইলে তুমি তাহাকে রক্ষা করিবে। মণিমেখলা সপ্তাহকাল স্বীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সপ্তম দিনে দৈব ঐশ্বর্য্যবলে সমুদ্র পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক শীলাচারসম্পন্ন শঙ্খ ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি সপ্তাহকাল সমুদ্রে পতিত হইয়াছেন; যদি ইঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমাকে অত্যন্ত নিন্দাভাজন হইতে হইবে।' তিনি এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং নানাবিধ মধুররসযুক্ত দিব্য ভোজ্যে একটা সুবর্ণপাত্র পূর্ণ করিয়া বাতবেগে শঙ্খের নিকট গমন করিলেন। তিনি তাঁহার পুরোভাগে আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনি সপ্তাহকাল অনাহারে আছেন, এখন এই দিব্য ভোজ্য আহার করুন।" শঙ্খ দেবীকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি এই ভোজ্য অপনীত কর; আমি এখন পোষধী।" শঙ্খের পরিচারকটা তাঁহার পশ্চাতে ছিল; সে দেবীকে দেখিতে পায় নাই; কাজেই প্রভুর কথা শুনিয়া ভাবিল, 'এই ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ সুকুমারদেহ; সপ্তাহকাল অনাহারে থাকিয়া ইঁহার বড় কষ্ট হইয়াছে এবং মৃত্যুর ভয়ে এখন ইনি প্রলাপ করিতেছেন। অতএব ইঁহাকে আশ্বস্ত করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রথম গাথা বলিল:—

১। সুপণ্ডিত, ধর্ম্মকথা শুনিয়াছ কত,
শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দেখিয়াছ শত শত,
তবে কেন করিতেছ প্রলাপ এক্ষণে?
কে দিবে উত্তর তব বাক্যের এখানে?

পরিচারকের কথা শুনিয়া শঙ্খ ভাবিলেন, 'এই দেবী ইহাকে দেখা দিতেছেন না।' তিনি বলিলেন, "সৌম্য, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, আমার কথার উত্তর দিতে পারেন, এমন এক জন এখানে আছেন।

২। শুভ্রা, শুভ্র, সুবর্ণাভরণ-বিমণ্ডিতা
রমণী সুবর্ণপাত্র লয়ে উপস্থিতা।
বলেন আমায়, 'কর এ সব ভোজন,'
কিন্তু তাহা পেতে মোর নাহি সয়ে মন।
হয়েছে প্রসন্ন চিত্ত পোষধ পালিয়া;
উত্তর দিলাম তাই, 'খাব না' বলিয়া।"

তখন পরিচারক তৃতীয় গাথা বলিল:—

৩। হেরি হেন দিব্য মূর্ত্তি * সুখ যারা পায়
শুভ কি অশুভ হবে নিশ্চয় শুধায়।
উঠ, দ্বিজ, কৃতাঞ্জলিপুটে ত্বরা করি
জিজ্ঞাস ইঁহারে, ইনি দেবী কিংবা নারী।

* মূলে 'যক্খং' এই পদ আছে।

পরিচারকের কথা অযৌক্তিক নয় দেখিয়া শঙ্খ চতুর্থ গাথায় জিজ্ঞাসিলেন :—

৪। কে তুমি দেখিছ মোরে সদয়নয়নে,
খাও খাও বলিতেছ মধুরবচনে ?
অনুভাব দেখি তব হয়েছে বিস্ময়,
দেবী কি মানবী তুমি, বল ত নিশ্চয় ?

ইহার উত্তরে দেবী দুইটী গাথা বলিলেন :—

৫। দেবতা মহানুভাবা আমি, হে ব্রাহ্মণ ;
সাগরবারির মধ্যে এসেছি এখন
করিতে তোমারে দয়া—তব হিতত‍রে ;
দুষ্ট অভিসন্ধি নাই আমার অন্তরে।

৬। অন্ন পান, সুখসেব্য শয়ন-আসন,
নানাবিধ যান আর, সকলই ব্রাহ্মণ,
করিনু তোমায় দান ; যাহা ইচ্ছা হয়
গ্রহণ করিয়া সুখী হও, মহাশয়।

দেবীর কথা শুনিয়া শঙ্খ ভাবিলেন, 'এই দেবী সমুদ্রপৃষ্ঠে আমাকে ইহা দিলাম, উহা দিলাম এইরূপ বলিতেছেন। ইঁহার এই দানেচ্ছা আমার পুণ্যকর্ম্মের ফল, না ইঁহার নিজের দৈববল-জাত, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে।' এই নিমিত্ত তিনি সপ্তম গাথা বলিলেন :—

৭। সুভ্রূ, মৃগরাজকটি, সুশ্রোণি, সুন্দরি।
শুধাই তোমায়, তুমি বল দয়া করি,
কোন্ কর্ম্মফলে ভাগ্যে ঘটিল আমার
বিপত্তির কালে তব করুণা অপার ?
যজ্ঞে, হোমে দান আমি করিয়াছি নানা ;
কি দানের কোন্ ফল আছে তব জানা ?

এই প্রশ্ন শুনিয়া দেবী ভাবিলেন, 'ব্রাহ্মণ যে সকল কুশল কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই, বোধ হয় এইরূপ মনে করিতেছেন। অতএব আমাকে তাহা বলিতে হইতেছে।' এই অভিপ্রায়ে তিনি অষ্টম গাথা বলিলেন :—

৮। দেখিলে উত্তপ্ত-পথে একাকী যাইতে
ভিক্ষু এক শ্রান্ত, শুষ্ককণ্ঠ পিপাসাতে ;
জ্বলন্ত অঙ্গারতুল্য স্পর্শে বালুকার
পদতল দগ্ধ হয়ে যেতেছিল তাঁর ;
অমনি তাঁহারে দিলা পাদুকাযুগল ;
সেই দানে পাও আজ ইচ্ছানত ফল। *

ইহা শুনিয়া শঙ্খ ভাবিলেন, 'আমি যে পাদুকাযুগল দান করিয়াছিলাম, তাহাই তবে এই অকূল সাগরে আমার পক্ষে সর্ব্বকামপ্রদ হইয়াছে! অহো! আমি প্রত্যেকবুদ্ধকে কি শুভক্ষণেই দান করিয়াছিলাম!' তিনি অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া নবম গাথা বলিলেন :—

* মূলে 'সা দক্খিণা কামদুহা তবজ্জ' এইরূপ আছে।

৯। সেই দানফল আজি কনকনির্ম্মিত
পোতরূপ ধরিয়া করুক মোর হিত।
প্রবেশে না জল যেন ভিতরে তাহার;
সুবাতাস পেয়ে হোক পারাবার পার।
না আছে সাগরে অন্য যানে প্রয়োজন,
মোলিনীতে আজ(ই) মোরে করুক বহন।

শঙ্খের কথা শুনিয়া দেবী তুষ্ট হইলেন এবং সপ্তরত্নময় এক পোত নির্ম্মাণ করিলেন। উহার দৈর্ঘ্য আট উসভ (১৪০×৮ হাত), বিস্তার চারি উসভ এবং বেধ ২০ যষ্টিক (২০×৭ হাত) ছিল। উহার মাস্তুল তিনটী ইন্দ্রনীলমণিময়, তৎসংলগ্ন রজ্জুগুলি সুবর্ণময়, বাতপটগুলি * রজতময় এবং অরিত্রগুলিও সুবর্ণময়। মণিমেখলা ঐ নৌকা সপ্তরত্নে পূর্ণ করিলেন, ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া সেই অলঙ্কৃত নৌকায় তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিচারকের দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ সেই পরিচারককে স্বকৃত পুণ্যকর্ম্মের ফল দান করিলেন, সেও সকৃতজ্ঞভাবে উহা গ্রহণ করিল। তখন দেবী তাহাকেও আলিঙ্গন করিয়া নৌকায় বসাইলেন। অতঃপর তিনি সেই নৌকা লইয়া মোলিনী নগরে গেলেন, এবং সমস্ত ধন ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া স্বকীয় বাসস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এই সময়ে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন:—

১০। পরিতুষ্টা, প্রীতিমতী, সুপ্রসন্না সে দেবতা
নিরমিলা বিচিত্র তরণী,
সানুচর শঙ্খে তুলি লয়ে গেলা পোতে যথা
মনোহরা নগরী মোলিনী।

অতঃপর শঙ্খ ব্রাহ্মণ অপরিমেয় ধনপূর্ণ গৃহে বাস করিয়া দান দিতে ও শীল রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং আয়ুঃশেষে সপরিজন দেবনগরের অধিবাসিসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই উপাসক স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।
সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই দেবী, আনন্দ ছিলেন সেই পরিচারক এবং আমি ছিলাম শঙ্খ ব্রাহ্মণ।]

৪৪৩—ক্ষুল্লবোধি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক কোপনস্বভাব ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও ক্রোধ নিগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি সামান্য কথাতেই ক্রুদ্ধ কুপিত ও দ্বেষপরায়ণ হইতেন, কিছুতেই তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হইত না। শাস্তা তাঁহার ক্রোধনভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি নাকি বড় ক্রোধপরায়ণ, এ কথা সত্য কি?'

---

* মূলে 'সীতানি' আছে। অভিধানে 'সীত' শব্দের এ অর্থ দেখা যায় না। ইংরাজী অনুবাদক ইহার পরিবর্ত্তে sails শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সুসঙ্গত মনে করিয়া আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "দেখ, ক্রোধ দমন করা উচিত, কারণ কি ইহলোকে, কি পরলোকে, ইহার মত অনর্থকর আর নাই। তুমি নিক্রোধ সম্বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কেন ক্রোধের বশীভূত হইবে? প্রাচীন পণ্ডিতেরা বৌদ্ধেতর শাসনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াও ক্রোধপরায়ণ হন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীর কোন নিগমগ্রামে এক আঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার প্রভূত ঐশ্বর্য্য ছিল; কিন্তু তিনি অপুত্রক ছিলেন, এজন্য তাঁহার ব্রাহ্মণী পুত্রকামনা করিতেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া ঐ রমণীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। নামকরণ-দিবসে এই বালকের নাম রাখা হইল বোধিকুমার। তিনি বয়ঃ-প্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হইলেন। তিনি সেখান হইতে প্রতিগমন করিলে তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার মাতাপিতা সমান জাতিকুল হইতে এক কুমারী আনয়ন করিলেন। এই কুমারীও ব্রহ্মলোকচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি দিব্য অপ্সরাদিগের ন্যায় রূপবতী ছিলেন। কুমার ও কুমারী, উভয়ের অনিচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা পরস্পরের সহিত উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হইলেন। তাহারা উভয়েই পূর্ব্বে কখনও কামাচার করেন নাই, অনুরাগভরে কখনও পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করেন নাই। তাঁহারা এমনই পবিত্রশীল ছিলেন যে, মিথুনধর্ম্ম কাহাকে বলে, স্বপ্নেও তাহা জানিতে পারেন নাই।

কালক্রমে মহাসত্ত্বের মাতাপিতা দেহত্যাগ করিলেন। তিনি তাঁহাদের শরীরকৃত্য সমাপন করিয়া পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি এই অশীতিকোটি ধন লইয়া সুখে জীবন যাপন কর।" তাঁহার পত্নী বলিলেন, "আপনি কি করিবেন, আর্য্যপুত্র?" "আমার ধনে প্রয়োজন নাই, আমি হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক নিজের পারলৌকিক প্রতিষ্ঠার পথ দেখিব।" "আর্য্যপুত্র, কেবল পুরুষেরাই কি প্রব্রজ্যা-গ্রহণের অধিকারী?" "স্ত্রীলোকেও প্রব্রজ্যা লইতে পারেন।" "যদি তাহা হয়, তবে আপনি যাহা নিষ্ঠীবনবৎ পরিত্যাগ করি-লেন, আমি তাহা গ্রহণ করিব না, আমারও ধনে প্রয়োজন নাই, আমিও প্রব্রজ্যা লইব।" "বেশ কথা, ভদ্রে।" অনন্তর স্ত্রীপুরুষে মহাদান করিলেন এবং নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক কোন রমণীয় ভূভাগে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া প্রব্রজ্যা লইলেন। সেখানে তাঁহারা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা বন্যফল আহরণ করিতেন এবং তাহাই খাইয়া দশ বৎসর বাস করিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালেও তাঁহারা ধ্যানবল লাভ করিতে পারিলেন না।

তাঁহারা প্রব্রজ্যাসুখে দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া লবণ ও অম্লসেবনার্থ ভিক্ষাচর্য্যা করিবার জন্য জনপদে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে বারাণসীতে উপনীত হইয়া রাজোদ্যানে বাস করিলেন। অতঃপর একদিন উদ্যানপাল উপঢৌকনসহ রাজদর্শনে গমন করিলে, রাজা বলিলেন, "দেখ, আমি উদ্যান-ক্রীড়া করিব, তুমি গিয়া উদ্যানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর।" উদ্যানপাল ফিরিয়া উদ্যানটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করিলে রাজা বহু অনুচরসহ সেখানে গমন করিলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার পত্নী উদ্যানের এক পার্শ্বে বসিয়া

প্রব্রজ্যাসুখাস্বাদে সময়াতিবাহিত করিতেছিলেন। রাজা উদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে তাহাদিগকে আসনে দেখিতে পাইলেন এবং মনোমোহিনী পরমসুন্দরী পরিব্রাজিকার রূপ অবলোকন করিয়া মোহিত হইলেন। কামবশে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল এবং পরিব্রাজিকা পরিব্রাজকের কি হন, জানিবার জন্য বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "পরিব্রাজক, এই পরিব্রাজিকা আপনার কে হন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ইনি আমার কেহই হন না; আমরা দুইজনেই একরূপ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি, এই মাত্র। তবে যখন গৃহী ছিলাম, তখন ইনি আমার পত্নী ছিলেন।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই পরিব্রাজিকা ইহার কেহই হয় না এইরূপ বলিতেছে। আমি যদি ঐশ্বর্য্যবল প্রয়োগ করিয়া ইহাকে লইয়া যাই, তবে এই পরিব্রাজক কি করিতে পারে? অতএব ইহাকে গ্রহণ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। সুহাসিনী, সুভাষিণী, বিশালাক্ষী প্রিয়া তব
কেড়ে যদি লয়ে কেহ যায়,
বল ত, তখন তুমি কি করিবে, প্রব্রাজক?
এই আমি শুধাই তোমায়।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

২। উপজিলে কোপ, মোরে ছাড়িবে না কভু, তাই
নিবারিব সত্বর তাহাকে,
নিবারে যেমন বৃষ্টি, বরষি মুষলধারে,
রজোরাশি যেখানে যা থাকে।

মহাসত্ত্ব সিংহনাদে এইরূপ বলিলেন। রাজা ইহা শুনিয়াও অজ্ঞানান্ধতাবশতঃ কামাসক্ত চিত্তকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তিনি জনৈক অমাত্যকে আজ্ঞা দিলেন, "এই পরিব্রাজিকাকে রাজভবনে লইয়া যাও।" অমাত্য 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাই করিতে সম্মত হইল। 'হায়! জগতে এখন অধর্ম্মের রাজত্ব, নচেৎ কি এমন অত্যাচার হয়?' পরিব্রাজিকা এইরূপ কত পরিদেবন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অমাত্য তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পরিদেবন শুনিয়া একবার মাত্র সে দিকে তাকাইয়া চক্ষু ফিরাইলেন। পরিব্রাজিকা রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিলেন। অমাত্য সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া গেল।

বারাণসী-রাজ উদ্যানে কালক্ষেপ না করিয়া শীঘ্র প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন এবং সেই পরিব্রাজিকাকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পরিব্রাজিকা কিন্তু এইরূপ সম্মানের অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং প্রব্রজ্যার গুণ বলিতে লাগিলেন। রাজা কোন উপায়েই তাঁহার মন না পাইয়া তাঁহাকে একটী প্রকোষ্ঠে রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই পরিব্রাজিকা এতাদৃশ রাজসম্মানও ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন না। সেই তপস্বীও এতাদৃশ রমণীরত্নকে অপহৃত হইতে দেখিয়াও ক্রুদ্ধ হইলেন না বা এদিকে দৃক্‌পাত করিলেন না।

তবে পবিব্রাজকেবা বহু মাযা জানে, হয়ত লোকটা কোন চক্রান্ত কবিয়া আমাব অনর্থ ঘটাইবে; অতএব গিযা দেখি, সে বসিযা বসিযা কি কবিতেছে।' এইরূপ চিন্তায় স্থিব থাকিতে না পাবিযা বাজা উদ্যানে গমন কবিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন বসিয়া চীবব সেলাই কবিতেছিলেন। বাজাব সঙ্গে বেশী অনুচব ছিল না; তিনি নিঃশব্দপাদসঞ্চাবে ধীবে ধীবে বোধিসত্ত্বেব নিকটে গেলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাব দিকে দৃক্‌পাত না কবিয়া চীববই সেলাই কবিতে লাগিলেন। বাজা ভাবিলেন, 'তপস্বী ক্রুদ্ধ হইযাছে বলিযা কথা কহিতেছে না। এ ভণ্ড; এ প্রথমে গর্জ্জন কবিয়া বলিয়াছিল, ক্রোধ জন্মিতে দিব না, জন্মিলেও তাহাকে নিগ্রহ কবিব; কিন্তু এখন ক্রোধবশে এমন স্তব্ধ হইয়াছে যে আমাব সঙ্গে বাক্যালাপ কবিতেছে না।' এই বিশ্বাসে বাজা তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

৩। বলিলে আস্পর্দ্ধা করি অঙ্কুরে নাশিব ক্রোধ,
এবে তবে, বল কি কারণ
বসি আছ, ক্রোধভরে মুখে বাক্য নাহি সরে,
করিতেছ সঙ্ঘাটি সীবন?

ইহা শুনিযা মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই বাজা মনে কবিয়াছেন যে, আমি ক্রোধভবেই ইঁহাব সঙ্গে আলাপ কবিতেছি না। অতএব আমি যে উৎপন্ন ক্রোধেব বশীভূত হই নাই, তাহা ইঁহাকে বলিতে হইতেছে।' এই উদ্দেশ্যে তিনি চতুর্থ গাথা বলিলেন:—

৪। উপজিলে না ছাড়িত, সতত যন্ত্রণা দিত;
নিবারিনু সত্বর তাহাকে,
নিবারে যেমন বৃষ্টি, বরষি মুষলধারে,
রজোরাশি যেখানে যা থাকে।

বাজা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি ক্রোধকে কিংবা অন্য কোন বিষয়কে লক্ষ্য কবিয়া এরূপ বলিতেছে, ইহা জিজ্ঞাসা কবিযা দেখি।' তিনি পঞ্চম গাথায় প্রশ্ন কবিলেন:—

৫। উপজিলে না ছাড়িত, সতত যন্ত্রণা দিত
কি তোমারে, নিবারিলে যায়?
নিবারে বিপুলা বৃষ্টি রজোরাশি যেই রূপে,
বল খুলি, শুধাই তোমায়।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহাবাজ, ক্রোধ মহাদুঃখকব ও মহাবিনাশদাযক। ইহা একবাব মাত্র আমাব চিত্তে দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ মৈত্রী-ভাবনা দ্বাবা ইহাব নিবাবণ কবিযাছি।" অনন্তব তিনি ক্রোধ হইতে যে সকল অনিষ্ট ঘটে, সে সমুদব বলিতে লাগিলেন:—

৬। যাহার উদয়ে অন্ধ, অন্ধেরাও চক্ষুষ্মান্
পৃথিবীতে সকলেই হয়,
অজ্ঞানসেবিত সেই উপজিল ক্রোধ মনে
ক্ষণতরে; না দিনু প্রশ্রয়।

৭। যাহারে জন্মিতে দেখি শক্রর অনিষ্টকামী
প্রতিপক্ষ হৃষ্টমতি হয়,
অজ্ঞানসেবিত সেই উপজিল ক্রোধ মনে
ক্ষণতরে, না দিনু প্রশ্রয়।

৮। জন্মিলে যে মনে, লোকে ধর্ম্মপথ যায় ভুলি,
কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হয়,
অজ্ঞানসেবিত সেই উপজিল ক্রোধ মনে
ক্ষণতরে, না দিনু প্রশ্রয়।

৯। ক্রোধে অভিভূত হয়ে, হেরি কত জন
নিজেই নিজের করে অনিষ্ট সাধন;
সাধ্য লক্ষ্মী ক্রোধভরে পায়ে ঠেলি যায়।
নানা ভয়ঙ্কর দোষ ক্রোধের সহায়।

১০। ক্রোধ করে জীবগণে নিত্য প্রমর্দ্দন;
প্রশ্রয় তাহারে নাহি দিনু সে কারণ।
কাষ্ঠের মন্থনে হয় অগ্নি-উৎপাদন; *
সেই অগ্নি করে শেষে সে কাষ্ঠ দাহন।

১১। কটবাক্যে নির্ব্বোধের জনমি অন্তরে
ক্রোধও তেমনি সেই মূর্খে দগ্ধ করে।

১২। তৃণ আর কাষ্ঠযোগে অগ্নি বৃদ্ধি পায়;
প্রতিহিংসাবৃত্তি দেয় ক্রোধেরে প্রশ্রয়।
ক্রোধনের যশোহানি ঘটে প্রতিদিন,
কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র যথা ক্রমে হয় ক্ষীণ।

১৩। না পেলে ইন্ধন, অগ্নি, ধূম উদ্গারিয়া
আপনিই যায় শেষে ক্রমশঃ নিবিয়া।
সেইরূপ কিছুমাত্র না দিয়া প্রশ্রয়,
প্রাজ্ঞ যে, সে অবিলম্বে করে ক্রোধ জয়।
দিনে দিনে হয় বৃদ্ধি যশের তাহার;
হয় যথা শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি চন্দ্রমার।

মহাসত্ত্বের এই ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা এক অমাত্যকে আজ্ঞা দিয়া পরিব্রাজিকাকে আনয়ন করাইলেন এবং বলিলেন, "ভদন্ত নিগ্রোধ তাপস, আপনারা উভয়েই প্রব্রজ্যাসুখে কালযাপনপূর্ব্বক এই উদ্যানে বাস করুন। আমি যথাধর্ম্ম আপনাদের রক্ষাবিধান করিব।" ইহা বলিয়া এবং তাঁহাদের নিকট ক্ষমা লইয়া তিনি প্রণিপাতান্তে রাজভবনে গমন করিলেন। তাপস ও তাপসী সেখানেই রহিলেন। কালক্রমে পরিব্রাজিকার মৃত্যু হইল; তখন বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

---

* এই কাষ্ঠকে অরণি কহে।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ক্রোধন ভিক্ষু অনাগামি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই পরিব্রাজিকা, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পরিব্রাজক।]

৪৪৪—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বস্তু কুশ-জাতকে (৫৩১) বলা যাইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সত্যই কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু তাঁহার দোষ স্বীকার করিলেন। তখন শাস্তা বলিলেন, "দেখ, যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখন এক সময়ে প্রাচীন পণ্ডিতেরা বহিঃশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন; তথাপি তাহাতে তাঁহাদের মন রত হয় নাই। কিন্তু পাছে লজ্জাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা কাহারও নিকট নিজেদের উৎকণ্ঠার কথা বলেন নাই। তবে তুমি কেন এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা লইয়া মাদৃশ পূজার্হ বুদ্ধের সম্মুখে এবং চতুর্ব্বিধ-বৌদ্ধসভায় † অম্লানবদনে নিজের উৎকণ্ঠার কথা প্রকাশ করিলে? কেন তুমি নিজের লজ্জা রক্ষা করিলে না?" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—

পুরাকালে বৎসরাজ্যে ‡ কৌশাম্বী নগরে কৌশাম্বিক নামে এক রাজা ছিলেন। তখন কোন নিগমগ্রামে অশীতিকোটিবিভবসম্পন্ন দুই জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা পরস্পর সৌহার্দ্দসূত্রে বদ্ধ ছিলেন এবং কামনার দোষ দেখিতে পাইয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর দুই জনেই বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিলেন। কত লোকে তাহা দেখিয়া রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের মন ফিরিল না। তাঁহারা হিমালয়ে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন এবং প্রব্রজ্যা লইয়া উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা বন্য ফলমূল আহরণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু এত দীর্ঘ কালেও ধ্যানবল লাভ করিতে পারিলেন না।

পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত হইলে তাঁহারা লবণ ও অম্লসেবনার্থ জনপদে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কাশীরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কোন নিগমগ্রামে মাণ্ডব্য নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। তপস্বী দ্বৈপায়ন § যখন গৃহী ছিলেন, তখন এই ব্যক্তির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। এখন দুই তপস্বীই ইহার নিকট গমন করিলেন। মাণ্ডব্য তাঁহাদিগকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল, তাঁহাদের জন্য পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া দিল এবং তাঁহাদের প্রত্যেককেই চতুর্ব্বিধ

---

* চরিয়াপিটকেও এই আখ্যায়িকা দেখা যায়।

† চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ অর্থাৎ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা।

‡ মূলে বংস রট্‌ঠে এইরূপ আছে। কিন্তু কৌশাম্বী বৎসরাজ্যের রাজধানী, বংশ-নামক কোন রাজ্যের উল্লেখ অন্যত্র দেখা যায় না।

§ তপস্বী দুই জনের নাম দ্বৈপায়ন ও মাণ্ডব্য। তাঁহাদের গৃহী বন্ধুর নামও মাণ্ডব্য।

প্রত্যয় * দিয়া অর্চনা করিল। তাঁহারা মাণ্ডব্যের আবাসে তিন চারি বৎসর থাকিলেন, অনন্তর তাহাকে বলিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া সেখানে অতিমুক্ত-শ্মশানে † বাস করিতে লাগিলেন। এখানে দ্বৈপায়ন ইচ্ছামত কিয়ৎকাল অতিবাহনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই গৃহী বন্ধুর নিকট চলিয়া গেলেন, কিন্তু মাণ্ডব্য বারাণসীতেই রহিয়া গেলেন।

অনন্তর এক চোর নগরের মধ্যে চুরি করিয়া অপহৃত ধনরাশি লইয়া যেমন বাহির হইতেছিল, অমনি গৃহস্বামীরা চোর আসিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া জাগিয়া উঠিল এবং তাহারা ও নগরের প্রহরীরা চোরকে তাড়া করিল। চোর নর্দ্দামার ভিতর দিয়া নগরের বাহির হইল এবং শ্মশানে ছুটিয়া গিয়া মাণ্ডব্যের পর্ণশালাদ্বারে ধনভাণ্ড ফেলিয়া পলায়ন করিল। সেখানে ধনভাণ্ড দেখিয়া, "তবে রে দুষ্ট তপস্বী! তুই রাত্রিকালে চুরি করিয়া দিনমানে তপস্বী সাজিস্।" অনুধাবনকারীরা এইরূপ তর্জ্জন করিতে করিতে ও প্রহার করিতে করিতে মাণ্ডব্যকে রাজার কাছে লইয়া গেল। রাজা কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়াই আদেশ দিলেন, "যাও, ইহাকে শূলে চড়াও গিয়া।" তাহারা মাণ্ডব্যকে শ্মশানে লইয়া খদির কাষ্ঠের শূলে চাপাইল; কিন্তু ঐ শূলে তপস্বীর শরীর বেধ করিল না। তাহার পর তাহারা নিমের শূল আনিল; কিন্তু ইহাও তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল না, শেষে লৌহ-শূল আনিল, তাহাও বিফল হইল। ইহাতে মাণ্ডব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার পূর্ব্বকৃত কোন পাপে এরূপ ঘটিতেছে।' এই সময়ে তিনি জাতিস্মর হইলেন, এবং সেই কারণে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে কি পাপ করিয়াছিলেন? তিনি পূর্ব্বজন্মে কোবিদার-শূলে ‡ একটা মক্ষিকা বিদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি নাকি পূর্ব্বজন্মে এক সূত্রধারের পুত্র ছিলেন, এক দিন তিনি পিতার কারখানায় গিয়া একটা মাছি ধরিয়াছিলেন এবং একখানা আবলুশের কুচি লইয়া, লোকে যেমন অপরাধীকে শূলে চড়ায় সেই ভাবে তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই পাপের ফল এত দিনে তাঁহাকে এইখানে ভোগ করিতে হইল। তিনি দেখিলেন, এই পাপ হইতে মুক্তি লাভের সাধ্য নাই। অতএব রাজপুরুষ-দিগকে বলিলেন, "যদি আমাকে শূলে আরোপিত করিতে চাও, তবে আবলুশ কাষ্ঠের শূল আন।" তাহারা তাহাই করিল এবং মাণ্ডব্যকে শূলে চড়াইয়া ও সেখানে প্রহরী রাখিয়া চলিয়া গেল। মাণ্ডব্যের নিকটে কে আসে, ইহা প্রহরীরা আড়াল হইতে দেখিতে লাগিল।

এদিকে দ্বৈপায়ন ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু মাণ্ডব্যকে অনেক দিন দেখি নাই।' তিনি মাণ্ডব্যের নিকট যাইবার কালে পথে শুনিলেন, তাঁহাকে সেই দিনেই শূলে আরোপণ করা হইয়াছে। তিনি শ্মশানে গিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি অপরাধ করিয়াছিলে, ভাই'? মাণ্ডব্য বলিলেন, "কোন অপরাধই করি নাই।" "মনে ত কোন বিদ্বেষের ভাব জন্মে নাই?" "ভাই, যাহারা আমাকে ধরিয়াছে, তাহাদের, কিংবা রাজার প্রতি

* প্রত্যয় (পচ্চয)—ভিক্ষুদিগের ব্যবহার্য্য দ্রব্য। ইহা চতুর্ব্বিধ—চীবর, পিণ্ডপাত, সেনাসন ও ভেসজ্জ (বস্ত্র, ভোজ্য, শয্যা ও ভৈষজ্য)।

† 'অতিমুক্ত' মাধবীলতার নাম। সম্ভবতঃ এই শ্মশানের নিকটে অনেক মাধবীলতা ছিল।

‡ কোবিদার—আবলুশ।

আমার কোন বিদ্বেষ জন্মে নাই।” “যদি তাহা হয়, তবে তোমার মত পুণ্যাত্মার ছায়াতে বসিলেও আমার পরম আনন্দ হইবে।” ইহা বলিয়া দ্বৈপায়ন শূলের নিকটে বসিলেন; মাণ্ডব্যের দেহ হইতে তাঁহার গাত্রে রক্তবিন্দু পড়িতে লাগিল। তাঁহার হেমবর্ণ দেহে পড়িয়া পড়িয়া রক্তবিন্দুগুলি যেমন শুকাইতে লাগিল, অমনি কালো কালো দাগ হইল। এই নিমিত্ত তপস্বী দ্বৈপায়ন 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন' এই আখ্যা পাইলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি সেখানে বসিয়া রহিলেন।

পরদিন প্রহরীরা গিয়া রাজাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। রাজা ভাবিলেন, 'হায়, আমি ভালরূপে না শুনিয়া এই কাজটা করিয়া ফেলিয়াছি।' তিনি ছুটিয়া সেখানে গেলেন এবং দ্বৈপায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রব্রাজক, আপনি শূলের নিকটে বসিয়া আছেন কেন?” দ্বৈপায়ন বলিলেন, “মহারাজ আমি বসিয়া এই সন্ন্যাসীকে রক্ষা করিতেছি। বলুন ত, ইনি কি করিয়াছেন বা করেন নাই, যে জন্য আপনি এরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন?” রাজা স্বীকার করিলেন যে তিনি অভিযোগের সত্যাসত্যতা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন নাই। তাহা শুনিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিলেন, “রাজাদের কর্ত্তব্য যে জানিয়া শুনিয়া বিচার করেন।” অতঃপর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'যে গৃহী অলস ও ভোগাসক্ত সে অসাধু' ইত্যাদি * বলিয়া রাজাকে ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন।

রাজা বুঝিতে পারিলেন যে মাণ্ডব্য নিরপরাধ। তিনি শূল বাহির করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু লোকে বহু চেষ্টা করিয়াও শূল বাহির করিতে পারিল না। মাণ্ডব্য বলিলেন “মহারাজ, আমি পূর্ব্বজন্মকৃত দোষে এইরূপ লাঞ্ছনা পাইতেছি, কেহই আমার শরীর হইতে শূল বাহির করিতে পারিবে না। যদি আমার প্রাণ রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে করাত আনাইয়া আমার চর্ম্মের সমান করিয়া শূলটাকে কাটিতে বলুন।” রাজা সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। শূলের যে অংশ মাণ্ডব্যের দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ভিতরেই রহিয়া গেল। মাণ্ডব্য নাকি কোন পূর্ব্বজন্মে একটা মক্ষিকার মলদ্বারে একটা সূক্ষ্ম ঈরক-শলাকা প্রবেশ করাইয়াছিলেন, ঐ শলাকা মক্ষিকাটার দেহের মধ্যে রহিয়া গিয়াছিল, এই নিমিত্ত মক্ষিকাটার তখন মৃত্যু হয় নাই, সে স্বাভাবিক আয়ুঃ ভোগ করিয়াই মরিয়াছিল। এই নিমিত্ত মাণ্ডব্যও মরিলেন না। পরে রাজা তাপসদ্বয়কে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং উভয়কেই উদ্যানে বাস করাইয়া তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে মাণ্ডব্য “অণি-মাণ্ডব্য” নামে অভিহিত হইলেন। † তিনি রাজার আশ্রয়ে সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। দ্বৈপায়ন কিন্তু তাঁহার ঘা শুকাইলেই নিজের গৃহিবন্ধু সেই মাণ্ডব্যের নিকট ফিরিয়া গেলেন। তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া লোকে মাণ্ডব্যকে তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ দিল। মাণ্ডব্য ইহা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল, দারাপুত্রসহ গন্ধমাল্য-তৈল-গুড় ইত্যাদি লইয়া পর্ণশালায় গমন করিল, দ্বৈপায়নকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পা ধুইয়া

* র·লট্ঠি জাতকের (৩৩২) তৃতীয় গাথা।

† অণি—সূচী বা শলাকাদির তীক্ষ্ণাগ্রভাগ, খিল।

দিল, পায়ে তেল মাখিল, পানীয় পান করাইল এবং উপবেশন করিয়া অণি-মাণ্ডব্যের কথা শুনিতে লাগিল।

এই মাণ্ডব্যের পুত্র যজ্ঞদত্তকুমার চঙ্‌ক্রমণের এক প্রান্তে একটা কন্দুক লইয়া খেলা করিতেছিল। সেখানে একটা বল্মীকে একটা বিষধর সর্প থাকিত। যজ্ঞদত্ত কন্দুকটী ভূতলে রাখিয়া আঘাত করিলে উহা বল্মীকের মধ্যস্থ একটা গর্তে প্রবেশ করিয়া সর্পটার মস্তকে পতিত হইল। যজ্ঞদত্ত না জানিয়া গর্তের মধ্যে হাত দিল; সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার হস্তে দংশন করিল, যজ্ঞদত্ত বিষবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া সেখানেই পড়িয়া গেল। তাহার মাতাপিতা জানিতে পারিল যে, তাহাকে সর্পে দংশন করিয়াছে। তাহারা তাহাকে তুলিয়া তপস্বীর নিকটে আনয়ন করিল এবং তাঁহার পাদমূলে রাখিয়া বলিল, "ভদন্ত, পরিব্রাজকেরা নানারূপ ঔষধ ও মন্ত্র জানেন, আপনি আমাদের ছেলেটাকে ভাল করুন।" দ্বৈপায়ন বলিলেন, "আমি ঔষধ জানি না; আমি বৈদ্যকর্ম্ম করি না।" "আপনি প্রব্রাজক; আমাদের ছেলেটার প্রতি দয়া করুন; আপনি সত্যক্রিয়া করুন।" * "আচ্ছা, আমি সত্যক্রিয়া করিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি যজ্ঞদত্তের মস্তকে হস্ত রাখিয়া প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। কেবল সপ্তাহ কাল পুণ্যার্থে প্রসন্নচিত্তে
হয়েছিনু শুদ্ধ ব্রহ্মচারী,
তদন্তে পঞ্চাশবর্ষ, কিংবা তার ঊর্দ্ধকাল,
হইয়াছি কপট-আচারী।
নাহি এতে আস্থা মোর, তবু ব্রহ্মচারি-ভাবে
নানাস্থানে করি বিচরণ,—
এ গুপ্ত সত্যের বলে বিষ নষ্ট হোক এবে,
যজ্ঞদত্ত লভুক জীবন।

যজ্ঞদত্তের দেহে স্তনের ঊর্দ্ধভাগে যে বিষ ছিল, তাহা এই সত্যক্রিয়ার পড়িয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। বালক চক্ষু দুইটা উন্মেলন করিয়া মাতাপিতার দিকে তাকাইল এবং একবার 'মা' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাহার পিতাকে বলিলেন, "আমার যতদূর ক্ষমতা করিলাম, এখন তুমি তোমার ক্ষমতা দেখাও।" মাণ্ডব্য বলিল, "আমিও সত্যক্রিয়া করিতেছি।" অনন্তর সে পুত্রের বক্ষঃস্থলে হস্ত রাখিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

২। তৃপ্তির সহিত দান করি নাই কভু আমি
অতিথি দেখিয়া সমাগত,
শ্রমণব্রাহ্মণগণ বুঝিতে না পারিতেন,
দিয়া আমি অনুতপ্ত কত।

* সত্যক্রিয়া—এক প্রকার শপথ—আমি ইহা করিয়াছি বা করি নাই, এই সত্যোক্তির প্রভাবে ইহা হউক, এইরূপ বলা। বর্ত্তক-জাতক (৩৫) প্রভৃতিতেও সত্যক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা 'সত্যি করা' ও 'দিব্বি গালা' সত্যক্রিয়ারই অনুরূপ।

অশ্রদ্ধায়, অনিচ্ছায় করি দান ; এ রহস্য
চিরদিন রয়েছে গোপন ,
এগুপ্ত সত্যের বলে বিষ নষ্ট হোক এবে ,
যজ্ঞদত্ত লভুক জীবন ।

কটিব উর্দ্ধভাগে যে বিষ ছিল, তাহা এই সত্যক্রিয়াব প্রভাবে বাহিব হইয়া পৃথিবীতে প্রবেশ কবিল। বালক উঠিয়া বসিল, কিন্তু দাঁড়াইতে পাবিল না। তখন তাহাব পিতা তাহাব মাতাকে বলিল, 'ভদ্রে, আমাব যাহা সাধ্য, কবিলাম ; এখন তুমি সত্যক্রিয়া দ্বাবা, বাছা যাহাতে উঠিযা চলিতে ফিবিতে পাবে, তাহাব উপায় দেখ।" ঐ বমণী বলিল, "আমাবও একটা গূঢ় সত্য আছে ; কিন্তু তাহা আপনাব সম্মুখে বলিতে পাবি না।" "মাণ্ডব্য বলিল, "ভদ্রে, যে ভাবেই পাব, ছেলেটীব প্রাণ বাঁচাও।" "বেশ, তাহাই কবিতেছি" বলিয়া ঐ বমণী তখন তৃতীয় গাথা বলিল :—

৩। উগ্রবীর্য্য আশীবিষ বিবর হইতে উঠি
দংশিল যে তোরে, বাছা, আজ,
সে আর জনক তোর সমান অপ্রিয় মোর,
বলিতে বড়ই পাই লাজ।
ছি ! ছি ! এ কলঙ্ক-কথা হৃদয়েই ছিল গাথা ;
মুখ ফুটে বলিনি কখন।
এ গুপ্ত সত্যের বলে বিষ নষ্ট হোক এবে ;
যজ্ঞদত্ত লভুক জীবন।

এই সত্যক্রিয়াব সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিষ বাহিব হইয়া পৃথিবীতে প্রবেশ কবিল ; যজ্ঞদত্ত নির্ব্বিষ-দেহে উঠিল এবং পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া কবিতে লাগিল। পুত্র এইরূপে উঠিয়া দাঁড়াইলে মাণ্ডব্য দ্বৈপায়নেব মনেব ভাব জানিবাব জন্য চতুর্থ গাথা বলিল :—

৪। তোমা ছাড়া, ওহে কৃষ্ণ, শান্তদান্ত সকলেই
পরিব্রজ্যা করিয়া গ্রহণ
অভিরত হয় তায় , তুমি কেন অনিচ্ছায়
ব্রহ্মচর্য্য করিছ পালন ?

দ্বৈপায়ন এই প্রশ্নেব উত্তবে পঞ্চম গাথা বলিলেন :

৫। 'শ্রদ্ধাবশে গৃহ ত্যজি পুনঃ সেই গৃহে এল ;
এ যে বড় মূর্খ, জড়মতি !'
এ নিন্দার ভয়ে আমি পালিতেছি ব্রহ্মচর্য্য,
বলিতে কি, অনিচ্ছায় অতি।
বিজ্ঞজন প্রশংসিত, সাধুজন-আচরিত
ব্রহ্মচর্য্য বলে সর্ব্বজনে ;
ইহাও কারণ বটে, কেন আমি অনিচ্ছায়,
রত আছি ইহার পালনে।

দ্বৈপায়ন এইরূপে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া মাণ্ডব্যকে ষষ্ঠ গাথায় প্রশ্ন করিলেন :

৬। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু পথিক—যে আসে হেথা
অন্নপানে সদা তৃপ্ত হয়,
সাধারণ ব্যবহার্য্য উড়াগের * তুল্য তব
গৃহ খানি, এই মনে লয়।
অন্নপানে পূর্ণ ইহা, মুক্তহস্তে কর দান,
দানে ইচ্ছা নাই তবু বল।
কি নিন্দার আশঙ্কায় দাও তুমি অনিচ্ছায়,
শুনিতে হয়েছে কৌতূহল।

তখন মাণ্ডব্য সপ্তম গাথায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিল :—

৭। পিতা, পিতামহ মোর ছিলেন বদান্য বড়,
শ্রদ্ধাবান্ দানশৌণ্ড বলি
খ্যাতি ছিল তাঁহাদের, আমি শুধু সে কারণ
কুলবৃত্তি অনুসরি চলি,
পাছে কেহ নিন্দা করে কুলাঙ্গার বলি মোরে
আমি শুধু সেই আশঙ্কায়
অভ্যাগতে করি দান যাহা সাধ্য অন্নপান ;
কিন্তু তাহা বড় অশ্রদ্ধায়।

ইহা বলিয়া মাণ্ডব্য অষ্টম গাথায় নিজের ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিল :—

৮। হয় নাই জ্ঞানোদয়, এমন বয়সে তুমি
পিতৃগৃহ হতে হেথা এলে,
আমি যে অপ্রিয় তব, একথা মুখাগ্রে তুমি
এতকাল কভু না বলিলে।
সেবিলে যতনে মোরে, অথচ এখন বল
সেবিয়াছ অতি অনিচ্ছায়।
এ বড় অদ্ভুত কথা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন
পত্নীধর্ম্মে তুষিলে আমায় ?

ইহার উত্তরে ঐ রমণী নবম গাথা বলিল :—

৯। কোন কালে এই কুলে সেবি পরপুরুষেরে
হয় নাই কেহ কলঙ্কিনী,
স্মরি কুল ক্রমাগত নারীদের পাতিব্রত্য
হই নাই কুপথগামিনী।

* 'ওপানভূতং—চতুমহাপথে কতসাধারণা পোকখরনী বিয়।' কেশব-জাতকের (৩৪৬) বর্ত্তমান বস্তুতেও এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ওপান=আপান বা পানভূমি—যেখানে দশজনে বসিয়া আমোদ প্রমোদ ও দরগুজব করে একপ স্থানও বুঝাইতে পারে।

পাছে কেহ নিন্দা করে কুলকলঙ্কিনী বলি,
শুধু আমি এই আশঙ্কায়
করিয়াছি সেবা তব, চাপিয়া মনের ভাব,
বলিতে কি, বড় অনিচ্ছায়।

ইহা বলিয়াই সে ভাবিল, 'আমি পূর্ব্বে যাহা বলি নাই, আজ স্বামীর নিকট সেই গুহ্যকথা বলিলাম। হয়ত ইহাতে ইনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। এই তাপস আমাদের কুলোপগ; ইঁহার সম্মুখেই আমি স্বামীর নিকট ক্ষমা গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে দশম গাথায় ক্ষমা প্রার্থনা করিল :—

১০। বলিনু, মাণ্ডব্য, যাহা বলিবার নয়,
হইয়াছে যজ্ঞদত্ত এবে নিরাময়।
দাসীর এ দোষ ক্ষম দয়া করি তাই।
পুত্রস্নেহ হতে আর বড় কিছু নাই।

মাণ্ডব্য বলিল, "ভদ্রে, তুমি উঠ, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। এখন হইতে কিন্তু আমার উপর এত নিষ্ঠুর হইও না। আমিও তোমার কোন অপ্রীতিকর কার্য্য করিব না।" বোধিসত্ত্বও * মাণ্ডব্যকে বলিলেন, "ভাই, অসদুপায়লব্ধ ধন সঞ্চয় করিয়া এবং দানকর্ম্মে ও তজ্জনিত ফলে আস্থাশূন্য হইয়া দান করা ভাল হয় নাই এখন হইতে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে।" মাণ্ডব্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া ইহাতে সম্মত হইল এবং সেও বোধিসত্ত্বকে বলিল, "ভদন্ত, আপনিও অনভিরত হইয়া ব্রহ্মচারিভাবে আমাদের দান গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। এখন হইতে আপনি চিত্তকে এমন প্রসন্ন করিয়া, শুদ্ধান্তঃকরণে ও ধ্যানান্বিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করুন, যেন আপনার কৃতকর্ম্ম মহাফলপ্রদ হয়।" অনন্তর স্বামী, স্ত্রী উভয়ে মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তদবধি ভার্য্যা স্বামীর প্রতি স্নেহবতী হইল, মাণ্ডব্য প্রসন্নচিত্তে ও শ্রদ্ধার সহিত দান করিতে লাগিল, বোধিসত্ত্ব অনভিরতি-রহিত হইয়া ধ্যানাভিজ্ঞা উৎপাদন করিলেন এবং ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন মাণ্ডব্য (গৃহী), বিশাখা ছিলেন তাঁহার ভার্য্যা, সারিপুত্র ছিলেন অণি-মাণ্ডব্য এবং আমি ছিলাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।]

☞ মাণ্ডব্যঋষির শূলারোহণের কথা মহাভারতে (আদিপর্ব্ব, ১০৭ম ও ১০৮ম অধ্যায়, কালীসিংহ) দেখা যায়। লঘু পাপে গুরু দণ্ডের বিধান হইয়াছিল বলিয়া মাণ্ডব্য ধর্ম্মকে শাপ দিয়াছিলেন যে, তিনি মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবেন। এই শাপে ধর্ম্ম কে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মাণ্ডব্য ইহাও বিধান করেন যে, চতুর্দ্দশ বর্ষের অনধিক বয়সে কেহ পাপপুণ্যের ফলভোগী হইবে না। এই আখ্যায়িকায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নামের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, তাহা বেশ কৌতুকাবহ।

---

* দ্বৈপায়নই বোধিসত্ত্ব ছিলেন।

ইংরাজী অনুবাদক এই আখ্যায়িকাটিকে confused অর্থাৎ একটু পূর্ব্বাপরসঙ্গতিহীন বা এলোমেলো বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু প্রণিধানসহকারে পাঠ করিলে ইহা সর্ব্বাংশে সুসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য খ্যাপনের মাহাত্ম্যপ্রদর্শন। মন অনেকেরই নরক—লজ্জার লোকে মনের পাপ চাপিয়া রাখে। যখন পাপকে পাপ বলিয়া প্রতীতি জন্মে এবং লোকে তাহা খ্যাপন (confession) করে, তখন প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয়, মন আর কুপথে যায় না। দ্বিতীয় খণ্ডের কুরুধর্ম্মজাতকেও (২৭৬) খ্যাপনের এইরূপ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রকারেরাও বলেন,

খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপে তথা দানেন চাপদি।

৪৪৫—ন্যগ্রোধ-জাতক

শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি কালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা দেবদত্তকে বলিয়াছিলেন, "দেখ ভাই, শাস্তা তোমার বহু উপকার করিয়াছেন। তুমি তাঁহার কৃপায় প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা পাইয়াছ, ত্রিপিটকরূপ বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়াছ, ধ্যানবল লাভ করিয়াছ; লোকের নিকট দশবলের ন্যায় সম্মান ভাজন হইয়াছ।" ইহা শুনিয়া দেবদত্ত একটী তৃণশলাকা হস্তে লইয়া বলিল, "গৌতম যে আমার এইটুকু উপকার করিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাই না।" অতঃপর ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে রাজগৃহে মগধমহারাজ নামে এক রাজা ছিলেন। সেই সময়ে রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী নিজের পুত্রের জন্য কোন জনপদ-শ্রেষ্ঠীর কন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রমণী বন্ধ্যা হইলেন। এই জন্য ক্রমে তাঁহার আদর কমিল, যাহাতে তিনি শুনিতে পারেন এই ভাবেই লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "আমাদের ছেলের ঘরে বাঁঝা স্ত্রী থাকিলে বংশরক্ষা হইবে কি উপায়ে?" ইহা শুনিয়া সেই রমণী স্থির করিল, 'বলে বলুক; আমি গর্ভিণী সাজিয়া ইহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিব।' সে নিজের সেবায় নিরত এক ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, গর্ভিণী হইলে মেয়েরা কি কি করে?" গর্ভিণীদের কি কি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহারা গর্ভরক্ষার জন্য কি কি করে, ধাত্রী তাহাকে সমস্ত বলিল। তখন সে ঋতুকাল গোপন করিল, অন্নাদির প্রতি অরুচি দেখাইতে লাগিল, যখন প্রকৃত গর্ভসঞ্চারে হস্তপদাদিতে শোথ দেখা দেয় সেই সময় উপস্থিত হইলে নিজের হাত, পা ও পিঠে আঘাত করিয়া ফুলাইয়া তুলিল, প্রতিদিন নেকড়া জড়াইয়া উদর স্ফীত করিল; চুচুকাগ্রদ্বয়ে কালি মাখাইল। সেই ধাত্রী ভিন্ন অন্য কাহারও সম্মুখে সে স্নানাদি শরীরকৃত্য করিত না। ইহাতে তাহার স্বামীও তাহাকে গর্ভিণী মনে করিয়া যথারীতি সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করিল। এইরূপে নয় মাস অতিবাহিত করিয়া সে শ্বশুর শাশুড়ীকে বলিল, "এখন জনপদে গিয়া পিতৃগৃহে প্রসব করিতে আজ্ঞা দিন।" তাঁহারা সম্মতি দিলে সে রথারোহণে বহু অনুচরসহ রাজগৃহ হইতে যাত্রা করিল এবং গন্তব্য পথ দিয়া পিতৃভবনাভিমুখে চলিল।

ইহাদের অগ্রে অগ্রে একদল বণিক্ যাইতেছিল। বণিকেরা কোন স্থানে অবস্থিতি করিয়া প্রাতরাশ-কালে যেমন সেখান হইতে যাত্রা করিত, অমনি শ্রেষ্ঠিবধূ ও তাহার অনুচরগণ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইত। ঐ বণিক্‌দিগের সঙ্গে এক দুঃখিনী স্ত্রী ছিল। সে একদিন রাত্রিকালে একটা ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূলে পুত্র প্রসব করিয়া, প্রভাতে যখন বণিকেরা সে স্থান হইতে যাত্রা করিল, তখন ভাবিল, ইহাদের সঙ্গ ছাড়িলে আমি যাইতে পারিব না, কিন্তু যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে হয়ত এই পুত্রকে আবার পাইতেও পারি।" অনন্তর সে ঐ ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূলে জরায়ু ও গর্ভমল বিস্তার করিয়া পুত্রটীকে আচ্ছাদিত করিল এবং তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া প্রস্থান করিল। উক্ত বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিশুটীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ শিশু যে সে নয়, স্বয়ং বোধিসত্ত্ব, তিনি ঐ সময়ে উক্ত ভাবেই জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এদিকে শ্রেষ্ঠিবধূ প্রাতরাশকালে সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং শরীরকৃত্য-সম্পাদনার্থ সেই ধাত্রীকে সঙ্গে লইয়া উক্ত ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূলে গমন করিল। সেখানে হেমবর্ণ শিশুটীকে দেখিয়া সে ধাত্রীকে বলিল, "মা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।" অনন্তর সে নিজের শরীরে যে সকল ন্যাকড়া জড়াইয়াছিল সেগুলি খুলিল, উৎসঙ্গদেশে রক্ত ও গর্ভমল মাখিল এবং অনুচরদিগকে জানাইল যে, সে এক পুত্র প্রসব করিয়াছে। অনুচরগণ তৎক্ষণাৎ তাহার চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা খাটাইল, এবং রাজগৃহে পত্র পাঠাইল। তাহার শ্বশুর শ্বাশুড়ী লিখিয়া পাঠাইলেন, 'যখন পুত্র জন্মিয়াছে, তখন পিত্রালয়ে যাইবার প্রয়োজন নাই, তিনি রাজগৃহেই ফিরিয়া আসুন।' এই আদেশ পাইয়া সে রাজগৃহেই ফিরিয়া গেল। সেখানে শিশুটী রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠীর পৌত্র বলিয়া গৃহীত হইল এবং ন্যগ্রোধ-মূলে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া নামকরণ দিবসে ইহার ন্যগ্রোধকুমার এই নাম রাখা হইল।

ঠিক ঐ দিন অপর একজন শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ প্রসবার্থ পিত্রালয়ে যাইবার কালে পথিমধ্যে কোন বৃক্ষের শাখার নিম্নে এক পুত্র প্রসব করিয়াছিল, এই জন্য এ শিশুটীর নাম হইল শাখকুমার। সে দিন এই শ্রেষ্ঠীর আশ্রিত এক তুন্নকারের * ভার্য্যাও এক পুত্র প্রসব করিয়াছিল। ইহার নাম হইল পোত্তিক। এই বালক দুইটী ন্যগ্রোধকুমারের সহিত একই দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল বলিয়া, মহাশ্রেষ্ঠী তাহাদিগকে আনাইয়া আপনার পৌত্রের সহিত একত্র লালন পালন করিতে লাগিলেন। ইহারা তিন জনে একত্র বর্দ্ধিত হইল এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় গেল। শ্রেষ্ঠিপুত্রদ্বয় আচার্য্যকে দুই সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা দিলেন; এবং ন্যগ্রোধকুমার নিজের তত্ত্বাবধানে পোত্তিকের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিলেন।

শিক্ষাসমাপ্তির পর কুমারেরা আচার্য্যের অনুমতি লইয়া তক্ষশিলা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং লোকচরিত্র জানিবার অভিপ্রায়ে জনপদে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া শেষে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে এক দেবগৃহে (মন্দিরে) বাস করিতে লাগিলেন। † ইহার ছয় দিন পূর্ব্বে বারাণসীরাজের মৃত্যু হইয়াছিল।

* তুন্নকার—তুন্নবায়=দরজি।

† মূলে 'দেবকুলে' আছে, পাঠান্তর 'রুক্খমূলে'। জাতকে ইতঃপূর্ব্বে কোথাও দেবমন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। এই জন্য শেষোক্ত পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। শেষেও বৃক্ষমূলেরই উল্লেখ আছে।

অমাত্যের নগরে ভেরীবাদন দ্বারা প্রচার করিয়াছিলেন যে পরদিন পুষ্পরথ যোজিত হইবে। *

বন্ধুত্রয় বৃক্ষমূলে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, পোত্তিক প্রত্যূষকালে নিদ্রাত্যাগপূর্ব্বক বসিয়া ঘসিয়া ন্যগ্রোধকুমারের পদমার্জ্জন করিতেছিল। ঐ বৃক্ষে কয়েকটা কুক্কুট থাকিত। ইহাদের মধ্যে একটা কুক্কুট তাহার অধোবর্ত্তী আর একটা কুক্কুটের শরীরে মলত্যাগ করিল। নীচের কুক্কুটটা বলিল, "আমার গায়ে কি পড়িল রে?" উপরের কুক্কুট বলিল, "রাগ করো না, ভাই, আমি না জানিয়া ফেলিয়াছি।" "তবে রে পাজি, তুই বুঝি আমার দেহটা তোর মলপাতনের স্থান মনে করিয়াছিস্। আমার যে কি ক্ষমতা, তাহা তুই জানিস্ না!" "মর্ হতভাগা; বলিলাম যে না জানিয়া করিয়াছি; তবু চটিতেছিস্! আবার ক্ষমতার কথা বলে? বল্ তোর কি ক্ষমতা?" "যে আমাকে মারিয়া আমার মাংস খাইবে, সে প্রাতঃকালেই সহস্র মুদ্রা পাইবে। বল্‌ত, আমি গর্ব্ব করিব না কেন?" "এতেই তোর এত গর্ব্ব। যে আমাকে মারিয়া স্থূল মাংস খাইবে, সে প্রাতঃকালেই রাজা হইবে; যে মধ্যম মাংস খাইবে, সে সেনাপতি হইবে এবং যে অস্থিসংলগ্ন মাংস খাইবে, সে ভাণ্ডাগারিক হইবে।" † ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া পোত্তিক ভাবিল, 'সহস্র মুদ্রায় কি হইবে? রাজাই প্রার্থনীয়।' সে আস্তে আস্তে গাছে উঠিল, উপবিষ্ট কুক্কুটটাকে ধরিয়া মারিল, তাহাকে অঙ্গারে পাক করিল, স্থূল মাংস ‡ ন্যগ্রোধকুমারকে ও মধ্যম মাংস শাখকুমারকে দিল এবং নিজে অস্থিসংলগ্ন মাংস খাইয়া বলিল, "ভাই ন্যগ্রোধ, তুমি আজ রাজা হইবে; ভাই শাখ, তুমি সেনাপতি হইবে; আর আমি ভাণ্ডাগারিক হইব।" তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কিরূপে জানিলে?" তখন সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল।

অনন্তর প্রাতরাশের সময়ে তাঁহারা সেখান হইতে বারাণসীতে প্রবেশ করিলেন এবং এক ব্রাহ্মণের গৃহে সর্পিঃশর্করাযুক্ত পায়স খাইয়া নগরের বাহিরে একটা উদ্যানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ন্যগ্রোধকুমার একখানা শিলাপট্টে শুইলেন, অন্য দুই জন উহার বাহিরে শুইল। ঐ সময়ে লোকে পুষ্পরথে পঞ্চরাজচিহ্ন § স্থাপন পূর্ব্বক উহা চালাইয়া দিল। পুষ্পরথবৃত্তান্ত মহাজনক জাতকে (৫৩৯) সবিস্তর বলা যাইবে। পুষ্পরথখানি সেই উদ্যানে গেল এবং সেখানে যেন রাজার আরোহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইহাতে পুরোহিত অনুমান করিলেন যে, উদ্যানে কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ন্যগ্রোধ কুমারকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পদ হইতে শাটক অপসারিত করিয়া পদলক্ষণগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং "বারাণসী রাজ্য ত তুচ্ছ কথা, এই ব্যক্তি সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজা হইবার উপযুক্ত" ইহা বলিয়া যুগপৎ সর্ব্ববিধ বাদ্য করিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে ন্যগ্রোধকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি মুখ হইতে শাটক অপনীত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে

* 'পুষ্পরথ'-সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকার ১।৵০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

† কুক্কুটদ্বয়ের এইরূপ কলহ এবং তাহাদের মাংসাহারে, রাজ্যাদি-প্রাপ্তির কথা দ্বিতীয় খণ্ডের শ্রী-জাতকেও (২৮৪) বর্ণিত আছে।

‡ স্থূলমাংস=চর্ব্বি (?)

§ পঞ্চরাজচিহ্ন—খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা ও চামর।

বহু লোক সমবেত হইয়াছে। তিনি পাশ ফিরিয়া শয়ান অবস্থাতেই আরও কিছু সময় অতিবাহিত করিলেন এবং তাহার পর সেই শিলাপট্টে পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন পুরোহিত নতজানু হইয়া বলিলেন, "দেব, এই রাজ্য আপনাকে আশ্রয় করিয়াছে।" ন্যগ্রোধকুমার উত্তর দিলেন, "বেশ।" তখন পুরোহিত তাঁহাকে সেই স্থানেই রত্নরাজির উপর বসাইয়া অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

ন্যগ্রোধকুমার রাজ্য পাইয়া শাখকে সৈনাপত্য দিলেন এবং মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন। পোত্তিকও তাঁহাদের সহিত নগরে গেল। তদবধি মহাসত্ত্ব বারাণসীতে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন তিনি মাতাপিতার কথা স্মরণ করিয়া শাখকে বলিলেন, "সৌম্য, মাতাপিতাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তুমি বহু অনুচর লইয়া যাও এবং আমাদের মাতা পিতাকে লইয়া আইস।" "এ আমার কাজ নহে" বলিয়া শাখ অস্বীকার করিল। তখন রাজা পোত্তিককে আজ্ঞা দিলেন। সে "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার মাতা পিতার নিকট গেল এবং বলিল, "আপনাদের পুত্র রাজা হইয়াছেন। চলুন, সেখানে যাই।" তাঁহারা ইহাতে সম্মত হইলেন না,—বলিলেন, "আমাদের যথেষ্ট বিভব আছে; সেখানে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই।" সে শাখের মাতাপিতাকে যাইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তাঁহারাও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহার নিজের মাতাপিতাও যাইতে চাহিল না, বলিল—"আমরা দরজির ব্যবসায় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।" এইরূপে কাহারও মন না পাইয়া সে বারাণসীতে ফিরিয়া গেল এবং স্থির করিল যে, সেনাপতির গৃহে পথশ্রান্তি অপনোদন করিয়া তাহার পর ন্যগ্রোধরাজের সহিত দেখা করিবে। সে সেনাপতির দ্বারে উপস্থিত হইয়া দৌবারিকের দ্বারা সংবাদ পাঠাইল, 'আপনার পোত্তিক নামক বন্ধু আসিয়াছে।' "ব্যাটা আমাকে রাজ্য না দিয়া উগর বন্ধু ন্যগ্রোধকে রাজ্য দিয়াছে" ইহা ভাবিয়া শাখ পোত্তিকের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিল। সে দৌবারিকের কথা শুনিয়া ক্রোধে ছুটিয়া আসিল এবং "কে এর বন্ধু? ব্যাটা পাগল—দাসীপুত্র; ধর্ ব্যাটাকে" বলিয়া ভৃত্যদিগের দ্বারা তাহাকে ধরাইল এবং হস্ত, পাদ ও জানু দ্বারা প্রহার করাইয়া গলাধাক্কা দেওয়াইতে দেওয়াইতে বাহির করাইয়া দিল।

এই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া পোত্তিক ভাবিল, 'শাখ আমারই চেষ্টায় সৈনাপত্য পাইয়াছে, কিন্তু এখন অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী হইয়াছে এবং আমাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। ন্যগ্রোধকুমার পণ্ডিত, কৃতজ্ঞ ও সৎপুরুষ, এখন তাঁহারই নিকটে যাওয়া যাউক। অনন্তর সে রাজদ্বারে গিয়া সংবাদ পাঠাইল, "পোত্তিক নামে আপনার নাকি এক জন বন্ধু আছে, সে উপস্থিত হইয়াছে।" রাজা তাহাকে ডাকাইলেন, তাহাকে আসিতে দেখিয়া আসন হইতে উঠিলেন, অগ্রসর হইয়া বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিলেন, এবং নানারূপ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভোজ্য আহার করাইলেন। অনন্তর তাহার সহিত সুখাসীন হইয়া ন্যগ্রোধরাজ মাতাপিতার সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন এবং তাঁহাদের আসিতে অনিচ্ছার কথা শুনিলেন।

এদিকে শাখ ভাবিল, "পোত্তিক রাজার নিকটে গিয়া আমার নিন্দা করিবে, কিন্তু আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকি, তাহা হইলে কিছু বলিতে পারিবে না।" এই বিবেচনা করিয়া সেও রাজার নিকটে গেল। পোত্তিক তাহার সম্মুখেই রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, 'দেব, আমি পথক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার আশায় শাখের গৃহে গিয়াছিলাম ভাবিয়াছিলাম বিশ্রামান্তে

এখানে আসিব। কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করিবেন যে, শাখ আমায় চিনে না বলিয়া প্রহার করাইয়াছে এবং গলাধাক্কা দেওয়াইয়া তাড়াইয়া দেওয়াইয়াছে?

১। চিনে না আমায়, চিনে না আমায়
মাতা, পিতা, বন্ধুজন—
বলিল যে শাখ, বিশ্বাস এ কথা
করিবে কি কদাচন?

২। আজ্ঞাবহ তার ভৃত্যেরা আমায়
ধরিল তাহার পর;
গলাধাক্কা দিয়া দিল তাড়াইয়া,
মুখে মারি ঘুসি চড়।

৩। শাখ দুষ্টমতি অকৃতজ্ঞ অতি
মিত্রদ্রোহী, দুশ্চরিত্র,
এমন অনার্য্য ব্যবহার তার;
অথচ সে তব মিত্র।

ইহা শুনিয়া ন্যগ্রোধরাজ চারিটী গাথা বলিলেন :—

৪। জানি না কখন, বলে নাই কেহ
এমন অনার্য্য কাজ
করেছে যে কেহ, বলিলে যা, ভাই,
করিয়াছে শাখ আজ।

৫। শাখের, আমার তুমি জীবিকার
করিলে উপায় ভাই;
মানবসমাজে সম্মানভাজন
হইয়াছি মোরা তাই।
তুমি বন্ধু ছিলে সেই সে কারণে,
নাহিক ইথে সংশয়,
আসি দীনবেশে আমরা এদেশে
লভিয়াছি অভ্যুদয়।

৬। আগুনে ফেলিলে বীজ যার পুড়ি,
অঙ্কুরিত নাহি হয়;
অসাধুর ভাল করিলে কি ফল?
কভু সে কৃতজ্ঞ নয়।

৭। আর্য্যভাবযুত সুশীল জনের
উপকার যদি কর,
কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ তাহারা
রাখে তাহা নিরন্তর।

কৃতজ্ঞ জনের কর যদি হিত,
বিফল তাহা না হয়,
সুক্ষেত্রে পতিত বীজ হতে হয়
নিশ্চয় অঙ্কুরোদয়।

ন্যগ্রোধ যখন এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন শাখ সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে শাখ, এই পোত্তিককে চিনিতে পার কি?" শাখ কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিল। অনন্তর তাহার দণ্ডবিধানার্থ ন্যগ্রোধ অষ্টম গাথা বলিলেন :—

৮। মূর্খ, প্রবঞ্চক, অতি নীচাশয়
বধ শাখে শক্তি হানি,
না চাই ইহাকে জীবিত দেখিতে
ক্ষণেকের তরে আমি।

ইহা শুনিয়া পোত্তিক ভাবিল, 'আমার জন্য এই মূর্খের প্রাণ নাশ হইতে পারে না।' সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া নবম গাথা বলিল :—

৯। ক্ষম এরে, ভূপ, বধিলে পরাণে
বাঁচাতে কি পারা যায়?
নীচ বটে, কিন্তু মরণ ইহার
মন মোর নাহি চায়।

পোত্তিকের কথায় রাজা শাখকে ক্ষমা করিলেন। তিনি পোত্তিককেই সৈনাপত্য দিতে চাহিলেন। কিন্তু সে উহা লইতে ইচ্ছা করিল না। তখন রাজা তাহাকে সর্ব্বশ্রেণীর বিচারক্ষম ভাণ্ডাগারিকের পদ দান করিলেন।* পূর্ব্বে নাকি এরূপ কোন পদ ছিল না, এই সময় হইতেই ইহার উৎপত্তি হইল। কালক্রমে পোত্তিক ভাণ্ডাগারিক যখন পুত্রকন্যাদিগকে মানুষ করিতেছিল, তখন তাহাদের উপদেশার্থ সে অবশিষ্ট এই গাথাটী বলিত :—

১০। ন্যগ্রোধে সেবিবে, শাখেরে ত্যজিবে,
মরণেও পাবে সুখ
ন্যগ্রোধের সাথে, শাখের সংসর্গে
বাঁচিয়াও পাই দুখ।†

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ দেবদত্ত পূর্ব্বেও বড় অকৃতজ্ঞ ছিল।" সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল শাখ, আনন্দ ছিলেন পোত্তিক এবং আমি ছিলাম ন্যগ্রোধ।]

---

* দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকার ৩৵ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† এই গাথাটী ১ম খণ্ডের ন্যগ্রোধমৃগ জাতকেও (১২) দেখা যায়।

৪৪৬—তক্কল জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কোন পিতৃপোষক উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি কোন দরিদ্রকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মাতার মৃত্যুর পর প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন, পিতার জন্য দন্তকাষ্ঠ ও মুখপ্রক্ষালনের জল রাখিতেন, তাহার পর কখনও মজুর খাটিয়া, কখনও বা কৃষিকর্ম্ম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা দিয়া পিতার ভোজনের জন্য যাগূভক্তাদি প্রস্তুত করিতেন। এইরূপে তিনি যাবজ্জীবন যত্নের সহিত পিতার ভরণপোষণ করিতেন।

একদিন তাঁহার পিতা বলিলেন, "বাছা তুমি একা, ঘরের কাজ, বাহিরের কাজ, সমস্তই তোমাকে করিতে হয়। আমি একটী কুলকন্যা লইয়া আসি, সে তোমার ঘরের কাজগুলি করিবে।" উপাসক উত্তর দিলেন, "বাবা, স্ত্রী ঘরে আসিলে, সে আপনার, আমার, কাহারও সুখবিধান করিবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন. আমি যাবজ্জীবন আপনার পোষণ করিব। আপনি দেহত্যাগ করিলে, তখন কি কর্ত্তব্য ভাবিয়া দেখিব।" কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক কুমারী আনিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। এই রমণী অতি নীচাশয়া ছিল। সে প্রথমে শ্বশুরের ও স্বামীর সেবা করিত, পিতার সেবা হইতেছে দেখিয়া উপাসক সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি যেখানে যে কিছু ভাল দ্রব্য পাইতেন, পত্নীকে আনিয়া দিতেন। সে আবার শ্বশুরকে সেই সমস্ত দিত। কিন্তু কিছুকাল অতীত হইলে সে ভাবিতে লাগিল 'আমার স্বামী যেখানে যে ভাল দ্রব্য পান, তাহা পিতাকে না দিয়া আমাকে আনিয়া দেন। ইহাতে নিশ্চয় বুঝা যায়, পিতার প্রতি ইঁহার আর ভক্তি নাই। এখন একটা উপায়ে এই বুড়াটাকে আমার স্বামীর চক্ষুঃশূল করিয়া বাড়ী থেকে তাড়াইতে হইবে।' এই উদ্দেশ্যে সে তদবধি বৃদ্ধকে ক্রুদ্ধ করিবার জন্য কোন দিন অতিশীতল, কোন দিন বা অত্যুষ্ণ জল দিত, কোন দিন ব্যঞ্জনাদিতে বেশী লবণ দিত, কোন দিন মোটেই লবণ দিত না, কোন দিন তাঁহার ভাত অসিদ্ধ রাখিত, কোন দিন বা অতিসিদ্ধ করিয়া গলাইয়া ফেলিত। ইহাতে বৃদ্ধ যদি ক্রোধের ভাব দেখাইতেন, তাহা হইলে সে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিত ঝগড়া বাধাইত—বলিত "কার বাপের সাধ্যি যে এই বুড়ার সেবা করে!" সে নিজে যেখানে সেখানে থুথু কাশি ফেলিয়া স্বামীকে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিত, "দেখ তোমার বাপের কাণ্ড। কিছু করিতে নিষেধ করলেই তিনি চটিয়া লাল হন, তুমি হয় তাঁহাকে লইয়া থাক, নয় আমায় লইয়া থাক।" ইহাতে উপাসক একদিন বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার বয়স অল্প, তুমি যে কোন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, কিন্তু আমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন। যদি তাঁহার কথা তোমার অসহ্য হয়, তবে তুমিই বরং এই বাড়ী ছাড়িয়া যাও।" এই উত্তরে রমণী বড় ভীতা হইল, সে শ্বশুরের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল—বলিল "এখন হইতে আর এমন কাজ করিব না।" শ্বশুর তাহাকে ক্ষমা করিলেন. সেও পূর্ব্ববৎ তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় নিরত হইল। স্ত্রীর ব্যবহারে উপাসক প্রথমে এত উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি কিছুদিন ধর্ম্মশ্রবণার্থ শাস্তার নিকটে যাইতে পারেন নাই। শেষে ঐ রমণী প্রকৃতিস্থা হইলে তিনি শাস্তার নিকটে গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে, উপাসক, তুমি যে সাত আট দিন ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আইস নাই?" উপাসক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "এখন তুমি এই রমণীর কথামত কাজ কর নাই, পিতাকেও তাড়াও নাই, কিন্তু পূর্ব্বে ইহারই কথায় পিতাকে আমকশ্মশানে লইয়া গিয়াছিলে, ও গর্ত্ত খনন করিয়াছিলে। তখন আমার বয়স সাত বৎসর মাত্র। কিন্তু তুমি যখন পিতার প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছিলে, তখন এই বয়সেই আমি তোমাকে মাতাপিতার গুণ শুনাইয়া পিতৃহত্যারূপ পাপ হইতে নিবৃত্ত

* তক্কল এক প্রকার কন্দ। টীকাকার ইহাকে পিণ্ডালুকন্দ বলিয়াছেন। এই জাতকের প্রথম গাথায় আরও তিন প্রকার কন্দের নাম আছে—আলুপ, বিড়ালীক ও কলম্ব। টীকাকারের মতে 'আলুপ'=আলুকন্দ. 'বিড়ালীক'=বিড়ালবল্লীকন্দ, 'কলম্ব'=তালকন্দ। এগুলি যে বর্ত্তমান সময়ের কোন্ কোন্ কন্দের নাম, তাহা বলা কঠিন।

করিয়াছিলাম, তুমি তখন আমার কথা শুনিয়া যাবজ্জীবন পিতার রক্ষণাবেক্ষণপূর্ব্বক স্বর্গপরায়ণ হইয়াছিলে। তখন আমি তোমায় যে উপদেশ দিয়াছিলাম, জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াও তাহা তুমি ত্যাগ কর নাই। এই কারণেই এখন তুমি তোমার পত্নীর পরামর্শমত পিতাকে নিহত কর নাই।" অনন্তর উপাসকের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীরাজ্যের একখানি গ্রামে কোন কুলে বাসিষ্ঠক নামে একমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে মাতা পিতা উভয়েরই সেবা করিত এবং কালক্রমে তাহার মাতার মৃত্যু হইলে পিতার সেবাতেই নিরত হইয়াছিল। [অনন্তর প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেইভাবে সমস্ত বলিতে হইবে।] শেষে তাহার স্ত্রী বলিল, "দেখ তোমার পিতার কাজ। ইহা করিও না, তাহা করিও না বলিলেই তিনি ক্রুদ্ধ হন। তোমার পিতা অতি উগ্র পুরুষ; তিনি নিত্যই কলহ করেন। তিনি এখন জরাজীর্ণ ও ব্যাধিপীড়িত; অতএব শীঘ্র মারা যাইবেন। আমি এমন লোকের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকিতে পারিব না। তিনি আপনা হইতেই অল্প দিনের মধ্যে মরিবেন। তুমি তাঁহাকে আমকশ্মশানে লইয়া যাও, সেখানে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে তাঁহাকে ফেলিয়া দাও, কোদালির ঘা দিয়া মাথাটা ভাঙ্গ, এইরূপে তাঁহার প্রাণান্ত করিয়া উপরে ছাই মাটি দিয়া চাপা দাও এবং ঘরে ফিরিয়া এস।" রমণী পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলাতে সে উত্তর দিল, "ভদ্রে, একটা লোক মারা বড় ভয়ানক কাজ, আমি ইহা কিরূপে করিব?" "আমি তোমাকে উপায় বলিয়া দিতেছি।" "বল ত শুনি।" "তুমি খুব ভোরে, তোমার পিতা যেখানে শুইয়া থাকেন, সেখানে গিয়া, যাহাতে সকলে শুনিতে পায়, এমন ভাবে চেঁচাইয়া বলিবে, 'বাবা, অমুক গ্রামে তোমার একজন খাতক আছে; আমি গিয়াছিলাম, সে টাকা দিল না; তুমি যাবা গেলে ত দিবেই না, চল, আমরা দুই জনে সকাল বেলা গাড়ী করিয়া সেখানে যাই।' ইহা শুনিয়া তিনি যে সময়ে যাইবেন বলিবেন, সেই সময়ে তুমি বিছানা থেকে উঠিবে, গাড়ী চড়িয়া তাহাতে তোমার পিতাকে বসাইবে, আমকশ্মশানে লইয়া সেখানে গর্ত্ত খুঁড়িবে, বুড়াকে মারিয়া ঐ গর্ত্তে পুতিবে, যেন চোরে আসিয়া তোমায় ধরিয়াছে এই ভাবে চীৎকার করিবে, নিজের মাথায় একটা আঘাত করিবে, তাহার পর স্নান করিয়া ঘরে ফিরিবে।" বাসিষ্ঠক বলিল, "বেশ উপায় দেখাইয়াছ।" সে স্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যাইবার জন্য গাড়ীখানা সাজাইয়া রাখিল।

বাসিষ্ঠকের সপ্তবর্ষবয়স্ক একটী পুত্র ছিল। কিন্তু এই অল্প বয়সেও সে বেশ বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ হইয়াছিল। সে মাতার কথা শুনিয়া ভাবিল, 'আমার মা কি পাপিষ্ঠা! এ আমার বাবাকে দিয়া পিতৃহত্যা করাইতেছে। আমি বাবাকে পিতৃহত্যা করিতে দিব না।' * সে আস্তে আস্তে গিয়া পিতামহের পার্শ্বে শুইল। এ দিকে বাসিষ্ঠক, তাহার স্ত্রী যে সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল, তখন গাড়ী যুতিয়া, "এস বাবা, কর্জ্জা টাকা আদায় করিতে যাই" বলিয়া পিতাকে গাড়ীতে বসাইল। বালকটী কিন্তু প্রথমেই গাড়ীতে উঠিয়াছিল। বাসিষ্ঠক তাহাকে নিবারণ করিতে না পারিয়া তাহাকেও আমকশ্মশানে লইয়া গেল এবং সেখানে পিতা ও পুত্রকে গাড়ীসুদ্ধ এক

---

* 'কতুং ন দদ্‌সামি'—করিতে দিব না। বাঙ্গালা ও পালির রীতি এখানে অবিকল এক।

পার্শ্বে রাখিয়া স্বয়ং অবতরণপূর্ব্বক কোদালি ও ঝুড়ি লইয়া চতুরস্রাকার একটা গর্ত্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। তখন বালকও গাড়ী হইতে নামিল এবং বাসিষ্ঠকের নিকটে গিয়া, যেন কিছুই জানে না এইভাবে, নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল :—

১। তরুল, আলুপ, বিড়ালীক, তালকন্দ—
কিছু নাহি জন্মে হেথা, তাই লাগে ধন্দ,
একাকী খুঁড়িছ গর্ত্ত এ শ্মশান মাঝে
বিজন অরণ্যে বাবা, তুমি কোন্ কাজে ?

ইহার উত্তরে বাসিষ্ঠক দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

২। বড়ই দুর্ব্বল, বাছা পিতামহ তোর,
নানারোগে হয়েছেন নিতান্ত কাতর,
তাই এই গর্ত্তে তাঁরে রাখিব পুতিয়া ;
কি সুখ তাঁহার, বল্, এ ভাবে বাঁচিয়া ?

ইহা শুনিয়া বালক অর্দ্ধ গাথা বলিল :—

৩। এ পাপ সঙ্কল্প, বাবা, করিলে কেমনে ?
দুঃখ তাঁর যাবে দুঃখ পাইবা মরণে।
যে কর্ম্ম করিতে তুমি হয়েছ উদ্যত,
অতীব নিষ্ঠুর তাহা, অতি অসঙ্গত।

অনন্তর সে পিতার হস্ত হইতে কোদালিখানি লইয়া নিকটে আর একটা গর্ত্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। বাসিষ্ঠক তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই বাছা, গর্ত্ত খুঁড়িতেছিস কেন ?" সে তৃতীয় গাথা পূরণ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিল :—

আমিও করিব অনুসরণ তোমার,
অধীন হইবে যবে তুমিও জরার,
এই মম কুলধর্ম্ম, ভাবি ইহা মনে
পুতিব তোমায় গর্ত্ত খুঁড়ি এই বনে।

তখন বাসিষ্ঠক চতুর্থ গাথা বলিল :—

৪। শিশু হয়ে, বাছা, তুই বলিলি আমায়
পরুষ বচন, শুনি বুক ফাটি যায়।
ঔরস যে পুত্র, সেই এমন নির্দ্দয়।
বলে কথা পিতার অনিষ্ট যাতে হয়।

বুদ্ধিমান্ বালকটী ইহার উত্তরে একটী গাথা এবং মনের আবেগে দুইটী উদান গাথা বলিল :—

৫। না আমি নিষ্ঠুর, বাবা ; অনিষ্ট না চাই ;
হইবে কুশল তব যাহে, বলি তাই।
যে পাপে উদ্যত তুমি হয়েছ এখন,
পারি না কি আমি তাহা করিতে বারণ ?

৬। বিনা দোষে যেই হিংসে জননী-জনকে,
দেহান্তে যায় সে পাপী নিশ্চয় নরকে।

৭। অন্নপানে পোষে যেই জননী-জনকে,
দেহান্তে তাহার গতি হয় স্বর্গ-লোকে।

পুত্রের মুখে এই ধর্ম্মকথা শুনিয়া বাসিষ্ঠক অষ্টম গাথা বলিল :—

৮। নির্দ্দয় অহিতকামী তুই যে আমার,
ঘুচিয়াছে এবে সেই ভ্রম-অন্ধকার।
পরম হিতৈষী মোর, তুই বাছা ধন,
দয়াবশে পাপ হতে কৈলি নিবারণ।
করিতে যাইতেছিনু পাপ মহাঘোর
শুনি শুদ্ধ পরামর্শ জননীর তোর।

বালক বলিল, "রমণীরা কোন দোষ করিলে যদি তাহার নিগ্রহ না করা যায়, তবে তাহারা পুনঃ পুনঃ পাপ করে। আমার মাতা যাহাতে আর এমন কর্ম্ম না করেন, এই ভাবে তাঁহাকে দমন করা আবশ্যক।

৯। সে রমণী, যারে তুমি বল তব ভার্য্যা,
ধরিল যে গর্ভে মোরে, সে বড় অনার্য্যা।
গৃহ হতে দূর তারে করহ সত্বর,
নচেৎ আরও দুঃখ দিবে অতঃপর।"

বাসিষ্ঠক বুদ্ধিমান্ পুত্রের কথা শুনিয়া তুষ্ট হইল এবং "চল বাবা, যাই" বলিয়া তাহাকে ও পিতাকে গাড়ীতে বসাইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। এদিকে সেই দুঃশীলা রমণী, 'অপেয়ে বুড়াটাকে বাড়ীর বাহির করিয়াছি' ভাবিয়া হৃষ্টমনে টাটকা গোবর দিয়া ঘর পরিষ্কার করিয়াছিল এবং পায়স পাক করিয়া পথের দিকে তাকাইতেছিল। সে তাহাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া ভাবিল, 'যে অলক্ষীকে তাড়াইয়া দিলাম তাহাকেই আবার লইয়া আসিল!' সে ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, "অরে সর্ব্বনেশে, যে অলক্ষীকে ঘরের বাহির করিলাম, তুই তাহাকেই আবার লইয়া আসিলি!" বাসিষ্ঠক ইহার কোন উত্তর দিল না, সে গাড়ী হইতে গরু দুইটা খুলিয়া লইল এবং 'কি বলিলি, পাপিষ্ঠা" বলিয়া সেই দুঃশীলা রমণীকে মনের সাধে প্রহার করিল। অনন্তর, "সাবধান, আর যেন এ ঘরে প্রবেশ না করিস্" বলিয়া তাহাকে পা দুইখানি ধরিয়া ছুড়িয়া ফেলিল। তাহার পর সে পিতাকে ও পুত্রকে স্নান করাইল, নিজেও স্নান করিয়া এবং তিন জনে মিলিয়া সেই পায়স খাইল। পাপিষ্ঠা কয়েকদিন অন্য এক জনের বাড়ীতে থাকিল।

ইহার পর এক দিন বালকটী বাসিষ্ঠককে বলিল, "বাবা, যাহা করা হইয়াছে, তাহাতে আমার মাতার চৈতন্য হইবে না। তুমি আমার মাতার অশান্তি জন্মাইবার জন্য রটনা করিয়া দাও, 'অমুক গ্রামে তোমার মাতুলকন্যা আছেন; তিনি তোমার, দাদামহাশয়ের ও আমার সেবা শুশ্রূষা করিবেন; অতএব তাঁহাকেই গৃহে আনিবে।' তাহার পর মাল্যগন্ধাদি লইয়া গাড়ীতে চড়িবে এবং বাহিরে বাহিরে বেড়াইয়া সন্ধ্যাকালে ফিরিবে।" বাসিষ্ঠক ইহাই করিল। প্রতিবেশীদিগের স্ত্রীরা বাসিষ্ঠকের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর স্বামী না কি অন্য স্ত্রী আনিবার

জন্য অমুক গ্রামে গিয়াছে?" ইহা শুনিয়া সে ভাবিল, 'তবে ত আমার সর্ব্বনাশ হইল। এখন ত আমার দাঁড়াইবার স্থান রহিল না!' সে মহা ভয় পাইয়া স্থির করিল, পুত্রের সাহায্য চাহিতে হইবে। অনন্তর সে তাড়াতাড়ি পুত্রের নিকটে গিয়া তাহার পায়ে পড়িল এবং বলিল, "বাছা, তুই ছাড়া আমার আর কোন অবলম্বন নাই। এখন হইতে তোকে ও তোর পিতামহকে অলঙ্কৃত চৈত্যের ন্যায় যত্নে রাখিব। যাহাতে এ বাড়ীতে ফিরিতে পারি তাহা কর্, বাবা।" বালক বলিল, "বেশ মা! তবে তুমি যদি আবার এরূপ অনর্থ ঘটাও, তাহা হইলে আমিও নিজ মূর্ত্তি ধরিব। সাবধান, আর কখনও এমন ভুল করিও না।" অতঃপর তাহার পিতা যখন গৃহে ফিরিল, তখন সে দশম গাথা বলিল :—

১০। সে রমণী, যারে তুমি বল তব ভার্য্যা,
জননী আমার যেই বড়ই অনার্য্যা,
সে পাপিষ্ঠা বশীভূত হয়েছে এখন
আলানে আবদ্ধা মত্তা করেণু যেমন।
তাই মাগি অনুমতি, হে পিতঃ, তোমার,
প্রবেশ করুক সেই গৃহেতে আবার।

পিতাকে এইরূপ বলিয়া বালক গিয়া মাতাকে আনিল। সে স্বামী ও শ্বশুরের নিকট ক্ষমা চাহিল এবং তদবধি বিনীতভাবে যথাধর্ম্ম স্বামী, শ্বশুর ও পুত্রের সেবাশুশ্রূষা ও লালনপালন করিতে লাগিল। স্বামী স্ত্রী উভয়েই পুত্রের উপদেশ মত চলিত এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গপরায়ণ হইয়াছিল।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পিতৃপোষক উপাসক স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই পিতা, পুত্র ও স্নুষা ছিল সেই পিতা, পুত্র ও স্নুষা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত বালক।]

☞ তৃতীয় খণ্ডের কাত্যায়নী (৪১৭) এবং পদকুশলমাণব (৪৩২) জাতকেও স্ত্রীর পরামর্শে মাতাপিতার প্রতি পুত্রের নিষ্ঠুরাচরণের কথা আছে। আরও অনেক জাতকে এবং অশোকের শিলালিপিতে মাতাপিতার সেবা মহাধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদি পিতৃভক্তি এদেশের লোকের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে ইহা শিক্ষা দিবার জন্য বোধ হয় এত প্রয়াস পাইতে হইত না। জাতকের গল্পে বোধ হয় পুত্রবধূরাই শ্বশুর শাশুড়ীর যন্ত্রণার নিদান ছিলেন, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় শাশুড়ীরা নববধূর উপর কোন অত্যাচার করিতেন কি না, তাহা বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ দুই পক্ষেরই দোষ ছিল।

এই গল্পেরই প্রায় অনুরূপ একটী গল্প এখনও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি স্ত্রীর পরামর্শে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে কষ্ট দিত এবং তাঁহাকে একখানা ভাঙ্গা পাথরে ভাত দিত। বৃদ্ধ মরিলে ঐ ব্যক্তি পাথরখানা ফেলিতে যাইতেছে দেখিয়া তাহার পুত্র বলিয়াছিল, "বাবা, পাথরখানা ফেলিলে, তুমি যখন বুড়া হইবে তখন আমি তোমাকে কিসে ভাত দিব?" বালকের এই কথায় প্রৌঢ় যে সাতিশয় অনুতপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪৪৭—মহাধর্ম্মপাল-জাতক।

[শাস্তা যেবার প্রথমে কপিলপুরে ফিরিয়া যান, সেই সময়ে তিনি ন্যগ্রোধারাম-নামক উদ্যানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তখন একদিন তিনি পিতৃভবনে গিয়া রাজার অবিশ্বাস-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। মহারাজ শুদ্ধোদন নিজ ভবনে ষোড়শ সহস্র ভিক্ষুসহ ভগবান্‌কে যবাগূখাদ্যাদি দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ভোজনকালে মিষ্টালাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "ভদন্ত, আপনি যখন বুদ্ধত্বলাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, * তখন এক দেবতা আকাশে আসীন হইয়া আমায় বলিয়াছিলেন, 'তোমার পুত্র সিদ্ধার্থকুমার অনাহারে মারা গিয়াছে'।" ইহা শুনিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি একথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি?" "না, আমি বিশ্বাস করি নাই; দেবতা আকাশে আসীন হইয়া আমায় বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি তাঁহাকে এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম যে, আমার পুত্র বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে না।" "মহারাজ, পূর্ব্বেও, মহাধর্ম্মপালের সময়ে এক সুবিখ্যাত আচার্য্য আসিয়া আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, এমন কি তিনি আপনার বিশ্বাসের জন্য অস্থি পর্য্যন্ত দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁহার কথা বিশ্বাস করেন নাই, বলিয়াছিলেন যে আপনার বংশে কেহই তরুণ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। অতএব এখন কেন ঐ দেবতার কথা বিশ্বাস করিবেন?" অনন্তর শুদ্ধোদনের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীরাজ্যে ধর্ম্মপালগ্রাম নামে একখানি গ্রাম ছিল। ধর্ম্মপাল-বংশের বাসস্থান বলিয়াই ইহার ঐ নাম হইয়াছিল। এই গ্রামে দশকুশলপথ-বিচারী † এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ধর্ম্মপাল নামে বিদিত ছিলেন। তাঁহার গৃহে দাসকর্ম্মকারেরা দানশীল ছিল, শীল রক্ষা করিত এবং পোষধধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল ধর্ম্মপালকুমার। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন।

বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় গিয়া এক সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঐ আচার্য্যের পাঁচ শত শিষ্য ছিল। বোধিসত্ত্ব ক্রমে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ‡ হইলেন। অনন্তর ঐ আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর মৃত্যু হইল। আচার্য্য ছাত্রদিগের ও জ্ঞাতিবন্ধুদিগের সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে শ্মশানে গেলেন; সেখানে পুত্রের শরীরকৃত্য অবসান করিলেন; তিনি নিজে, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ ও শিষ্যগণ, সকলেই রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিলেন। কেবল ধর্ম্মপালকুমার রোদন বা পরিদেবন করিলেন না। অতঃপর সেই পঞ্চশত শিষ্য শ্মশান হইতে ফিরিয়া আচার্য্যের নিকটে বসিয়া, "আহা, এমন সদাচারসম্পন্ন তরুণ মাণবক তরুণ বয়সেই মাতাপিতার আবাস শূন্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন" এইরূপ খেদ করিতে লাগিল। তখন ধর্ম্মপালকুমার বলিলেন, "তোমরা বলিতেছ, তরুণবয়স্ক। যদি তরুণবয়স্ক হইবে, তবে

---

* 'প্রধানকালে'—গৃহত্যাগের পর ছয় বৎসর কাল গৌতম নানারূপ কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। এই তপস্যার নাম 'প্রধান' বা 'মহাপ্রধান'।

† অহিংসা, অচৌর্য্য ইত্যাদি দশবিধ কুশলধর্ম্ম।

‡ জেষ্ঠান্তেবাসিক।

তরুণকালে মারা যাইবে কেন? তরুণকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অতি অসঙ্গত।" ইহা শুনিয়া অন্য শিষ্যেরা বলিল, "ভাই, তুমি কি সমস্ত প্রাণীরই মরণশীলতা জান না?" "জানি বৈ কি? কিন্তু কেহ তরুণ বয়সে মরে না; বৃদ্ধ হইলেই মরে।" 'সমস্ত সংস্কারই ত অনিত্য ও অস্তিত্বরহিত।' "অনিত্য বটে, কিন্তু কোন প্রাণীই তরুণকালে মরে না; বৃদ্ধাবস্থাতেই অনিত্যতা প্রাপ্ত হয়।" 'তবে কি, ভাই ধর্ম্মপাল, তোমাদের বাড়ীতে কেহ মরে না।" "অল্পবয়সে মরে না, বৃদ্ধ হইলেই মরে।" "এই কি তোমাদের বংশের রীতি?" "পূর্ব্ব-পরম্পরায় আমাদের বংশে এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে।" শিষ্যেরা গিয়া আচার্য্যকে এই কথা জানাইল। আচার্য্য ধর্ম্মপালকুমারকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস ধর্ম্মপাল, তোমাদের বংশে কেহ তরুণ বয়সে মরে না, এ কথা সত্য কি?" "হাঁ আচার্য্য।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য ভাবিলেন, "এ অতি বিস্ময়কর বাক্য বলিতেছে, ইহার পিতার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিব; যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমিও তাঁহারই অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিব।" তিনি পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক সাত আট দিন পরে ধর্ম্মপালকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎস, আমি প্রবাসে যাইব; যত দিন না ফিরি, তুমি এই শিষ্যদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবে।" অনন্তর একটা ছাগের অস্থি লইয়া তিনি সেগুলি ধুইলেন ও থলিতে পুরিলেন এবং একটা বালক-ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তক্ষশিলা হইতে যাত্রা করিলেন। অতঃপর যথাকালে তিনি সেই গ্রামে পৌঁছিলেন এবং মহাধর্ম্মপালের কোন্ বাড়ী ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া, সেই বাড়ীরই দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের দাসকর্ম্মকার প্রভৃতির মধ্যে যে যখন আচার্য্যকে প্রথম দেখিতে পাইল, সেই তাঁহার হস্ত হইতে, কেহ ছত্র, কেহ পাদুকা গ্রহণ করিল; বালক-ভৃত্যটার হাত হইতেও থলিটা লইল। আচার্য্য বলিলেন, 'যাও, গৃহস্বামীকে বল গিয়া যে, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপালকুমারের আচার্য্য দ্বারদেশে উপস্থিত।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া মহাধর্ম্মপালকে এই সংবাদ দিল। তিনি বেগে দ্বারের নিকটে ছুটিয়া গেলেন এবং "এ দিকে আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া আচার্য্যকে গৃহে লইয়া পলাঙ্কে বসাইলেন ও পাদপ্রক্ষালনাদি অতিথিসৎকার করিলেন। আহারান্তে আসন গ্রহণ করিয়া আচার্য্য মিষ্টকথোপকথন করিতে করিতে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্র ধর্ম্মপালকুমার প্রজ্ঞাবান্ ছিল; সে তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যায় পারগতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একটা অসুখ হওয়ায় মারা গিয়াছে। সংস্কার মাত্রেই অনিত্য, এতএব আপনি শোক করিবেন না।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ করতলধ্বনি-সহকারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি হাসিতেছেন কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার পুত্র মরে নাই; হয় ত অন্য কেহ মরিয়া থাকিবে।" "ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্রই মরিয়াছে; এই দেখু। তাহার অস্থি। এখন ত বিশ্বাস করিবেন?" "এ অস্থি হয় ছাগের, নয় কুকুরের; আমার ছেলে মরে নাই; আমাদের বংশে শত পুরুষের মধ্যে পূর্ব্বে কেহই তরুণ বয়সে মরে নাই; আপনি অলীক কথা বলিতেছেন।" এই সময়ে গৃহের সকলেই করতলধ্বনিসহকারে অট্টহাস্য করিল। আচার্য্য এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনাদের বংশে পুরুষপরম্পরায় কেহই যে অল্পবয়সে মারা যায় না, ইহা বিনা কারণে ঘটে নাই, এই জন্য আমি জানিতে চাই, কি কারণে তরুণ বয়সে মৃত্যু হয় না।

১। চরিত্রের কোন্ গুণে, কি ব্রত কি ব্রহ্মচর্য্য
করিয়া পালন
তব কুলে জন্মে যারা, তরুণ বয়সে তারা
মরে না কখন ?"

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ, যে যে গুণের প্রভাবে স্বীয় বংশে অকাল মৃত্যু ঘটে না, নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে তাহা বর্ণন করিলেন :—

২। ধর্ম্মপথে চরি, মিথ্যা নাহি বলি,
পাপকর্ম্ম করি নিয়ত বর্জ্জন,
যা কিছু অনার্য্য সমস্তই ত্যাজ্য ;
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৩। সদসৎধর্ম্ম করিয়া শ্রবণ
অসতে আসক্ত হই না কখন ;
ত্যজিয়া অসৎ ভজি সদা সৎ,
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৪। দানের পূর্ব্বেতে সুপ্রসন্ন মন,
দানকালে প্রীতিপ্রফুল্ল বদন,
দিয়া অনুতাপ করি না কখন ;
তাই তরুণের না হয় মরণ। *

৫। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ পথিক, যাচক,
দরিদ্র, ভিখারী, দ্বারস্থ যেজন,
পানীয় আহারে তুষি সবাকারে,
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৬। স্বামী সতীব্রত, ভার্য্যা পতিব্রতা,
পরস্ত্রী যখন করি দরশন
সযতনে মোরা ব্রহ্মচর্য্য পালি,
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৭। সতী স্ত্রীর গর্ভে জনমে সন্তান
মেধাবী, ধার্ম্মিক, বহুপ্রজ্ঞাবান্,
সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বেদপরায়ণ ;
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৮। মাতা, পিতা, স্বসা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, সুত
স্ব স্ব ধর্ম্মপথে করে বিচরণ
দেহান্তে সদ্গতি পাইবার আশে ;
তাই তরুণের না হয় মরণ।

* এই গাথাটি তৃতীয় খণ্ডের ময়হক জাতকেও (৩৯০) দেখা যায়।

৯। দাসদাসী আর অনুজীবিগণ
ভৃত্য ভৃত্যা গৃহে আছে যত জন,
ধর্ম্মপথে চরে পরলোক তরে,
তাই তরুণের না হয় মরণ।

অতঃপর ব্রাহ্মণ আরও দুইটী গাথায় ধর্ম্মচারীদিগের গুণকীর্ত্তন করিলেন :—

১০। ধর্ম্মপথে চরে— ধর্ম্ম রক্ষে তারে,
ধর্ম্ম সাধুশীলে করে সুখদান,
এই পুরস্কার ধর্ম্মে মতি যার :
ধার্ম্মিকের নাহি ঘটে অকল্যাণ।

১১। ধর্ম্মপথে চরে— ধর্ম্ম রক্ষে তারে,
ছত্র রক্ষে যথা বর্ষার সময়,
এ অস্থি অন্যের, ধর্ম্মপাল মোর
ধর্ম্মে সুরক্ষিত, মরেনি নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, "আমি অতি শুভক্ষণে এখানে আসিয়াছি; আমার আগমন সুফলপ্রদ হইয়াছে, নিষ্ফল হয় নাই।" তিনি হৃষ্টমনে ধর্ম্মপালকুমারের পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন, "আমি আসিবার কালে আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এই ছাগাস্থিগুলি আনিয়াছিলাম। আপনার পুত্র সুস্থ আছে। আপনি যে ধর্ম্মরক্ষা করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে তাহা বলুন।" অনন্তর তিনি ধর্ম্মকথাগুলি পত্রে লিখিয়া লইলেন, সেখানে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া তক্ষশিলায় ফিরিয়া গেলেন এবং ধর্ম্মপালকুমারকে সমস্ত বিদ্যাদানপূর্ব্বক বহু অনুচরসহ গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

[মহারাজ শুদ্ধোদনকে এইরূপে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া শুদ্ধোদন অনাগামিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন মহারাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন সেই মাতাপিতা, সারিপুত্র ছিলেন সেই আচার্য্য, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল পরিজনবর্গ এবং আমি ছিলাম ধর্ম্মপালকুমার।]

৪৪৮—কুক্কুট-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে প্রাণহত্যার চেষ্টাসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় দেবদত্তের দুঃশীলতার কথা তুলিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত দশবলের প্রাণসংহারার্থ ধনুর্গ্রাহাদি নিয়োজিত করিয়াছিল।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আলোচনার বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে কৌশাম্বী নগরে কৌশাম্বক নামে এক রাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব কোন বেণুবনে কুক্কুট-যোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং বহুশত কুক্কুটপরিবৃত

হইয়া অরণ্যে বাস করিতেন। তাঁহার অদূরে একটা শ্যেন থাকিত। সে নানা কৌশলে এক একটী করিয়া কুক্কুট ধরিয়া খাইত। সেইরূপে সে বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য সমস্ত কুক্কুটই উদরসাৎ করিল; বোধিসত্ত্ব তখন একাকী হইলেন। তিনি অতি সতর্কতার সহিত যথাকালে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বেণুবনের নিবিড়-তম অংশে প্রবেশপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতেন। শ্যেন তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া একদিন ভাবিল, 'কোন একটা উপায়ে ইহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া ধরিতে হইবে।' অনন্তর সে বোধিসত্ত্বের অদূরে একটা শাখায় বসিয়া বলিল, "ভাই কুক্কুট, তুমি আমায় ভয় কর কেন? আমি তোমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চাই; অমুক স্থানে প্রচুর খাদ্য আছে; চল, আমরা উভয়েই সেখানে গিয়া ভোজন করিব এবং পরস্পরের সহিত সম্প্রীত-ভাবে থাকিব।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই, তোমার সহিত আমার কোন বন্ধুত্ব নাই; তুমি চলিয়া যাও।" "ভাই, আমি পূর্ব্বে যে পাপ করিয়াছি, তাহার জন্যই তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতেছ না। এখন হইতে আমি আর সেরূপ কাজ করিব না।" "তোমার বন্ধুত্বে আমার প্রয়োজন নাই; তুমি চলিয়া যাও," ইহা বলিয়া বার বার তিন বার বোধিসত্ত্ব শ্যেনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং শেষে বনভূমি নিনাদিত করিয়া এবং দেবতাদিগের সাধুকার পাইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা, কি কি লক্ষণযুক্ত জীবের সহিত বন্ধুত্ব অকর্ত্তব্য, তাহা বলিলেন:—

১। পাপকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, আর
অতি সাধু সাজি পরিচয় আপনার
দেয় সকলের কাছে,—এই চারি জন
বিশ্বাসের যোগ্য তব নহে কদাচন।

২। পিপাসার্ত্ত গোর মত হেরি হ্রদ সরে,
অন্নে পরিতৃপ্তি লাভ যারা নাহি করে,
মিত্রের সর্ব্বস্ব হরে, তোষে তার মন
মিষ্ট বাক্যে, কার্য্যে কিন্তু নহে কদাচন।

৩। গুহ্যাঙ্গুলি ইহাদের নাহি ভিজে ঘামে;
কথায় মনের ভাব রাখে সগোপনে।
মানুষের মাঝে এরা বড়ই অসার,
সাবধানে অকৃতজ্ঞে কর পরিহার।

৪। যে যা বলে তাই করে, চিত্তে নাই বল,
যে চলে ধরিয়া সদা পত্নীর অঞ্চল,
অঙ্গীকার নানা ছলে করে যে ভঞ্জন—
ইহারা বিশ্বাসযোগ্য নহে কদাচন।

৫। অনার্য্যানুষ্ঠানরত, যাও নিষ্ঠাবর্জ্জিত,
পাইলে সুযোগ করে পরের অহিত;
ক্রোধাবৃত অসিসম এতাদৃশ জন;
ইহারা বিশ্বাসযোগ্য নহে কদাচন।

৬। কেহ সাজে মিত্র মুখে বচন মধুর;
মনে মুখে কিন্তু তার ব্যবধান দূর,
জানে সেই নানা ছলে হরিবারে মন,
সে জন্য বিশ্বাসযোগ্য নহে কদাচন।

৭। ধনধান্য দেখে যদি মিত্রের ভবনে,
কেমনে হরিবে তাহা ভাবে মনে মনে,
রক্ষকের বেশে শেষে হইয়া ভক্ষক
সর্ব্বনাশ করি যায় বিশ্বাসঘাতক।

[ইহার পর ধর্ম্মরাজপ্রোক্ত চারিটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

৮। বন্ধুবেশে সাজি বহু শত্রু আসি
অনেক সময়ে ভজে,
এমন দুর্জ্জনে ত্যজহ, যেমনে
কুক্কুট শ্যেনেরে ত্যজে।

৯। আসন্ন বিপৎ নিরখি যেজন
না করিবে তার আশু নিবারণ,
শত্রু-হস্তে পাবে দুর্গতি অপার,
পরিণামে তার অনুতাপ সার।

১০। আসন্ন বিপৎ নিরখি তাহার
আশু প্রতিকার করে যেই জন,
শত্রু হতে মুক্তি লভে সে নিশ্চয়,
শ্যেনগ্রাস হতে কুক্কুট যেমন। *

১১। বনে বিস্তারিত পাশসদৃশ এ ধূর্ত্তগণ,
অধার্ম্মিক, নিত্য ভব সর্ব্বনাশপরায়ণ।
দূর হতে বিচক্ষণ এমন দুর্জ্জনে ত্যজে,
ত্যজিল কুক্কুট যথা শ্যেনে বংশবন মাঝে।]

অনন্তর বোধিসত্ত্ব শ্যেনকে সম্বোধনপূর্ব্বক তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "যদি তুমি আর এই বনে বাস কর, তাহা হইলে দেখিবে আমি কি করি।" ইহাতে শ্যেন ভয় পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত পূর্ব্বেও এইরূপে আমার প্রাণসংহারের চেষ্টা করিয়াছিল।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শ্যেন; এবং আমি ছিলাম সেই কুক্কুট।]

* এই গাথা দুইটী প্রায় অবিকলরূপে বানর (৩৪২), কুক্কুট (৩৮৩) এবং সুলসা (৪১৯) জাতকেও দেখা যায়।

৪৪৯—মৃষ্টকুণ্ডলি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন মৃত-পুত্র ভূস্বামীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী বুদ্ধোপাসক কোন ভূস্বামীর প্রিয়পুত্র মারা যায়। এইজন্য তিনি স্নানাহার ও কাজকর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের পূজার জন্যও বিহারে যাইতেন না, কেবল দিবারাত্র বিলাপ করিতেন, "হা বৎস, আমাকে ছাড়িয়া অগ্রেই কেন তুমি চলিয়া গেলে?" একদিন শাস্তা প্রত্যূষকালে সকল ভুবন অবলোকন করিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন, এই ভূস্বামীর স্রোতাপত্তিফল-লাভের সময় আসন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত পরদিন তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচর্য্যায় গেলেন এবং আহারান্তে ভিক্ষুদিগকে বিদায় দিয়া কেবল স্থবির আনন্দের সহিত * ঐ ব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর লোকে ভূস্বামীকে বুদ্ধের আগমন-সংবাদ দিল। অনন্তর তাহারা আসন বিস্তৃত করিয়া শাস্তাকে উপবেশন করাইল, এবং ভূস্বামীকে ধরিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিল। ভূস্বামী শাস্তাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলে শাস্তা তাঁহাকে করুণাপূরিত বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উপাসক তোমার একমাত্র পুত্র মারা গিয়াছে বলিয়া শোক করিতেছ?" উপাসক বলিলেন, "হাঁ, ভদন্ত।" "দেখ, উপাসক, প্রাচীন কালেও বিজ্ঞেরা পুত্রশোকে অধীর হইয়া বেড়াইতেছিলেন, কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের কথায় যখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মৃতব্যক্তিকে কিছুতেই পুনর্ব্বার পাওয়া যায় না, তখন অণুমাত্র শোক করেন নাই।" অনন্তর শাস্তা ভূস্বামীর অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন মহাবিভবশালী ব্রাহ্মণের পুত্র পঞ্চদশ কি ষোড়শবর্ষ বয়সে একটা রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায় এবং দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করে। ব্রাহ্মণ পুত্রের মরণ-সময় হইতে শ্মশানে গিয়া ভস্মরাশির চতুর্দ্দিকে বিচরণপূর্ব্বক পরিদেবন করিতেন। তিনি কোন কাজকর্ম্মই দেখিতেন না, কেবল শোকার্ত্ত হইয়া বেড়াইতেন। সেই দেবপুত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং স্থির করিলেন, 'কোন একটা উপায়ে ইঁহার শোক অপনোদন করিতে হইবে।' অনন্তর ব্রাহ্মণ যখন শ্মশানে গিয়া পরিদেবন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারই মৃতপুত্রের রূপ ধারণ করিয়া এবং সর্ব্বাভরণে বিভূষিত হইয়া তিনি সেখানে আবির্ভূত হইলেন এবং এক পার্শ্বে উপবেশন-পূর্ব্বক দুই হাত মাথায় দিয়া উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, অমনি তাঁহার মনে পুত্রস্নেহের সঞ্চার হইল; তিনি দেবপুত্রের নিকটে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাকে শ্মশানে বসিয়া ক্রন্দন করিবার কারণ জিজ্ঞাসিলেন :—

১। সুমৃষ্ট কুণ্ডল শোভে শ্রবণ যুগলে;
পারিজাত-পুষ্পমালা দুলিতেছে গলে,
মনোহর বপু হরিচন্দনে চর্চিত,
নানাবিধ দিব্য আভরণে বিভূষিত।
কহ, বল, কোন্ দুঃখে পশিয়া শ্মশানে
বাহু তুলি রত তুমি এমন ক্রন্দনে?

---

* এখানে শাস্তা বুদ্ধের 'পশ্চাৎশ্রমণ' [illegible] স্থবির আনন্দ [illegible] ছিলেন। [illegible] একাকী যান না, শ্রমণদিগের মধ্য হইতে একজন অনুচর সঙ্গে লন।

ইহার উত্তরে মাণবকরূপধারী দেবপুত্র বলিলেন ঃ—

২। রথের পঞ্জর মোর সুবর্ণ-নির্ম্মিত,
প্রভায় তাহার দশদিক্ উদ্ভাসিত ;
উপযুক্ত তার দুটী চক্র নাহি পাই ;
সেই দুঃখে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ তৃতীয় গাথা বলিলেন ঃ —

৩। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, মণি—যাতে ইচ্ছা কর,
তাতেই নির্ম্মাণ রথ করাব সত্বর।
উপযুক্ত চক্র তায় করিব যোজন।
বল, কোন্‌রূপ রথে তব প্রয়োজন।

মাণবক বলিলেন ঃ—

[অতঃপর মাণবক যে গাথা বলিয়াছিলেন, শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তাহার প্রথম পাদ বলিলেন ঃ—
৪ক। মাণব একথা শুনি বলিল তখন,]

৪খ। চন্দ্র আর সূর্য্য এই ভ্রাতা দুইজন ;
ইহারা রথের মোর চক্র যদি হয়,
তবেই শোভার তার ঘটে উপচয়।

অতঃপর ব্রাহ্মণ বলিলেন ঃ —

৫। অবোধ মাণব তুমি বুঝিনু নিশ্চয় ;
প্রার্থিলে বা প্রার্থনায় যোগ্য কভু নয়।
জানিলাম ধ্রুব তব ঘটিবে মরণ,
চন্দ্র আর সূর্য্য তুমি পাবে না কখন।

তখন মাণবক বলিলেন ঃ —

৬। উদয়াস্ত দেখা যায়, কার কি বরণ ;
কোন্ পথে যায় কেবা, করি দরশন
প্রেতেরে কখন কিন্তু দেখে নাই কেহ
প্রেতে না করিতে পারে পরিগ্রহ দেহ।
কাদ তুমি, কাদি আমি বসি এইবনে—
কে অবোধ বেশী তাহা ভাবি দেখ মনে।

ব্রাহ্মণ মাণবকের কথা প্রনিধান করিয়া বলিলেন ঃ —

৭। বলিলে, মাণব, সত্য ; ক্রন্দন আমার
পরিচয় দিতেছে অধিক মূর্খতার।
পাইতে চন্দ্রেরে কাদে শিশুরা যেমন,
প্রেতে ফিরাইতে কান্দে মূর্খেরা তেমন।

ব্রাহ্মণ মাণবকের কথায় এইরূপে নিঃশোক হইয়া, তাঁহার স্তুতির জন্য অবশিষ্ট গাথা তিনটী বলিলেন :—

৮। ঘৃতসিক্ত অগ্নি যথা জলের সেচনে
হয় নির্ব্বাপিত, তথা শক্রের বচনে
সর্ব্ববিধ দুঃখ মোর হ'ল অপনীত ;
দয়া করি শক্র মোর করিলেন হিত।

৯। করিলে উদ্ধার শল্য হৃদয় নিহিত
শোকার্ত্তের পুত্র-শোক হ'ল অপনীত।

১০। অপনীত শল্য এবে, নাহি শোক আর,
আবিলতা মনে কিছু নাহিক আমার।
না করিব শোক, নাহি করিব ক্রন্দন,
শুনিয়া তোমার, শক্র প্রবোধ-বচন। *

অনন্তর মাণবক বলিলেন, "দেখুন, ব্রাহ্মণ, আপনি যাহার জন্য রোদন করিতেছেন, আমিই আপনার সেই পুত্র, আমি দেবলোকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন অবধি আপনি আমার জন্য আর শোক করিবেন না। আপনি দানে রত হউন, শীল রক্ষা করুন, পোষধ পালন করুন।" ব্রাহ্মণকে এই সমস্ত উপদেশ দিয়া দেবপুত্র স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন, ব্রাহ্মণও তাঁহার উপদেশ-মত চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক দেহান্তে স্বর্গলোকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই ধর্ম্মদেশক দেবপুত্র।]

৪৫০—বিড়ালীকৌশিক-জাতক। †

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন দানরত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি ভগবানের ধর্ম্মকথা শুনিয়া বৌদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং তদবধি দানব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দান করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। অন্যকে না দিয়া তিনি একপাত্র অন্ন গ্রহণ করিতেন না, এমন কি, পানীয় প্রাপ্ত হইলে তাহারও কিছু অপরকে না দিয়া তিনি নিজে পান করিতেন না।

অনন্তর একদিন ধর্ম্মসভায় ভিক্ষুরা তাঁহার এই গুণের কথা লইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন এবং শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন। তখন তিনি সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে? তুমি সত্যই কি দানরত এবং দানের জন্যই ব্যগ্র থাক?" "হাঁ, ভদন্ত, ইহা সত্য।" "দেখ, ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তি পূর্ব্বে অতি অশ্রদ্ধ ও অপ্রসন্ন ছিলেন। ইনি কখনও তৃণাগ্রদ্বারা তৈলবিন্দু পর্য্যন্ত তুলিয়া কাহাকেও দান করিতেন না। অনন্তর আমিই ইঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়াছিলাম এবং দানফল বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। ইঁহার সেই দানাভিরত চিত্ত জন্মান্তরেও ইঁহাকে পরিহার করে নাই।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

---

* এই গাথা তিনটী সোমদত্ত-জাতকে (৪১০), মৃগপোতক-জাতকে (৩৭২) এবং সুজাত-জাতকেও (৩৫২) পাওয়া গিয়াছে।

† এই জাতকের কোন কোন অংশের সহিত প্রথম খণ্ডের ইল্লীষ জাতকের (৭৮) এবং পঞ্চম খণ্ডের সুধাভোজন জাতকের (৫৩৫) কোন কোন অংশ প্রায় এক।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি গৃহধর্ম্মাবলম্বন করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠীর পদ প্রাপ্ত হন। অনন্তর এক দিন ধন অবলোকন করিয়া তিনি চিন্তা করিলেন, 'ধন ত দেখা যাইতেছে; কিন্তু যাঁহারা এই ধন উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন কোথায়? আমার কর্ত্তব্য যে, এই ধন বিসর্জ্জন করিয়া দানে রত হই।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি দানশালা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক যাবজ্জীবন মহাদান প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এবং আয়ুঃ-শেষে পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন. 'কোন কারণেই যেন আমার এই দান-ক্রিয়া রহিত না হয়।' ইহার পর দেহত্যাগ করিয়া তিনি ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে শক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রও সেইরূপ দানশীল ছিলেন এবং আয়ুঃশেষে স্বীয় পুত্রকে পূর্ব্ববৎ উপদেশ দিয়া দেবপুত্র চন্দ্ররূপে জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর ক্রমান্বয়ে ইঁহার পুত্র সূর্য্য, পৌত্র সারথি মাতলি এবং প্রপৌত্র পঞ্চশিখ নামে গন্ধর্ব্ব হইয়াছিলেন। ষষ্ঠ বংশধর কিন্তু ধর্ম্মশ্রদ্ধাহীন, নিষ্ঠুর, নির্ম্মম ও কৃপণ হইলেন; তিনি দানশলা ভাঙ্গিয়া দগ্ধ করাইলেন, যাচকদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তৃণাগ্রে তৈলবিন্দু তুলিয়াও কাহাকে দান করিলেন না।

এ সময়ে দেবরাজ শক্র নিজের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিতে করিতে ভাবিলেন, 'আমার সেই দানব্রত এখনও চলিতেছে কি না?' তিনি চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার পুত্র দানানুষ্ঠান করিয়া চন্দ্ররূপে, পৌত্র সূর্য্যরূপে, প্রপৌত্র সারথি মাতলিরূপে এবং বৃদ্ধ-প্রপৌত্র পঞ্চশিখরূপে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র সেই ব্রতের লোপ করিয়াছে। তখন তিনি স্থির করিলেন, 'এই পাপিষ্ঠকে দমন করিয়া দানফল বুঝাইয়া আসিব।' তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, মাতলি ও পঞ্চশিখকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'ভদ্রগণ, আমাদের ষষ্ঠবংশধর কুলধর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া দানশালা দগ্ধ করাইয়াছে, যাচকদিগকে তাড়াইয়া দিতেছে, কাহাকেও কিছু দান করিতেছে না; তাহাকে বিনীত করা যাউক।" অনন্তর শক্র তাঁহাদের সহিত বারাণসীতে গমন করিলেন। তখন শ্রেষ্ঠী রাজদর্শনান্তে ফিরিয়া সপ্তমদ্বার-কোষ্ঠকের নিকটে পথের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পা-চারি করিতেছিলেন ইহা দেখিয়া শক্র তাঁহার অনুচরদিগকে বলিলেন, "আমি প্রবেশ করিলে তোমরা যথাক্রমে আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিবে।" অনন্তর তিনি গিয়া শ্রেষ্ঠীর নিকটে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "ভো শ্রেষ্ঠিন্, আমাকে কিছু ভোজন দাও।" শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "ঠাকুর, এখানে তোমার কোন খাদ্য মিলিবে না; অন্যত্র যাও।" "ভো মহা-শ্রেষ্ঠিন্, ব্রাহ্মণে অন্ন যাচ্ঞা করিলে না দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।" "ঠাকুর, আমার গৃহে, পাক করা হইয়াছে বা হইবে, এমন কোন অন্ন নাই।" "মহাশ্রেষ্ঠিন্, তোমাকে একটী শ্লোক বলিতেছি, শ্রবণ কর।" "তোমার শ্লোকে আমার প্রয়োজন নাই; চলে যাও, এখানে থেক না।" শক্র যেন তাঁহার কথা শুনিতেই পাইলেন না এই ভাবে দুইটী গাথা বলিলেন:—

১। নিজে করে নাই পাক, লভেছে ভিক্ষায়,
তাহাও অপরে দিতে সাধুজন চায়।
গৃহে তব প্রতিদিন অন্ন পাক হয়,
পরকে দিবে না কেন তবে, মহাশয়?

দিবনা, একথা শোভা না পায় কখন,
গৃহস্থের মুখে, যারা তোমার মতন।

২। কৃপণ, অথবা ত্রাসে দান নাহি করে,
বিজ্ঞে করে দান পুণ্যসঞ্চয়ের তরে।

ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "তবে ঘরের ভিতর গিয়া বোস; অল্প কিছু পাইবে।" শক্র প্রবেশ করিয়া ঐ শ্লোক দুইটী আবৃত্তি করিতে করিতে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন চন্দ্র গিয়া অন্ন চাহিলেন। শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "তোমার জন্য এখানে অন্ন নাই; চলিয়া যাও।" "মহাশ্রেষ্ঠিন্, ভিতরে যে একজন ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। বোধ হয়, তোমার এখানে আজ ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। তবে আমিও প্রবেশ করি।" "ব্রাহ্মণভোজন টোজন হইবে না, বেরোও এখনি।" "মহাশ্রেষ্ঠিন্। একবার একটা শ্লোক শুন।" ইহা বলিয়া চন্দ্র দুইটী গাথা বলিলেন :—

[কৃপণ পারে না কিছু করিবারে দান।
কেননা কল্পিত ভয়ে ভীত তার প্রাণ॥
অদান-বশতঃ কিন্তু পরিণামে তার।
সত্য সেই ভয়ে ঘটে যন্ত্রণা অপার॥] *

৩। কৃপণের ভয় এই, যদি করি দান,
ক্ষুধাপিপাসায় মোর যাবে শেষে প্রাণ।
কিন্তু মূর্খ এই দোষে ভুগে নিঃসংশয়
ইহলোকে, পরলোকে উক্ত দুঃখদ্বয়।

৪। দমন কার্পণ্যদোষ করহ সতত,
ধুইয়া কার্পণ্যমল দানে হও রত।
যদি এ মরমে কর পুণ্যের সঞ্চয়,
পরলোকে সুপ্রতিষ্ঠা পাইবে নিশ্চয়।

শ্রেষ্ঠী দায়ে পড়িয়া বলিলেন, "তবে ভিতরে যাও; যৎকিঞ্চিৎ পাইবে।" চন্দ্র তখন প্রবেশ করিয়া শক্রের নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। ইহার ক্ষণকাল পরেই সূর্য্য উপস্থিত হইয়া দুইটী গাথায় অন্ন ভিক্ষা করিলেন :—

৫। সহজে করিতে দান কেহ নাহি পারে;
ভোগের বাসনা দমে, দাতা বলি তারে।
সুদুষ্কর দানব্রত পালে সাধুগণ;
দানজাত সুখ পাপী পায় না কখন।

৬। সাধু আর অসাধুর হয় একারণ
দেহ-অন্তে ভিন্ন ভিন্ন পথেতে গমন।

* এই গাথাটী টীকার অংশ।

* এই গাথা দুইটী দ্বিতীয় খণ্ডের দুর্দ্দরজাতকেও (১৮০) দেখা যায়। সেখানে প্রথমটীর বঙ্গানুবাদ ঠিক মূলানুরূপ হয় নাই।

ভুঞ্জিতে অশেষ সুখ সাধু স্বর্গে যায়
অসাধু নরকে পড়ি করে হায় হায়।

শ্রেষ্ঠী নিষ্কৃতি-লাভের উপায় না দেখিয়া বলিলেন, "বেশ, তুমিও ভিতরে গিয়া ঐ ব্রাহ্মণ দুইটীর নিকটে বোস। যৎকিঞ্চিৎ পাইবে।" ইহার পর আর একটু অপেক্ষা করিয়া মাতলি দেখা দিলেন এবং অন্নভিক্ষা করিলেন। তিনিও পূর্ব্ববৎ উত্তর পাইলেন—"অন্ন নাই।" কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সপ্তম গাথা বলিলেন :—

৭। অল্প আছে, তবু কেহ রত সদা দানে ;
বহু আছে, তবু কেহ দিতে নাহি জানে।
ধর্ম্মপথে চরি করে অল্পমাত্র দান,
তাহাও নিশ্চয় দান সহস্র প্রমাণ।

শ্রেষ্ঠীকে এবারও বলিতে হইল, "তবে ভিতরে গিয়া বোস।" ইহার একটু পরে পঞ্চশিখ আসিয়া অন্ন চাহিলেন এবং পূর্ব্ববৎ "অন্ন নাই" এই উত্তর পাইলেন। কিন্তু পঞ্চশিখ বলিলেন, "কত যায়গাতেই ঘুরিয়াছি। এই বাড়ীতে, বোধ হয়, ব্রাহ্মণভোজন হইবে।" অনন্তর ধর্ম্মকথা আরম্ভ করিয়া তিনি অষ্টম গাথা বলিলেন :—

৮। গৃহে যদি দারাসুত পোষণের তরে
উঞ্ছবৃত্তি করে, তবু ধর্ম্মপথে চরে,—
করুক এ হেন জন অল্পমাত্র দান ;
কণামাত্র ফল তার কভু নাহি পান
সম্পাদি সহস্র-যজ্ঞ লক্ষধনেশ্বর ;
ধার্ম্মিক জনের দান এত মহত্তর।

পঞ্চশিখের কথায় শ্রেষ্ঠীর প্রণিধান জন্মিল। তিনি, ধনীর দান অকিঞ্চিৎকর কেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য নবম গাথা বলিলেন :—

৯। মহাযজ্ঞ বহুব্যয়ে করে ধনিগণ ;
স্বল্প-দান তুল্য নয় ইহা কি কারণ ?
বলিলে যে ধার্ম্মিকের অল্পমাত্র দান,
কণামাত্র ফল তার কভু নাহি পান
সম্পাদি সহস্র যজ্ঞ লক্ষধনপতি,
খুলিয়া আমায় তার বলহ যুকতি।

এই প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চশিখ অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :—

১০। কুপথে চলিয়া করে অর্থ আহরণ,
বধে প্রাণে, দেয় ক্লেশ, করে উৎপীড়ন ;—
দান করে বটে এরা, কিন্তু অনিচ্ছায়,
সাশ্রুমুখে,—যেন দিতে বুক ফেটে যায়।
তাই বলি ধার্ম্মিকের অল্পমাত্র দান—
কণামাত্র ফল তার কভু নাহি পান
সম্পাদি সহস্র যজ্ঞ লক্ষধনপতি।
বলিনু খুলিয়া আমি ইহার যুকতি।

পঞ্চশিখের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "যাও, তুমিও ভিতরে গিয়া বোস। যৎকিঞ্চিৎ পাইবে।" তখন পঞ্চশিখও গিয়া শক্রাদির নিকটে উপবেশন করিলেন। বিড়ালী-কৌশিকশ্রেষ্ঠী দাসীকে বলিলেন, "এই ব্রাহ্মণদিগকে এক এক নালি আগ্‌রা ধান * দাও।" সে ধান আনিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকটে গিয়া বলিল, "ইহা লইয়া যেরূপে পার পাক করাইয়া খাও।" ব্রাহ্মণবেশী দেবগণ বলিলেন, 'আমরা আগ্‌রা ধান স্পর্শ করি না।" দাসী শ্রেষ্ঠীকে বলিল, "আর্য্য, ইহারা নাকি ধান ছোঁয় না।" "তবে ইহাদিগকে কিছু চাউল দাও।" দাসী চাউল লইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বলিল, "এই চাউল লও।" "আমরা আমান্ন লইব না।" দাসী শ্রেষ্ঠীকে বলিল, "ইহারা আমান্ন লইবে না।" "তবে গরুর জন্য যে ভাত আছে, তাহাই কিছু শরায় বাড়িয়া দাও।" দাসী, গরুর জন্য যে ভাত বাড়া ছিল, তাহাই শরায় বাড়িয়া আনিয়া দিল। ব্রাহ্মণ পাঁচটী উহা হইতে এক এক গ্রাস মুখে ফেলিলেন, কিন্তু না গিলিয়া গলদেশে আবদ্ধ করিলেন এবং চক্ষু উল্টাইয়া, নিঃসংজ্ঞ হইয়া মৃতবৎ শুইয়া পড়িলেন। দাসী ভাবিল, হয়ত মরিয়া গিয়াছে; সে ভয় পাইয়া শ্রেষ্ঠীকে জানাইল, "আর্য্য, সেই বামুনগুলা গরুর ভাত গিলিতে না পারিয়া মরিয়া গিয়াছে।" শ্রেষ্ঠী ভাবিলেন, 'এখন লোকে আমার তিরস্কার করিবে—বলিবে পাপিষ্ঠ সুকুমার ব্রাহ্মণদিগকে গোভক্ত দেওয়াইয়াছিল; তাহারা উহা গিলিতে না পারিয়া মারা গিয়াছে।' তিনি দাসীকে বলিলেন, "যাও, ওদের পাত্রগুলা হইতে গোভক্ত ফেলিয়া দিয়া সুস্বাদ শালিভক্ত বাড়িয়া রাখ।" দাসী তাহাই করিল। রাস্তা দিয়া যে সকল লোক যাইতেছিল, শ্রেষ্ঠী তাহাদিগকে ডাকিলেন এবং যখন অনেক লোক সমবেত হইল, তখন বলিলেন, "দেখ, আমি যেমন খাই, এই ব্রাহ্মণদিগকেও সেইরূপ অন্ন দেওয়াইয়াছিলাম; ইহারা লোভবশতঃ বড় বড় গ্রাস মুখে দিয়াছিল, তাহা গলায় ঠেকিয়াছে, কাজেই ইহারা মারা গিয়াছে; তোমরা জানিয়া রাখ, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই।" বহু লোক সমবেত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা উঠিলেন এবং তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, স্ব স্ব মুখে যে অন্ন পুরিয়াছিলেন তাহা উত্তোলন-পূর্ব্বক দেখাইয়া বলিলেন, "এই শ্রেষ্ঠী কেমন মিথ্যাবাদী, তোমরা প্রত্যক্ষ কর। এ বলিতেছে, নিজে যে অন্ন খায়, আমাদিগকেও তাহাই দেওয়াইয়াছিল; তাহা সত্য নহে। এ প্রথমে আমা-দিগকে গোভক্ত দেওয়াইয়াছিল, তাহা খাইতে গিয়া আমরা মৃতবৎ অচেতন হইয়াছিলাম বলিয়া শেষে এই অন্ন পরিবেষণ করাইয়াছে।" তখন সেই সমবেত সমস্ত লোকে শ্রেষ্ঠীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "তুমি অতি অন্ধ ও অজ্ঞ; তুমি নিজের কুলধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছ; দানশালা দগ্ধ করাইয়াছ; যাচকদিগকে গলাধাক্কা দিতে দিতে তাড়াইয়াছ, এখন এই সুকুমার ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন দিবার কালে গোভক্ত দেওয়াইয়াছিলে। তুমি, দেখিতেছি, পরলোকে প্রস্থান করিবার সময়, নিজের গৃহে যে বিভব আছে, তাহা গলায় বান্ধিয়া লইয়া যাইবে!" তখন শক্র সেই লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা জান কি, এই বাড়ীতে যে ধন আছে তাহা কাহার উপার্জ্জন?" "না মহাশয়।" "তোমরা শুনিয়া থাকিবে, অমুক সময়ে এই বাড়ীতে এক বারাণসী-শ্রেষ্ঠী দানশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক মহাদানে ব্রতী হইয়াছিলেন।" "হাঁ, আমরা একথা শুনিয়াছি।" "আমিই সেই শ্রেষ্ঠী। সেই দানের ফলে আমি দেবরাজ শক্ররূপে

* "পলাপবীহী"—ধান ঝাড়িয়া লইবার পর বিচালির সহিত যে অপুষ্টধান ও 'চিটা' থাকে।

জন্মান্তর লাভ করিয়াছি। আমার পুত্রও কুলপ্রথা রক্ষা করিয়া দেবপুত্র চন্দ্ররূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহার পর ক্রমান্বয়ে পৌত্র সূর্য্য, প্রপৌত্র মাতলি এবং বৃদ্ধপ্রপৌত্র পঞ্চশিখ-রূপে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইনি চন্দ্র, ইনি সূর্য্য, ইনি মাতলি সারথি এবং ইনি এই পাপিষ্ঠের পিতা গন্ধর্ব্বপুত্র পঞ্চশিখ। অতএব দেখিলে, দানের কত গুণ। এই জন্যই পণ্ডিতেরা কুশলসম্পদনার্থ দানব্রতী হন।” এইরূপ বলিতে বলিতে, সেই জনসঙ্ঘের সংশয়চ্ছেদনার্থ দেবগণ আকাশে উত্থিত হইয়া মহানুভাববলে বহু অনুচরে বেষ্টিত হইয়া সেখানে অবস্থিত হইলেন, তাঁহাদের উজ্জ্বল শরীরের প্রভায় সমস্ত নগর উদ্ভাসিত হইল। শক্র সমস্ত লোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমরা এই কুলাপসদ, কুলধর্ম্ম-নাশক পাপিষ্ঠ বিড়ালীকৌশিকের জন্যই আমাদের দিব্যসম্পত্তি পরিহারপূর্ব্বক এখানে আগমন করিয়াছি। এই পাপাত্মা নিজের কুলধর্ম্ম নষ্ট করিয়া দানশালা পোড়াইয়া ফেলিয়াছে, যাচকদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া নিষ্কাশিত করাইয়াছে, আমাদের বংশের রীতি লঙ্ঘন করিয়াছে। অদানশীলতা-বশতঃ এ নরকে গমন করিবে। ইহার প্রতি অনুকম্পা করিবার উদ্দেশ্যে আমরা আসিয়াছি।” ইহা বলিয়া তিনি দানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপূর্ব্বক সেই সমস্ত লোককে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। বিড়ালীকৌশিক করতলপুটে প্রতিজ্ঞা করিল, “দেবরাজ, আমিও এখন হইতে প্রাচীন কুলপদ্ধতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া দানে ব্রতী হইব; অদ্য হইতে অন্য দ্রব্যের কথা দূরে থাকুক, জল ও দন্তকাষ্ঠটা পর্য্যন্ত, যাহা পাইবে তাহা পরকে না দিয়া ভোগ করিব না।” শক্র তাঁহাকে এইরূপে বিনীত ও বীতস্পৃহ করিয়া পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং দেবপুত্র-চতুষ্টয়ের সহিত স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। সেই শ্রেষ্ঠীও যাবজ্জীবন দানে রত থাকিয়া দেহান্তে ত্রয়স্ত্রিংশভবনে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, “ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু পূর্ব্বে অশ্রদ্ধ ছিল, কাহাকেও কিছু দিত না, আমি ইহাকে বিনীত করিয়া দানফল বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, এ জন্মান্তর লাভ করিয়াও চিত্তের সেই প্রসন্ন ভাব পরিহার করিতে পারে নাই।”

সমবধান—তখন এই দানশীল ভিক্ষু ছিল সেই শ্রেষ্ঠী, সারিপুত্র ছিলেন চন্দ্র, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সূর্য্য, কাশ্যপ ছিলেন মাতলি, আনন্দ ছিলেন পঞ্চশিখ এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৪৫১—চক্রবাক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক লোভী ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি চীবরাদিতে সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেন না; কোথায় ভিক্ষুগণের জন্য আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে, কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, কেবল ইহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেন, এবং ভোজনের কথায় আনন্দে উল্লসিত হইতেন। অতঃ কয়েকজন হিতৈষী ভিক্ষু তাঁহার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া শাস্তাকে এই কথা জানাইলেন। শাস্তা তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, “কিহে ভিক্ষু, তুমি কি প্রকৃতই লোভী?” তিনি নিজের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, “এতাদৃশ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা লাভ করিয়াও তুমি কেন লোভী হইলে? লোভ পাপকর

পূর্ব্বেও তুমি লোভবশে বারাণসী নগরের হস্ত্যাদির শবে তৃপ্তি লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া মহারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে এক লোভী কাক সমস্ত বারাণসী নগরের হস্ত্যাদির শবেও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া, বনভূমি কীদৃশ, ইহা দেখিবার জন্য বনে গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে যে বন্য ফল পাইত তাহাতেও অসন্তুষ্ট হইয়া সে গঙ্গাতীরে গমন করিয়াছিল। এই স্থানে এক চক্রবাকদম্পতী দেখিয়া সে ভাবিল, 'এই পাখীরা অতি সুন্দর, ইহাতে বোধ হয় ইহারা গঙ্গাতীরে বহু মাংস খাইতে পায়। অতএব, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহারা যে খাদ্য খায়, আমিও তাহা খাইব, তাহা করিলে ইহাদের ন্যায় আমার শরীরের বর্ণও, বোধ হয়, নয়নাভিরাম হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে চক্রবাক-মিথুনের অদূরে বসিয়া দুইটী গাথা দ্বারা চক্রবাককে প্রশ্ন করিল :—

১। উজ্জ্বললোহিতবর্ণ, স্থূলকলেবর
চক্রবাক তুমি বড় দেখিতে সুন্দর।'
সুপ্রসন্ন মুখেন্দ্রিয় নিরখি তোমার
মনে হয় আছ তুমি সুখেতে অপার।
২। গঙ্গাতীরে বসি তুমি খাও অবিরত
পাবুষ, পাঠীন, মুঞ্জ, বালুক, * রোহিত,
আর(ও) নানাবিধ মৎস্য, নতুবা এমন
দেহের সৌষ্ঠব তব হয় কি কারণ?

চক্রবাক তৃতীয় গাথায় ইহার প্রতিবাদ করিল :—

৩। বনজ, জলজ কিংবা কোন রূপ প্রাণী
ধরিয়া কখন(ও), ভাই, খাই না ক আমি।
খাই না শৈবল ছাড়া অন্য দ্রব্য কোন,
ইহাতেই হয় মোর পর্য্যাপ্ত ভোজন।

তখন কাক দুইটী গাথা বলিল :—

৪। চক্রবাক শুধু করে শৈবল ভোজন,
বিশ্বাস করিতে ইহা পারি না কখন।
গ্রামে থাকি, সেথানে অভাব কিছু নাই,
তৈল-লবণেতে পক্ক অন্ন আমি খাই,
৫। লোকে নিজ ভোগতরে, শুন চক্রবাক,
মাংসসহ শুদ্ধভাবে করে যাহা পাক।
তথাপি দেহের বর্ণ তোমার মতন
হইল না কেন এর না বুঝি কারণ।

---

* পাঠীন=বোয়াল মাছ। পাবুষ কালবাউষ কিম্বা বলিতে পারি না। মুঞ্জ ও বালুক কি তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। 'বালুক' বোধ হয়, বেলে মাছ।

ইহার শুনিয়া চক্রবাক কাকের হীনবর্ণতার কারণ বুঝাইবার এবং তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিল :—

৬। "শত্রু তুমি সকলের জান ইহা মনে,
সদা রত মানুষের অনিষ্ট-সাধনে,
অতএব ভয়ে ভয়ে করহ ভোজন,
এমন হইল তব বর্ণ সে কারণ।

৭। পাপ কর্ম্মে কাক তুমি সদা আছ রত,
হয়েছে বিরোধী তব জীব আছে যত,
লব্ধ খাদ্যে তৃপ্তি তব হয় না কখন,
এমন হইল তব বর্ণ সে কারণ।

৮। আমি কিন্তু, দেখ, ভাই, ভোজনকারণ
প্রাণিহিংসা-পাপে রত হই না কখন।
উদ্বেগ, আশঙ্কা, শোক তাই মোর নাই,
স্বচ্ছন্দে, অকুতোভয়ে সর্ব্বদা বেড়াই

৯। কর চেষ্টা—দুঃশীলতা কর পরিহার,
সর্ব্বভূতে সদা কর মিত্র-ব্যবহার,
ভালবাসা পাবে তবে সকলের ঠাঁই,
ভালবাসা সকলের আমি যথা পাই।

১০। যে না বধে, আহত কাহাকে যে না করে,
নিজে বা অন্যের দ্বারা পরস্ব না হরে,
সর্ব্বভূতে মৈত্রী-ভাব সদা মনে যার
কখন(ও) কেহই শত্রু হয় না তাহার।

অতএব যদি লোকপ্রিয় হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ বৈরভাব ছাড়।" চক্রবাক কাককে এইরূপে ধর্ম্মকথা শুনাইল। কাক বলিল, "তোমার আর নিজের খাবার কথা আমাকে বলিবার কাজ নাই।" অনন্তর সে কা কা রব করিতে করিতে উড়িয়া বারাণসীর এক মলস্তূপে গিয়া উপস্থিত হইল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই লোল ভিক্ষু অনাগামি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই লোল ভিক্ষু ছিল সেই কাক, রাহুলমাতা ছিলেন সেই চক্রবাকী, এবং আমি ছিলাম সেই চক্রবাক।]

☞ এই জাতকের সহিত তৃতীয় খণ্ডের চক্রবাক-জাতক (৪৩৪) তুলনীয়।

৪৫২—ভূরিপ্রশ্ন-জাতক।

এই ভূরিপ্রশ্ন জাতক মহাউন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

৪৫৩—মহামঙ্গল-জাতক।

শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহামঙ্গলসূত্র উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। * একদা রাজগৃহ নগরের সংস্থাগারে † কোন কারণে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এক জন, 'আজ আমাকে মঙ্গল-ক্রিয়া ‡ করিতে হইবে' বলিয়া উঠিয়া গেল। আর এক ব্যক্তি তাহার কথা শুনিয়া বলিল, "লোকটা 'মঙ্গল'শব্দ উচ্চারণ করিয়া গেল, মঙ্গল বলিলে কি বুঝায়?" ইহার উত্তরে অপর এক ব্যক্তি বলিল, "শুভশংসী পদার্থের দর্শনই মঙ্গল। কেহ কেহ প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বশ্বেত বৃষ, গর্ভিণী স্ত্রী, রোহিত মৎস্য পূর্ণঘট, সদ্যোজাত গব্যঘৃত, অচ্ছিন্ন বস্ত্র, বা পায়স দেখিলে শুভফল পায়। এ সকল অপেক্ষা শুভশংসী নিমিত্ত আর নাই।" ইহা শুনিয়া কেহ কেহ "বেশ বলিয়াছে" বলিয়া তাহাকে সাধুকার দিল। আর এক ব্যক্তি বলিল, "এ গুলি সুনিমিত্ত নহে; যাহা শুনা যায় তাহাতেই শুভাশুভ বুঝিতে পারা যায়। কেহ শুনিতে পাইল এক ব্যক্তি 'পূর্ণ' বা 'বাড়িয়াছে' বা 'বৃদ্ধি পাইতেছে' বা 'ভোজন কর' বা 'খাও' বলিল, ইহা অপেক্ষা শুভতর কোন নিমিত্ত হইতে পারে না।" ইহা শুনিয়া আর এক দলে "বেশ বলিয়াছে" বলিয়া তাহারও প্রশংসা করিল। তখন তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিল, "এ সব শুভশংসী নহে। স্পর্শই প্রকৃত মঙ্গল নির্দ্দেশ করে। কেহ প্রত্যূষে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভূমি, হরিদ্বর্ণ তৃণ, টাট্‌কা গোময়, পরিশুদ্ধ বস্ত্র, রোহিত মৎস্য, সুবর্ণ, রজত, বা ভোজ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলে শুভফল পায়। ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গলজনক কোন নিমিত্ত নাই।" "বেশ বলিয়াছে" বলিয়া অনেকে ইহারও প্রশংসা করিল। এইরূপে উপস্থিত লোকসকল দৃষ্ট-মাঙ্গলিক, শ্রুত-মাঙ্গলিক ও মৃষ্ট-মাঙ্গলিক, এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের সংশয়-নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ভূমিদেবতা হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত কেহই, কোন্‌টী যে প্রকৃত মঙ্গল, তাহা বস্তুতঃ বলিতে পারিলেন না। তখন শক্র ভাবিলেন, 'দেবতা ও মনুষ্যদিগের মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ ছাড়া, বোধ হয়, আর কেহই এই মঙ্গল-প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না। অতএব তাঁহার নিকটে গিয়াই জিজ্ঞাসা করা যাউক।' এই সংকল্প করিয়া তিনি রাত্রিকালে শাস্তার নিকটে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 'বহু দেবা মনুস্সা চ' ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শাস্তা দ্বাদশটী গাথায় তাঁহাকে অষ্টত্রিংশ মহামঙ্গল বুঝাইয়া দিলেন। তিনি যেমন মঙ্গল-সূত্র ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, অমনি সহস্র কোটি দেবতা অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন, যাহারা স্রোতাপন্নাদি হইল, তাহাদের সংখ্যাও গণনা পথের অতীত। শক্র মঙ্গলসূত্র শুনিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। শাস্তা মঙ্গলসূত্র বলিলে দেবতা মনুষ্য, সকলেই 'অতি উত্তম বলিয়াছেন' বলিয়া সাধুকার দিতে লাগিলেন। ভিক্ষুরা তখন ধর্ম্মসভায় তথাগতের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখিলে, ভাই, তথাগতের মহাপ্রজ্ঞা। যাহা অন্যের বুদ্ধির অগোচর, তিনি সেই মঙ্গলপ্রশ্ন, দেবতা ও মনুষ্য, সকলের সংশয়চ্ছেদপূর্ব্বক এবং সকলের চিত্ত এক করিয়া এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন, যেন গগনতলে চন্দ্র উত্থাপন করিলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন "আমি ইদানীং সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর দিলাম, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; যখন আমি বোধিসত্ত্বরূপে বিচরণ করিতেছিলাম, তখনও দেবতা ও মনুষ্যের সংশয় নিরাকরণপূর্ব্বক ইহার সদুত্তর দিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

---

* ইহা সূত্রপিটকের একটী সূত্রের নাম। 'মঙ্গল' শব্দটী সুনিমিত্ত এই অর্থে, ব্যবহৃত। হিন্দুদের মধ্যেও নিমিত্ত-সম্বন্ধে এই রূপ বিশ্বাস দেখা যায়। বামে শব, শিবা, কুম্ভ, দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ; সম্মুখে উত্তমা স্ত্রী, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ইত্যাদি সুনিমিত্ত বলিয়া পরিগণিত।

† সংস্থাগার—ইহাকে বর্ত্তমান সময়ের town hall মনে করা যাইতে পারে।

মঙ্গল-ক্রিয়া, বোধ হয়, স্বস্ত্যয়ন।

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব এক নিগমগ্রামে কোন বিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল রক্ষিত কুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তদনন্তর দারপরিগ্রহ করেন। ইহার পর, যখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন সঞ্চিত ধনরত্ন দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হইল, তিনি মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধনশেষ হইলে বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেখানে তিনি ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিলেন এবং বন্য ফলমূল আহার করিয়া একটী আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অনুচরের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল—পঞ্চশত শিষ্য তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন।

একদিন এই সমস্ত তপস্বী বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিলেন, "আচার্য্য, বর্ষাকাল আসিল; চলুন, আমরা হিমালয় হইতে অবতরণ করি এবং লবণ ও অম্লসেবনার্থ জনপদে গিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করি। ইহা করিলে আমাদের দেহ সবল হইবে, জঙ্ঘাবিহারও * সম্পাদিত হইবে। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যদি ইচ্ছা হয়, তবে তোমরাই যাও; আমি এখানেই থাকিব।" তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হিমালয় হইতে অবতরণ করিলেন এবং ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে লোকে মহাসম্মানের সহিত তাঁহাদিগের আদর অভ্যর্থনা করিল।

অনন্তর একদিন বারাণসীর সংস্থাগারে সমবেত বহুলোকের মধ্যে মঙ্গল-প্রশ্ন লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইল। [অতঃপর প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভাবে সমস্ত বুঝিতে হইবে]। সেখানে লোকের সংশয়চ্ছেদনপূর্ব্বক মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এমন কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সেই সমস্ত লোক উদ্যানে গিয়া ঋষিদিগকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। ঋষিরা রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমরা ইহার উত্তর দিতে পারিব না; আমাদের আচার্য্য রক্ষিত তাপস মহাপ্রাজ্ঞ; তিনি হিমালয়ে বাস করেন। তিনি দেবতা, মনুষ্য সকলের চিত্ত গ্রহণপূর্ব্বক এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন। রাজা বলিলেন, "ভদন্তগণ, হিমালয় অতি দূরস্থ ও দুর্গম। আমি সেখানে যাইতে পারিব না। আপনারা দয়া করিয়া আচার্য্যের নিকট গমন করুন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ও প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া এখানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আমায় বলুন।" ঋষিরা "যে আজ্ঞা, মহারাজ" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারা আচার্য্যের নিকটে ফিরিয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিলেন। আচার্য্যও তাঁহাদিগকে, 'রাজা ধার্ম্মিক কি না,' 'জনপদে লোকের চরিত্র কেমন দেখিলে' ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা যথাযথ উত্তর দিয়া তাঁহার নিকট দৃষ্টমাঙ্গলিকাদি প্রশ্নের উৎপত্তি আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন এবং তাঁহারা যে রাজার অনুরোধে স্বকর্ণে উত্তর শুনিবার জন্য আসিয়াছেন, ইহা জানাইলেন। অনন্তর তাঁহারা বলিলেন, "ভদন্ত, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর

* পদব্রজে তীর্থযাত্রা।

বিশদ করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন।" এই প্রার্থনা করিবার কালে জ্যেষ্ঠান্তেবাসী নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। স্বস্ত্যয়ন-কালে লোকে কোন্ বেদ, কোন্ মন্ত্র
শিখি, তাহা জপি কি প্রথায়,
ইহামুত্র সুরক্ষিত হইবে, শুনিতে তাই
আসিয়াছি আমরা হেথায়।

জ্যেষ্ঠান্তেবাসী এই রূপে মঙ্গল-প্রশ্ন করিলে মহাসত্ত্ব দেবতা ও মনুষ্যদিগের সংশয়াপনোদনপূর্ব্বক, "ইহার নাম মঙ্গল," "ইহার নাম মঙ্গল" এইরূপে বুদ্ধলীলায় মঙ্গলপ্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

২। দেবগণে, পিতৃগণে * সরীসৃপ-আদি জীবে
মৈত্রীগুণে তোষে সেই জন,
লভে সে সবার প্রীতি, এতেই সম্পন্ন হয়,
বলে যারে ভূত-স্বস্ত্যয়ন।

মহাসত্ত্ব উক্তরূপে প্রথম মঙ্গল বলিয়া দ্বিতীয়াদি ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই গাথাগুলি বলিলেন :—

৩। নর, নারী দারা, সুত পরিতুষ্ট সর্ব্বভূত
সবিনয় ব্যবহারে যার,
অপ্রিয়বাদীরে তোষে সতত যে মিষ্ট ভাষে,
শোভে যেন ক্ষমা-অবতার,
ইহলোকে, পরলোকে সর্ব্বত্র হইবে সেই
সর্ব্ববিধ মঙ্গল-ভাজন,
নাহি তার শত্রু ভয়, এতেই সম্পন্ন তার
'অধিবাস' নামে স্বস্ত্যয়ন।

৪। বিদ্যাবলে, কুলমানে, জাতিতে, অথবা ধনে
বড় আমি, এই আস্ফালনে,
অপমান সহায়ের † নাহি করে কোন কালে,
সহায়কে আত্মবৎ জানে,
সাধু, প্রাজ্ঞ, মতিমান্, কার্য্যাকার্য্য বিচারণ
অনায়াসে করে যেই জন,
সহায়ের প্রিয় সেই, এতেই সম্পন্ন তার
হয় সহায়ক-স্বস্ত্যয়ন।

৫। মিত্রতা সাধুর সনে, বিসংবাদ নাহি জানে,
মিত্র যার বিশ্বাসভাজন;
মিত্রে করে ধনভাগী, এমন যে আত্মত্যাগী
হয় তার মিত্র-স্বস্ত্যয়ন।

---

* টীকাকার পিতৃগণের অর্থ করিয়াছেন, দেবতাদিগের ঊর্দ্ধতন 'রূপাবচরারূপাবচর ব্রহ্মাগণ'। কিন্তু ইহা সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিলেও দোষ হয় কি?

† টীকাকার সহায় শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন :—"সহপাংসুকীড়িতা সহায় নাম" অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে ছেলেবেলা হইতে ধুলা খেলা করা হইয়াছে, তাহারা সহায়।

৬। ভার্য্যা যার তুল্যবয়া, থাকে সঙ্গে যেন ছায়া
ছন্দানুবর্ত্তিনী অনুক্ষণ,
ধার্ম্মিকা, অবন্ধ্যা, সতী, কুলে, শীলে ধন্যা অতি,
হয় তার দার স্বস্ত্যয়ন।

৭। ভূপতি প্রতাপশালী, অদ্বিতীয় যশে শীলে
বন্ধুভাবে যাহারে গ্রহণ
করেন অদ্বৈধচিত্তে, এতেই সম্পন্ন হয়
সে জনের রাজস্বস্ত্যয়ন।

৮। শ্রদ্ধাসহ অন্নপান যেই জন করে দান
মাল্য, গন্ধ আর বিলেপন
সুপ্রসন্ন চিতে সদা তুষি সকলের মন
হয় তার স্বর্গস্বস্ত্যয়ন।

৯। জ্ঞানবৃদ্ধ, বহুশ্রুত শীলবান্ ঋষিগণে
ভক্তিভরে করে যে অর্চ্চন,
তাঁহাদের কৃপাবলে আর্য্য ধর্ম্মে, শুদ্ধাচারে
পূত যার হইয়াছে মন,
সাধুসঙ্গপরায়ণ শ্রদ্ধাবান্ হেন জন
সম্পন্ন করেছে নিঃসংশয়
ইহামুত্র সুখতরে অরহৎ-স্বস্ত্যয়ন
পণ্ডিত জনেরা যারে কয়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে আটটী গাথায় মঙ্গল-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে অর্হত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করিলেন এবং সকল মঙ্গলের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনের জন্য অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :—

১০। এই সব ইহলোকে স্বস্ত্যয়ন-সার,
পণ্ডিতে বাখানে নিত্য মহিমা যাহার।
বুদ্ধিমান্ এইরূপে করে স্বস্ত্যয়ন,
নিমিত্ত অসত্য, তাই নাহি প্রয়োজন।

ঋষিরা, প্রকৃতমঙ্গল কি তাহা অবগত হইয়া, সেখানে সাত আট দিন অতিবাহিত করিলেন এবং তদনন্তর আচার্য্যের অনুমতি লইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। রাজা তাঁহাদের নিকটে গিয়া সেই প্রশ্ন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্য যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঋষিরা সেইরূপে রাজাকে মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং হিমালয়ে প্রতিগমন করিলেন। তদবধি প্রকৃত মঙ্গল কি, লোকে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। সকলে প্রকৃত মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গলোক পূর্ণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মবিহারসমূহ ধ্যান করিতে করিতে ঋষিগণসহ ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

[বর্ত্তমানেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি পূর্ব্বেও এইরূপে মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম।"

সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই ঋষিগণ, সারিপুত্র ছিলেন সেই জ্যেষ্ঠান্তেবাসী, যিনি মঙ্গল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

৪৫৪—ঘট-জাতক

[কোন উপাসকের পুত্রবিয়োগ উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু মৃষ্টকুণ্ডলি-জাতকে (৪৪৯) বিবৃত হইয়াছে। শাস্তা সেই উপাসককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি কি পুত্রশোকে নিতান্ত অধীর হইয়াছ?' সে উত্তর দিল, "হাঁ ভদন্ত, আমি বড়ই কাতর হইয়াছি।" তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, "প্রাচীন সময়ে কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পণ্ডিতদিগের উপদেশ শুনিয়া মৃত পুত্রের জন্য শোক করেন নাই।" অনন্তর উপাসকের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে উত্তরাপথে কংসভোগ-নামক দেশে মহাকংস রাজত্ব করিতেন। অসিতাঞ্জন-নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার কংস ও উপকংস নামক দুই পুত্র এবং দেবগর্ভা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দেবগর্ভা ভূমিষ্ঠ হইলে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা গণিয়া বলিয়াছিলেন, "এই রমণীর গর্ভজাত পুত্র কংসরাজ্য ধ্বংস করিবে।" এই ভীষণ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়াও মহাকংস অপত্যস্নেহবশতঃ দেবগর্ভার প্রাণনাশ করিতে পারিলেন না, তিনি ভাবিলেন, 'এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা ইহার সহোদরেরাই করিবে।'

কালক্রমে মহাকংস দেহত্যাগ করিলেন, এবং কংস রাজা ও উপকংস উপরাজ হইলেন। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, 'ভগিনীর প্রাণনাশ করিলে আমরা লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না, অতএব ইহাকে পাত্রস্থা না করিয়া চিরকাল অবিবাহিতা রাখা যাউক। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিলে ইহা হইতে আমাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না।' ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা একটী একস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং অনুজাকে তাহার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। নন্দগোপা-নাম্নী এক নারী তাঁহার পরিচারিকা নিযুক্ত হইল এবং তাহার স্বামী অন্ধকবিষ্ণু কারাগৃহের প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিল।

তৎকালে উত্তর মথুরায় * মহাসাগর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার এক পুত্রের নাম সাগর এবং অপর পুত্রের নাম উপসাগর। যখন মহাসাগরের মৃত্যু হইল, তখন সাগর রাজপদ এবং উপসাগর ঔপরাজ্য গ্রহণ করিলেন। উপসাগরের সহিত উপকংসের সৌহার্দ্দ ছিল, কারণ তাঁহারা একই আচার্য্যের গৃহে এক সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। উপসাগর রাজকীয় অন্তঃপুরে কোন অবৈধ ব্যবহার করায় অগ্রজের কোপভাজন হইলেন এবং উত্তর মথুরা হইতে পলায়নপূর্ব্বক কংসভোগে গিয়া উপকংসের শরণ হইলেন। উপকংস তাঁহাকে কংসের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন, কংসও তাঁহার যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিলেন।

---

* যমুনা-তটবর্ত্তী মথুরা। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মদুরা নগরী দক্ষিণ মথুরা বলিয়া পরিগণিত।

একদা উপসাগর রাজদর্শনে যাইবার সময়ে দেবগর্ভার সেই একস্তম্ভযুক্ত বাসভবন দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ প্রাসাদ কাহার?" অতঃপর সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তিনি দেবগর্ভার প্রতি আসক্তচিত্ত হইলেন। দেবগর্ভাও একদিন তাঁহাকে উপকংসের সহিত রাজদর্শনে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" এবং যখন নন্দগোপার মুখে জানিতে পারিলেন, তিনি মহাসাগরের পুত্র, তখন তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইলেন।

একদিন উপসাগর, নন্দগোপার হস্তে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া বলিলেন, "ভগিনি, তুমি দেবগর্ভার সহিত আমার দেখা করাইয়া দিতে পার কি?" নন্দগোপা বলিল, "পারিব না কেন? সে কি আর কঠিন কাজ?" অনন্তর সে দেবগর্ভাকে এই কথা জানাইল। দেবগর্ভা স্বভাবতঃ উপসাগরের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন; তিনি নন্দগোপার কথা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ ত; তাঁহাকে লইয়া আসিস্।" তখন নন্দগোপা উপসাগরকে অভিজ্ঞান দান করিয়া রাত্রিকালে প্রাসাদের অভ্যন্তরে লইয়া গেল। তদবধি উপসাগর প্রতিরজনীতে দেবগর্ভার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন পরে দেবগর্ভার গর্ভসঞ্চার হইল। যখন গর্ভলক্ষণসকল প্রকাশ পাইল, তখন কংস ও উপকংস, নন্দগোপার নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দগোপা অভয় প্রার্থনা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তাঁহারা ভাবিলেন, "ভগিনীর প্রাণনাশ অসম্ভব; এ যদি কন্যা প্রসব করে, তবে তাহাকেও বধ করিবার প্রয়োজন হইবে না; কিন্তু যদি পুত্র প্রসব করে, তবে তাহাকে বিনষ্ট করিতেই হইবে।" এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা উপসাগরের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিলেন।

দেবগর্ভা যথাসময়ে পূর্ণগর্ভা হইয়া এক কন্যা প্রসব করিলেন। ইহাতে কংস ও উপকংস অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন এবং বালিকাটীর অঞ্জনাদেবী এই নাম রাখিলেন। অতঃপর তাঁহারা ভগিনী ও ভগিনীপতির গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গোবর্দ্ধমান-নামক একখানি গ্রাম ভোগোত্তর দিলেন, উপসাগর পত্নী ও দুহিতার সহিত সেখানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে দেবগর্ভা আবার গর্ভধারণ করিলেন। ঠিক সেই দিন নন্দগোপারও গর্ভসঞ্চার হইল এবং উভয়েই যথাকালে পরিণতগর্ভা হইয়া একই দিনে সন্তান প্রসব করিলেন। দেবগর্ভার হইল পুত্র এবং নন্দগোপার হইল কন্যা। ভ্রাতারা জানিতে পারিলে পুত্রটীর প্রাণনাশ করিবেন, এই আশঙ্কায় দেবগর্ভা গোপনে তাহাকে নন্দগোপার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহার কন্যাটীকে নিজের কাছে আনিয়া ভ্রাতাদিগের নিকট লোক পাঠাইলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, "পুত্র হইয়াছে, না কন্যা হইয়াছে?" এবং যখন শুনিলেন কন্যা হইয়াছে, তখন বলিলেন, "বেশ হইয়াছে; যত্নসহকারে ইহার লালন পালন কর।"

ক্রমে দেবগর্ভার দশ পুত্র এবং নন্দগোপার দশ কন্যা জন্মিল। পুত্রগণ নন্দগোপা-কর্তৃক ও কন্যাগণ দেবগর্ভা-কর্তৃক পালিত হইতে লাগিল। দেবগর্ভা, নন্দগোপা এবং তাঁহাদের স্বামীরা ব্যতীত অন্য কেহই এ রহস্য জানিতে পারিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হইল বাসুদেব, দ্বিতীয় পুত্রের বলদেব, তৃতীয়ের চন্দ্রদেব, চতুর্থের সূর্য্যদেব, পঞ্চমের অগ্নিদেব, ষষ্ঠের বরুণদেব, সপ্তমের অর্জ্জুন, অষ্টমের প্রদ্যুম্ন (পর্জন্য?), নবমের ঘটপণ্ডিত

এবং দশমের অঙ্কুর। লোকে তাহাদিগকে অন্ধকবিষ্ণুদাসের পুত্র বলিয়াই জানিত এবং তাহারা 'দাস দশভেয়ে' নামে বিদিত ছিল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দশভেয়েরা অতি বীর্য্যবান্, বলিষ্ঠ ও নিষ্ঠুর হইল এবং দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজার জন্য যে সকল উপঢৌকন প্রেরিত হইত, তাহারা সেগুলিও লুণ্ঠন করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহাদের উপদ্রবে জ্বালাতন হইয়া লোকে রাজাঙ্গনে গিয়া বলিত, "দোহাই মহারাজ, অন্ধকবিষ্ণু দাসের পুত্র দশভেয়েরা দেশ ছারখার করিল।" রাজা অন্ধকবিষ্ণুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি ছেলেদের দিয়া লুঠ করাইতেছ কেন? তাহাদিগকে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিতে বল।" কিন্তু তাহারা দস্যুবৃত্তি ছাড়িল না, তাহাদের বিরুদ্ধে আরও দুই তিন বার অভিযোগ হইল, তখন রাজা অন্ধকবিষ্ণুকে দণ্ডের ভয় দেখাইলেন। অন্ধকবিষ্ণু মরণাশঙ্কায় রাজার নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়া বলিল, "মহারাজ, ইহারা আমার পুত্র নহে, উপসাগরের পুত্র।" অনন্তর সে রাজাকে আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

অন্ধকবিষ্ণুর কথায় কংস বড় ভীত হইলেন, এবং কি উপায়ে দশভেয়েদিগকে ধরা যাইতে পারে, অমাত্যদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন, "এই দুরাত্মারা মল্ল-যোদ্ধা। আপনি নগরে মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করুন। তাহারা যুদ্ধমণ্ডলে আসিলেই আমরা তাহাদিগকে ধরিয়া নিহত করিব।" এই পরামর্শানুসারে কংস চাণূর ও মুষ্টিক * নামক দুই মল্লকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং ভেরী বাজাইয়া নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "সপ্তম দিনে মল্লযুদ্ধ হইবে।" অতঃপর রাজদ্বারে বৃতিবেষ্টিত যুদ্ধমণ্ডল প্রস্তুত ও সজ্জীকৃত হইল এবং যথাস্থানে জয়পতাকা বান্ধিয়া রাখা হইল।

মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য সমস্ত নগরবাসী উদগ্রীব হইয়া উঠিল। তাহাদের উপবেশনার্থ চক্রের পর চক্রাকারে ক্রমোর্দ্ধভাবে আসনমঞ্চসমূহ প্রস্তুত হইল। চাণূর ও মুষ্টিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে যুদ্ধমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া বুক ফুলাইয়া গর্জ্জন, লম্ফন ও বাহ্বাস্ফোটন আরম্ভ করিল। দশভেয়েরাও যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল। তাহারা আসিবার সময়ে রজকপল্লী † লুণ্ঠনপূর্ব্বক বঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিল, গন্ধবণিকদিগের নিকট হইতে গন্ধ, মালাকারদিগের নিকট হইতে মালা কাড়িয়া লইল এবং গন্ধানুলিপ্তদেহে মালা ধারণ করিয়া ও কর্ণে কর্ণপূর পরিয়া বুক ফুলাইয়া তর্জ্জন, গর্জ্জন, বাহ্বাস্ফোটন ও লম্ফ ঝম্ফ করিতে করিতে যুদ্ধমণ্ডলে দেখা দিল।

এই সময়ে চাণূর বাহ্বাস্ফোটন করিয়া বিচরণ করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া বলদেব স্থির করিলেন, "আমি এ লোকটাকে হাত দিয়া ছুঁইব না।" তিনি হস্তিশালা হইতে এক বৃহৎ যোত্র ‡ আনয়নপূর্ব্বক লম্ফন ও গর্জ্জন করিতে করিতে উহা দ্বারা চাণূরের উদর বান্ধিয়া ফেলিলেন এবং এই প্রান্ত করিয়া ধরিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া মস্তকোপরি ঘূর্ণন করিতে করিতে এমন বেগে নিক্ষেপ করিলেন যে, সেই মহাকায় মল্ল মণ্ডলবৃতির বাহিরে গিয়া পড়িল।

* এই নামদ্বয় হরিবংশেও দেখা যায়। কৃষ্ণের নামান্তর 'চাণূরসূদন'।

† রজক—যাহারা বস্ত্র রঞ্জিত করে অর্থাৎ ছোপায়। ধোপাকে সংস্কৃত ভাষায় নির্ণেজক বলা হইত।

‡ যোত্র বা যোক্ত্র (শকটাদির পশুবন্ধনরজ্জুবিশেষ)।

চাণূর নিহত হইলে রাজা মুষ্টিককে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। সেও আসন হইতে উত্থিত হইয়া লম্ফন, গর্জ্জন ও বাহ্বাস্ফোটন আরম্ভ করিল। তখন বলদেব এক আঘাতে তাহার চক্ষু দুইটী নষ্ট করিলেন এবং অস্থিগুলি চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে বার বার বলিতে লাগিল, "আমি মল্ল নহি, আমি মল্ল নহি"; কিন্তু বলদেব বলিলেন, "তুমি মল্ল কি অমল্ল, তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই।" তিনি তাহার হাত দুইখানি বান্ধিলেন এবং তাহাকে এমন বেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন যে, সেই আঘাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। অনন্তর তিনি তাহারও মৃত দেহটা মণ্ডলবৃতির বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

প্রাণবিয়োগের সময়ে মুষ্টিক প্রার্থনা করিয়াছিল, "আমি যেন যক্ষ হইয়া আমার নিধন-কর্ত্তার মাংস খাইতে পারি।" তদনুসারে সে যক্ষযোনিতে জন্মলাভ করিয়া কালমাটি-নামক বনে বাস করিতে লাগিল।

বলদেবের কাণ্ড দেখিয়া কংস বলিয়া উঠিলেন, "দেখ কি? তোমরা এখনই দাস দশভ্রেয়দিগকে বন্ধন কর।" তখন বাসুদেব চক্রনিক্ষেপ করিয়া কংস ও উপকংসের শিরশ্ছেদ করিলেন তদ্দর্শনে সমবেত জনসংঘ অত্যন্ত ভীত হইল এবং "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বলিয়া বাসুদেবের পায়ে পড়িল।

দশভ্রেয়েরা মাতুলদ্বয়ের প্রাণবধ করিয়া অসিতাঞ্জন নগরে রাজত্ব গ্রহণ করিলেন, মাতাপিতাকে সেখানে লইয়া আসিলেন এবং সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্যলাভার্থ দিগ্বিজয়ে নির্গত হইলেন। তাঁহারা কিয়দ্দিনের মধ্যে কালসেন রাজার অধিকারভুক্ত অযোধ্যা নগরী অবরোধ করিলেন, উহার চতুর্দ্দিকে যে গহন বন ছিল তাহা বিনষ্ট করিলেন এবং প্রাকার ভেদ-পূর্ব্বক রাজাকে বন্দী করিয়া এই রাজ্য আপনাদের করায়ত্ত করিলেন। অতঃপর তাঁহারা দ্বারাবতীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

দ্বারাবতীর * একদিকে সমুদ্র, একদিকে পর্ব্বত। একটা যক্ষ না কি উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। সে শত্রু আসিতেছে দেখিলে গর্দ্দভবেশ ধারণপূর্ব্বক বিকট রব করিত, অমনি সমস্ত পুরী যক্ষানুভাবে আকাশে উত্থিত হইয়া সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী এক দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লইত এবং শত্রুগণ প্রস্থান করিলে পুনর্ব্বার স্বস্থানে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইত। দশভ্রেয়েরা যখন দ্বারাবতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন যক্ষ তাহা জানিতে পারিয়া বিকট রব করিয়া উঠিল, পুরীও তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধে উঠিয়া পূর্ব্বকথিত দ্বীপে চলিয়া গেল। তাঁহারা পুরী দেখিতে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; তখন পুরী স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। দশভ্রেয়েরা আবার সেখানে গেলেন; কিন্তু গর্দ্দভরূপী যক্ষ আবারও তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ করিল।

দ্বারাবতীর অধিকারার্থ পুনঃ পুনঃ বিফলকাম হইয়া দশভ্রেয়েরা অবশেষে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের শরণ লইলেন। তাঁহারা ঋষিবরের চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আমরা দ্বারাবতী

* মহাভারতে দেখা যায়, শাম্বনামক দৈত্যের রাজধানী সৌভ নগর বিমানচারী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ শাম্বকে নিহত করিয়া ঐ নগর জয় করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কামচারী নগরের নামও সৌভ, খপুর, প্রতিমার্গক বা প্রাদ।

অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছি। আপনি দয়া করিয়া ইহার একটা উপায় বলিয়া দিন।" কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিলেন, "দ্বারবতীর পরিখাপৃষ্ঠে অমুক স্থানে একটা গর্দ্দভ বিচরণ করে; সে শত্রু দেখিলেই ডাকিয়া উঠে; এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত পুরী ঊর্দ্ধে উঠিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। তোমরা গিয়া তাহার পায়ে পড, ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির একমাত্র উপায়।" এই পরামর্শ পাইয়া দশভ্রেয়েরা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে প্রণাম করিলেন এবং সেই গর্দ্দভের নিকটে গিয়া তাহার পায়ে পড়িলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, আপনি ভিন্ন আমাদের আর কোন সহায় নাই। আমরা যখন এই নগর জয় করিতে আসিব, তখন আপনি দয়া করিয়া নীরব থাকিবেন।" গর্দ্দভ বলিল, "আমি নীরব থাকিতে পারিব না। তবে তোমরা যদি নিতান্তই আগমন কর, তবে তোমাদের মধ্যে চারিজন যেন চারিখানি বৃহৎ লৌহ লাঙ্গল লইয়া আইসে। তাহারা নগরের চারি দ্বারে অতি গভীর গর্ত্ত করিয়া চারিটী লৌহস্তম্ভ প্রোথিত করিবে এবং যখন নগর ঊর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিবে, তখন লৌহশৃঙ্খল দ্বারা এই স্তম্ভগুলি লাঙ্গলের সহিত বান্ধিয়া ফেলিবে। তাহা হইলেই নগর আর চলিতে পারিবে না।"

দশভ্রেয়েরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং যথানির্দ্দিষ্ট আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা যখন লাঙ্গল আনিলেন এবং চতুর্দ্বারে স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন, তখন গর্দ্দভ একবারও ডাকিল না, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু যখন সমস্ত আয়োজন শেষ হইল, তখন সে ডাকিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু যাহারা লাঙ্গল লইয়া চতুর্দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বেই লৌহ-স্তম্ভগুলিতে শিকল বান্ধিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা শিকলগুলি লাঙ্গলের সহিত বান্ধিয়া ফেলিলেন, কাজেই নগরের ঊর্দ্ধে উঠাও বন্ধ হইল। তখন দশভ্রেয়েরা নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজাকে নিহত করিলেন এবং রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন।

দশভ্রেয়েরা এইরূপে ক্রমে সমস্ত জম্বুদ্বীপের ত্রিষষ্টি সহস্র নগরের রাজাদিগকে চক্রদ্বারা নিহত করিলেন এবং এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য দশ অংশে ভাগ করিয়া লইলেন। দ্বারবতী তাঁহাদের সকলেরই রাজধানী হইল। রাজ্য ভাগ করিবার সময়ে ভগিনী অঞ্জনাদেবীর কথা তাঁহাদের মনে পড়ে নাই; শেষে যখন তাঁহার কথা উত্থাপিত হইল, তখন কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন, "এস, আমরা সমস্ত রাজ্য এগার ভাগ করিয়া লই।" ইহা শুনিয়া অঙ্কুর বলিলেন, "তাহার প্রয়োজন নাই; আমার অংশই অঞ্জনাদেবীকে দান কর; আমি কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। তবে তোমরা স্ব স্ব রাজ্যে আমাকে শুল্কদান হইতে অব্যাহতি দিও।" সকলেই একবাক্যে অঙ্কুরের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তদবধি অঙ্কুরের অংশ অঞ্জনাদেবীর হইল এবং দ্বারবতীতে নয়জন রাজা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অঙ্কুর বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

দশভ্রেয়েদের ক্রমশঃ বহু বংশবৃদ্ধি হইল, দীর্ঘকাল পরে তাঁহাদের মাতা পিতা পরলোক গমন করিলেন। তখন মনুষ্যের পরমায়ুঃ না কি বিংশতি সহস্র বৎসর ছিল।

অতঃপর বাসুদেবের এক প্রিয় পুত্রের প্রাণ বিয়োগ হইল। বাসুদেব শোকাভিভূত হইয়া সর্ব্বকার্য্য পরিহার করিলেন এবং শয্যাপ্রান্ত ধরিয়া ভূমিতে পড়িয়া অনবরত বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ঘটপণ্ডিত ভাবিলেন, 'আমি ব্যতীত অন্য কেহই দাদার শোকাপনোদন

করিতে পারিবে না। অতএব কোন উপায় দ্বারা ইহাকে সান্ত্বনা দিতে হইবে।' অনন্তর তিনি উন্মত্তের বেশ ধারণপূর্ব্বক আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া 'আমায় একটা শশক দাও', 'আমায় একটা শশক দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নগরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সমস্ত দ্বারাবতী সংক্ষুব্ধ হইল, সকলেই বলিতে লাগিল, ঘটপণ্ডিত পাগল হইয়াছেন। তখন, রৌহিণেয নামক অমাত্য বাসুদেবের নিকটে গিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

১। হে কৃষ্ণ, কেশব, কেন মুদিয়া নয়ন
রয়েছ নিদ্রিত তুমি করিয়া শয়ন ?
ঘট সহোদর তব, দুর্দ্দশা তাঁহার
নয়ন মেলিয়া তুমি হের একবার।
বায়ু-দোষে লুপ্ত তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা,
বলেন প্রলাপ সদা, তা তুমি জান না ?

অমাত্যের কথা শুনিয়া বাসুদেব উঠিয়া বসিয়াছেন ইহা বুঝাইবার জন্য শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই সময়ে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

২। রৌহিণেয়মুখে শুনি এতেক বচন
শয্যা ত্যজি বাসুদেব উঠেন তখন।
ভ্রাতার দুর্গতি ভাবি দুঃখ উপজিল,
শশব্যস্তে প্রতীকার-উপায় চিন্তিল।

বাসুদেব শয্যাত্যাগপূর্ব্বক অতি শীঘ্র প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, ঘট পণ্ডিতের নিকটে গিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাঁহার সহিত কথা বলিবার সময়ে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

৩। উন্মত্তের বেশে তুমি ভ্রমিতেছ কেন ভাই ?
কেবল 'শশক' ছাড়া মুখে অন্য কথা নাই।
কেহ কি ক'রেছে চুরি শশক তোমার ? বল,
এখনি তাহারে দিব সমুচিত প্রতিফল।

কিন্তু অগ্রজের এই কথা শুনিয়াও ঘট পণ্ডিত পুনঃ পুনঃ সেই একই কথা বলিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিলেন :—

৪। কি শশকে তব আছে প্রয়োজন ?
যাহা চাও পাবে তাই,
শঙ্খে বা শিলায়, প্রবালে, পিত্তলে,
কি দিয়া গড়িব, ভাই ?
সুবর্ণে, রজতে, অথবা মাণিক্যে,
বল, যাতে ইচ্ছা হয়,
তাহাতেই গড়ি, শশক তোমার
দিব আমি সুনিশ্চয়।

৫। আরও কত শত শশ বনে করে বিচরণ,
সে সব(ও) করিব হেথা তব তরে আনয়ন।
তাই বলি, ভাই মোর, বল তুমি খুলি মন,
কিরূপ শশকে তব হইয়াছে প্রয়োজন।

ঘটপণ্ডিত নিম্নলিখিত ৬ষ্ঠ গাথা দ্বারা বাসুদেবের প্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

৬। পৃথিবীতে দেখা যায় শশক যে সব,
সে সকল লভিবারে না চাই, কেশব।
চন্দ্রমার অঙ্কে শশ, ভাল বাসি তাই ;
সেই শশ আনি মোরে তুষ্ট কর, ভাই।

ঘটপণ্ডিতের কথা শুনিয়া, তিনি যে প্রকৃতই উন্মত্ত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বাসুদেবের আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি নিরতিশয় বিষণ্ণ হইয়া নিম্নলিখিত সপ্তম গাথা বলিলেন :—

৭। প্রাণের অধিক তুই অনুজ আমার,
নিশ্চিত প্রাণের মায়া ত্যজিলি এবার।
চন্দ্রমণ্ডলের শশ, কে শুনেছে কবে,
প্রার্থনা করিয়া লোকে লভে এই ভবে ?

বাসুদেবের কথায় ঘটপণ্ডিত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "দাদা, আপনি জানিতেছেন যে, কেহ যদি চন্দ্রমণ্ডলস্থ শশক প্রার্থনা করে এবং তাহা না পায়, তবে তাহার মৃত্যু অবধারিত। আপনার এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে আপনিই বা মৃত পুত্রের জন্য শোক করিতেছেন কেন ?" অনন্তর ঘটপণ্ডিত নিম্নলিখিত অষ্টম গাথাটী বলিলেন :—

৮। অলভ্য লভিতে চেষ্টা করে মূর্খ জন,
ইহা জানি অপরের সান্ত্বনা সাধন
কর যদি, ওহে কৃষ্ণ, তবে কেন বল,
শোকাবেগে নিজে তুমি এরূপ বিহ্বল ?
এখন(ও) বিষণ্ণ তুমি তাহার কারণ,
গিয়াছে যে বহুদিন শমন-সদন।

ঘটপণ্ডিত পথে দাঁড়াইয়াই আবার বলিতে লাগিলেন, "দাদা, ইহাও ভাবিয়া দেখুন, আমি যাহা চাহিতেছি তাহার অস্তিত্ব আছে কিন্তু আপনি যাহার জন্য শোকাতুর, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।" অনন্তর ঘটপণ্ডিত নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিয়া অগ্রজকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন :—

৯। তনয় অমর হবে, এ বর কে লভে কবে ?
সকলেই যাবে যমপুরে ;
অলভ্য লভিতে পারে, বল কেবা এ সংসারে,
মানুষে অথবা সুরাসুরে ?

১০। যাহার শোকে কাতর হইয়াছ, নরবর,
পাইবে কি পুনঃ তারে বল ?
মন্ত্র, মূল, মহৌষধি, মণি, মুক্তা আদি নিধি,
সমস্তই এ ক্ষেত্রে বিফল।

বাসুদেব এই সারগর্ভ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ভাই, এখন বুঝিলাম তুমি সদভিপ্রায়েই পাগল সাজিয়াছিলে, তুমি আমার শোকাপনোদনার্থই এরূপ করিয়াছিলে।" তাহার পর ঘটপণ্ডিতের প্রশংসা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা-চতুষ্টয় বলিলেন :—

১১। পুত্রশোকে সংজ্ঞাহীন ছিনু আমি এত দিন,
ঘটপণ্ডিতের বাক্যে পাইনু প্রবোধ,
এ হেন অমাত্য যার, শোকে নাহি পারে তার
চিত্তের প্রসন্নভাব করিতে নিরোধ।
১২। ঘৃতসিক্ত হুতাশন নিভেবেতে নির্ব্বাপণ
করে যথা বারিসেকে বুদ্ধিমান্ জন,
ভীষণ শোকের জ্বালা সেইরূপ নির্ব্বাপিলা
অন্তরে সান্ত্বনা বারি করিয়া সিঞ্চন।
১৩। পুত্রশোক শেলসম বিঁধেছিল বুকে মম,
হয়েছিনু সেই হেতু অতীব কাতর,
দিয়া উপদেশ হিত, সেই শেল অপনীত
করিলে হৃদয় হ'তে, হে পণ্ডিতবর।
১৪। শেল এবে অপনীত ; প্রশান্ত হ'য়েছে চিত্ত ;
শোক, তাপ, আবিলতা গিয়াছে আমার ;
না করিব শোক আর, না ফেলিব অশ্রুধার,
শুনিয়া অমৃতকল্প বচন তোমার। *

সর্ব্বশেষে অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

১৫। ঘট যথা অগ্রজের শোকাপনোদন
করিলেন সারগর্ভ বলিয়া বচন,
সেইরূপে জ্ঞানী আর দয়াশীল যাঁরা
শোকার্ত্ত-সান্ত্বনা হেতু নিরত তাঁহারা।

অনুজকর্তৃক এইরূপে বিগতশোক হইয়া বাসুদেব পুনর্ব্বার রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইহার বহুকাল পরে দশভ্রাতার পুত্রগণ একদিন এইরূপ মন্ত্রণা করিলেন :— "লোকে বলে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দিব্যচক্ষুঃসম্পন্ন। এস, একবার তাঁহার পরীক্ষা করা যাউক।" অনন্তর তাঁহারা এক কুমারকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিলেন; সে যেন গর্ভবতী হইয়াছে ইহা

* শেষের তিনটী গাথা মৃষ্টকুণ্ডলি-জাতকে (৪৪৯) এবং আরও অনেক জাতকে দেখা গিয়াছে।

দেখাইবার জন্য তাহার উদরে একটা বালিশ বান্ধিলেন; তাহাকে লইয়া কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, এই নারী পুত্র কি কন্যা প্রসব করিবেন?" তপস্বী বুঝিতে পারিলেন, দশভ্রাতাদিগের বিনাশকাল সমুপস্থিত। তিনি ধ্যানবলে নিজের পরমায়ুর আর কত অবশিষ্ট আছে তাহাও দেখিতে লাগিলেন এবং জানিলেন যে, সেই দিনই তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। তখন তিনি রাজপুত্রদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমারগণ, এই রমণীতে তোমাদের কি স্বার্থ আছে?" কুমারেরা পীড়াপীড়ি করিয়া বলিলেন, 'যাহাই থাকুক, আপনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিন না।" কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে এ ব্যক্তি একখণ্ড খদির কাষ্ঠ প্রসব করিবে; তদ্দ্বারা এ বাসুদেবের বংশ ধ্বংস করিবে। তোমরা ঐ কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম নদীতে নিক্ষেপ করিলেও ইহার অন্যথা হইবে না।" ইহা শুনিয়া কুমারেরা বলিলেন, "তবে রে ভণ্ড তপস্বী, পুরুষে কখনও প্রসব করিতে পারে?" অতঃপর তাঁহারা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের গলায় ফাঁস পরাইয়া তখনই তাঁহার প্রাণবধ করিলেন। বাসুদেব কুমারদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা তপস্বীকে মারিলে কেন?" কুমারেরা ইহার যে উত্তর দিলেন তাহা শুনিয়া তিনি বড় ভীত হইলেন এবং সেই ছদ্মবেশী বালকটীকে পাহারা দিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। সপ্তম দিনে সত্য সত্যই তাহার কুক্ষি হইতে একখণ্ড খদির কাষ্ঠ নির্গত হইল! রাজা ও রাজপুত্রগণ উহা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন; উহা ভাসিতে ভাসিতে মুখদ্বারের একপার্শ্বে তটসংলগ্ন হইল এবং সেখানে উহা হইতে এক গুচ্ছ এরক ‡ তৃণ জন্মিল।

একদিন দ্বারবতীর রাজা ও রাজপুত্রেরা সমুদ্রক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে পশ্চাদ্দ্বারের নিকটে গিয়া সেখানে এক বৃহৎ মণ্ডপ প্রস্তুত করিলেন এবং তাহা সুন্দর রূপে সাজাইয়া পানভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ক্রীড়া করিতে করিতে পরস্পরের হস্তপাদ ধরিতে লাগিলেন এবং ক্রমে দুই দলে বিভক্ত হইয়া মহা কলহ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে এক জন কোন মুদ্গর না পাইয়া এরক বন হইতে একটা এরকপত্র ছিঁড়িয়া লইলেন; কিন্তু তিনি হস্তে লইবামাত্র উহা খদির-মুষলে পরিণত হইল! তিনি উহা দ্বারা অনেককে প্রহার করিলেন; তখন অপর সকলেও এরকপত্র গ্রহণ করিলেন এবং সেগুলিও তাঁহাদের হস্তে খদিরমুষলে পরিণত হইল; তাঁহারা তদ্দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া বিনষ্ট হইতে লাগিলেন।

রাজকুল এইরূপে বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া বাসুদেব, বলদেব, অঞ্জনাদেবী ও রাজপুরোহিত, এই চারিজন রথারোহণে পলায়ন করিলেন; অন্য সকলেই নিহত হইলেন। বাসুদেব ও তাঁহার সঙ্গীরা রথারোহণে পলায়ন করিয়া কালমাটিতে উপস্থিত হইলেন। মুষ্টিক মল্ল মরণকালীন প্রার্থনানুসারে এখানে যক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বলদেব আসিয়াছেন ইহা বুঝিয়া সে ঐ বনে মায়াবলে এক গ্রাম সৃষ্টি করিল এবং মল্লবেশ পরিধানপূর্ব্বক লম্ফন, গর্জ্জন ও বাহ্বাস্ফোটন করিতে করিতে 'কে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে?' ইহা বলিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বলদেব বাসুদেবকে বলিলেন, "দাদা, আমি ইহার সহিত যুদ্ধ করিব।" বাসুদেব তাঁহাকে বারবার নিষেধ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা শুনিলেন না এবং রথ হইতে

‡ এরক বা এরকা, এক প্রকার নল বা শর। মহাভারতের মুষলপর্ব্বে এই তৃণের নাম দেখা যায়

অবতরণ করিয়া অঙ্গুলিছোটন করিতে করিতে যক্ষের নিকটে গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহাকে মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া ফেলিল এবং লোকে যেমন মূলা খায়, সেই ভাবে উদরস্থ করিল।

ভ্রাতার নিধন হইয়াছে জানিয়া বাসুদেব ভাগিনী ও পুরোহিতকে লইয়া সমস্ত রাত্রি চলিতে লাগিলেন এবং সূর্য্যোদয়-কালে এক প্রত্যন্ত গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অন্নপাক করিয়া আনিবার নিমিত্ত তিনি ভগিনী ও পুরোহিতকে গ্রামের ভিতর পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে এক গুল্মের অন্তরালে শয়ন করিয়া রহিলেন। জরা নামক এক ব্যাধ গুল্ম নড়িতেছে দেখিয়া মনে করিল, এখানে বুঝি শূকর আছে। সেই জন্য সে গুল্ম লক্ষ্য করিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিল; উহা বাসুদেবের পাদে বিদ্ধ হইল। বাসুদেব বলিলেন, "কে আমায় শক্তিবিদ্ধ করিলে হে?" তাহা শুনিয়া ব্যাধ বুঝিল, সে অজ্ঞাতসারে কোন মনুষ্যকে আহত করিয়াছে। কাজেই সে ভয় পাইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। তখন বাসুদেব প্রকৃতিস্থ হইয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মাতুল, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি আমার কাছে এস।" ইহা শুনিয়া জরা তাঁহার নিকটে গেল। বাসুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে বল ত।" সে উত্তর দিল, "প্রভু, আমার নাম জরা।" বাসুদেব ভাবিলেন, 'তাইত। প্রাচীনেরা বলিয়াছিলেন, আমি জরাকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইলে প্রাণত্যাগ করিব; অতএব অদ্য আমার মরণ নিশ্চয়।" অনন্তর তিনি জরাকে বলিলেন, "তুমি ভয় করিও না, মামা। আমার ক্ষত স্থানটা বান্ধিয়া দাও।" জরা ক্ষতস্থান বান্ধিয়া দিলে বাসুদেব তাহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু তাহার পর ক্ষতস্থানে এমন যন্ত্রণা হইল যে, তাঁহার ভাগিনী ও পুরোহিত যে খাদ্য লইয়া আসিলেন, তাহা তিনি আহার করিতে পারিলেন না। তখন তিনি এই দুই জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অদ্য আমার মৃত্যুর দিন। তোমরা সুখসম্বর্দ্ধিত কোমল দেহ লইয়া কোন শ্রমসাধ্য বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। অতএব আমার নিকট হইতে এই বিদ্যা শিখিয়া লও।" এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে একটী বিদ্যা শিখাইয়া বিদায় দিলেন এবং অবিলম্বে সেই স্থানেই দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপে এক অঞ্জনাদেবী ব্যতীত উপসাগরের সমস্ত বংশধর বিনষ্ট হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, এইরূপে পুরাকালে পণ্ডিতদিগের কথা শুনিয়া লোকে পুত্রশোক ভুলিয়াছিল। অতএব তুমিও এই শোকে অভিভূত হইও না।" অতঃপর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহাতে সেই উপাসক স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন রৌহিণেয়, সারিপুত্র ছিলেন বাসুদেব, বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল অপরাপর ব্যক্তিগণ এবং আমি ছিলাম ঘটপণ্ডিত।]

☞ শ্রীমদ্ভাগবতে (দ্বাদশ স্কন্ধ), হরিবংশে এবং মহাভারতের মুষলপর্ব্বে কৃষ্ণচরিত্র এবং যদুবংশ-ধ্বংস-সংক্রান্ত যে বিবরণ দেখা যায় তাহার সহিত এই জাতকের অনেক সাদৃশ্য ও প্রভেদ কৌতূহলকর। হিন্দু আখ্যায়িকায় বাসুদেব ও বলদেব ভিন্ন ভিন্ন জননীর গর্ভজাত, বৌদ্ধ জাতকে তাঁহারা সহোদর, হিন্দু আখ্যায়িকায় বলদেব অগ্রজ, বৌদ্ধ জাতকে বাসুদেব অগ্রজ, হিন্দু আখ্যায়িকায় কৃষ্ণের প্রতিপালক নন্দগোপ, বৌদ্ধ জাতকে তাঁহার প্রতিপালিকা নন্দগোপা। হিন্দু আখ্যায়িকায় কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের উল্লেখ নাই, বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ এই তিন জন শাপ দিয়াছিলেন যে যদুকুল-ধ্বংসকারী লৌহমুষল প্রসূত হইবে। পুরাণে কংস অতি দুরাচার দৈত্য বলিয়া বর্ণিত; কিন্তু বৌদ্ধ জাতকে তিনি দয়াশীল এবং বাসুদেব প্রভৃতিই অত্যাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-কাহিনী যে যীশু খ্রীষ্টের বহু পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এই জাতক তাহার অন্যতম প্রমাণ। মহাকবি ভাসও কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন তিনি খ্রীষ্টের চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জাতক

একাদশ-নিপাত

৪৫৫—মাতৃপোষক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে জনৈক মাতৃপোষক স্থবিরের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু শ্যাম জাতকের (৫৪০) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুসদৃশ। শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'তোমরা এই ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হইও না; প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াও, যখন মাতা হইতে বিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন সপ্তাহকাল অনাহারে শরীর শীর্ণ করিয়াছিলেন, রাজার্হ ভোজন পাইয়াও মাতার বিহনে আহার করেন নাই; শেষে যখন মাতাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তখনই আহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে হস্তিযোনিতে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ অতি মনোহর ও সর্ব্বশ্বেতবর্ণ ছিল, অশীতিসহস্র হস্তী তাঁহার অনুচর্য্যা করিত। তাঁহার মাতা অন্ধ ছিলেন। বোধিসত্ত্ব নানাবিধ মধুর বন্য ফলমূল হস্তীদিগের দ্বারা মাতার নিকটে পাঠাইতেন, কিন্তু হস্তীরা সেগুলি বৃদ্ধাকে না দিয়া নিজেরা খাইত। বোধিসত্ত্ব যখন অনুসন্ধান করিয়া ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি স্থির করিলেন, 'যূথ ত্যাগ করিয়া মাতারই পোষণ করিব।' তিনি রাত্রিকালে অন্য হস্তীদিগের অগোচরে মাতাকে লইয়া চণ্ডোরণ পর্ব্বতের পাদদেশে গমন করিলেন এবং সেখানে মাতাকে একটা সরোবর-সন্নিহিত পর্ব্বতগুহায় রাখিয়া তাঁহার পোষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন বারাণসীবাসী এক বনেচর পথ হারাইয়া এবং দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরিদেবন করিতেছিল। বোধিসত্ত্ব তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি অসহায়, আমি এখানে থাকিতে এ যদি মারা যায়, তাহা হইলে আমার পক্ষে অতি অসঙ্গত কাজ হইবে।' তিনি ঐ লোকটার নিকটে গেলেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই সে ভয়ে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া বলিলেন, "পলাইও না; তুমি পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেছ কেন?" সে বলিল, "প্রভু, আমি সাত দিন পথ হারাইয়াছি।" "তোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে মনুষ্যপথে রাখিয়া আসিতেছি।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের পৃষ্ঠে তুলিলেন এবং বনের বাহিরে রাখিয়া আসিলেন।

সেই পাপিষ্ঠ লোকটা রাজাকে গিয়া এই কথা বলিবার অভিপ্রায়ে, যে যে বৃক্ষ ও পর্ব্বত দেখিয়া ঐ পথ চিনিতে পারা যাইবে, সেগুলি ভালরূপ ঠিক করিয়া লইয়াছিল। সে বন হইতে বাহির হইয়া বারাণসীতে গেল। ঐ সময়ে রাজার মঙ্গলহস্তীটা মারা গিয়াছিল। রাজা ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিলেন, "যদি কেহ কোথাও আমাকে বহন করিবার উপযুক্ত কোন হস্তী দেখিয়া থাকে, তবে আসিয়া বলুক।" ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি রাজার নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি আপনাকে বহন করিবার যোগ্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বশ্বেত ও শীলবান্ একটী

হস্তিরাজ দেখিয়াছি; আমি পথ দেখাইব; আপনি আমার সঙ্গে গজাচার্য্যদিগকে প্রেরণ করিয়া তাহাকে ধরাইবেন।" রাজা ইহাতে সম্মত হইলেন এবং বহু অনুচরসহ এক গজাচার্য্যকে সেই বনেচরের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন।

গজাচার্য্য বনেচরের সঙ্গে গিয়া দেখিতে পাইলেন, বোধিসত্ত্ব সেই সরোবরে প্রবেশ করিয়া আহার গ্রহণ করিতেছেন। বোধিসত্ত্বও তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, "আমার এই বিপত্তি অন্য কোন স্থান হইতে উৎপন্ন হয় নাই, বোধ হয় সেই লোকটাই এই অনর্থের মূল। সত্য বটে, আমি মহাবল; আমি একাই সহস্র হস্তী বিধ্বস্ত করিতে পারি; আমি ক্রুদ্ধ হইলে, সেনাবাহনসুদ্ধ সমস্ত রাজ্য নষ্ট করিতে সমর্থ, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে আমার শীল ভঙ্গ হইবে; অতএব আজ আমি শক্তিদ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইলেও ক্রোধের বশীভূত হইব না।" ইহা স্থির করিয়া তিনি মস্তক অবনত করিয়া নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গজাচার্য্য সেই পদ্মসরোবরে অবতরণ করিয়া তাঁহার সুলক্ষণসমূহ অবলোকন করিলেন এবং "এস, পুত্র" বলিয়া রজতমাল্যসদৃশ শুণ্ড ধারণপূর্ব্বক সপ্তম দিনে বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে পুত্রকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না দেখিয়া বোধিসত্ত্বের মাতা বুঝিলেন, রাজার মহামাত্রেরা তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। তিনি পরিদেবন করিতে লাগিলেন, "হায়, বাছা আমার কোন্ দূরদেশে গিয়া রহিয়াছে; এখন এই অরণ্যে তরুলতার বৃদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না।

১। গিয়াছে প্রবাসে বাছা, কে আনিবে আর
শল্লকী, কুটজ, বিস, শ্যামা, করবীর, *
কুরুবিন্দ আদি মোর ভোজনের তরে?
বাড়িবে এ সব এবে এই অরণ্যেতে,
ফুটিবে পর্ব্বত-পাদে কর্ণিকার ফুল।

২। সুবর্ণ-কেয়ূর পরি রাজভৃত্যগণ
দিতেছে সে নাগরাজে প্রচুর আহার,
কেন না তাহার পৃষ্ঠে বসি নিঃশঙ্কায়
রাজা, রাজপুত্রগণ পশি রণস্থলে
বধিবে কবচধারী অরাতির দল।

গজাচার্য্য পথ হইতেই রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। রাজা নগর সুসজ্জিত করাইয়াছিলেন, গজাচার্য্য বোধিসত্ত্বকে গন্ধপরিলিপ্তকুট্টিম সুসজ্জিত হস্তিশালায় লইয়া গেলেন এবং বিচিত্র শাণিদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাজার নিকট লোক পাঠাইলেন। রাজা নানাবিধ মধুররসযুক্ত ভোজন লইয়া সেখানে গেলেন এবং বোধিসত্ত্বকে সেই সমস্ত খাইতে দিলেন। কিন্তু মাতাকে ফেলিয়া খাইব না এই সঙ্কল্পে বোধিসত্ত্ব উহা স্পর্শ করিলেন না; তখন রাজা বোধিসত্ত্বকে খাইতে অনুরোধ করিলেন:—

* শল্লকী—টীকাকার বলেন ইহা ইন্দ্রশাল বৃক্ষ (Boswellia Thurifera)। কুন্দুরু নামক সুগন্ধি দ্রব্য ইহার নির্য্যাস। কুরুবিন্দ=মুথা, অথবা বাদাম (Terminalia Catappa)। এখানে শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত।

৩। কবল গ্রহণ কর ; কেন অনাহারে
ক্ষীণকায় প্রতিদিন হইতেছ তুমি ?
আছে বহু রাজকার্য্য—সম্পাদনে যার
তোমা ভিন্ন অন্য কারো নাহিক শকতি।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

৪। সে হস্তিনী অতি দীনা, দৃষ্টিশক্তিহীনা ;
হইয়া অনাথা, হায়, শোকের জ্বালায়
ছুটিতেছে ইতঃস্তত: গিরি চণ্ডোরণে,
ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ডে করি পদাঘাত।

তাঁহাকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

৫। সে অন্ধা অনাথা, নাগ, কে হয় তোমার,
ছুটিছে যে ইতঃস্তত: গিরি চণ্ডোরণে,
ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ডে করি পদাঘাত ?

বোধিসত্ত্ব ষষ্ঠ গাথায় ইহার উত্তর দিলেন :—

৬। জননী আমার তিনি, অন্ধা, অসহায়া,
ছুটিছেন ইতস্তত: গিরি চণ্ডোরণে,
ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ডে করি পদাঘাত।

রাজা সপ্তম গাথায় তাঁহার মুক্তির আজ্ঞা দিলেন : —

৭। মুক্ত কর করিবরে, যে হেন যতনে
মাতার পোষণে রত ; মাতৃক্রোড়ে পুনঃ
ফিরিয়া যাউক এই ; হইয়া মিলিত
জ্ঞাতিগণসহ সুখে করুক বিহার।

অষ্টম ও নবম অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

৮। হইয়া শৃঙ্খল মুক্ত, পেয়ে স্বাধীনতা,
রাজারে আশ্বাস দিয়া মুহূর্ত্তের তরে,
চলি গেলা করী চণ্ডোরণ গিরি যথা,
মাতারে দেখিতে পুনঃ প্রফুল্ল অন্তরে।

৯। কুঞ্জর-সেবিত সেথা ছিল সুশীতল তড়াগ ; তুলিয়া শুণ্ডে তাহা হতে জল
সিঞ্চিল মাতার গায়ে অনাহারে আর ছিল না যে অনাথার শক্তি চলিবার।

বোধিসত্ত্বের মাতা ভাবিলেন, বোধ হয় বৃষ্টি হইতেছে। তিনি দেবতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দশম গাথা বলিলেন :—

১০। কে এই অনার্য্য দেব করে বরষণ
অকালে প্রচুর জল শরীরে আমার ?
করিত আমার যেই ভরণ পোষণ
পর্ব্বজ সে পুত্র মম নাই হেথা আর।

বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিবার জন্য বোধিসত্ত্ব একাদশ গাথা বলিলেন :—

১১। উঠ, মা, শুইয়া কেন; গর্ভজ তোমার এসেছে সে পুত্র ফিরে; নাহি চিন্তা আর।
যশস্বী সুবিজ্ঞ কাশীরাজ্যের নৃমণি দিয়াছেন মুক্তি মোরে, উঠ মা, জননী।

হস্তিনী তখন দ্বাদশ গাথায় রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইল :—

১২। চিরজীবী হন যেন কাশীনরেশ্বর; শ্রীবৃদ্ধি হউক তাঁর উত্তর উত্তর,
সেবারত পুত্র মোর যাঁহার কৃপায় মুক্তি লভি রত পুনঃ আমার সেবায়।

রাজা বোধিসত্ত্বের গুণে প্রসন্ন হইয়া সেই সরোবরের অদূরে এক গ্রাম বসাইলেন এবং বোধিসত্ত্বের ও তাঁহার মাতার জন্য নিয়ত ভোজ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর মাতার মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্ব তাঁহার শরীরকৃত্য সমাপন করিয়া করণ্ডক নামক আশ্রমে চলিয়া গেলেন। পঞ্চশত ঋষি হিমালয় হইতে অবতরণপূর্ব্বক ঐ আশ্রমে বাস করিতেন। রাজা বোধিসত্ত্বের ন্যায় তাঁহাদের জন্যও ভোজনাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বের একটা শিলাময়ী মূর্ত্তি গঠন করাইয়া মহাসম্মানসহকারে তাহারও পূজা করিতেন। জম্বুদ্বীপ-বাসীরা সেখানে প্রতি বৎসর সমবেত হইয়া গজোৎসব নির্ব্বাহ করিত।

[এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; মহামায়া ছিলেন সেই হস্তিনী এবং আমি ছিলাম সেই মাতৃপোষক হস্তী।]

৪৫৬—জ্যোৎস্না-জাতক।

[স্থবির আনন্দ যে সকল বর লাভ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। বুদ্ধত্বের প্রথম বিংশতি বৎসর শাস্তার কোন নির্দ্দিষ্ট উপস্থাপক ছিলেন না। কখনও স্থবির নাগসমাল, কখনও নাগিত, উপবাণ, সুনক্ষত্র, চুন্দ, সাগল বা মেঘিক শাস্তার সেবাশুশ্রূষা করিতেন। ইহার পর একদিন ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি; আমি যখন এক পথে যাইব বলি, তখন কোন কোন ভিক্ষু অন্য পথে চলে; কেহ কেহ বা আমার পাত্রচীবর ভূমিতে ফেলিয়া দেয়; তোমরা এমন একজন ভিক্ষু নির্ব্বাচন কর, যে নিয়ত আমার সেবা করিতে পারে।" ইহা শুনিয়া স্থবির সারিপুত্রাদি অঞ্জলিদ্বারা শিরঃস্পর্শ করিয়া 'আমি সেবা করিব', 'আমি সেবা করিব' বলিতে লাগিলেন। কিন্তু শাস্তা তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না,—বলিলেন, "তোমাদের প্রার্থনা সিদ্ধ হইয়াছে, আর কিছু বলিও না।" তখন ভিক্ষুরা স্থবির আনন্দকে বলিলেন, 'আপনি উপস্থাপকের পদ প্রার্থনা করুন।' আনন্দ বলিলেন, "ভগবান্ যদি আমাকে এই আটটী বর দেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার উপস্থাপক হইতে পারি :— তিনি যে চীবর পাইবেন, তাহা আমাকে দিবেন না; তিনি যে পিণ্ডপাত প্রাপ্ত হইবেন, তাহা আমাকে দিবেন না; আমাকে তাঁহার সঙ্গে এক গন্ধকুটীরে থাকিতে দিবেন না, আমাকে লইয়া কোন নিমন্ত্রণে যাইবেন না; আমি যদি কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি, ভগবান্ সেখানে যাইবেন; বিদেশ হইতে বা দূরস্থ জনপদ হইতে যে সকল লোক ভগবান্কে দেখিতে আসিবে, আসিবামাত্র আমি তাহাদিগকে ভগবানের নিকটে লইয়া যাইতে পারিব; আমার কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসার্থ ভগবানের নিকট যাইতে পারিব এবং ভগবান্ আমার অনুপস্থিতিকালে ধর্ম্মদেশন করিলে, বিহারে ফিরিয়া আমাকে তাহা শুনাইবেন আনন্দ এইরূপে চারিটী প্রতিক্ষেপাত্মক এবং চারিটী অযাচনাত্মক বর চাহিলেন, ভগবান্ও তাঁহাকে এই

আটটী বর দিলেন। আনন্দ তদবধি পঞ্চবিংশতি বৎসর নিরত ভগবানের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চ অভব্যস্থানে * সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া এবং আগম, অধিগম, পূর্ব্বহেতু, আত্মার্থপরিপৃচ্ছা, তীর্থবাসন, যোনিশো মনসিকার, বুদ্ধোপনিশ্রয় এই সপ্তবিধ সম্পৎ লাভ করিয়া †, বুদ্ধের নিকট উক্ত অষ্টবরূপ দায়ও প্রাপ্ত হইলেন এবং বুদ্ধশাসনে সুবিখ্যাত হইয়া গগনমধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "তথাগত স্থবির আনন্দকে বরদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।" সেই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি আনন্দকে বরদানে তৃপ্ত করিয়াছিলাম,—ইনি যাহা যাহা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তাহা তাহাই দিয়াছিলাম।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্যোৎস্নাকুমার তক্ষশিলায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন। একদা তিনি মনোযোগ-সহকারে আচার্য্যের নিকটে পাঠ গ্রহণ করিয়া রাত্রিকালে অন্ধকারে আচার্য্যের গৃহ হইতে তাড়াতাড়ি নিজের বাসস্থানে ফিরিতেছিলেন; ঐ সময়ে এক ব্রাহ্মণও ভিক্ষা করিয়া নিজের গৃহে যাইতেছিলেন। রাজকুমার তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার উপরে গিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার বাহুর আঘাতে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাপাত্রটী ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভূতলে পড়িয়া চীৎকার করিলেন। ইহাতে রাজকুমারের মনে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি ব্রাহ্মণকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাপু, তুমি আমার ভিক্ষাভাণ্ড ভাঙ্গিলে; উহাতে যে ভোজ্য ছিল তাহার মূল্য দাও।" কুমার বলিলেন, "ঠাকুর, এখন আপনার ভোজ্যের মূল্য দিবার সাধ্য আমার নাই। আমি কাশীরাজের পুত্র জ্যোৎস্নাকুমার। আমি যখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইব, তখন আপনি গিয়া ধন যাচ্ঞা করিবেন।"

শিক্ষাসমাপ্তির পর জ্যোৎস্নাকুমার বারাণসীতে ফিরিয়া পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'আমার বড় সৌভাগ্য যে জীবিত থাকিয়া পুনর্ব্বার পুত্রের মুখ দেখিতে পাইলাম। ইহাকে এখন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তদবধি কুমারের নাম হইল জ্যোৎস্না-রাজ। তিনি যথাধর্ম্ম রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'এখন আমাকে সেই ভোজ্যের মূল্য আদায় করিতে হইবে।' তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজধানী সুসজ্জিত হইয়াছে এবং রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তিনি কোন উন্নত স্থানে দাঁড়াইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক।" রাজা কিন্তু

---

* অভব্যস্থান—অর্হতেরা যে সকল পাপ করিতে পারেন না, যেমন প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান ইত্যাদি।

† আগম=ধর্ম্ম বা ধর্ম্মশাস্ত্র। অধিগম=শাস্ত্রশিক্ষা বা পাঠ। পূর্ব্বহেতুসম্পৎ=কার্য্যকারণজ্ঞান। আত্মার্থপরিপৃচ্ছা=আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য আত্মপরীক্ষা। যোনিশোমনসিকার=প্রজ্ঞাসহকারে চিত্তের একাগ্রতা। বুদ্ধোপনিশ্রয়=বুদ্ধের সান্নিধ্য (বা পরিণামে বুদ্ধত্ব লাভের অধিকার); বোধ হয় এখানে প্রথম অর্থটী গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই চলিয়া গেলেন। রাজা যে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, ইহা বুঝিয়া ব্রাহ্মণ আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। শুন নরনাথ, আমার বচন, যে হেতু করেছি হেথা আগমন।
ব্রাহ্মণ দাঁড়ায়ে আছে পথমাঝে, না সম্ভাষি তারে যাওয়া নাহি সাজে। *

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া রাজা হীরকমণ্ডিত বজ্রাঙ্কুশের সাহায্যে হস্তীকে থামাইলেন এবং দ্বিতীয় গাথা বলিলেন : -

২। তিষ্ঠিব, শুনিব, বলহ, ব্রাহ্মণ, কি হেতু তোমার হেথা আগমন।
কে তুমি, কি চাও নিকটে আমার, কিবা প্রয়োজন বলত তোমার ?

অতঃপর রাজা ও ব্রাহ্মণের উত্তরপ্রত্যুত্তর অবশিষ্ট গাথাগুলিতে কথিত হইতেছে :—

৩। "ভাল ভাল গ্রাম পাঁচখানি চাই, এক শত দাসী, সাত শত গাই ;
সহস্র-অধিক স্বর্ণনিষ্ক আর ভার্য্যা দুটী যারা সদৃশী আমার।"
৪। "করেছ কি কোন তপস্যা দুষ্কর ? কি বিচিত্র মন্ত্র জান, দ্বিজবর ?
যক্ষগণ আজ্ঞাধীন কি তোমার ? করেছ কি কভু মম উপকার ?"
৫। "আজ্ঞাধীন যক্ষ, তপোমন্ত্রবল, আমার, নৃমণি, নাই এ সকল,
করি নাই কভু তব উপকার, হয়েছিল মাত্র দেখা একবার।"
৬। "দেখা আমাদের ইহাই প্রথম ; পূর্ব্বে যে হয়েছে না হয় স্মরণ।
বল, যদি থাকে স্মরণ তোমার, কবে কোথা দেখা হয়েছিল আর।"
৭। "গান্ধারের রাজধানী তক্ষশিলা,— বিদ্যার্থ সেথানে যবে তুমি ছিলা,
বক্ষে বক্ষে পরস্পরের ঘট্টন নৈশ অন্ধকারে হইল রাজন্।
৮। থামি পথে মোরা প্রীতিসম্ভাষণে হইনু প্রবৃত্ত, পড়ে নাকি মনে ?
আমা দোঁহাকার দেখা সেই বার, পূর্ব্বে কিংবা পরে না হয়েছে আর।"
৯। "সাধুসঙ্গে যদি হয় সমাগম, মানুষে না ভুলে তাহা কদাচন,
বন্ধুত্ব বা উপকার পূর্ব্বকৃত পণ্ডিতেরা কভু না হয় বিস্মৃত।
১০। বন্ধুত্ব বা উপকার পূর্ব্বকৃত অবোধ যে জন, সে হয় বিস্মৃত,
অবোধ অবদ্ধ কৃতঘ্নতাপাশে, শত উপকার ভুলে অনায়াসে।
১১। সুধীর কখন না হয় বিস্মৃত বন্ধুত্ব বা উপকার পূর্ব্বকৃত,
স্বল্প উপকার লভি সুধীগণ কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরে অনুক্ষণ।
১২। দিনু পঞ্চগ্রাম, ধনধান্যযুত, দিনু শত দাসী, গবী সপ্তশত,
সহস্র-অধিক স্বর্ণনিষ্ক, আর ভার্য্যা দুটী, যারা সদৃশী তোমার।"
১৩। "ধন্য সাধুসঙ্গ, যার মহিমায় হইল আমার এ সৌভাগ্যোদয়।
তারকাবেষ্টিত চন্দ্রমা যেমন ক্রমে হয় পূর্ণ, আমারও তেমন
মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে আজ, লভি তব দান, ওহে কাশীরাজ।"

বোধিসত্ত্ব তখন ব্রাহ্মণকে বহু ধন দান করিলেন।

---

* মূলে 'ন গন্তব্বমাহু দিপদান সেট্‌ঠা' আছে। দ্বিপদ অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ পণ্ডিতেরা)। ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে, তাঁহারা এইরূপ বলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি পূর্ব্বেও এইরূপে স্বপ্ন দান করিয়া আনন্দকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম।"

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

৪৫৭—ধর্ম্ম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের ভূগর্ভে প্রবেশসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভায় আলোচনা হইতেছিল, "দেখিলে, ভাই, দেবদত্ত তথাগতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রসাতলে গেল।" শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুদিগের আলোচ্যমান বিষয় জানিলেন এবং বলিলেন, "দেবদত্ত আমার জয়চক্রে আঘাত করিয়া এজন্মে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল, পূর্ব্বেও আমার ধর্ম্মচক্রে আঘাত করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও অবীচিতে পতিত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ব কামাবচর লোকে * দেবযোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল ধর্ম্ম। তখন দেবদত্ত হইয়াছিল অধর্ম্ম। একদা পূর্ণিমার পোষধদিবসে—গ্রামনিগমরাজধানীবাসী লোকে সায়মাশগ্রহণান্তর যখন স্ব স্ব গৃহদ্বারে উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিল, সেই সময়ে ধর্ম্ম দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত এবং অপ্সরোগণপরিবৃত হইয়া দিব্যরথারোহণে আকাশে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং মনুষ্যদিগকে দশকুশল-কর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বলিলেন, "তোমরা প্রাণাতিপাতাদি দশ অকুশকর্ম্ম হইতে বিরত হও, মাতৃসেবারূপ ধর্ম্ম, পিতৃসেবারূপ ধর্ম্ম এবং ত্রিবিধ সুচরিত-ধর্ম্ম পালন কর ; ইহা করিলে তোমরা স্বর্গপরায়ণ হইবে এবং মহা যশ লাভ করিবে।" তিনি এইরূপে সমস্ত জম্বুদ্বীপ প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে অধর্ম্মও সকলকে অকুশলধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত বামদিক্ হইতে জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিতেছিল। অনন্তর আকাশে উভয়ের রথ পরস্পরের সম্মুখীন হইল। অনুচরগণ, "তোমরা কাহার অনুচর," "তোমরা কাহার অনুচর," বলিয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়া, কেহ কেহ বলিল, "আমরা ধর্ম্মের অনুচর," কেহ কেহ বলিল, "আমরা অধর্ম্মের অনুচর।" অনন্তর তাহারা পথ ছাড়িয়া দুই দলে দুই পার্শ্বে অবস্থিত হইল। তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "সৌম্য, তুমি অধর্ম্ম, আমি ধর্ম্ম, আমিই প্রথমে পথ পাইবার উপযুক্ত ; অতএব তোমার রথ সরাইয়া পথ দাও।

১। পুণ্যকর, যশস্কর ধর্ম্ম আমি জানে সর্ব্বজন ;
গুণে মুগ্ধ হয়ে মোর স্তুতি করে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ;
দেবনর-পূজ্য আমি, মোর সম আর কেহ নাই ;
উপযুক্ত পেতে পথ ; ছাড়ি পথ, চলি যাও তাই।

---

* ব্রহ্মলোকের অধস্তন ছয়টী দেবলোকের নাম 'কামাবচর দেবলোক।' ব্রহ্মলোকে 'কাম' নাই ; কিন্তু এই ছয়টী দেবলোকের অধিবাসীরা কাম পরিহার করিতে পারেন নাই।

† দশকুশল-কর্ম্মপথসম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ১০৮ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য। দশ অকুশলকর্ম্মপথ ঠিক ইহাদের বিপরীত। কায়িক, মানসিক ও বাচিক ভেদে সুচরিত ধর্ম্ম ত্রিবিধ।

ইহার পর যে ছয়টী গাথা লিখিত হইতেছে, সেগুলি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উত্তর প্রত্যুত্তর :—

২। "অধর্ম্ম আমার নাম, মহাবল, নির্ভয়হৃদয়,
যে রথে চড়িয়া আমি ভ্রমি, তাহা দৃঢ় অতিশয়।
ছাড়ি দিব, ধর্ম্ম, এবে সেই পথ আমি কি কারণ,
যে পথে তোমায় যেতে পূর্ব্বে আমি দিই নি কখন ?"

৩। "সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মের হ'ল আবির্ভাব, বলে এই সবে,
অধর্ম্ম আসিয়া শেষে ঘটাইল অনর্থ এ ভবে।
জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, সনাতন আমি, তাই রাখ মোর মান,
যেতে দাও অগ্রজেরে, হে অধর্ম্ম, কর পথ দান।"

৪। "কর যাচ ঞা, হও যোগ্য, কিংবা যদি পদপ্রাপ্তি হয়
ন্যায়ানুমোদিত তব, ছাড়িব না পথ, মহাশয়।
তোমাতে আমাতে আজ এখনই হোক মহারণ,
পাইবে সে পথ অগ্রে, বিজয়ী হইবে যেই জন।"

৫। "মহাবল, মহৈশ্বর্য্য, দশদিকে কীর্ত্তি মোর ঘোষে,
প্রতিদ্বন্দ্বিহীন আমি, কার সাধ্য আমায় যে রোষে ?
সহস্র সদ্‌গুণ আমি একাধারে করি হে ধারণ,
ধর্ম্মসহ যুদ্ধে জয়ী অধর্ম্ম হইবে কি কারণ ?"

৬। "লোহা দিয়া পিটে সোণা সর্ব্বত্র দেখিতে ইহা পাই,
সোণা দিয়া লোহা পেটা কখনো দেখি না কোন ঠাঁই।
অধর্ম্ম ধর্ম্মেরে আজ পরাভূত করে যদি রণে,
হইবে ভূষিত লৌহ সুবর্ণের সুন্দর বরণে।"

৭। "এ রণে, অধর্ম্ম, যদি প্রতিপন্ন হও বলবান,
বৃদ্ধে আর গুরুজনে যদি তুমি না কর সম্মান,
সুখে হোক, দুখে হোক, ছাড়ি পথ করিব গমন,
ক্ষমিব তাহাও আমি বলিলে যে অশ্রাব্য বচন।"

বোধিসত্ত্ব যেমন শেষের গাথাটী বলিলেন, তন্মুহূর্ত্তেই অধর্ম্ম রথে তিষ্ঠিতে না পারিয়া অবাঙ্মুখে ভূতলে পতিত হইল, এবং পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে ছিদ্রপথে অবীচিতে গিয়া জন্মান্তর লাভ করিল।

ভগবান্ যখন ইহা বুঝিতে পারিলেন, তখন অভিসম্বুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :—

৮। করিল একথা শুনি অধর্ম্ম তখন, অধোমুখে ঊর্দ্ধপাদে নিরয়ে গমন,
করিল বিলাপ, বক্ষে আঘাত করিয়া, 'যুঝিতে না পারিলাম যুদ্ধার্থী হইয়া।'
এইরূপে চিরকাল ধর্ম্ম লভে জয়, এই রূপে হয় সদা অধর্ম্মের ক্ষয়।

৯। ক্ষান্তিবল যুদ্ধবলে করে পরাজিত, রসাতলে অধর্ম্মেরে করিল প্রোথিত।
সত্যসন্ধ, অতিবল ধর্ম্ম এ জগতে, সানন্দে স্যন্দনে উঠি যান নিজপথে।

১০। মাতাপিতা, শ্রমণব্রাহ্মণ যার ঘরে অনাদর অসম্মান সদা লাভ করে,
সে পাপী দেহান্তে করে নিরয়ে গমন, অধোমুখে গিয়াছিল অধর্ম্ম যেমন।

১১। মাতা-পিতা, শ্রমণব্রাহ্মণ ঘরে যায় সদা পরিতৃপ্ত হয় পাইয়া সৎকার,
দেহান্তে সদ্গতি ধ্রুব সে পুণ্যাত্মা পায়, আরোহি স্যন্দনে যথা ধন্য স্বর্গে যায়।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল অধর্ম্ম, তাহার অনুচরেরা ছিল অধর্ম্মের অনুচর, আমি ছিলাম ধর্ম্ম এবং বুদ্ধভক্তগণ ছিল ধর্ম্মের অনুচর।]

৪৫৮—উদয়-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি সেই ভিক্ষুকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিলেন। তখন শাস্তা বলিলেন "তুমি এমন নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও কেন কামবশে উৎকণ্ঠিত হইয়াছ? প্রাচীন পণ্ডিতেরা সমৃদ্ধিশালী, দ্বাদশযোজনবিস্তৃত সুরুন্ধন নগরে রাজত্ব করিয়া অপ্সরার ন্যায় স্ত্রীর সহিত সাত শত বৎসর এক প্রকোষ্ঠে বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু কখনও লোভবশে তাহাকে অবলোকন করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ভঙ্গ করেন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে কাশীরাজ্যে সুরুন্ধন নগরে কাশীরাজ রাজত্ব করিতেন। প্রথমে তাঁহার পুত্রকন্যা, কোন সন্তানই জন্মে নাই। একদা তিনি মহিষীকে বলিলেন, "তুমি পুত্র প্রার্থনা কর।" তখন বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া ঐ রাজারই অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জন্মে বহুলোকের হৃদয়ে আনন্দ জন্মিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হইল উদয়ভদ্র। উদয়ভদ্র যখন হাঁটিতে শিখিলেন, সেই সময়ে অপর একটী সত্ত্ব ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া কাশীরাজের অপর এক স্ত্রীর গর্ভে কুমারীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল উদয়ভদ্রা।

কুমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ প্রকৃত ব্রহ্মচারী ছিলেন; স্বপ্নেও মৈথুনধর্ম্ম জানিতেন না, তাঁহার চিত্ত কোনরূপ কামচিন্তায় আসক্ত হইত না। রাজা পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার এবং তাঁহার প্রমোদের জন্য নাট্যাভিনয় করাইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু রাজার আদেশ প্রচারিত হইলে বোধিসত্ত্ব ইহাতে অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "আমার রাজত্বে প্রয়োজন নাই, কোনরূপ ভোগসুখেও আমার চিত্ত আসক্ত নহে।" কিন্তু রাজা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে শেষে তিনি রক্তবর্ণ-জাম্বুনদময়ী এক রমণীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা মাতা পিতার নিকট পাঠাইয়া বলিলেন, "যদি এইরূপ স্ত্রী লাভ করি, তাহা হইলেই রাজ্য গ্রহণ করিব।" তাঁহারা এই সুবর্ণমূর্ত্তি জম্বুদ্বীপের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি তদ্রূপ রমণী পাওয়া গেল না। তখন তাঁহারা উদয়ভদ্রাকে অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহার পার্শ্বে সেই মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। সকলেই দেখিল উদয়ভদ্রা সেই সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি অপেক্ষাও সুন্দরী। ইহা দেখিয়া, উভয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও উদয়ভদ্রের বৈমাত্রেয় ভগিনীকেই তদীয় অগ্রমহিষী করিয়া কাশীরাজ তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইলেন।

* এই জাতকে এবং দশরথ-জাতকে ভ্রাতার সহিত ভগিনীর বিবাহের কথা শুনা যায়। উদয়ভদ্রা উদয়ভদ্রের বৈমাত্রেয় ভগিনী; সীতা রামের সহোদরা। এরূপ অস্বাভাবিক পরিণয় ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগে অপরিজ্ঞাত। জাতকের এই কাহিনী কি কোন প্রাগৈতিহাসিক কালের প্রতিধ্বনি? ঐতিহাসিক যুগে মিশর দেশে টলেমিরাজদিগের মধ্যে এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু অন্য কোথাও ইহার উল্লেখ দেখা যায় না।

নবদম্পতী কিন্তু ব্রহ্মচারিভাবে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে মাতা পিতার মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্ব রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনি ও উদয়ভদ্রা এক গৃহে শয়ন করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনও লোভবশে ইন্দ্রিয়সংযম ভঙ্গ করেন নাই, পরস্পরের দিকে অবলোকনও করেন নাই। অপিচ তাঁহারা উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'আমাদের মধ্যে যে অগ্রে মরিবে, সে পরলোক হইতে আসিয়া অপরকে বলিবে, আমি অমুক স্থানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।

বোধিসত্ত্ব অভিষেককাল হইতে সপ্তশত বৎসর রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। ইহার পর আর কেহ রাজা হইলেন না, উদয়ভদ্রাই রাজাজ্ঞা দিতে লাগিলেন; অমাত্যেরা তদনুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব দেহত্যাগের পর ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে শক্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং মহাবিভূতিসম্পন্ন হইয়া সপ্তাহকাল পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিলেন না। এই সপ্তাহকাল মনুষ্যগণের সপ্তশতবৎসর। তদনন্তর পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'আমি রাজকন্যা উদয়ভদ্রার নিকটে যাইব, অর্থলোভ দেখাইয়া তাঁহার চরিত্র পরীক্ষা করিব, তাঁহার নিকট সিংহনাদে ধর্ম্মদেশন করিব এবং এইরূপে প্রতিজ্ঞামুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিব।'

ঐ সময়ে মনুষ্যের জীবন নাকি দশসহস্র বৎসর স্থায়ী ছিল। রাজকন্যা রাত্রিকালে একাকিনী সপ্তভূমিক প্রাসাদতলে একটা সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া নিজের চরিত্রসম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন; প্রাসাদের দ্বারসকল সুনিবদ্ধ ছিল এবং প্রহরীরা রাজভবন রক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে শক্র সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটী সুবর্ণপাত্র হস্তে লইয়া সেই শয়নকক্ষে আবির্ভূত হইলেন এবং একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম গাথায় উদয়ভদ্রার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন:—

১। শুভ্রবস্ত্রে সাবধানে আবরিয়া উরু দুই খানি,
কেন লো, অনবদ্যাঙ্গি, প্রাসাদে বসিয়া একাকিনী?
কিন্নরনয়নে, আমি এই ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই,
তুমি, আমি এক সঙ্গে এক রাত্রি সুখেতে কাটাই

ইহা শুনিয়া রাজকন্যা দুইটী গাথা বলিলেন:—

২। দুষ্প্রবেশ্য পুরী এই, একাধিক পরিখা বেষ্টিত,
অট্টাল-গোপুর-দৃঢ়, খড়্‌গধারিশান্ত্রিসুরক্ষিত।
৩। তরুণে, যুবকে, কেহ প্রবেশিতে পারেনা কখন;
সঙ্গম আমার সহ চাও তুমি বল কি কারণ?

তখন শক্র চতুর্থ গাথা বলিলেন:—

৪। যক্ষ আমি, আসিয়াছি, তোমার নিকটে, বিধুমুখি,
তোর মোরে স্বর্ণ র্ণ স্বর্ণপাত্র লয়ে হও সুখী।

অনন্তর রাজকন্যা পঞ্চম গাথা বলিলেন:-

৫। দেবযক্ষনরী-মধ্যে কারো প্রতি চিত্ত নাহি ধায়;
ভুলিব না উদয়েরে যতদিন দেহে প্রাণ রয়।
মহা-অনুভাব তুমি; কর, যক্ষ, এখনিই প্রস্থান;
আসিওনা ফিরে কভু; করিয়া দিলাম সাবধান।

রাজকন্যাব এই সিংহনাদ শুনিয়া শক্র সেখানে তিষ্ঠিলেন না, বেন চলিয়া গেলেন এই ভাব দেখাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু পর দিন তিনি সেই সময়েই সুবর্ণ-মুদ্রাপূর্ণ একটী রজতপাত্র লইয়া রাজকন্যার সহিত ষষ্ঠ গাথায় এই আলাপ করিলেন :—

৬। সর্ব্বোত্তম রস বলি জানে যারে কামভোগিগণ,
ভুঞ্জিতে যাহারে লোকে পাপপঙ্কে হয় নিমগন,
সে রসে বঞ্চিত কেন হ'তে চাও তুমি চারুস্মিতে ?
এনেছি এ রৌপ্যপাত্র, স্বর্ণে পূরি, তোমায় অর্পিতে।

ইহা শুনিয়া রাজকন্যা ভাবিলেন 'ইহাকে আলাপের অবসর দিলে এ পুনঃ পুনঃ আগমন করিবে। অতএব এখন ইহার সহিত বাক্যালাপ করিব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। শক্র তাঁহার তুষ্ণীম্ভাব দেখিয়া তখনও অন্তর্হিত হইলেন, কিন্তু পর দিন আবার সেই সময়েই কার্ষাপণপূর্ণ একটী লৌহপাত্রহস্তে আবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন "ভদ্রে, আমাকে রতিদানে তৃপ্ত কর, আমি তোমাকে এই কার্ষাপণপূর্ণ লৌহপাত্রটী দান করিব।" তাঁহাকে দেখিয়া রাজকন্যা সপ্তম গাথা বলিলেন :—

৭। লভিতে নারীর প্রেম ধন দিতে চায় যদি নর,
প্রলোভন-পরিমাণ বাড়ায় সে উত্তর উত্তর
দেবধর্ম্ম কিন্তু তব বিপরীত সম্পূর্ণ ইহার,
কমিতেছে প্রতিদিন দিতে চাও যেই উপহার।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন "ভদ্রে, আমি সুনিপুণ বণিক্; আমি নিরর্থক অর্থ নাশ করি না। যদি তোমার আয়ুঃ ও রূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইত, তাহা হইলে উপহারও বাড়াইয়া আনিতাম, কিন্তু তোমার ক্ষয় হইতেছে; কাজেই আমিও ধনের পরিমাণ কমাইতেছি।

৮। প্রতিদিন হয় ক্ষীণ আয়ু আর রূপ মানুষের ;
বর্ত্তমান জীর্ণতর তুলনায় সঙ্গে অতীতের ;
নারী তুমি, হে সুগাত্রি ; বৃদ্ধা পূর্ব্বকার তুলনায় ;
পূর্ব্বমত উপহার সে কারণে দেওয়া নাহি যায়।
৯। রাজপুত্রি, যশস্বিনি, যত আমি নিরখি তোমায়,
বুঝিতেছি প্রতিদিন হইতেছে রূপ তব ক্ষয়।
১০। কিন্তু এ বয়সে যদি ব্রহ্মচর্য্য পাল লো সুমতি,
পশিবে না জরা দেহে ; হবে তুমি আরো রূপবতী।"

তখন রাজকন্যা বলিলেন :—

১১। জরাগ্রাসে মানুষেরে, জরার অতীত দেবগণ ;
অজর অমর দেহে বলি দেখা দেয় না কখন,
মহা-অনুভাব শক্র, বল এ কি, শুধাই তোমায়,
স্থূল শরীরের দুঃখ কি হেতু না দেবগণ পায় ?

শক্র এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন :—

১২। জরা গ্রাসে মানুষেরে জরার অতীত দেবগণ ;
অজয় অমর দেহে বলি দেখা দেয় না কখন
বৃদ্ধি পায় দিব্য রূপ দিন অন্তে দিন যায় যত .
অনন্ত স্বর্গীয় সুখে দেবগণ তৃপ্ত অবিরত

দেবলোকের বিভূতির কথা শুনিয়া রাজকন্যা নিম্নলিখিত গাথায় দেবলোকগমনের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

১৩। কি ভয়ে স্বর্গের পথে মানুষ না অগ্রসর হয় ?—
সে মার্গে, সম্বন্ধে যার নানা জনে নানা কথা কয়,
মহা-অনুভাব যক্ষ, বুঝাইয়া দাও দয়া করি।
নিঃশঙ্কায় পরলোকে যাওয়া যায় কোন্ পথে চরি ?

রাজকন্যাকে বুঝাইবার জন্য শক্র বলিলেন :—

১৪। বাক্য আর মন যেই সুসংযত করে সাবধানে,
কায়ে যেই কভু নাহি হয় রত পাপ-অনুষ্ঠানে,
বহু অন্নপান যার গৃহে আসি অতিথিরা লভে,
শুনিয়া মধুর বাণী পরিতোষ যার পায় সবে,
শ্রদ্ধাবান্, শুদ্ধমতি, বদান্য, দয়ালু, মৃদুচিত্ত,
ভোগ নাহি করে কভু না দিয়া অপরে নিজ বিত্ত,
মৈত্রীভাব পোষে মনে,— এতাদৃশ পুণ্যাত্ম-হৃদয়,
পরলোকভয়ে কভু অণুমাত্র কম্পিত না হয়।

রাজকন্যা শক্রের এই কথা শুনিয়া নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহার স্তুতি করিলেন :—

১৫। দিলা শিক্ষা, যক্ষ, মোরে মাতাপিতা সন্তানে যেমন
কে হে তুমি মহাভাগ, রূপে যার ঝলসে নয়ন ?

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

১৬। উদয় আমি, কল্যাণি করি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ,
সম্ভাষি তোমায় যাই হ'ল মোর প্রতিজ্ঞা পূরণ।

রাজকন্যা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "স্বামিন্, তুমিই তবে মহারাজ উদয়ভদ্র ?" অশ্রুধারায় তাঁহার গণ্ডদেশ প্লাবিত হইল, তিনি আবার বলিলেন, "আমি তোমার বিরহে থাকিতে পারিব না, যাহাতে তোমার নিকটে থাকিতে পারি, আমাকে সেইরূপ উপদেশ দাও।

১৭। সত্যই উদয় তুমি হও যদি, হে রাজকুমার,
দিলে দেখা যদি স্মরি পূর্ব্বকৃত সেই অঙ্গীকার,
বল, কি উপায়ে পুনঃ আমাদের ঘটিবে মেলন
দাও মোরে উপদেশ পালিব তা করিয়া যতন।"

তখন শক্র রাজকন্যাকে এই চারিটী গাথায় উপদেশ দিলেন :—

১৮। অনুক্ষণ আয়ুঃক্ষয়,   স্থিতিশীল কিছু নয়
জরা আসি জীর্ণ করে অনিত্য শরীর
জন্মিলে মরিতে হবে   এ নিয়মে বদ্ধ সবে,
ভাবি ইহা ধর্ম্মে তুমি মতি কর স্থির।

১৯। সুবিপুল বসুধার   একচ্ছত্র অধিকার
লাভ যদি করে কেহ, শুনলো, উদয়ে,
হইলে তৃষ্ণার দাস,   তা'তেও না মিটে আশ
ধর্ম্মপথে চর তাই অপ্রমত্ত হয়ে।

২০। এক ঘরে ক্ষণতরে   কি সুখে বসতি করে
মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা (ক্রীতা যেই ধনে)।
পরস্পর কাছছাড়া   শেষে কিন্তু হয় তারা
ধর্ম্মপথে হও রত ভাবি ইহা মনে।

২১। রেখ মনে, দেহ তব   যখন হইবে শব
শৃগালকুক্কুরে ইহা করিবে ভক্ষণ।
কর্ম্মফলে আসে যায়—   কেহ বা সদ্‌গতি পায়,
কেহ করিতেছে নীচ যোনিতে ভ্রমণ।
সুগতের হয় সুখ,   দুর্গতের ভাগ্যে দুখ,
কিন্তু কিছু চিরস্থায়ী নয় এ জগতে
এই আছে, এই নাই,   এ নীতি সকল ঠাই
বুঝি ইহা সাবধানে চল ধর্ম্মপথে।

বোধিসত্ত্ব রাজকন্যাকে এইরূপে উপদেশ দিলেন। রাজকন্যাও ইহাতে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া অবশিষ্ট গাথায় তাঁহার স্তুতি করিলেন :—

২২। সুন্দর বলিলে, দেব, জীবের জীবন—একে রেশকর, তাহে থাকে অল্পক্ষণ।
জীবনের সঙ্গে দুঃখ সম্বন্ধ সতত,   অতএব হব আমি ধর্ম্মকর্ম্মে রত।
ত্যজি কাশীরাজ্য, আর পুরী সুবন্দন   একাকী করিব আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

রাজপুত্রীকে উপদেশ দিবার পর বোধিসত্ত্ব স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। রাজপুত্রীও পরদিন অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য ন্যস্ত করিয়া ঐ নগরেরই একটী রমণীয় উদ্যানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি সেখানে ধ্যানে রত হইলেন এবং আয়ুঃক্ষয়ান্তে ত্রয়স্ত্রিংশভবনে বোধিসত্ত্বের পাদপরিচারিকারূপে জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই রাজকন্যা এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৪৫৯—পানীয়-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে রিপুদমন-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী পঞ্চশত গৃহী পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা একদা তথাগতের ধর্ম্মদেশন শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং উপসম্পদা প্রাপ্ত হন। জেতবনের যে অংশ কোটিস্বর্ণে মণ্ডিত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারা একদিন নিশীথ সময়ে কামচিন্তা করিতে লাগিলেন। (অতঃপর, পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে সেই ভাবে সবিস্তর বলিতে হইবে) * আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের আদেশে ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত করিলে শাস্তা সুরচিত আসনে উপবেশন করিলেন এবং ব্যক্তিবিশেষের দিকে লক্ষ্য না করিয়া,—কাহাকেও, 'তুমি কামচিন্তা করিয়াছ' এরূপ না বলিয়া,—সমস্ত সঙ্ঘকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পাপ কখনও ক্ষুদ্র হইতে পারে না; যিনি ভিক্ষু হইয়াছেন, তাঁহাকে পাপচিন্তা মনে উদিত হইবামাত্রই, নিগ্রহ করিতে হইবে। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা পাপ নিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই হেতু প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে দুই বন্ধু জলপূর্ণ তুম্ব লইয়া কৃষিক্ষেত্রে যাইত, তুম্ব দুইটী এক পার্শ্বে রাখিয়া ভূমি কর্ষণ করিত এবং যখন পিপাসা পাইত, তখন গিয়া তুম্ব হইতে জল পান করিত। তাহাদের একজন একদা জল পান করিবার জন্য গিয়া নিজের তুম্বটীর জল রক্ষা করিবার জন্য অপর ব্যক্তির তুম্ব হইতে পান করিল। অতঃপর বন হইতে বাহির হইয়া সে স্নান করিল এবং দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, "আজ আমি কায়দ্বারাদি দ্বারা কোন পাপ করিয়াছি কি?" তখন তাহার মনে হইল যে, সে জল চুরি করিয়া পান করিয়াছে। ইহাতে তাহার বড় ক্ষোভ জন্মিল, সে দেখিল এই তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে অপায়ে নিক্ষেপ করিবে। অতএব সে ইহা দমন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল, অপহৃত জলপান করাকেই আলম্বন করিয়া বিদর্শনা বৃদ্ধি করিল, প্রত্যেকবুদ্ধত্ব লাভ করিল, এবং লব্ধ জ্ঞানের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে অপর লোকটী স্নান করিয়া তাহাকে বলিল, 'এস ভাই, এখন বাড়ী যাই।" সে উত্তর দিল," তুমি যাও; আমার ঘরে কোন প্রয়োজন নাই; আমি এখন প্রত্যেকবুদ্ধ হইয়াছি।" অপর লোকটী বলিল, "প্রত্যেকবুদ্ধই বটে! প্রত্যেকবুদ্ধেরা তোমার মত না হইলে আর কাহার মত হইবেন?" "তাঁহারা কীদৃশ, বল ত?" "তাঁহাদের কেশ দুই অঙ্গুলিমাত্র লম্বা, তাঁহারা কাষায় বস্ত্র পরেন, এবং নন্দমূল গুহায় বাস করেন।" ইহা শুনিয়া প্রথম ব্যক্তি নিজের মাথায় হাত দিল; অমনি তাহার গৃহিচিহ্ন অন্তর্হিত হইল, সে সুরক্ত বস্ত্রযুগল পরিধান করিল, তাহার দেহ বেষ্টন করিয়া পীতবর্ণ কায়বন্ধ বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, তাহার এক স্কন্ধ রক্তবর্ণ উত্তরাসঙ্গে আবৃত হইল, অপর স্কন্ধে পাংশুকূল মেঘবর্ণ চীবর দেখা যাইতে লাগিল, বামাংসকূটে ভ্রমরবর্ণ মৃৎপাত্র সংলগ্ন হইল; সে আকাশে অবস্থিত হইয়া ধর্ম্মদেশন করিল এবং তদনন্তর ঊর্দ্ধে উঠিয়া একেবারে নন্দমূল গুহায় গিয়া অবতরণ করিল।

---

* তৃতীয় খণ্ডের পলাশ-জাতক (৩৭০) এবং কোটি-শাল্মলি জাতক (৪১২) দ্রষ্টব্য।

আর এক ব্যক্তি (ইনি কাশী গ্রামেরই এক কুটুম্বিক ছিলেন) দোকানে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। ঐ স্ত্রী সুন্দরী ছিল, কুটুম্বিক ইন্দ্রিয় সংযম না করিতে পারিয়া তাহার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পরেই তিনি ভাবিয়াছিলেন, "আমার এই লোভ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইলে শেষে আমাকে অপায়ে নিক্ষেপ করিবে।" এইরূপে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া তিনি বিদর্শন বর্দ্ধিত করিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন, আকাশে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মদেশন করিলেন এবং নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেলেন।

কাশীগ্রামের এক ব্যক্তি ও তাহার পুত্র একসঙ্গে পথ চলিতেছিল। বনমুখে দস্যুরা থাকিত। তাহারা পিতা পুত্র দুই জনকে ধরিতে পারিলে পিতাকে ছাড়িয়া দিত, বলিত "যাও, ধন আনিয়া পুত্রকে মুক্ত কর।" তাহারা যদি দুই ভাইকে ধরিত, তাহা হইলে কনিষ্ঠকে আটক রাখিত এবং জ্যেষ্ঠকে ছাড়িয়া দিত, যদি আচার্য্য ও শিষ্যকে ধরিত, তাহা হইলে আচার্য্যকে আটক রাখিত এবং শিষ্যকে ছাড়িয়া দিত। শিষ্য বিদ্যালোভে ধন আহরণ করিয়া আচার্য্যকে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইত। প্রথমে যে পিতা পুত্রের কথা বলা হইল, তাহারা ঐ স্থানে দস্যু আছে জানিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করিল, পিতা পুত্রকে বলিল. "তুমি আমাকে পিতা বলিও না, আমিও বলিব না যে তুমি আমার পুত্র।" দস্যুরা যখন তাহাদিগকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি, তখন পুত্র জানিয়াও মিথ্যা কথা বলিল, উত্তর দিল যে, "আমাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই।" অনন্তর তাহারা বন হইতে বাহির হইয়া সন্ধ্যাকালে স্নান করিল এবং বিশ্রাম করিতে লাগিল। এই সময়ে পুত্র নিজের চরিত্র অনুসন্ধান করিয়া সেই মিথ্যা কথা স্মরণ করিল এবং ভাবিল, 'এই পাপ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আমাকে অপায়ে নিক্ষেপ করিবে, অতএব ইহাকে নিগ্রহ করিতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার বিদর্শন বর্দ্ধিত হইল, সে প্রত্যেকবুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হইয়া আকাশে অবস্থিত হইল এবং পিতাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া একেবারে নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেল।

কাশীগ্রামের এক গ্রামভোজক প্রাণিহত্যা বারণ করিয়াছিলেন। একদা অনেক লোকে সমবেত হইয়া তাহাকে বলিল, "প্রভো, আমরা মৃগশূকরাদি মারিয়া যক্ষদিগকে বলি দিব, কারণ এখন বলিদান করিবার সময়।" গ্রামভোজক উত্তর দিলেন, 'তোমরা পূর্ব্বে যেরূপ করিতে, এখনও তাহাই কর।" এই অনুমতি পাইয়া লোকে বহু প্রাণী বধ করিল। গ্রামভোজক রাশি রাশি মৎস্যমাংস দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন, তিনি ভাবিলেন, 'কেবল আমারই একটা কথার জন্য এই সকল ব্যক্তি এত প্রাণীর সংহার করিয়াছে।' তিনি বাতায়নের নিকটে দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিদর্শন বর্দ্ধিত করিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া আকাশে অবস্থিত হইলেন এবং ধর্ম্মদেশন-পূর্ব্বক একেবারে নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেলেন।

এই কাশীরাজ্যেরই আর এক গ্রামভোজক মদ্য বিক্রয় নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু একদা অনেক লোকে তাঁহাকে বলিল, 'স্বামিন্, পূর্ব্বে এই সময়ে সুরাপানোৎসব হইত, এখন আমরা কি করিব?" গ্রামভোজক উত্তর দিলেন, "তোমাদের পুরাতন নিয়মমত চল।" তখন লোকে উৎসব করিল, মদ্যপানপূর্ব্বক কলহে প্রবৃত্ত হইল; কাহারও হাত পা ভাঙ্গিল, কাহারও মাথা

ফাটিল, কাহারও কাণ ছিঁড়িয়া গেল, এবং এজন্য বহুলোকে দণ্ডিত হইল। গ্রামভোজক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি যদি অনুমোদন না করিতাম, তাহা হইলে ইহারা এত দুঃখ পাইত না।' ইহাতেই সেই ভূস্বামীর মনে অনুতাপ জন্মিল; তিনি বিদর্শন বৃদ্ধি করিয়া প্রত্যেক-বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন, আকাশে বসিয়া, "তোমরা অপ্রমত্ত হও" এই ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং একেবারে নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেলেন।

কালক্রমে এই পঞ্চ প্রত্যেকবুদ্ধ একদা ভিক্ষাচর্য্যার জন্য বারাণসী নগরের দ্বারে অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের দেহ বহির্ব্বাসে ও অন্তর্ব্বাসে সুন্দররূপে আবৃত এবং আকৃতি প্রসাদাদি-গুণযুক্ত ছিল। তাঁহারা এই বেশে ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া রাজভবনের নিকটে গমন করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন, তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন, তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিলেন, পায়ে গন্ধ তৈল মাখাইলেন, তাঁহাদিগকে সুস্বাদু খাদ্য ও ভোজ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন, এবং একান্তে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্তগণ, আপনারা যে প্রথম বয়সেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অতি উত্তম হইয়াছে। এই বয়সে প্রব্রাজক হইয়া আপনারা কাম হইতে যে দুঃখ জন্মে তাহা দেখিতে পাইয়াছেন। বলুন ত কি সূত্রে আপনারা এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।" প্রত্যেক-বুদ্ধেরা যথাক্রমে এই পাঁচটী গাথায় রাজার প্রশ্নের উত্তর দিলেন।—

১। মিত্রের আদত্ত জল মিত্র হয়ে করি পান; ঘৃণা শেষে উপজিল মনে;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।
২। পরের বনিতা দেখি হইলাম রূপমুগ্ধ; ঘৃণা শেষে উপজিল মনে;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।
৩। দস্যুহস্তে পড়িলেন কানন মাঝারে পিতা, জিজ্ঞাসা করিল দস্যুগণ,
কে হয় তোমার এই, জানি শুনি মিথ্যা কথা বলিলাম আমি হে তখন।
করিলাম কি কুকর্ম্ম, ভাবি হই অনুতপ্ত, ঘৃণা শেষে উপজিল মনে;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।
৪। বধিল অনেক প্রাণী যক্ষে বলি দিব বলি সোমযাগে গ্রামবাসিগণ;
প্রাণিহত্যা এইরূপ পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথা, বাধা না দিলাম সে কারণ।
অনুমোদনের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া মোর ঘৃণা শেষে উপজিল মনে;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।
৫। সুরা-পুষ্পাসব লোকে পূর্ব্বেও করিত পান; বাধা না দিলাম সে কারণ।
পাইয়া আমার আজ্ঞা সুরোৎসবে মত্ত সবে, হতাহত হল বহুজন।
অনুমোদনের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া মোর ঘৃণা শেষে উপজিল মনে;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।

রাজা প্রত্যেকবুদ্ধদিগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে ভৈষজ্যসমূহ, এবং চীবর প্রস্তুত করিবার জন্য বস্ত্র দান করিয়া বিদায় দিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধেরা অনুমোদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। রাজা তখন হইতে কামে বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হইলেন;

তিনি উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভোজন গ্রহণ করিতে লাগিলেন বটে, * কিন্তু স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ বর্জ্জন করিলেন, এমন কি তাহাদের মুখাবলোকন পর্য্যন্ত বর্হিত করিলেন। তাঁহার মনে বৈরাগ্য জন্মিল, তিনি উঠিয়া শ্রীগর্ভে প্রবেশ করিলেন, সেখানে বসিয়া শ্বেতভিত্তির দিকে অবলোকনপূর্ব্বক কৃৎস্নপরিকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন এবং ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া কামের দোষকীর্ত্তন করিবার জন্য বলিলেন :—

৬। ইন্দ্রিয়-সেবায় ধিক্, নাই এতে সুখ-লেশ,
যতই সেবিবে এরে, ততই পাইবে ক্লেশ।
ছিলাম সুদীর্ঘকাল ইন্দ্রিয়-সেবায় রত,
পাই নাই সুখ কভু, পাইতেছি এবে যত।

রাজার অগ্রমহিষী ভাবিলেন, 'এই রাজা প্রত্যেকবুদ্ধদিগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া এমন উৎকণ্ঠাগ্রস্ত হইয়াছেন যে, আমাদের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া শ্রীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন, ইঁহাকে ধরিয়া বাহিরে আনিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শ্রীগর্ভের দ্বারের সমীপে গেলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া, রাজা কামের দোষকীর্ত্তনপূর্ব্বক যে উদান গান করিতেছিলেন তাহা শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কামের নিন্দা করিতেছেন, কিন্তু কামসুখের ন্যায় সুখ কোথাও নাই।" অনন্তর তিনি কামের গুণ বর্ণনা করিয়া একটী গাথা বলিলেন :—

৭। ইন্দ্রিয়-সেবায় লোকে আনন্দ লভে অপার,
চরিতার্থ কাম হ'তে বড় সুখ নাহি আর।
ইন্দ্রিয়-সেবায় রত সযতনে যেই জন,
ইহলোকে স্বর্গসুখ করে সেই আস্বাদন।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "নিপাত যাও, বৃষলি। কামে আবার সুখ কোথায়? দুঃখই কামের পরিণাম।

৮। কাম অতি দুঃখকর, নাই এতে সুখলেশ,
অন্য কিছু নাহি দেয় কামের মতন ক্লেশ।
হিতাহিত না ভাবিয়া হয় যারা কামে রত,
উন্মুক্ত করিয়া রাখে তারা নরকের পথ।
৯। বহুরক্তপায়ী খড়্গ সুনিশিত অসি, আর
বক্ষে বিদ্ধ শক্তি, এরা বড়ই যন্ত্রণাকর,
কিন্তু সে যন্ত্রণা তুচ্ছ, বিচারিয়া দেখ যদি,
কি যন্ত্রণা পায় লোকে কাম হ'তে নিরবধি।
১০। মানুষ-প্রমাণ গর্ত্ত অঙ্গারে পূরিয়া জ্বাল,
প্রখর রৌদ্রেতে তপ্ত কর লাঙ্গলের ফাল,
হইবে বিষম জ্বালা, কিন্তু তাহা সহ্য হয়,
ভীষণ কামের জ্বালা সহিতে না পারা যায়।

* 'নানাগ্গরস-ভোজনং ভুঞ্জিত্বা'। কিন্তু এখানে 'অভুঞ্জিত্বা' পাঠ গ্রহণ করিলে সুসঙ্গতি হয় না কি?

১১। হলাহল, বিষতৈল, * তাম্রের কলঙ্ক আর, †
সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ কাম সর্ব্বদুঃখাগার।

মহাসত্ত্ব দেবীকে এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া অমাত্যদিগকে সমবেত করিলেন এবং বলিলেন, "আপনারা এই রাজ্য রক্ষা করুন, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" ইহা শুনিয়া প্রজাবৃন্দ রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত না হইয়া আকাশে উত্থিত হইলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে নানা উপদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি বায়ুপথেই উত্তর হিমাচলে চলিয়া গেলেন এবং এক রমণীয় প্রদেশে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "কোন পাপই ক্ষুদ্র নহে। সমস্ত পাপকেই অতি সাবধানে নিগ্রহ করা পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য।" অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন সেই প্রত্যেকবুদ্ধগণ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই দেবী এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

৪৬০—যুবঞ্জয়-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহাভিনিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভায় সমবেত ভিক্ষুরা একদিন বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ ভাই, দশবল যদি গৃহে থাকিতেন, তাহা হইলে চক্রবালসমূহের মধ্যে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সপ্তরত্নের অধিপতি হইতে পারিতেন, ‡ তিনি চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধিলাভ করিতেন এবং সহস্রাধিক পুত্রপরিবৃত হইয়া রাজত্ব করিতেন, কিন্তু কামের দোষ দেখিয়া তিনি এরূপ ঐশ্বর্য্যও পায়ে ঠেলিয়াছিলেন এবং নিশীথকালে একমাত্র ছন্দককে সঙ্গে লইয়া ও কণ্ঠকে আরোহণ করিয়া § রাজভবন হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন, অনোমা নদীতীরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ছয় বৎসর কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া শেষে সম্যক্‌সম্বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।¶" ভিক্ষুরা এইরূপে শাস্তার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন পূর্ব্বেও তিনি দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী নগরের রাজত্ব পরিহারপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে রম্যনগরে সর্ব্বদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। এই বারাণসীই উদয়-জাতকে (৪৫৮) সুরুন্ধন, থুল্লসুতসোম-জাতকে (৫২৫) সুদর্শন, শোণনন্দ-জাতকে (৪২৩) ব্রহ্মবর্দ্ধন,

---

* 'তেলং উক্‌কট্‌ঠিতং'—ইহার প্রকৃত অর্থ কি বুঝিতে পারি নাই, তবে ইহা যে কোন বিষাক্ত তৈল, তাহা নিশ্চয়। 'পক্কুথিতং' এই পাঠান্তর আছে। ইহার অর্থও সুস্পষ্ট বুঝা যায় না।

† Verdigris.

‡ সপ্তরত্ন-সম্বন্ধে ২য় খণ্ডের ১৭৭ম ও ১৯৬ম পৃষ্ঠের এবং ঋদ্ধিচতুষ্টয়-সম্বন্ধে ৩য় খণ্ডের ১৯৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

§ সিদ্ধার্থের সারথির নাম ছন্দক এবং অশ্বের নাম কণ্ঠক।

খণ্ডহাল-জাতকে (৫৪২) পুষ্পপুর, এবং এই যুবঞ্জয়-জাতকে রম্যনগর নামে বর্ণিত হইয়াছে। বারাণসীর সময়ে সময়ে এইরূপ নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

রাজা সর্ব্বদত্তের এক সহস্র পুত্র ছিল। রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবঞ্জয়কে ঔপরাজ্য দান করিয়াছিলেন। যুবঞ্জয় একদিন প্রাতঃকালেই রথারোহণে মহাড়ম্বরে উদ্যানকেলির জন্য যাইতেছিলেন। তিনি পথে বৃক্ষাগ্রে, তৃণাগ্রে, শাখাগ্রে এবং ঊর্ণনাভজালে মুক্তামালাকারে সংলগ্ন শিশিরবিন্দুসকল দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, এগুলি কি?" সারথি উত্তর দিলেন, "এসব শিশিরকণা। শীতকালে শিশির পড়ে।" যুবঞ্জয় দিনের বেলায় উদ্যানে কেলি করিয়া সায়াহ্নে প্রতিগমন করিবার সময়ে শিশিরকণাগুলি দেখিতে না পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য সারথে। সেই শিশিরকণাগুলি কোথায়? এখন ত সেগুলি দেখিতে পাইতেছি না।" "উপরাজ, সূর্য্যোদয় হইলে সে সব উত্তাপে অদৃশ্য হইয়া মাটির মধ্যে গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া যুবঞ্জয় উদ্‌বিগ্নচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'প্রাণীদিগের জীবনও তৃণাগ্রসংলগ্ন শিশিরকণাসদৃশ, ব্যাধিজরামরণে পীড়িত হইবার পূর্ব্বেই মাতাপিতার অনুমতি লইয়া আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত।' এইরূপে তিনি শিশিরকণাকে আলম্বন করিয়া যেন উজ্জ্বলালোকে ভবত্রয় * দেখিতে পাইলেন, গৃহে ফিরিয়া অলঙ্কৃত বিনিশ্চয়শালায় উপবিষ্ট পিতার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রথম গাথায় প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন :—

১। মিত্রামাত্যপরিবৃত রথিশ্রেষ্ঠ। প্রণমি তোমায়
প্রব্রজ্যাগ্রহণ তরে দাস তব অনুমতি চায়।

রাজা তাঁহাকে দ্বিতীয় গাথায় বারণ করিলেন :—

২। ভোগের অভাব যদি থাকে তব, পূরিব নিশ্চয়,
নিবারিব শত্রু তব, প্রব্রজ্যা ল'য়ো না যুবঞ্জয়।

ইহা শুনিয়া কুমার তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

৩। অভাব কিছুই নাই, শত্রু কেহ নাই বিদ্যমান্,
নির্ব্বাণ-ভিখারী আমি জরাহতে পেতে পরিত্রাণ।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা অর্দ্ধগাথা বলিলেন :—
৪ক। তনয় জনকে যাচে, পিতা যাচে ঔরস তনয়ে]।

রাজা অপরার্দ্ধগাথা বলিলেন :—

৪খ। প্রব্রজ্যা ল'য়ো না বলি প্রজাগণ যাচে যুবঞ্জয়ে।

কুমার আবার বলিলেন :—

৫। প্রব্রজ্যা লইতে মোরে, রথিবর, করো না বারণ,
কামমত্ত হয়ে যেন জরাবশে পড়ি না কখন।

* কামভব, রূপভব, অরূপভব অর্থাৎ কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে সত্ত্বা।

ইহা শুনিয়া রাজা নিরুত্তর হইলেন। এদিকে লোকে গিয়া যুবঞ্জয়ের মাতাকে বলিল, "দেবি, আপনার পুত্র প্রব্রজ্যা-গ্রহণের জন্য রাজার অনুমতি চাহিতেছেন।" ইহা শুনিয়া মহিষী বলিলেন, "কি বলিলে তোমরা?" তাঁহার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল, তিনি সুবর্ণ-শিবিকায় বসিয়া অবিলম্বে বিনিশ্চয়শালায় উপস্থিত হইলেন এবং ষষ্ঠ গাথায় কুমারকে নিজের প্রার্থনা জানাইলেন :—

৬। যাচি আমি তোরে, বাছা, আমি তোরে করি নিবারণ,
ইচ্ছা সদা দেখি তোরে, করিস্ না প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

ইহার উত্তরে কুমার সপ্তম গাথা বলিলেন :—

৭। প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশির কি দেখিতে সুন্দর!
না রহে একটী কণা সমুদিত যবে দিনকর।
মানুষের আয়ুঃ, মাতঃ, ক্ষণস্থায়ী তাহার মতন,
প্রব্রজ্যা লইব আমি, করো না আমায় নিবারণ।

রাজপুত্র ইহা বলিলেও মহিষী পুনঃ পুনঃ যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। তখন মহাসত্ত্ব পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক অষ্টম গাথা বলিলেন :—

৮। তুলি যান বাহকেরা যাউক লইয়া শীঘ্র মায়,
তরিব সংসারার্ণব, মা কেন হবেন অন্তরায়?

পুত্রের বচন শুনিয়া রাজা বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি শিবিকায় বসিয়া রতিবর্দ্ধন প্রাসাদে আরোহণ কর।" রাজার কথায় মহিষী সেখানে আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি নারীগণে পরিবৃত হইয়া চলিয়া গেলেন এবং প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক, তাঁহার পুত্র কি করেন জানিবার জন্য বিনিশ্চয়শালার দ্বারাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। এদিকে মাতা গমন করিলে বোধিসত্ত্ব পিতার নিকট পুনর্ব্বার সেই প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তবে, বৎস, তোমার মনোরথই পূর্ণ হউক, আমি তোমাকে প্রব্রজ্যা-গ্রহণের অনুমতি দিলাম।" অনুজ্ঞার সময়ে বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির গিয়া পিতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "পিতঃ, আমাকেও প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি দিন।" রাজা তাঁহাকেও অনুমতি দিলেন। অনন্তর ভ্রাতৃদ্বয় পিতাকে প্রণাম করিয়া বিষয়বাসনা পরিহার-পূর্ব্বক বিনিশ্চয়শালা হইতে বাহির হইলেন, বহুলোকে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া চলিল। মহিষী রতিবর্দ্ধন প্রাসাদ হইতে মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন, "হায়, আমার পুত্র প্রব্রজ্যা লইলে এই রম্যনগর শূন্য হইবে।

৯। যাও ছুটি, বল গিয়া, 'হও বৎস, কুশলভাজন,
তোমার বিহনে শূন্য হল রম্যরাজ-নিকেতন।'
সর্ব্বদত্ত মহীপাল অনুজ্ঞা দিলেন, হায়! হায়!
লভি তাহা প্রব্রজ্যায় রাজপুত্র যুবঞ্জয় যায়।

১০। সহস্র পুত্রের মধ্যে রূপে, বলে শ্রেষ্ঠ বলি যায়,
যৌবনে কাষায় পরি সেই আজি গেল প্রব্রজ্যায়।

বোধিসত্ত্ব তখনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন না। তিনি মাতাপিতাকে বন্দনা করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে লইয়া নগর হইতে বাহির হইলেন, সঙ্গে যে সকল লোক যাইতেছিল তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন এবং দুই ভ্রাতা হিমালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক এক মনোরম স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া উভয়ে ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিলেন এবং যাবজ্জীবন বন্যফলমূলাহারে শরীর ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[নিম্নলিখিত অভিসম্বুদ্ধ গাথায় এই ভাব প্রকটিত হইয়াছে :—

১১। যুবঞ্জয়, যুধিষ্ঠির, প্রব্রজ্যা লইয়া দুইজনে,
ছেদিতে মারের পাশ মাতাপিতা ছাড়ি গেল বনে।

[এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন বর্ত্তমান রাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন সেই মাতা পিতা, আনন্দ ছিলেন যুধিষ্ঠির কুমার এবং আমি ছিলাম যুবঞ্জয়।]

৪৬১—দশরথ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কোন পিতৃবিয়োগকাতর ভূস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে সেই ব্যক্তি শোকে এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল শোকই করিতেন। একদিন প্রত্যূষকালে শাস্তা সর্ব্বলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বুঝিলেন যে তাঁহার স্রোতাপত্তি-ফলপ্রাপ্তির সময় আসন্ন হইয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি দিনমানে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচর্য্যান্তে আহার করিলেন এবং অন্যান্য ভিক্ষুদিগকে বিদায় দিয়া কেবল একজন পশ্চাচ্ছ্রামণের সঙ্গে লইয়া উক্ত ভূস্বামীর গৃহে গমন করিলেন। ভূস্বামী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে শাস্তা মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপাসক, তুমি কি বড় শোকার্ত্ত হইয়াছ?" ভূস্বামী বলিলেন, "হাঁ ভদন্ত, পিতৃশোকে বড় কাতর হইয়াছি।" শাস্তা বলিলেন, "দেখ উপাসক, প্রাচীন পণ্ডিতেরা তত্ত্বতঃ অষ্টলোক ধর্ম্ম* জানিতেন বলিয়া পিতার মৃত্যু হইলে অণুমাত্র শোকও অনুভব করেন নাই।" অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে দশরথ নামে এক মহারাজ ছিলেন। তিনি ছন্দ, দ্বেষ, মোহ, ভয়, এই চতুর্ব্বিধ অগতি পরিহার করিয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন, তন্মধ্যে অগ্রমহিষীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামপণ্ডিত, কনিষ্ঠ পুত্রের নাম লক্ষ্মণ কুমার এবং কন্যার নাম সীতাদেবী।

কালসহকারে অগ্রমহিষীর মৃত্যু হইল। দশরথ তাঁহার বিয়োগে অনেকদিন শোকাভিভূত হইয়া রহিলেন, শেষে অমাত্যদিগের পরামর্শে তদীয় ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক অপর এক পত্নীকে অগ্রমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

নবীনা মহিষীও দশরথের প্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন, কিয়দ্দিনের মধ্যে গর্ভধারণ করিলেন, এবং গর্ভসংস্কারাদি লাভ করিয়া যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রের

---

* অষ্টলোক ধর্ম্ম—লাভ, অলাভ যশ, অযশ, প্রশংসা, নিন্দা, সুখ, দুঃখ। মনুষ্য মাত্রেই এই অষ্ট ধর্ম্মের বশবর্ত্তী।

নাম হইল ভরতকুমার। রাজা পুত্রস্নেহের আবেগে একদিন মহিষীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, আমি তোমায় একটী বর দিব, কি বর লইবে, বল।" মহিষী বলিলেন, "মহারাজ, আপনার বর দাসীর শিরোধার্য্য, কি বর চাই, তাহা এখন বলিব না।"

ক্রমে ভরতকুমারের বয়স সাত বৎসর হইল। তখন মহিষী একদিন দশরথের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার পুত্রকে একটী বর দিবেন, বলিয়াছিলেন, এখন সেই অঙ্গীকার পালন করুন।" রাজা বলিলেন, "কি বর চাও, বল।" "স্বামিন্, আমার পুত্রকে রাজপদ দিন্।" রাজা অঙ্গুলি ছোটন করিয়া বলিলেন, "নিপাত যাও, বৃষলি, আমার প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ডসম অপর দুই পুত্র বর্ত্তমান, তুমি কি তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাও যে, নিজের পুত্রকে রাজ্য দিবার কথা বলিতেছ?" মহিষী রাজার তর্জ্জনে ভীত হইয়া নিজের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে (শ্রীগর্ভে) চলিয়া গেলেন, কিন্তু অতঃপর পুনঃপুনঃ রাজার নিকট ঐ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে উক্ত বর দিলেন না বটে, কিন্তু চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'রমণীগণ অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী; মহিষী কোনও কূটপত্র লেখাইয়া কিংবা নিজের দুরভিসন্ধিসাধনার্থ উৎকোচ দিয়া আমার পুত্রদিগের প্রাণবধ করাইতে পারেন।' অনন্তর তিনি প্রথম পুত্রদ্বয়কে ডাকাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, এবং বলিলেন, "বৎসগণ, এখানে থাকিলে তোমাদের বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। তোমরা কোনও সামন্তরাজ্যে কিংবা বনে গিয়া বাস কর। যখন আমার দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইবে, তখন ফিরিয়া আসিয়া পিতৃপৈতামহিক রাজ্য গ্রহণ করিও।" পুত্রদ্বয়কে এই কথা বলিয়া দশরথ দৈবজ্ঞ ডাকাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, আমি আর কতকাল বাঁচিব?" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ আরও দ্বাদশ বৎসর জীবিত থাকিবেন।" তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বৎসগণ, তোমরা দ্বাদশ বৎসরান্তে প্রত্যাগমন্ করিয়া রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিও।" কুমারদ্বয় "যে আজ্ঞা" বলিয়া পিতার চরণবন্দনা-পূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। তখন সীতাদেবী বলিলেন, "আমিও সহোদরদিগের সহিত যাইব", এবং তিনিও পিতাকে প্রণাম করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন।

যখন ইঁহারা তিন জনে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাঁহারা ইহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন, এবং কিয়দ্দিন পরে হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া সেখানে উদকসম্পন্ন, সুলভফলমূল কোনও স্থানে আশ্রমনির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বন্য ফলমূলে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ পণ্ডিত ও সীতাদেবী রামপণ্ডিতকে বলিলেন, "আপনি আমাদের পিতৃস্থানীয়, আপনি আশ্রমে অবস্থিতি করিবেন, আমরা আপনার আহারার্থ বন্যফলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিব।" রাম পণ্ডিত ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি তদবধি আশ্রমে থাকিতেন, এবং লক্ষ্মণ ও সীতা যে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তাহা আহার করিতেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বন্য ফলের জীবনধারণপূর্ব্বক এইরূপে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া নবমবর্ষেই দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পন্ন হইলে ভরত-জননী বলিলেন, "ভরতেরই মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র ধারণ

করিতে হইবে।” কিন্তু অমাত্যেরা ভরতকে রাজ্য দিলেন না, তাঁহারা বলিলেন, “যাঁহারা ছত্রের অধিপতি, তাঁহারা অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছেন।” তাঁহারা ভরতকে ছত্র দিলেন না। তখন ভরত স্থির করিলেন, ‘আমি বনে গিয়া অগ্রজ রাম পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে রাজচ্ছত্র দিব।’ তিনি পঞ্চবিধ রাজচিহ্ন * লইয়া ও চতুরঙ্গ বলে পরিবৃত হইয়া সেই বনে উপনীত হইলেন, এবং অবিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সীতার অনুপস্থিতি-কালে কতিপয় অমাত্যসহ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেখানে দেখিতে পাইলেন, পীতকাঞ্চনবর্ণাভ রাম পণ্ডিত নিঃশঙ্কমনে পরমসুখে আশ্রমদ্বারে উপবিষ্ট আছেন। ভরত অভিভাবণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং একান্তে অবস্থিত হইয়া দশরথের পরলোক-প্রাপ্তির সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তিনি অমাত্যদিগের সহিত রামের পাদমূলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাম পণ্ডিত কিন্তু শোক করিলেন না, ক্রন্দনও করিলেন না; তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ইন্দ্রিয়বিকার ঘটিল না।

ক্রন্দনান্তে ভরত রামের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রহিলেন। এ দিকে সায়ংকালে লক্ষ্মণ ও সীতা বন্যফলমূল আহরণপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম পণ্ডিত ভাবিতে লাগিলেন, ‘ইহারা তরুণবয়স্ক, এখনও আমার মত পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করে নাই; যদি অকস্মাৎ বলি যে, পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলে হয় ত শোকবেগধারণে অসমর্থ হইয়া ইহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে; অতএব কোনও উপায়ে ইহাদিগকে জলমধ্যে অবতরণ করাইয়া এই দুঃসংবাদ শুনাইতে হইবে।’ অনন্তর, পুরোভাগে এক জলাশয় দেখিতে পাইয়া তিনি বলিলেন, “তোমরা আজ বড় বিলম্ব করিয়া আসিয়াছ, আমি তোমাদিগকে তজ্জন্য দণ্ড দিতেছি—তোমরা এই জলে অবতরণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক।” অনন্তর তিনি এই গাথার্দ্ধ বলিলেন:—

১। (ক) লক্ষ্মণ সীতারে লয়ে, অবতরি জলমাঝে, দুইজনে থাক দাঁড়াইয়া;

লক্ষ্মণ ও সীতা এই কথা শুনিবামাত্র জলে অবতরণ করিয়া রহিলেন। তখন রাম পণ্ডিত তাঁহাদিগকে উক্ত দুঃসংবাদ দিবার নিমিত্ত গাথার অপরার্দ্ধ বলিলেন:—

১। (খ) বলিল ভরত আসি, গিয়াছেন স্বর্গপুরে দশরথ জীবন ত্যজিয়া।

লক্ষ্মণ ও সীতা পিতার বিয়োগবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। চেতনালাভের পর তাঁহারা আবার যখন এই কথা শুনিলেন, তখন আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা উপর্য্যুপরি তিনবার বিসংজ্ঞ হইলে অমাত্যেরা তাঁহাদিগকে উত্তোলনপূর্ব্বক স্থলে লইয়া আসিলেন; এবং সেখানে তাঁহাদের চৈতন্যলাভের পর সকলে বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ভরতকুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণকুমার ও ভগিনী সীতাদেবী পিতার মরণসংবাদ শুনিয়া শোকবেগধারণে অসমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু রাম পণ্ডিত শোকাভিভূত হন নাই, বিলাপও করিতেছেন না! তাঁহার শোক না করিবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিতেছি।’ অনন্তর তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

* খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা, বালব্যজন (চামর) এই পাঁচটী রাজককুদভাণ্ড নামে অভিহিত।

২। বল রাম, কোন্ বলে হ'য়ে বলিয়ান্ শোককালে শোকাতুর নহে তব প্রাণ ?
পিতার বিয়োগ বার্ত্তা করিলে শ্রবণ, তথাপি না অভিভূত দুঃখে তব মন।

রাম পণ্ডিত নিজের অশোকের কারণ বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :–

৩। দিবারাত্র উচ্চৈঃস্বরে করিয়া ক্রন্দন যাহারে রক্ষিতে কেহ পারে না কখন,
তার জন্য বৃথা শোকে হয় কি কাতর বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান্ নর ?

৪। বাল, বৃদ্ধ, ধনবান্, অতি দীন হীন, মূর্খ, বিজ্ঞ, সকলেই মৃত্যুর অধীন।

৫। তরুশাখে ফল যবে পরিপক্ব হয়, অনুক্ষণ থাকে তার পতনের ভয়।
জীবগণ, সেইরূপ, জন্মলাভ করি মৃত্যুভয়ে দিবানিশি কাঁপে থরথরি।

৬। উষাকালে যাহাদের পাই দরশন না হেরি সায়াহ্নকালে তার বহুজন ;
ইহাদের(ও) বহুজন উষা না ফিরিতে অদৃশ্য হইয়া যায় যমের কুক্ষিতে।

৭। বৃথাশোকে অভিভূত হ'য়ে মূঢ় জন আত্মার অশেষ ক্লেশ করে উৎপাদন ;
লভিত ইহাতে যদি সুফল তাহারা, পণ্ডিতেও শোকবেগে হ'ত আত্মহারা।

৮। শোকেতে শরীর ক্ষয়, লাভ নাহি আর, বিবর্ণ, বিশুষ্ক দেহ, অস্থিচর্ম্মসার।
শোকে কি করিতে পারে মৃতসঞ্জীবন ? কি ফল পাইব তবে করিয়া ক্রন্দন ?

৯। বারির সাহায্যে যথা গৃহ দহ্যমান সযতনে গৃহিগণ করয়ে নির্ব্বাণ,
ধীর শাস্ত্রজ্ঞানী, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ তেমতি শোকেরে সদা করেন দমন।
বায়ুবেগে তুলারাশি উড়ি যথা যায়, প্রজ্ঞাবলে শোক তথা শীঘ্র লয় পায়।

১০। কর্ম্মবশে যাতায়াত করে জীবগণ, কেহ মরে, কেহ করে জনম-গ্রহণ।
এই মাতা, পিতা, এই সোদর আমার, হেনজ্ঞানে সুখে মগ্ন নিখিল সংসার।

১১। গিয়াছেন স্বর্গে পিতা, কি কাজ ক্রন্দনে ?
লইব পিতার স্থান, দীনেরে করিব দান
রাখিব মানীর মান, ভাবিয়াছি মনে।
জ্ঞাতিজনে সাবধানে করিব পালন,
পুষিব যতনে আর যত পরিজন।

১২। সুধীর, শাস্ত্রজ্ঞ লোকে করেন দর্শন ইহলোকে, পরলোকে প্রভেদ কেমন।
যত বড় শোক কেন উপস্থিত হয় দহিতে পারে না কভু তাঁদের হৃদয়।

উল্লিখিত গাথাগুলি দ্বারা রামপণ্ডিত সংসারের অনিত্যত্ব বুঝাইয়া দিলেন।

সমবেত জনগণ রামপণ্ডিতের অনিত্যত্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শোকমুক্ত হইলেন। অনন্তর ভরত কুমার রামের চরণবন্দনাপূর্ব্বক বলিলেন, "চলুন, এখন বারাণসীতে প্রতিগমন করুন।" রাম বলিলেন, 'ভাই, লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া যাও, এবং ইহাদের সহিত রাজ্য শাসন কর।" "না, দাদা। আপনাকেই রাজ্য গ্রহণ করিতে হইবে।" "ভাই, বাবা বলিয়াছিলেন, দ্বাদশ বৎসর পরে আসিয়া রাজ্য লইবে ; এখন ফিরিলে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা হইবে। আরও তিন বৎসর যাউক, তাহার পর আমি ফিরিব"। "এত দিন কে রাজ্য করিবে ?" "তুমি করিবে।" "আমি করিব না।" "তবে, আমি যত দিন না ফিরি,

ততদিন এই পাদুকা রাজ্য করিবে।" ইহা বলিয়া রাম নিজের তৃণনির্ম্মিত পাদুকাদ্বয় খুলিয়া ভরতের হস্তে দিলেন।

অনন্তর ভরত, লক্ষ্মণ ও সীতা ঐ পাদুকা লইয়া রামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং সহস্র সহস্র অনুচরে পরিবৃত হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

রামের পাদুকাই তিন বৎসর বারাণসীরাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল। বিবাদ-নিষ্পত্তিকালে অমাত্যেরা উহা সিংহাসনের উপর রাখিয়া দিতেন, যদি নিষ্পত্তি ন্যায়বিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে পাদুকাদ্বয় পরস্পরকে আঘাত করিত, তাহা দেখিয়া অমাত্যেরা সেই বিবাদের প্রতিবিচার করিতেন। নিষ্পত্তি ন্যায়সঙ্গত হইলে পাদুকাদ্বয় নিঃস্পন্দভাবে থাকিত।

তিন বৎসর অতীত হইলে রামপণ্ডিত অরণ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বারাণসীর উদ্যানে উপনীত হইলেন। কুমারদ্বয় তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া অমাত্যগণসহ উদ্যানে গমন করিলেন এবং সীতাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিয়া উভয়ের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন। কৃতাভিষেক মহাসত্ত্ব রাম অলঙ্কৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক পুরবাসিগণসহ নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং পুর প্রদক্ষিণ করিয়া সুচন্দ্রক নামক প্রাসাদের উর্দ্ধতলে অধিরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি ষোড়শসহস্র বৎসর যথাধর্ম্ম রাজ্য করিয়া সুরলোকবাসীদিগের সংখ্যা-বর্দ্ধনার্থ ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

নিম্নলিখিত অভিসম্বুদ্ধ গাথাটী ঐ অর্থই ব্যক্ত করিতেছে :—

১৩। দশের সহস্রগুণ, ষষ্টি শতগুণ, এই দুই সংখ্যা যোগ করিয়া একুন,
তত বর্ষ যথাধর্ম্ম পালিলা অবনী কম্বুগ্রীব মহাবাহু রাম নরমণি।*

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যান্তে ঐ ভূস্বামী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন মহারাজ শুদ্ধোদন ছিলেন মহারাজ দশরথ, মহামায়া ছিলেন সেই মাতা, রাহুলজননী ছিলেন সীতা; আনন্দ ছিলেন ভরত, সারিপুত্র ছিলেন লক্ষ্মণ, বুদ্ধানুচরেরা ছিলেন অন্যান্য ব্যক্তি এবং আমি ছিলাম রামপণ্ডিত।]

৪৬২—সংবর জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক বীর্য্যভ্রষ্ট ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তী নগরের এক কুলপুত্র। তিনি শাস্তার ধর্ম্মদেশন শুনিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন। তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের আজ্ঞাবহ ছিলেন এবং প্রাতিমোক্ষদ্বয় কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের অনুমতি লইয়া কোশলরাজ্যের এক প্রত্যন্ত গ্রামে গমন করিলেন। সেখানকার লোকে তাঁহার ভিক্ষুজনোচিত চালচলন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল; তিনি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিলেন, গ্রামবাসীরাও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ইহার পর বর্ষা আরম্ভ হইল, তিনি একাদিক্রমে তিন মাস কর্ম্মস্থান ভাবনা করিয়া ধ্যানবল-লাভের জন্য কত

---

* দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রয়াস্যতি।—রামায়ণ, আদি, ১।

উদ্যোগ, কত চেষ্টা করিলেন, কত প্রয়াস স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাহার আভাস পর্য্যন্ত পাইলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন, 'শাস্তা যে চতুর্ব্বিধ লোককে * ধর্ম্মোপদেশ দেন, আমি তাহাদের মধ্যে নিশ্চয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিষয়াসক্ত। অতএব বনে বাস করিয়া কি ফল? জেতবনে গিয়া তথাগতের রূপরাশি দর্শন এবং মধুর ধর্ম্মকথা শুনিয়া জীবন যাপন করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া সেস্থান হইতে যাত্রা করিলেন এবং যথাকালে জেতবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আচার্য্য, উপাধ্যায়, বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিগণ † তাঁহাকে প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ইহাতে, 'কেন এরূপ করিলে? বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন এবং শাস্তার নিকটে লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষুগণ, ইহার ইচ্ছা নাই; তথাপি তোমরা ইহাকে এখানে আনিলে কেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, ইনি উৎসাহ ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।" শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে, একথা সত্য কি?" ভিক্ষু ইহা স্বীকার করিলেন; তখন শাস্তা আবার বলিলেন, "তুমি নিরুৎসাহ হইলে কেন? এই শাসনে যে কাপুরুষ ও উৎসাহশূন্য, সে অর্হত্বরূপ অগ্রফলের অধিকারী হয় না। যাহারা নিয়ত বীর্য্যশালী, তাহারাই এই ফল প্রাপ্ত হয়। তুমি পূর্ব্বে বীর্য্যবান্ ও উপদেশপরায়ণ ছিলে, সেইজন্য বারাণসীরাজের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র হইয়াও তুমি পণ্ডিতদিগের পরামর্শমত চলিয়া শ্বেতচ্ছত্র লাভ করিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে রাজার শতপুত্রের মধ্যে সংবরকুমার সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। রাজা এক একটী পুত্রকে এক একজন অমাত্যের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক বলিলেন, "যাহা শিক্ষিতব্য, আপনি ইহাকে তাহা শিক্ষা দিন।" বোধিসত্ত্ব রাজার একজন অমাত্য ছিলেন; সংবরকুমারের শিক্ষার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। রাজপুত্রদিগের যেমন শিক্ষা সমাপ্ত হইল, অমনি অমাত্যেরা তাঁহাদিগকে রাজার নিকট লইয়া যাইতে লাগিলেন। রাজা পুত্রদিগকে এক একটী জনপদশাসনের ভার দিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। সংবরকুমার সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা যদি আমাকে জনপদে যাইতে বলেন, তবে কি করিব।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন "বৎস, রাজা তোমাকে কোন জনপদ দিতে চাহিলেও তুমি তাহা গ্রহণ করিও না; বলিবে, 'পিতঃ, আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ, আমিও প্রস্থান করিলে আপনার পাদমূল শূন্য হইবে; আমি আপনার পাদমূলেই থাকিব'।" ইহার পর একদিন সংবরকুমার রাজাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে কি?" সংবর উত্তর দিলেন "হাঁ, পিতঃ!" "তবে তুমি কোন্ জনপদ চাও, বল।" পিতঃ, আমি গেলে আপনার পাদমূল শূন্য হইবে; আমি আপনার পাদমূলেই থাকিব।" রাজা ইহাতে তুষ্ট হইয়া সম্মতি দিলেন।

সংবর তদবধি রাজার পাদমূলেই রহিলেন এবং একদিন বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আমাকে আর কি করিতে হইবে বলুন।" "রাজার নিকটে একটা পুরাতন উদ্যান চাও।" সংবর "যে আজ্ঞা" বলিয়া একটা উদ্যান যাচ্ঞা করিলেন। সেখানে যে পুষ্পফলাদি

---

* ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা।

† 'সন্দিট্‌ঠসম্ভত্ত'—যাহাদের সহিত চাক্ষুষদর্শনে বন্ধুত্ব জন্মে তাহারা সন্দিষ্ট, যাহাদের সহিত একত্র আহারাদি করিয়া বন্ধুত্ব জন্মে তাহারা সম্ভক্ত (companion)।

জন্মিত, তাহা দিয়া তিনি নগরবাসী ক্ষমতাশালী লোকদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি বোধিসত্ত্বকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করিব?" "নগরবাসীদিগের মধ্যে যাহার যে খোরাকী * প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট আছে, রাজার অনুমতি লইয়া এখন হইতে তুমি তাহা স্বহস্তে বণ্টন কর।" সংবর তাহাই করিলেন এবং নগরবাসীদিগের মধ্যে যাহার যে প্রাপ্য, কপর্দ্দকমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া তাহা দিতে লাগিলেন। পরিশেষে বোধিসত্ত্বের পরামর্শানুসারে তিনি রাজার অনুমতি লইয়া রাজভবনস্থ দাস ও ভৃত্যগণের, অশ্বগণের এবং যোধগণের বৃত্তিও স্বহস্তে দিতে লাগিলেন। কাহারও কপর্দ্দকমাত্র কমাইলেন না। বিদেশ হইতে যে সকল দূত আসিত, তিনি তাহাদের বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিতেন, বণিক্‌দিগের কাহাকে কত শুল্ক দিতে হইবে, কি নিয়মে চলিতে হইবে, এ সমস্তও তিনি স্থির করিয়া দিতেন। এইরূপে মহাসত্ত্বের উপদেশ মত চলিয়া সংবরকুমার অন্তর্জন, বহির্জন, পৌর জানপদ ও আগন্তুক সকলকেই নিজের সদ্ব্যবহারে † লৌহপট্টবৎ সুদৃঢ় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। তিনি সকলেরই প্রিয় হইলেন, সকলেরই মন মুগ্ধ করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। অমাত্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব আপনার দেহত্যাগের পর শ্বেতচ্ছত্র কাহাকে দিব?" রাজা বলিলেন "আমার সকল পুত্রই শ্বেতছত্রের অধিকারী; তাহাদের মধ্যে যে তোমাদের মনঃপূত হয়, তাহাকেই উহা দিতে পার।" অনন্তর রাজার মৃত্যু হইল। অমাত্যেরা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করিয়া সপ্তম দিবসে সমবেত হইলেন এবং বলিলেন, "মৃত রাজা বলিয়া গিয়াছেন আমরা যাঁহাকে মনোনীত করিব, তাঁহাকেই রাজচ্ছত্র দিতে পারিব; অতএব আমরা সংবরকুমারকেই মনোনীত করিলাম।" ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা জ্ঞাতিগণ-পরিবৃত সংবরকুমারের মস্তকোপরি কাঞ্চনমালা পরিশোভিত শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করিলেন। সংবর বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

সংবরের একোনশত ভ্রাতা ভাবিলেন, 'আমাদের পিতার না কি মৃত্যু হইয়াছে এবং সংবরের মস্তকোপরি না কি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলিত হইয়াছে। সংবর সর্ব্বকনিষ্ঠ; সে ছত্রলাভের যোগ্য নহে; অতএব আমরা সর্ব্বজ্যেষ্ঠের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা সকলেই এক সঙ্গে গিয়া সংবরের নিকট পত্র পাঠাইয়া জানাইলেন, "যদি ছত্র না ছাড় তবে যুদ্ধ দাও।" তাঁহারা রাজধানী অবরোধ করিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে এই সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কর্ত্তব্য কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ভ্রাতা-দিগের সহিত আপনার যুদ্ধ হইতে পারে না। আপনি পৈতৃকধন শতভাগে বিভক্ত করিয়া একোনশত ভ্রাতার নিকট তাঁহাদের ভাগ এই বলিয়া পাঠাইয়া দিন, 'আপনারা পৈতৃকধনের স্ব স্ব অংশ গ্রহণ করুন; আমি আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিব না'।" সংবর ইহাই করিলেন। তখন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র পোষথকুমার অন্য ভ্রাতাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন; "বৎসগণ, এই

* 'ভক্তবেতন'।

† 'সংগহবত্থু' অর্থাৎ দান, প্রিয়সম্ভাষণ, সদয় ব্যবহার ও অপক্ষপাত এই চতুর্ব্বিধ উপায়ে।

রাজাকে অভিভূত করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই; ইনি আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমাদের শত্রু হইয়াও শত্রুতা করিতেছেন না; আমাদের পৈতৃকধন পাঠাইয়া বলিতেছেন যে, আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবেন না। দেখ, আমরা সকলে কিছু এক সময়ে স্ব স্ব মস্তকোপরি ছত্র উত্তোলন করিতে পারিব না। অতএব একজনের মস্তকোপরিই ইহা উত্তোলন করা যাউক; সংবরই রাজা হউন; চল তাঁহাকে দর্শন করিয়া রাজকীয় সম্পত্তি তাঁহাকেই ফিরাইয়া দি, এবং স্ব স্ব জনপদে প্রতিগমন করি।" পোরবের কথায় সকল রাজপুত্রই অবরোধ রহিত করিলেন এবং শত্রুতা পরিহারপূর্বক নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজা অমাত্যদিগকে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করাইলেন রাজকুমারেরা বহু অনুচরবেষ্টিত হইয়া পদব্রজে চলিলেন এবং রাজ-প্রাসাদে অধিরোহণ পূর্বক সংবরকুমারের বশ্যতাস্বীকারার্থ নীচাসনে উপবেশন করিলেন। মহারাজ সংবর শ্বেতচ্ছত্রের নিম্নে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার বিভূতির সীমা পরিসীমা ছিল না। তিনি যে দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, সেই দিকের লোকেরাই ত্রাসে কম্পিত হইতে লাগিল। পোরব কুমার সংবরের এই মহৈশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিলেন, 'এখন বোধ হইতেছে, আমাদের পিতা তাঁহার মৃত্যুর পর সংবরই রাজা হইবেন ইহা জানিতে পারিয়া আমাদিগকে এক একটী জনপদ দিয়াছিলেন কিন্তু ইঁহাকে কিছুই দেন নাই।' তিনি সংবরের সহিত তিনটী গাথায় আলাপ করিলেন:-

১। জানিতেন অগ্রে বুঝি, ওহে নরেশ্বর, পিতা মহারাজ তব চরিত্র সুন্দর;
জনপদ-পালনের ভার দিয়া, তাই, পাঠালেন দূরে তব অন্য সব ভাই?
না দিয়া তোমায় কিছু রাখিলেন ঘরে বোধ হয় শেষে রাজ্যসমর্পণ তরে।

২। জীবৎ-দশায় তাঁর, অথবা যখন করিলেন স্বর্গে তিনি দেহান্তে গমন,
স্বার্থসিদ্ধি-হেতু করে জ্ঞাতিগণ যত রাজ্য তোমায় দিতে হইল সম্মত?

৩। কি গুণে, সংবর, তুমি নিজ ভাতৃগণে অতিক্রমি রহিয়াছ বসি সিংহাসনে?
কেন না সকলে মিলি আড়িয়া তোমার নিতাড়ি তোমায় করে রাজ্য অধিকার?

ইহা শুনিয়া মহারাজ সংবর ছয়টী গাথায় নিজের গুণ বর্ণনা করিলেন:-

৪। অসূয়ার পরবশ হই না কখন, ভক্তিভরে পূজি সদা মহর্ষিশ্রমণ,
ধার্মিক যাঁহারা, সাধুশীল, সদাচার, চরণে তাঁদের আমি করি নমস্কার।

৫। শুশ্রূষু, অসূয়াহীন, ধর্মপরায়ণ দেখি মোরে ধর্ম্মে রত, শ্রমণব্রাহ্মণ
কর্তব্যাকর্তব্য সব বলেন আমায়; যা' কিছু সৌভাগ্য মোর, তাঁদেরই কৃপায়।

৬। শুনি আমি সাবধানে তাঁদের বচন; উপদেশ তাঁহাদের করি না লঙ্ঘন;
সতত নিরত আমি ধর্ম-অনুষ্ঠানে; পাপপথ পরিহার করি সযতনে।

৭। হস্তী, অশ্ব, পদাতিক, রথকগণের যেরূপ ব্যবস্থা আছে ভক্ত বেতনের,
অন্যথা তাহার আমি করি না কখন; তাই অতি অনুরক্ত মম যোধগণ।

৮। মন্ত্রণাকুশল মম মহামাত্রগণ, ভৃত্যেরা বিশ্বাসী সব, প্রভুপরায়ণ;
লোকে বলে আমারই সুশাসনবলে পরিপূর্ণ কাশী এবে মাংস-সুরা-জলে।

৯। বিদেশের বণিকেরা আসে এইখানে রক্ষা আমি তাহাদের করি সাবধানে;
নিরুদ্বেগে আসি তারা লাভবান্ হয়; বলিলাম যা'তে মম ঘটে ভাগ্যোদয়।

সংবরের গুণের কথা শুনিয়া পোরব দুইটী গাথা বলিলেন:—

* অনীকট্ঠ (অনীকস্থ)—bodyguard.

১০। ভ্রাতৃগণে অতিক্রমি তুমি ধর্ম্মবলে
তীক্ষ্ণবুদ্ধি ধর তুমি, পরম পণ্ডিত ;
সংবর রাজত্ব কর এই মহীতলে।
একমনে করিতেছ জ্ঞাতিদের হিত।

১১। ভাণ্ডারে সঞ্চিত নানা রতন তোমার
ভ্রাতৃগণে পরিবৃত তোমার, রাজন্,
ত্রিদশবেষ্টিত দেবেন্দ্রের পরাভব
আমরাই লইলাম রক্ষিবার ভার।
শত্রুহস্তে পরাভব হবে না কখন।
অসুররাজের হাতে অতি অসম্ভব।

অনন্তর সংবর সসম্মানে ভ্রাতৃগণের আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা সেখানে সার্দ্ধমাস কাল অবস্থিতি করিয়া সংবরকে জানাইলেন, "মহারাজ, জনপদে দস্যুতস্করাদির উপদ্রব হইবে কি না আমরা গিয়া দেখিব ; আপনি এখানে থাকিয়া রাজ্যসুখ ভোগ করুন।" ইহা বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব জনপদে প্রতিগমন করিলেন। সংবর বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারেই চলিতে লাগিলেন এবং আয়ুঃক্ষয় হইলে দেবনগর পূর্ণ করিবার জন্য দেহত্যাগ করিলেন।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশনের পর শাস্তা বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বে উপদেশগ্রহণক্ষম ছিলে এখন কেন নিরুৎসাহ হইবে?" অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন গোবর কুমার ; স্থবিরানুস্থবিরেরা ছিলেন সেই অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ, বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সেই অনুচরবৃন্দ, এবং আমি ছিলাম সেই উপদেষ্টা অমাত্য।]

৪৬৩—সুপারগ-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন সায়াহ্ন সময়ে, তথাগত যখন ধর্ম্মদেশন করিতে আসিবেন তাহার প্রতীক্ষায়, ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া দশবলের মহাপ্রজ্ঞা-পারমিতা-সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "দেখ ভাই, শাস্তার কি মহিয়সী প্রজ্ঞা! ইহা যেমন বিশ্বব্যাপিনী, তেমনই রসবতী ; যেমন প্রত্যুৎপন্না, তেমনই তীক্ষ্ণা ও সংশয়খণ্ডন-কুশলা ; ইহা যখন যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ উপায়প্রয়োগে সমর্থা ; ইহা পৃথিবীর ন্যায় বিপুলা, মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীরা, আকাশের ন্যায় বিস্তীর্ণা। সমস্ত জম্বুদ্বীপে এমন কোন প্রজ্ঞাবান্ নাই, যিনি দশবলকে অতিক্রম করিতে পারেন। মহাসমুদ্রের ঊর্ম্মি যেমন বেলা অতিক্রম করিতে পারে না, বেলায় আহত হইয়াই ভগ্ন হয়, সেইরূপ কেহই প্রজ্ঞাবলে দশবলকে অতিক্রম করিতে পারে না, শাস্তার পাদমূলে আসিলেই তাহার গর্ব্ব চূর্ণ হয়।" ভিক্ষুরা এইরূপে শাস্তার প্রজ্ঞা বর্ণন করিতেছেন, এমন সময় তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচনার বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "তথাগত যে কেবল এ জন্মেই প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়াছেন এমন নহে, পূর্ব্বে যখন তাঁহার জ্ঞান পরিপক্ব হয় নাই, তখনও তিনি প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন। তিনি অন্ধ হইয়াও মহাসমুদ্রের জলমাত্র স্পর্শ করিয়াই কোন্ সমুদ্রে কোন্ রত্ন আছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করেন :—] †

পুরাকালে ভৃগুরাষ্ট্রে ভৃগুরাজ রাজত্ব করিতেন সেখানে ভৃগুকচ্ছ নামে একটী পত্তন ছিল। ভৃগুকচ্ছে যে সকল নিয়ামক ‡ ছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদের অগ্রণীর পুত্ররূপে জন্মান্তর

---

* জাতকমালা, ১৪।

† গ্রামণীচণ্ড-জাতকের (২৫৭) এবং মহাউম্মার্গ জাতকের (৫৪৬) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুও এইরূপ।

‡ নিয়ামক—pilot. অগ্রণীকে 'নিয্যামজেট্ঠ' বলা হইয়াছে। জাতকমালায় নিয়ামকের পরিবর্ত্তে 'নৌসারথি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি মধুর এবং দেহের বর্ণ কাঞ্চনের উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার সুপারগ এই নাম রাখা হইয়াছিল। তিনি পরমযত্নে লালিত পালিত হইয়াছিলেন; এবং ষোড়শবর্ষ বয়সেই নিয়ামকবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া পিতার মৃত্যুর পর নিয়ামকজ্যেষ্ঠকের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিয়ামকের কাজ করিতেন এবং এমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন যে, তিনি যে পোতে আরোহণ করিতেন, তাহা কখনও বিপন্ন হইত না।

কালসহকারে লবণাম্বুর আঘাতে তাঁহার দুইটী চক্ষুই নষ্ট হইল। তিনি তদবধি নিয়ামক-জ্যেষ্ঠ হইয়াও নিয়ামকের কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। রাজার আশ্রয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজার সহিত দেখা করিলেন। রাজা তাঁহাকে অর্ঘকারকের পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি তদবধি রাজার উৎকৃষ্ট হস্তী, উৎকৃষ্ট রথ উৎকৃষ্ট মণি-মুক্তাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন।

একদিন লোকে রাজার মঙ্গলহস্তী করিবার উদ্দেশ্যে একটা কৃষ্ণপাষাণবর্ণ হস্তী লইয়া আসিল। রাজা হস্তীটাকে বোধিসত্ত্বের নিকটে লইয়া যাইতে বলিলেন। হস্তীটা তাঁহার নিকটে নীত হইলে বোধসত্ব তাহার গাত্রে হস্ত পরিমর্দ্দনপূর্ব্বক বলিলেন, "এ মঙ্গলহস্তী হইবার যোগ্য নহে, ইহার পশ্চাদ্ভাগ খর্ব্বাকার হইবে। প্রসব করিবার পরে গর্ভধারিণী ইহাকে স্কন্ধোপরি তুলিতে পারে নাই; কাজেই ভূতলে পতিত হইয়া ইহার পশ্চাতের পা দুখানি এমন আঘাত পাইয়াছিল যে, প্রকৃষ্টরূপে পুষ্ট হইতে পারে নাই।" যাহারা হস্তী লইয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিল, "পণ্ডিত সত্যই বলিয়াছেন।" রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে অষ্ট কার্ষাপণ পুরস্কার দেওয়াইলেন।

আর একদিন রাজার মঙ্গলাশ্ব করিবার জন্য একটা অশ্ব আনীত হইল; রাজা তাহাকেও বোধিসত্ত্বের নিকটে পাঠাইলেন। বোধিসত্ত্ব তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "এ মঙ্গলাশ্ব হইবার উপযুক্ত নহে। এ যে দিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সেই দিনই ইহার গর্ভধারিণী মরিয়াছিল। কাজেই মাতৃস্তন্য না পাইয়া এ সম্যগ্রূপে পুষ্টি লাভ করে নাই।" এ কথাও সত্য বলিয়া জানা গেল। ইহা শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে অষ্ট কার্ষাপণ পুরস্কার দেওয়াইলেন।

ইহার পর একদিন রাজার মঙ্গল রথ হইবে বলিয়া একখানি রথ আনীত হইল। রাজা রথখানিকেও বোধিসত্ত্বের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব উহাতে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "এই রথ (কীটদষ্ট) ছিদ্রবিশিষ্ট কাষ্ঠনির্ম্মিত; কাজেই ইহা রাজার ব্যবহারের উপযুক্ত নহে।" পরীক্ষায় এ কথাও সত্য বলিয়া জানা গেল এবং রাজা শুনিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ অষ্ট কার্ষাপণমাত্র পুরস্কার দেওয়াইলেন।

পরিশেষে একদিন রাজার জন্য একখানা বহুমূল্য উৎকৃষ্ট কম্বল আনীত হইল। রাজা তাহাও বোধিসত্ত্বের নিকটে পাঠাইলেন। বোধিসত্ত্ব উহাতে হাত বুলাইয়াই বলিলেন, "এই কম্বল খানার এক যায়গা ইন্দুরে কাটিয়াছে।" লোকে পরীক্ষা করিয়া

ঐ ছিদ্র স্থান দেখিতে পাইল এবং রাজাকে সে কথা জানাইল। রাজা এবারও সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ অষ্ট কার্ষাপণ পুরস্কার দেওয়াইলেন।

বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রাজা আমার এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়াও প্রতিবারই অষ্ট কার্ষাপণমাত্র দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ ত নাপিতের দান; জানি না, এ রাজা হয়ত কোন নাপিতেরই বা নন্দন হইবেন এরূপ রাজসেবায় লাভ কি? আমি নিজের বাসস্থানেই ফিরিয়া যাই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ভৃগুকচ্ছপট্টনেই প্রতিগমন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া ভৃগুকচ্ছে বাস করিতেছেন এমন সময়ে তত্রত্য বণিকেরা একখানি পোত সাজাইয়া কাহাকে নিয়ামক নিযুক্ত করিবে এই মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "যে পোতে সুপারগ আরোহণ করেন তাহা কখনও বিনষ্ট হয় না। সুপারগ পণ্ডিত ও উপায়কুশল; তিনি অন্ধ হইলেও সর্ব্বোত্তম।" অনন্তর তাহারা সুপারগের নিকটে গেল এবং তাঁহাকে নিয়ামক হইতে অনুরোধ করিল। তিনি বলিলেন, "বৎসগণ, আমি অন্ধ, আমি কিরূপে নিয়ামকের কাজ করিব?" বণিকেরা বলিল, "স্বামিন্, আপনি অন্ধ হইলেও আমাদের পক্ষে উত্তম।" তাহারা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল বলিয়া তিনি শেষে সম্মত হইলেন, বলিলেন, "বেশ বৎসগণ তোমরা যখন বার বার বলিতেছ, তখন আমি নিয়ামক হইব।" অনন্তর তিনি তাহাদের পোতে আরোহণ করিলেন।

তাহারা মহাসমুদ্রের উপরি পোত চালাইতে লাগিল। প্রথম সাতদিন নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল, তাহার পর অকালে ঝটিকা উত্থিত হইল; পোতখানি চারি মাস কাল সাধারণ সমুদ্রের উপরি বাত্যাভিহত হইয়া বেড়াইল, তাহার পর ক্ষুরমাল-নামক সমুদ্রে উপনীত হইল। ক্ষুরমালের মৎস্যগণ মানুষপ্রমাণ এবং তাহাদের নাসা ক্ষুরের সদৃশ।* ইহারা কখনও ভাসিতেছে, কখনও ডুবিতেছে দেখিয়া বণিকেরা প্রথম গাথায় ঐ সমুদ্রের নাম জিজ্ঞাসা করিল:—

ক্ষুরনাস লোক কত উঠে আর ডুবে এ সাগরে;
শুধাই তোমায় মোরা, সুপারগ, কি নাম এ ধরে?

এই প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব নিয়ামকসূত্রগুলি স্মরণ করিয়া দ্বিতীয় গাথায় উত্তর দিলেন:—

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন, সাধুগণ, (ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ)—
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের; ক্ষুরমাল নাম হয় এই সাগরের।

এই সমুদ্রে হীরক উৎপন্ন হয়। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি যদি বলি, ইহা হীরক-সমুদ্র, তাহা হইলে ইহারা লোভবশে এত হীরক তুলিবে যে, নৌকা ডুবিয়া যাইবে।' এই জন্য তিনি তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া পোতখানি থামাইলেন, কৌশলবলে এক গাছি রজ্জু লইয়া লোকে যেমন মাছ ধরে, সেই ভাবে জাল নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রচুর উৎকৃষ্ট হীরক তুলিয়া পোতে রাখিলেন এবং পোতে যে সমস্ত অল্পমূল্যের দ্রব্য ছিল, সেগুলি সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন।

* এ মাছ sword fish কি?

অনন্তর পোতখানি এই সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অগ্নিমাল-নামক সমুদ্রে প্রবেশ করিল। ইহা হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিস্কন্ধের বা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের জ্বালার ন্যায় আভা বিকীর্ণ হইতেছিল। বণিকেরা নিম্নলিখিত গাথায় ইহার নাম জিজ্ঞাসা করিল :—

অগ্নি বা সূর্য্যের মত জ্বলিতেছে এই পারাবার ;
শুধাই তোমায় মোরা, সুপারগ, কি নাম ইহার ?

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন :—

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন, সাধুগণ, (ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ)—
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের ; অগ্নিমাল নাম হয় এই সাগরের।

এই সমুদ্রে প্রচুর সুবর্ণ পাওয়া যায়। মহাসত্ত্ব এখান হইতে পূর্ব্ববৎ সুবর্ণ উত্তোলনপূর্ব্বক পোতে রাখিলেন। অনন্তর পোতখানি ঐ সমুদ্র পার হইয়া ক্ষীর বা দধির মত আভাযুক্ত দধিমাল-নামক সমুদ্রে প্রবেশ করিল। বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিল :—

দধি বা ক্ষীরের মত দেখিতে যে এই পারাবার ;
শুধাই তোমায় মোরা, সুপারগ, কি নাম ইহার ?

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন :—

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন, সাধুগণ, (ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ),
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের , দধিমাল নাম হয় এই সাগরের।

এই সমুদ্রে প্রভূত রজত পাওয়া যায়। মহাসত্ত্ব পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে রজত উত্তোলন করিয়া পোতে রাখিলেন। ইহার পর পোতখানি সেই সমুদ্র অতিক্রম করিয়া নীল কুশ তৃণের, অথবা সম্পন্ন শস্যক্ষেত্রের আভাযুক্ত নীলবর্ণ কুশমাল-নামক সমুদ্রে প্রবেশ করিল। বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিল :—

কুশ বা শস্যের মত হরিৎ যে এই পারাবার ,
শুধাই তোমায় মোরা, সুপারগ, কি নাম ইহার ?

মহাসত্ত্ব বলিলেন :—

ভৃগুকচ্ছ সমাগত, শুন, সাধুগণ, (ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ),
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের , কুশমাল নাম হয় এই সাগরের।

এই সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে নীলবর্ণ উৎকৃষ্ট মণি পাওয়া যায়। মহাসত্ত্ব পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে তাহাও তুলিয়া পোতে রাখিলেন। অতঃপর পোতখানি সেই সমুদ্র পার হইয়া নলবনের বা বেণুবনের ন্যায় পরিদৃশ্যমান নলমাল-নামক সমুদ্রে উপনীত হইল। বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিল :—

রক্ত নলে, প্রবালে বা আবৃত যে এই পারাবার ,
শুধাই তোমায় মোরা, সুপারগ, কি নাম ইহার ?

মহাসত্ত্ব বলিলেন :—

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন, সাধুগণ, (ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ),
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের , নলমাল নাম হয় এই সাগরের।

ঐ সমুদ্রে বংশরাগবিশিষ্ট * প্রচুর প্রবাল পাওয়া যায়। মহাসত্ত্ব তাহাও তুলিয়া পোতে রাখিলেন।

বণিকেরা নলমাল সাগর পার হইয়া বড়বামুখ সমুদ্র দেখিতে পাইল। ইহার সর্ব্বত্র আবর্তে পড়িয়া জলরাশি একবার অধোদিকে যাইতেছে, একবার উর্দ্ধে উঠিতেছে। সেখানে সর্ব্বত্র উর্দ্ধোত্থিত জলরাশির মধ্যে আবর্তগুলি সর্বতশ্ছিন্ন মহাগহ্বরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; এক এক দিকে একটা উর্দ্ধোত্থিত তরঙ্গ গিরিপ্রপাতের ন্যায় দেখায়। মহাকল্লোলে মনে ভীতির সঞ্চার হয়, শ্রোত্র ও কর্ণ বিদ্ধ হইয়া যায়, মনে হয়, হৃৎপিণ্ড যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া বণিকেরা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল :—

ভীষণ গর্জ্জন যার শুনিতেছি অতি ভয়ঙ্কর,
হয় নাই পূর্ব্বে যাহা মানুষের দৃষ্টির গোচর,
গভীর আবর্ত্তে যার পড়ে জল মহাকোলাহলে,
পর্ব্বতপ্রপাত হতে পড়ে যথা জল বর্ষাকালে,
শুধাই তোমায় মোরা,— দেখি ইহা পাই বড় ভয়,
বল শুনি, সুপারগ, কি নাম এ সাগরের হয়।

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন:—

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন সাধুগণ, (ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ)
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের; নামটী বড়বামুখ এই সাগরের।

তিনি আরও বলিলেন, "বৎসগণ, এই বড়বামুখ সমুদ্রে আসিয়া ফিরিতে পারে এমন পোত নাই। আমাদের নৌকা যদি এই সাগরে প্রবেশ করে, তবে নিশ্চয় মগ্ন ও বিনষ্ট হইবে।" ঐ পোতে সপ্ত শত লোক আরোহণ করিয়া যাইতেছিল। তাহারা মরণভয়ে ভীত হইয়া অবীচিতে পচ্যমান প্রাণীর ন্যায় যুগপৎ অতি করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি ছাড়া আর কেহ ইহাদের স্বস্তি সাধন করিতে পারিবে না। আমি সত্যক্রিয়া দ্বারা ইহাদিগকে স্বস্তিভাজন করিব'। ইহা স্থির করিয়া তিনি তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎসগণ, শীঘ্র আমাকে গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাও, অক্ষত বস্ত্র পরাও এবং পূর্ণপাত্র সজ্জিত করিয়া আমাকে পোতের পুরোভাগে বসাও।" তাহারা যতশীঘ্র পারিল এইরূপ করিল। মহাসত্ত্ব উভয় হস্তে পূর্ণপাত্র গ্রহণ করিয়া নৌকার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া অবশিষ্ট গাথায় সত্যক্রিয়া করিলেন :—

যত দিবসের কথা মনে পড়ে বেশ, যদবধি হইয়াছে জ্ঞানের উন্মেষ,
করি নাই প্রাণিহত্যা কভু ইচ্ছা করি, বুঝিলাম সত্য ইহা, সাবধানে স্মরি।
এই সত্যক্রিয়া বলে লভুক উদ্ধার পোত খানি আমাদের, তরি পারাবার।

* রক্তবর্ণ বাঁশের ন্যায় লাল। টীকাকার বলেন যে এখানে 'নল' শব্দে বৃশ্চিক নল, কর্কট নল প্রভৃতি কোনরূপ রক্তবর্ণ নল বুঝিতে হইবে। 'বেণু' শব্দে প্রবালও বুঝা যাইতে পারে। অতএব এই সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে প্রবাল পাওয়া যায়, এরূপ অর্থ ও করা যাইতে পারে।

যে নৌকা চারিমাস নানা সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা এখন যেন ঋদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ফিরিল, ঋদ্ধিবলে একদিনেই ভৃগুকচ্ছপট্টনে প্রতিগমন করিল, এবং সেখানে স্থল ভাগেও বষ্ট্যধিক শতযষ্টিপ্রমাণ * স্থান অতিক্রম করিয়া নাবিকের গৃহদ্বারে গিয়া থামিল। মহাসত্ত্ব সেই বণিক্‌দিগের মধ্যে সুবর্ণ, রজত, মণি, প্রবাল ও হীরক ভাগ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন "এই রত্নরাশি তোমাদিগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত; আর কখনও সমুদ্রে যাইও না।" তাহাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি যাবজ্জীবন দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবনগর পূর্ণ করিতে গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন. "ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বেও মহাপ্রজ্ঞাবান্ ছিলেন।" সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সকল বণিক্, এবং আমি ছিলাম সুপারগ পণ্ডিত।]

* এক যষ্টি = ৭ হাত।

জাতক

দ্বাদশ নিপাত

৪৬৪—ধুল্লকুণাল-জাতক।

এই জাতক কুণাল-জাতকে (৫৩৬) বলা যাইবে।

৪৬৫—ভদ্রশাল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জ্ঞাতিজনের হিতসাধন-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডদের গৃহে নিয়ত পঞ্চশত ভিক্ষুর ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। বিশাখার এবং কোশলরাজের ভবনেও এইরূপ ভিক্ষুভোজন হইত। কিন্তু রাজভবনে নানারূপ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভোজ্য প্রদত্ত হইলেও পরিবেশনকারীরা ভিক্ষুদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না, সেই জন্য ভিক্ষুরা রাজভবনে বসিয়া আহার করিতেন না, সেখানে ভক্ত গ্রহণ করিয়া অনাথপিণ্ডদের, বিশাখার বা অন্য কোন শ্রদ্ধাবান্ উপাসকের গৃহে গিয়া ভোজন করিতেন।

একদিন রাজার নিকট বহু ভোজ্যোপহার আনীত হইল। তিনি উহা ভিক্ষুদিগকে দিবার জন্য ভক্তগৃহে* প্রেরণ করিলেন। ভৃত্যেরা আসিয়া বলিল, "দেব ভক্তগৃহে কোন ভিক্ষু নাই।" "তাঁহারা কোথায় গেলেন?" "তাঁহারা স্ব স্ব প্রিয় উপাসকের গৃহে বসিয়া ভোজন করেন।" ইহা শুনিয়া রাজা প্রাতরাশগ্রহণান্তে শাস্তার নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, উৎকৃষ্ট ভোজন কাহাকে বলা যায়?" শাস্তা বলিলেন, "প্রীতিসহকারে প্রদত্ত ভোজনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। লোকে যদি প্রীতির সহিত কাঞ্জিক দান করে, তাহাও মধুর হয়।" 'ভদন্ত, কীদৃশ লোকের সহিত ভিক্ষুদিগের প্রীতি জন্মে?" "হয় স্ব স্ব জ্ঞাতিজনের সহিত, নয় শাক্যকুলের সহিত।" তখন রাজা ভাবিলেন, 'আমি একটি শাক্যকন্যা আনিয়া তাহাকে অগ্রমহিষী করিব, তাহা করিলে ভিক্ষুরা আমাকে জ্ঞাতিসদৃশ মনে করিয়া আমার প্রতি প্রীতিমান্ হইবেন।'

অনন্তর তিনি উঠিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং দূতমুখে কপিলবস্তুতে সংবাদ পাঠাইলেন, "আপনারা আমাকে একটী কন্যা দান করুন, আমি আপনাদের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করি।" দূতদিগের† কথা শুনিয়া শাক্যগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা কোশলরাজের আজ্ঞাধীন স্থানে বাস করি, যদি তাঁহাকে কন্যা দান না করি, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত জাতক্রোধ হইবেন; কিন্তু দান করিলেও আমাদের কুলাচার ভঙ্গ হইবে। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি?" ইহা শুনিয়া মহানাম-নামক শাক্য উত্তর দিলেন, "কোন চিন্তা নাই, আমার কন্যা বাসভক্ষত্রিয়া নাগমুণ্ডানাম্নী দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছে। তাহার বয়স্ এখন ষোল বৎসর, সে পরমসুন্দরী, সুলক্ষণসম্পন্না এবং পিতৃধারায় ক্ষত্রিয়া। তাহাকেই ক্ষত্রিয়কন্যা বলিয়া প্রসেনজিতের নিকটে প্রেরণ করিব।" "ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব" বলিয়া সকল শাক্যই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং দূতদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমরা কন্যাদান করিতেছি আপনারা এখনই তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিতে পারেন।" দূতেরা ভাবিলেন, "এই শাক্যেরা জাতিসম্বন্ধে অত্যন্ত অভিমানী। যে ইহাদের কুলজাত নহে, এমন কন্যাকেও হয়ত ইহারা আত্মকুলজা বলিয়া দান করিতে পারে অতএব ইহাদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া আহার করে, এমন কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে।" তাঁহারা বলিলেন, "বেশ, গ্রহণ করিয়া যাইতেছি; কিন্তু যিনি আপনাদের সহিত একাসনে আহার করেন, এমন কন্যা গ্রহণ করিব।" শাক্যগণ দূতদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং কি করিবেন, আবার তাহা মন্ত্রণা করিতে

---

* যেখানে বসিয়া ভিক্ষুদিগের আহার করিবার ব্যবস্থা ছিল।

† মূলে কোথাও 'দূত', কোথাও 'দূতেরা' এইরূপ আছে। এখানে বহুবচনান্ত শব্দই ব্যবহৃত হইল।

লাগিলেন। মহানামা বলিলেন, "তোমরা চিন্তা করিও না; আমি ইহার উপায় করিয়া দিতেছি। আমি যখন ভোজনে বসিব, তখন তোমরা বাসভক্ষত্রিয়াকে অলঙ্কার পরাইয়া আমার নিকট আনিবে এবং আমি একগ্রাস মুখে দিবামাত্র একখানা পত্র দেখাইয়া বলিবে, "দেব, অমুক রাজা পত্র পাঠাইয়াছেন: তিনি কি বলিতেছেন অনুগ্রহপূর্ব্বক এখনই তাহা শুনিতে আজ্ঞা হয়।" সকলে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। মহানামা যখন ভোজনে বসিলেন, তখন তাহারা কুমারীকে অলঙ্কার পরাইল। মহানামা বলিলেন, "আমার মেয়েকে আন, সে আমার সঙ্গে আহার করুক।" তাহারা বলিল, "তিনি অলঙ্কার পরিলেই আসিবেন।" অনন্তর একটু বিলম্ব করিয়া তাহারা কুমারীকে মহানামার নিকট লইয়া গেল। তিনি বাবার সঙ্গে খাবেন ভাবিয়া সেই ভোজনপাত্রে হাত দিলেন। মহানামা তাঁহার সঙ্গে একগ্রাস তুলিয়া মুখে দিলেন এবং যেমন দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, অমনি কয়েক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে একখানা পত্র ধরিয়া বলিল, "দেব, অমুক রাজা পত্র পাঠাইয়াছেন; তিনি কি বলিয়াছেন শুনিতে আজ্ঞা হউক।" তখন "মা, তুমি খাও" বলিয়া মহানামা দক্ষিণ হস্তখানি পাত্রে রাখিয়াই বামহস্তে পত্রখানি লইলেন এবং উহা পড়িতে লাগিলেন। পত্রে কি লেখা আছে, মহানামা যেন তাহাই দেখিতে লাগিলেন; এদিকে বাসভক্ষত্রিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভোজন শেষ হইলে মহানামা হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন। দূতেরা ভিতরের ব্যাপার জানিতে পারিলেন না; তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল যে, বাসভক্ষত্রিয়া মহানামার কন্যা।

মহানামা কন্যাকে মহাসমারোহে প্রেরণ করিলেন। দূতগণ তাঁহাকে শ্রাবস্তীতে লইয়া রাজাকে বলিলেন, "এই কুমারী সৎকুলজাতা; ইনি মহানামার কন্যা।" রাজা তুষ্ট হইয়া সমস্ত নগর সুসজ্জিত করাইলেন এবং বাসভক্ষত্রিয়াকে রত্নরাশির মধ্যে বসাইয়া অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। বাসভক্ষত্রিয়া রাজার প্রিয়া ও চিত্ততোষিণী হইলেন। অচিরে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল; গর্ভরক্ষার্থ যে যে কার্য্য আবশ্যক, রাজার আদেশে সমস্ত সম্পাদিত হইল; বাসভক্ষত্রিয়া দশ মাস পরে এক সুবর্ণবর্ণ পুত্র প্রসব করিলেন। এই কুমারের নামকরণ-দিবসে রাজা নিজের পিতামহীর নিকট লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসিলেন "শাক্যরাজকন্যা বাসভক্ষত্রিয়া একটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন, ইহার কি নাম রাখা হইবে?" যে অমাত্য এই কথা জানিবার জন্য গিয়াছিলেন, তিনি একটু বধির ছিলেন। রাজপিতামহী তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "বাসভক্ষত্রিয়ার যখন পুত্র হয় নাই, তখনই তিনি সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন এখন তিনি রাজার আরও বল্লভা হইবেন।" বধির অমাত্য 'বল্লভা' শব্দটি ভালরূপে শুনিতে পারিলেন না, তিনি ভাবিলেন রাজপিতামহী বুঝি 'বিড়ূড়ভ' এই নাম উচ্চারণ করিয়াছেন। অতএব তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, কুমারের 'বিড়ূড়ভ' এই নাম রাখুন।" রাজা ভাবিলেন, ইহা বুঝি তাঁহার কুলগত কোন প্রাচীন নাম, অতএব কুমারের বিড়ূড়ভ নামই রাখা হইল।*

অতঃপর কুমার পদোচিত আদর যত্নের সহিত লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার যখন বয়স্ সাত বৎসর, তখন অন্য রাজপুত্রদিগের মাতামহকুল হইতে কৃত্রিম হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি ক্রীড়নক উপহার স্বরূপ আসিতে দেখিয়া তিনি একদিন বাসভক্ষত্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, অন্যের মাতামহালয় হইতে কত উপহার আসিয়া থাকে; আমাকে ত কেহ কিছু পাঠায় না! তোমার কি মা বাপ নাই?" বাসভক্ষত্রিয়া বলিলেন, "বৎস তোমার মাতামহবংশ শাক্যদিগের রাজা। তাঁহারা দূরে থাকেন বলিয়া কিছু পাঠাইতে পারেন না।" ইহার পর বিড়ূড়ভের বয়স্ যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তিনি একদিন তাঁহার মাতাকে বলিলেন, 'আমার একবার মাতামহালয় দেখিতে ইচ্ছা হয়।" বাসভক্ষত্রিয়া বলিলেন, "না, বৎস, সেখানে গিয়া কি করিবে?" কিন্তু তিনি নিষেধ করিলেও কুমার পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন বাসভক্ষত্রিয়া অগত্যা সম্মতি দিলেন—বলিলেন, "তবে যাও।"

* পালী 'বিড়ূড়ভ'; সংস্কৃত 'বিরূঢ়ক'।

তখন বিড়ূডভ পিতার অনুমতি লইয়া মহাসমারোহে যাত্রা করিলেন। বাসভক্ষত্রিয়া মহানামাকে অগ্রেই পত্রদ্বারা জানাইলেন, "আমি এখানে বেশ সুখে আছি। আমার গুরুজন যেন ইহাকে কোন গুপ্তকথা না বলেন।" বিড়ূডভের আগমনসংবাদ পাইয়া শাক্যগণ অল্পবয়স্ক কুমারদিগকে জনপদে পাঠাইয়া দিলেন, কেননা শাক্যবংশীয় কেহই তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিবেন না।

এদিকে বিড়ূডভ কপিলবস্তুতে পৌঁছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য শাক্যগণ সংস্থাগারে সমবেত হইলেন। সেখানে লোকে, ইনি আপনার মাতামহ ইনি আপনার মাতুল, এই বলিয়া সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিল। তিনি বিচরণ করিয়া একে একে তাঁহাদিগের সকলকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার পৃষ্ঠে ব্যথা হইল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে প্রণাম করিল না। ইহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে প্রণাম করিতে পারে, এমন কেহ কি নাই?" শাক্যগণ বলিলেন, "বৎস, যাহারা তোমার কনিষ্ঠ, তাহারা জনপদে গিয়াছে।" অনন্তর তাঁহারা অতি যত্নের সহিত বিড়ূডভের আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন।

বিড়ূডভ কপিলবস্তুতে কয়েকদিন বাস করিয়া মহাসমারোহে নিক্রান্ত হইলেন। অনন্তর এক দাসী, তিনি সংস্থাগারে যে ফলকাসনে বসিয়াছিলেন, তাহা দুগ্ধমিশ্রিত জলে ধৌত করিতে গিয়া কটুভাবে বলিল, "বাসভক্ষত্রিয়া দাসীর পুত্র এই আসনে বসিয়াছিল।" বিড়ূডভের একজন অনুচর ভ্রমক্রমে একখানা অস্ত্র ফেলিয়া গিয়াছিল। সে উহা লইতে আসিয়া, দাসী বিড়ূডভের প্রতি অবজ্ঞাসূচক যে কথা বলিয়াছিল, তাহা শুনিতে পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত রহস্য জানিতে পাইল—শুনিল যে, বাসভক্ষত্রিয়া মহানামার ঔরসে এক দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছেন। সে গিয়া সৈনিকপুরুষদিগকে এই কথা বলিল। তখন, 'বাসভক্ষত্রিয়া নাকি দাসীকন্যা' এই কথা লইয়া মহাকোলাহল হইল। তাহা শুনিয়া কুমার প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'ইহারা আমি যে আসনে বসিয়াছিলাম তাহা ক্ষীরোদকে ধৌত করুক, আমি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহাদের গলরক্তে আবার এই আসন ধৌত করিব।'

বিড়ূডভ শ্রাবস্তীতে ফিরিলে অমাত্যেরা রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তাঁহাকে দাসীকন্যা দিয়াছেন বলিয়া রাজা শাক্যদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। তিনি বাসভক্ষত্রিয়া ও কুমারকে যে ধনাদি দান করিতেন, তাহা রহিত করিলেন, দাসদাসীদিগকে লোকে যাহা দেয়, কেবল তাহাই দেওয়াইতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে শাস্তা রাজভবনে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আপনার জ্ঞাতিরা, শুনিলাম, আমাকে দাসীকন্যা দান করিয়াছেন। কাজেই আমি ইঁহাকে এবং ইঁহার পুত্রকে যে বৃত্তি দিতাম, তাহা বন্ধ করিয়াছি, দাসদাসীরা যাহা পাইবার উপযুক্ত, কেবল তাহাই দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, শাক্যেরা অন্যায় কাজ করিয়াছেন, কন্যাদান করিতে হইলে সজাতীয় কন্যা দান করাই কর্ত্তব্য। তবে একটা কথা বলিবার আছে। বাসভক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাতা এবং ক্ষত্রিয়ের গৃহে মহিষীপদে অভিষিক্তা। বিড়ূডভও ক্ষত্রিয়রাজের ঔরস পুত্র। মাতৃগোত্রে কি আসিয়া যায়? পিতৃগোত্রই আভিজাত্যের প্রমাণ, ইহা ভাবিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা এক দরিদ্রা কাষ্ঠহারিণীকে মহিষীপদে বরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভজাত পুত্র দ্বাদশযোজনবিস্তৃত এই বারাণসী নগরেই রাজপদ লাভ করিয়া কাষ্ঠবাহন রাজা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা রাজাকে কাষ্ঠহারিজাতক (৭) শুনাইলেন। রাজা ধর্ম্মকথা শুনিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন এবং পিতৃগোত্রই আভিজাত্যের প্রমাণ, ইহা বুঝিতে পারিয়া বাসভক্ষত্রিয়া ও তাঁহার পুত্রের জন্য পূর্ব্ববৎ বৃত্তিপ্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন।

কোশলরাজের সেনাপতির নাম বন্ধুল। তাঁহার স্ত্রী মল্লিকা বন্ধ্যা ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি পিত্রালয়ে গিয়া থাক।" অনন্তর তিনি মল্লিকাকে কুশীনগরে পাঠাইয়া দিলেন। মল্লিকা ভাবিলেন, "শাস্তাকে দেখিয়া যাইব।" তিনি জেতবনে প্রবেশ করিয়া তথাগতকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্টা হইলেন।

তখন তথাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাইতেছ?" "আমার স্বামী আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতেছেন।" "কেন?" "আমি বন্ধ্যা ও অপুত্রক বলিয়া।" "যদি ইহাই কারণ হয়, তবে তোমার গমনের প্রয়োজন নাই; তুমি ফির।" এই কথায় অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া মল্লিকা শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পতিগৃহে ফিরিলেন। বন্ধুল জিজ্ঞাসিলেন, "ফিরিলে যে?" "দশবল আমাকে ফিরিতে বলিয়াছেন।" বন্ধুল বলিলেন, "তথাগত, বোধ হয়, ইহার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাইয়াছেন।" অনন্তর মল্লিকা অচিরে গর্ভধারণ করিলেন, তাঁহার দোহদ জন্মিল, তিনি স্বামীকে বলিলেন, "আমার দোহদ জন্মিয়াছে।" "কি দোহদ?" "আমার ইচ্ছা হইতেছে, যে মঙ্গলপুষ্করিণীর জলে বৈশালীর গণরাজদিগের অভিষেক হইয়া থাকে, তাহাতে অবতরণ করিয়া স্নান করি ও জল খাই।" সেনাপতি "তাহাই হইবে" বলিয়া সহস্র ধনুর তুল্যবল এক ধনু গ্রহণ করিলেন, মল্লিকাকে রথে তুলিয়া শ্রাবস্তী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং রথ চালাইয়া বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে লিচ্ছবিদিগের অর্থধর্ম্মানুশাসক মহালি * নামক এক অন্ধ ব্যক্তি নগরদ্বারসমীপে বাস করিতেন। তিনি বন্ধুলসেনাপতির সহিত একই আচার্য্যগৃহে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। দ্বারের গোবরাটে যখন বন্ধুলের রথ প্রতিহত হইল, তখন সেই শব্দ শুনিয়া তিনি বলিলেন, "এ শব্দ বন্ধুল মল্লের রথের। আজ লিচ্ছবিদিগের মহাভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

মঙ্গলপুষ্করিণীর ভিতরে বাহিরে বলবান্ প্রহরী থাকিত, উহার উপরে লৌহজাল বিস্তৃত থাকিত, এই জন্য তাহাতে পাখীটা পর্য্যন্ত যাইতে পারিত না। সেনাপতি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক খড়্গাঘাতে রক্ষীদিগকে দূর করিয়া দিলেন, লৌহজাল ছেদন করিলেন, ভিতরে গিয়া ভার্য্যাকে স্নান ও জল পান করাইলেন, স্বয়ং স্নান করিয়া মল্লিকাকে রথে তুলিলেন এবং নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক রাজপথে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রক্ষকেরা গিয়া লিচ্ছবিদিগকে এই সংবাদ দিল। লিচ্ছবিরাজেরা শুনিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চশত ব্যক্তি পঞ্চশত রথে আরোহণ করিয়া বন্ধুলমল্লকে ধরিবার জন্য বাহির হইলেন। তাঁহারা প্রথমে মহালিকে এই কথা জানাইলেন, মহালি বলিলেন, "তোমরা যাইও না, বন্ধুল একাই তোমাদের সকলকে বধ করিবেন।" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা যাইবই যাইব।" "যদি একান্তই যাও, তবে যেখানে দেখিবে একটা চক্রের নাভি পর্য্যন্ত মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থান হইতে ফিরিবে। যদি তাহা না কর, তবে যেখানে গিয়া সম্মুখে বজ্রধ্বনির ন্যায় ধ্বনি শুনিবে, সেখান হইতে ফিরিবে, যদি তাহাও না কর, তবে যেখানে তোমাদের রথের ধুরে ছিদ্র দেখিতে পাইবে সেখান হইতে ফিরিবে, ইহার পর আর অগ্রসর হইও না।" তাঁহারা মহালির কথামত প্রতিবর্ত্তন না করিয়া বন্ধুলের অনুধাবনই করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া মল্লিকা বলিলেন, "স্বামিন্, অনেকগুলি রথ দেখা যাইতেছে। বন্ধুল বলিলেন "বেশ, যখন সবগুলি একখানা রথের মত দেখা যাইবে তখন জানাইবে।" অনন্তর যখন শ্রেণীবদ্ধ রথগুলি একখানা রথের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, তখন মল্লিকা বলিলেন, "স্বামিন্, কেবল একখানা রথের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে।' 'তবে তুমি অশ্বরশ্মি ধর।" ইহা বলিয়া তিনি মল্লিকার হস্তে রশ্মি দিলেন এবং নিজে রথে দাঁড়াইয়া ধনুকে জ্যা আরোপণ করিলেন, অমনি তাঁহার রথচক্র নাভি পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল। লিচ্ছবিরা সেখানে গিয়া উহা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। বন্ধুল কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ধনুকে টঙ্কার দিলেন, উহা বজ্রধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইল; কিন্তু লিচ্ছবিরা সেখান হইতেও ফিরিলেন না, অনুধাবন করিয়াই চলিলেন। অনন্তর বন্ধুল রথে দাঁড়াইয়াই একটা শর নিক্ষেপ করিলেন, উহা সেই পঞ্চশত রথের অগ্রভাগ বেধ করিল, এবং ঐ পঞ্চশত রাজার প্রত্যেকের দেহে যে অংশে কটিবন্ধ গ্রন্থি ছিল, সেই অংশ বেধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু রাজারা যে বিদ্ধ হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তাহারা "তিষ্ঠ" "তিষ্ঠ' বলিয়া অনুধাবন করিয়াই চলিলেন। বন্ধুল রথ থামাইয়া বলিলেন "তোমরা মৃত,

* অথবা 'মহালিচ্ছবি'।

মৃতের সহিত আমার যুদ্ধ হইতে পারে না।" "কি! আমাদের মত লোকে মৃত! এ নূতন কথা বটে।" "বিশ্বাস না হয়, তোমাদের মধ্যে যে সর্ব্বাগ্রে আছ, তাহার কটিবন্ধ খোল।" অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি তাহাই করিলেন এবং খুলিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিয়া পতিত হইলেন। তখন বন্ধুল বলিলেন, "তোমাদের সকলেরই এই দশা; এখন স্ব স্ব গৃহে গিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য তাহা কর, দারাপুত্রকে উপদেশ দাও এবং বর্ম্মাদি খোল।" লিচ্ছবিরাজেরা এই ভাবে প্রাণত্যাগ করিলেন। *

অতঃপর বন্ধুল মল্লিকাকে লইয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিলেন। মল্লিকা একে একে ষোলবার যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। এই কুমারেরা সকলেই বলবান্ ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের এক সহস্র অনুচর ছিল, ইঁহারা যখন পিতার সহিত রাজভবনে যাইতেন, তখন ইঁহাদের দ্বারাই রাজাঙ্গণ পূর্ণ হইত। একদিন একটা মিথ্যা মকদ্দমায় পরাজিত হইয়া কয়েক জন লোক বন্ধুলকে দেখিবামাত্র মহাচীৎকার করিতে করিতে জানাইল যে, বিচারকেরা মিথ্যা অভিযোগকারীদিগের পক্ষপাতী হইয়াছেন। তখন বন্ধুল বিচারগৃহে গিয়া তথ্যানুসন্ধান করিলেন, এবং যাহার ধন তাহাকেই দেওয়াইলেন। ইহাতে সমবেত লোকে মহাশব্দে তাঁহাকে সাধুকার দিতে লাগিল। রাজা ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া এত তুষ্ট হইলেন যে, অন্য সকল অমাত্যকে দূর করিয়া বন্ধুলকেই বিনিশ্চয়ের ক্ষমতা দিলেন। বন্ধুল তদবধি বিনাপক্ষপাতে বিচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে ভূতপূর্ব্ব বিচারকদিগের উৎকোচলাভের পথ রুদ্ধ হইল; তাঁহাদের আয় কমিয়া গেল। তাঁহারা বন্ধুলের বিরুদ্ধে রাজার মন ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন—বলিতে লাগিলেন, "বন্ধুল নিজেই রাজপদগ্রহণের অভিসন্ধি করিয়াছেন। রাজা তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন, কিছুতেই নিজের চিত্তকে সন্দেহবিমুক্ত করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 'বন্ধুলকে যদি এখানেই বধ করি, তাহা হইলে লোকে আমার নিন্দা করিবে।' এজন্য তিনি কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে উপদ্রব ঘটাইলেন এবং বন্ধুলকে ডাকাইয়া বলিলেন, শুনিতেছি, প্রত্যন্তে নাকি বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে; তুমি তোমার পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া সেখানে যাও এবং দস্যুদিগকে ধরিয়া আন।" তিনি বন্ধুলের সঙ্গে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আরও মহাযোধ পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "ইহার এবং ইহার বত্রিশ জন পুত্রের মাথা কাটিয়া আনিবে।" বন্ধুল প্রত্যন্তে যাইতেছেন শুনিয়াই রাজা যে সকল দস্যু নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা পলায়ন করিল। বন্ধুল প্রত্যন্তবাসীদিগকে স্ব স্ব বাসস্থানে পুনঃ স্থাপিত করিয়া এবং তাহাদিগকে নির্ভয় করিয়া প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর, তিনি যখন রাজধানীর অদূরে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই মহাযোধগণ তাঁহার এবং তদীয় দ্বাত্রিংশ পুত্রের শিরশ্ছেদ করিল।

সেই দিন মল্লিকা অগ্রশ্রাবকদ্বয়প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহার নিকট পত্র আসিল যে, তাহার স্বামীর ও পুত্রদিগের শিরশ্ছেদ হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃসংবাদ পাইয়াও তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না; তিনি পত্রখানি কটিদেশে বাঁধিয়া ভিক্ষুদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিচারিকা ভিক্ষুদিগকে ভাত দিবার পর ঘৃতের কলসী আনিবার কালে উহা স্থবিরদিগের সম্মুখে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া ধর্ম্মসেনাপতি বলিলেন, "চিন্তার কারণ নাই; যাহা ভঙ্গুর তাহাই ভাঙ্গিয়াছে।" তখন

* ইংরাজী অনুবাদক এই প্রসঙ্গের অনুরূপ দুইটী আখ্যায়িকা দিয়াছেন। প্রথমটীতে দেখা যায়, ঘাতক এমন কৌশলে এক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিয়াছিল যে, হত ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারে নাই। অনন্তর সে যেমন নস্য গ্রহণ করিল, অমনি হাঁচি দিতে গিয়া তাহার মাথাটা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় আখ্যায়িকায় আছে যে, বিবাদ করিতে করিতে একজন এমন কৌশলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তরবারি দিয়া দ্বিখণ্ডিত করিল যে, সে তখনও বসিয়া কলহ করিতে লাগিল। অনন্তর সে যেমন যাইবার জন্য উঠিতে চেষ্টা করিল, অমনি তাহার শরীরের দুই খণ্ড দুই দিকে পড়িয়া গেল।

মল্লিকা কটিদেশ হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "লোকে আমাকে এই পত্রে জানাইয়াছে যে, আজ আমার বত্রিশটী পুত্রের ও স্বামীর শিরশ্ছেদ হইয়াছে। যখন ইহা শুনিয়াও শোকগ্রস্ত হই নাই, তখন ঘৃতকলসী ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া চিন্তিত হইব কেন?" তখন ধর্ম্মসেনাপতি সুত্রনিপাত হইতে, "অনিমিত্ত অজ্ঞাত" ইত্যাদি গাথাগুলি বলিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন * এবং ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক বিহারে প্রতিগমন করিলেন। মল্লিকাও বত্রিশটী পুত্রবধূ ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমাদের নিরপরাধ পতিরা স্ব স্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল পাইয়াছে; অতএব শোক করিও না, রাজার উপরেও যেন তোমাদের মনে বিদ্বেষভাব না জন্মে।" রাজার চরেরা ইহা শুনিয়া, তাহারা যে নিরপরাধ, রাজাকে এ কথা জানাইল। ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া রাজা মল্লিকার গৃহে গমন করিলেন এবং তাঁহার ও তদীয় পুত্রবধূদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মল্লিকাকে বর দিতে চাহিলেন। মল্লিকা বলিলেন, "মহারাজ যখন বর দিতে চাহিলেন, তখন উহা গ্রহণই করিলাম।" অনন্তর রাজা চলিয়া গেলে তিনি প্রেতপিণ্ড দান করিলেন এবং স্নানান্তে রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি বর দিতে চাহিয়াছেন, আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই, আমি এবং আমার বত্রিশটী পুত্রবধূ স্ব স্ব পিত্রালয়ে যাইতে পারি, এই অনুমতি দিন" রাজা ইহাতে সম্মতি দিলেন। মল্লিকা পুত্রবধূদিগকে স্ব স্ব পিতৃগৃহে প্রেরণ করিলেন এবং নিজে কুশীনগরে নিজের পিত্রালয়ে গেলেন। অতঃপর রাজা বন্ধুলের ভাগিনেয় দীর্ঘ কারায়ণকে † সৈনাপত্য প্রদান করিলেন। 'এই রাজা আমার মাতুলকে বধ করিয়াছেন' ভাবিয়া দীর্ঘ কারায়ণ রাজার দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

নিরপরাধ বন্ধুলের প্রাণসংহারের পর রাজা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, তাঁহার চিত্তে শান্তি ছিল না, রাজ্যে সুখ ছিল না। তখন শাস্তা শাক্যদিগের উড়ুম্পনামক নগরের নিকটে বাস করিতেছিলেন। রাজা সেখানে গিয়া উদ্যানের অনতিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন, অল্পমাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিবার জন্য বিহারে গমন করিলেন এবং কারায়ণের হস্তে পঞ্চরাজচিহ্ন দিয়া একাকী গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর যাহা ঘটিল তাহা ধর্ম্মচৈত্যসূত্রানুসারে ‡ বলিতে হইবে।

রাজা গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলে কারায়ণ রাজচিহ্নগুলি লইয়া বিড়ূডভকে রাজা করিলেন এবং প্রসেনজিতের জন্য কেবল একটী অশ্ব এবং একজন পরিচারিকা রাখিয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া গেলেন।

প্রসেনজিৎ শাস্তার সহিত প্রিয়সংলপনপূর্ব্বক স্কন্ধাবারে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেনা চলিয়া গিয়াছে। তিনি সেই পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ভাগিনেয়কে § আনয়ন করিয়া বিড়ূডভকে বন্দী করিবেন এই উদ্দেশ্যে রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি রাত্রিকালে রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নগরদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, কাজেই বহিঃস্থ একটা গৃহে শয়ন করিলেন এবং বাতাতপ-ক্লান্তিবশতঃ রাত্রিকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে, "কোশলনরেন্দ্র অনাথ অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন।" বলিয়া পরিচারিকা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। লোকে অজাতশত্রুকে এই সংবাদ দিল। তিনি মহাসমারোহে মাতুলের শরীরকৃত্য সম্পাদন করিলেন।

---

* সুত্রনিপাত, মহাবর্গ, ৫৭৪। ইহা শল্যসূত্র নামে বিদিত। ইহার প্রথম গাথা এই :—

অনিমিত্তং অনঞ্ঞাতং মচ্চানং ইধ জীবিতং। কসিরং চ পরিত্তং চ তং চ দুক্খেন সঞ্ঞুতং ॥ (মরণশীল জীবের ইহজীবন নিমিত্তহীন, অজ্ঞাত, ক্লেশদায়ক, ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখসঙ্কুল। নিমিত্তহীন অর্থাৎ যাহার উপর আমাদের কোনরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি নাই)।

† উদীচ্য বৌদ্ধ-সাহিত্যে ইঁহার নাম দীর্ঘ চারায়ণ।

‡ মধ্যমনিকায়, মধ্যম পঞ্চাশৎ, রাজবর্গ, ৯। কোশলরাজ কি কি কারণে বুদ্ধদেবকে এত ভক্তি করিতেন, এই সূত্রে তাহা বলিয়াছেন।

§ অজাতশত্রুকে।

বিড়ূডভ রাজ্যলাভ করিয়া পূর্ব্বশক্রতা স্মরণপূর্ব্বক শাক্যকুল নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে মহতী সেনাসহ কপিলবস্তুর দিকে যাত্রা করিলেন। ঐ দিন প্রত্যূষকালে শাস্তা ত্রিভুবন পর্য্যবলোকন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার জ্ঞাতিকুল বিনষ্ট হইতে যাইতেছে। তিনি স্থির করিলেন যে জ্ঞাতিজনের প্রতি দয়া প্রদর্শন অবশ্যকর্ত্তব্য। তিনি পূর্ব্বাহ্নে ভিক্ষায় বাহির হইলেন, ভিক্ষাচর্য্যান্তে গন্ধকুটীরে গিয়া সিংহশয্যায়* শয়ন করিলেন এবং সায়াহ্নকালে আকাশপথে কপিলবস্তুতে গিয়া একটা স্বল্পচ্ছায় বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ইহার অনতিদূরে বিড়ূডভের রাজ্যের সীমায় একটা সান্দ্রচ্ছায় প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। বিড়ূডভ শাস্তাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, এই গরমের সময় কি কারণে স্বল্পচ্ছায় বৃক্ষটার মূলে বসিয়া আছেন; চলুন, ঐ সান্দ্রচ্ছায় বৃক্ষের মূলে বসুন গিয়া।" শাস্তা বলিলেন, "কোন প্রয়োজন নাই, মহারাজ। জ্ঞাতিজনের ছায়াই সর্ব্বাপেক্ষা শীতল।" বিড়ূডভ ভাবিলেন, 'শাস্তা জ্ঞাতিগণের রক্ষার্থ আগমন করিয়াছেন।' তিনি শাস্তাকে প্রণাম করিয়া শ্রাবস্তীতেই ফিরিয়া গেলেন। শাস্তাও আকাশপথে জেতবনে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু বিড়ূডভ শাক্যদিগের অপরাধ ভুলিতে পারিলেন না। তিনি দ্বিতীয় বার অভিযানে বাহির হইলেন; কিন্তু সেবারও শাস্তাকে সেখানে দেখিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার তৃতীয় বারের চেষ্টাও এইরূপে বিফল হইল। কিন্তু যখন তিনি চতুর্থবার যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তখন শাস্তা শাক্যদিগের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম বিচারপূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহারা নদীতে বিষ প্রক্ষেপ করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহার ফল এড়াইতে পারিবেন না। এইজন্য তিনি চতুর্থবারে কপিলবস্তুতে গেলেন না। রাজা বিড়ূডভ স্তন্যপায়ী শিশুপর্য্যন্ত সমস্ত শাক্যের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাঁহাদের গলরক্তে সেই ফলকাসন ধৌত করাইলেন; এবং এইরূপে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিলেন।

শাস্তা যে দিন তৃতীয়বার কপিলবস্তুতে গিয়া সেখান হইতে ফিরিয়াছিলেন, তাহার পরদিন তিনি ভিক্ষাচর্য্যান্তেই ভোজন শেষ করিয়া, গন্ধকুটীরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এই সময়ে নানা দেশ হইতে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ ভাই, শাস্তা নিজে দেখা দিয়া রাজাকে ফিরাইয়াছেন এবং জ্ঞাতিদিগকে মরণভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। শাস্তা জ্ঞাতিবর্গের এতই হিতকামী!" তাঁহারা এইরূপে ভগবানের গুণকথা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং, বলিলেন, "দেখ, তথাগত কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও জ্ঞাতিজনের হিতচর্য্যা করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত দশবিধ রাজধর্ম্মপালনপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজ্য করিতেন। তিনি একদিন ভাবিলেন, 'জম্বুদ্বীপের রাজারা বহুস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদে বাস করেন; বহুস্তম্ভদ্বারা প্রাসাদ গঠন করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতএব আমি একস্তম্ভবিশিষ্ট একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইতে পারিলে সমস্ত রাজার অগ্রণী হইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সূত্রধার ডাকাইলেন এবং তাহাদিগকে একটী একস্তম্ভ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন। তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং একস্তম্ভ প্রাসাদনির্ম্মাণোপযোগী বহু ঋজু ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিতে পাইল। অনন্তর তাহারা ভাবিল, 'গাছ ত আছে; কিন্তু পথ অসমান; গাছ নামাইতে পারিব না। যাই, রাজাকে গিয়া একথা বলি।' রাজা ভাবিয়া বলিলেন, "যে ভাবে পার, শীঘ্র গাছ নামাও।" তাহারা বলিল, "দেব, কোন উপায়েই নামাইতে পারিব না।" "তবে আমার উদ্যানে গিয়া একটা গাছ দেখ।" সূত্রধারেরা

* সিংহের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া শোওয়ার নাম সিংহশয্যা।

উগ্যানে গিয়া একটা সুন্দর ঋজু বৃক্ষ দেখিতে পাইল। ঐ বৃক্ষটী মঙ্গলবৃক্ষ ছিল; গ্রামনিগমবাসীরা, এমন কি রাজকুলের লোকেরাও উহার পূজা করিত। সূত্রধারেরা রাজার নিকটে গিয়া এই কথা জানাইল। রাজা বলিলেন, আমার উদ্যানে বৃক্ষ পাইয়াছ—ভালই হইয়াছে। যাও, উহা কাট গিয়া।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া গন্ধমাল্যাদিহস্তে উদ্যানে প্রবেশ করিল বৃক্ষটীর গায়ে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক দিল, সূত্রদ্বারা উহার কাণ্ড বেষ্টন করিল, উহাতে পুষ্পগুচ্ছ বন্ধন করিল, তলে প্রদীপ জ্বালিল, পূজা দিল এবং বলিল, "আজ হইতে সপ্তমদিনে আসিয়া এই বৃক্ষটীকে ছেদন করিব; রাজা ছেদন করাইতেছেন এই বৃক্ষে যে দেবতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অন্যত্র যাউন; আমাদের ইহাতে কোন দোষ নাই।" ঐ বৃক্ষজাত দেবপুত্র এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন, 'সূত্রধারেরা নিশ্চয় বৃক্ষটী ছেদন করিবে; তাহা হইলে আমার বিমান নষ্ট হইবে; বিমান যতদিন থাকিবে, আমার জীবনও ততদিন থাকিবে। এই বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া তরুণশালবৃক্ষসমূহে যে সকল দেবতা জন্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার জ্ঞাতি; তাঁহাদেরও বহু বিমান নষ্ট হইবে। আমার জ্ঞাতিদের বিনাশ হইবে, ইহা যত দুঃখের বিষয়, আমার নিজের বিনাশ তত নহে। অতএব আমার কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের জীবন দান করি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নিশীথকালে দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া রাজার শ্রীগর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং দেহপ্রভায় সমস্ত গৃহ উদ্‌ভাসিত করিয়া রাজার শিয়রে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা ভীত ও ত্রস্ত হইলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময়ে প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। কে তুমি আকাশে বসি? দিব্য বস্ত্রে হয়ে বিমণ্ডিত
কেন বরষিছ অশ্রু? কি কারণে হইয়াছ ভীত?

ইহা শুনিয়া দেবরাজ * দুইটী গাথা বলিলেন:—

২। রাজ্যে তব সুবিখ্যাত ভদ্রশাল নামটী আমার;
বৎসর ষষ্টিসহস্র পাইতেছি পূজা সবাকার।
৩। নির্ম্মিল নগর কত, কত গৃহ, রাজার ভবন
বিবিধ এ দীর্ঘকালে। কিন্তু কেহ করে নি কখন
অত্যাচার মোর প্রতি; অন্যে মোরে পূজে যেইরূপ
তেমনি শ্রদ্ধার সহ তুমিও করহ পূজা, ভূপ।

তখন রাজা দুইটী গাথা বলিলেন:—

৪। তব তুল্য স্থূলকায় খুঁজিয়া না পাই বৃক্ষ আর,
ঋজু, দীর্ঘ, দৃঢ়দারু—সমস্তই সুন্দর তোমার।
৫। নির্ম্মিব প্রাসাদ আমি একস্তম্ভ অতি সুদর্শন,
আনিব তোমায় সেথা, দীর্ঘ তুমি লভিবে জীবন।

ইহা শুনিয়া দেবরাজ দুইটী গাথা বলিলেন:—

৬। সশরীরে বিনাশিতে একান্তই ইচ্ছা যদি হয়,
না কাটিয়া একেবারে, বহু খণ্ডে কাট, মহাশয়।

* ঐ বৃক্ষ দেবতা। অন্যান্য তরুণ বৃক্ষ-দেবতা তাঁহার আশ্রিত বলিয়া তিনি এখানে দেবরাজ নামে বর্ণিত।

৭। কাট অগ্রভাগ অগ্রে, কাট মধ্যে, শেষে মূলদেশ ;
কাটিলে এমন ভাবে, না পাইব মরণের ক্লেশ।

অনন্তর রাজা দুইটী গাথা বলিলেন :—

৮। হস্ত, পাদ, নাসা, কর্ণ একে একে কাটি জীবিতের
পশ্চাতে কাটিলে মাথা, কি দুর্দশা সে হতভাগ্যের!
৯। তুমি কিন্তু খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন হতে চাও, বনস্পতি!
ইহাতেই পাবে সুখ! বল কি কারণে হেন মতি?

বোধিসত্ত্ব দুইটী গাথায় ইহার উত্তর দিলেন :—

১০। ধর্মানুমোদিত হেতু আছে মোর, করি নিবেদন ;
খণ্ডশঃ হইতে ছিন্ন চাই কেন, শুনহে রাজন্।
১১। জ্ঞাতিগণ পার্শ্বে থাকি, বাত হতে হয়ে সুরক্ষিত,
আমার আশ্রয়ে, ভূপ, হইয়াছে সুখ-সম্বর্দ্ধিত।
একেবারে কাট যদি, হবে মোর পতনে সবার
মহাধ্বংস যুগপৎ, দুঃখ তারা পাইবে অপার।

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই দেবপুত্র ধার্ম্মিক ; নিজের বিমান নষ্ট হয় হউক ; কিন্তু ইনি জ্ঞাতিগণের বিমাননাশ ইচ্ছা করেন না। ইনি জ্ঞাতিগণের হিতসাধনে সচেষ্ট। অতএব ইঁহাকে অভয় দিতে হইতেছে।' অনন্তর তিনি হৃষ্টচিত্তে অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন—

১২। ভদ্রশাল বনস্পতি, তুমি সাধুচিন্তাপরায়ণ ;
জ্ঞাতিজন হিতকারী ; দিলাম অভয় সে কারণ।

ইহার পর দেবরাজ রাজাকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া চলিয়া গেলেন ; রাজা তাঁহার উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন।

এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা দেখিলে যে, তথাগত পূর্ব্বেও জ্ঞাতিদিগের হিতসাধন করিতেন।"

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই তরুণ শালবৃক্ষসমূহে জাত দেবগণ, এবং আমি ছিলাম ভদ্রশাল দেবরাজ।]

৪৬৬—সমুদ্রবাণিজ-জাতক *

[দেবদত্ত তাঁহার পঞ্চশত অনুচরসহ নরকে গিয়াছিলেন, তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। যখন অগ্রশ্রাবকদ্বয় দেবদত্তের কতকগুলি শিষ্য লইয়া প্রতিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, † তখন তিনি শোক সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ হইতে উষ্ণরক্ত বমন করিয়াছিলেন। কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া

---

* বাণিজ=বণিক্। আখ্যায়িকা-বর্ণিত সূত্রধারেরা সমুদ্রযাত্রী ছিল বলিয়া 'বণিক্' নামে অভিহিত হইয়াছে।

† বিরোচন-জাতকের (১৪৩) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

তিনি তথাগতের গুণ স্মরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এই নব মাস তথাগতের অনর্থ ভাবনা করিতেছি, কিন্তু শাস্তার মনে আমার সম্বন্ধে কোন পাপচিন্তা নাই; অশীতি মহাস্থবিরও আমার সম্বন্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ করেন না। আমি স্বকৃতকর্ম্মের ফলে এখন অসহায় হইলাম। শাস্তা নিজে, মহাস্থবিরগণ, জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ স্থবির রাহুল, শাক্যরাজগণ, সকলেই আমাকে বর্জ্জন করিয়াছেন। শাস্তা যাহাতে আমাকে ক্ষমা করেন, এখন গিয়া তাহার উপায় দেখি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি অনুচরদিগকে ইঙ্গিত করিলেন; তিনি একখানা মঞ্চে উঠিলেন, অনুচরেরা উহা বহন করিয়া প্রত্যহ রাত্রিকালে যাইতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিন পরে তিনি কোশল রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। স্থবির আনন্দ শাস্তাকে সংবাদ দিলেন, "দেবদত্ত নাকি আপনার নিকট ক্ষমা পাইবার আশায় আসিতেছেন।" শাস্তা বলিলেন, "আনন্দ, দেবদত্ত আমার দর্শনলাভ করিতে পারিবে না।" অতঃপর দেবদত্ত শ্রাবস্তী নগরে পৌঁছিলে আনন্দ আবার শাস্তাকে একথা জানাইলেন। ভগবান্ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, এবারও তাহাই বলিলেন। দেবদত্ত যখন জেতবনদ্বারে জেতবনের পুষ্করিণীর সমীপে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পাপের ফলভোগ করিবার সময় আসিল। তাঁহার শরীরে দাহ জন্মিল, স্নান করিয়া জলপান করিবেন এই অভিপ্রায়ে তিনি বলিলেন, "ভদ্রগণ, মঞ্চ অবতারণ কর, আমি জল পান করিব।" কিন্তু তিনি অবতরণপূর্ব্বক যেমন ভূমিতে পদস্থাপন করিলেন, অমনি তাঁহার স্বস্তিলাভের পূর্ব্বেই এই বিশাল ধরাতল বিদীর্ণ হইল, এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার পাপের ফলভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তথাগতের গুণ স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন,

স্বগত, পুরুষোত্তম, দেবের প্রধান, পুণ্যচিহ্ন দেহে যাঁর সহস্র প্রমাণ,
সর্ব্বদর্শী, নরদম্য সারথি *, ভগবান্; লইনু শরণ তাঁর সপি দেহ, প্রাণ। †

কিন্তু এই গাথায় বুদ্ধের শরণ লইবার কালেই তিনি অবীচিতে পতিত হইলেন। পঞ্চশত ব্যক্তি সপরিবারে তাঁহার সেবা করিত। তাহারাও তদীয় পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দশবলের নিন্দা করিয়াছিল এবং তাঁহাকে গালি দিয়াছিল, এজন্য তাহারাও অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। দেবদত্ত এইরূপে পঞ্চশত কুল সঙ্গে লইয়া অবীচিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, পাপিষ্ঠ দেবদত্ত লাভের লোভে অকারণ সম্যকসম্বুদ্ধের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; ইহার যে কি ভীষণ পরিণাম, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখে নাই; এখন সে পঞ্চশত কুলসহ অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল।" শাস্তা এই সময়ে সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেবদত্ত যে কেবল এখনই লাভ ও সৎকারের লোভে অনাগত ভয়ের দিকে লক্ষ্য করে নাই, এমন নহে; পূর্ব্বেও সে ভবিষ্যৎ বিপদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উপস্থিত সুখের লোভে সানুচর মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসী নগরের অনতিদূরে সূত্রধারদিগের একখানি বৃহৎ গ্রাম ছিল সেখানে এক হাজার ঘর সূত্রধার বাস করিত। "তোমাদের

---

* মনুষ্য দম্য অর্থাৎ বলীবর্দ্দস্বরূপ; একমাত্র বুদ্ধই তাহার সারথি, অর্থাৎ তাহাকে সংযত রাখিতে পারেন।

† মূলে 'অট্‌ঠিহি', 'পাণেহি' আছে। বোধ হয় দেবদত্ত নিজের রুগ্ন, কঙ্কালমাত্রসার দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'অস্থি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

মাচা তৈয়াব কবিব, পিড়ি তৈয়াব কবিব, ঘব তৈয়াব কবিব", ইত্যাদি বলিযা সূত্রধাবেবা লোকেব নিকট বহু অর্থ অগ্রিম লইত ; কিন্তু তাহাবা কোন দ্রব্যই প্রস্তুত কবিয়া উঠিতে পাবিত না। এজন্য লোকে সূত্রধাব দেখিলেই তাহাকে গালি দিত, তাহাদেব অন্য কাজ কর্ম্মেও বাধা জন্মাইত। ঋণদাতাদিগেব উপদ্রবে শেষে সূত্রধাবদিগেব পক্ষে সে গ্রামে তিষ্ঠা অসাধ্য হইল। বিদেশে গিয়া যেখানে সেখানে বাস করিবে, এই উদ্দেশ্যে তাহাবা বনেব মধ্যে কতকগুলি গাছ কাটিল, তদ্দ্বাবা একখানি বৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ কবিল, নৌকাখানি নদীতে নামাইয়া আনিল, উহা গ্রাম হইতে এক বা দুই ক্রোশ দূবে, * কোন স্থানে রাখিয়া নিশীথ সময়ে গ্রামে গেল, সেখান হইতে স্ত্রীপুত্রদিগকে লইয়া নৌকায় ফিবিল এবং সকলে আবোহণ কবিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিয়দ্দিন পবে তাহা মহাসমুদ্রে পৌঁছিল এবং বায়ুবেগে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া সমুদ্রগর্ভস্থ একটী দ্বীপে উপনীত হইল। ঐ দ্বীপে প্রচুব স্বয়ংজাত শালি, ইক্ষু, কদলি, আম্র, জম্বু, পনস, নাবিকেল প্রভৃতি বিবিধ শস্য ও ফল পাওয়া যাইত। ইতঃপূর্ব্বে এক ভগ্নপোত ব্যক্তি সেখানে উপনীত হইয়া শালিতণ্ডুলেব অন্ন এবং ইক্ষু প্রভৃতি ভোজন কবিয়া বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল। সে ঐ দ্বীপেই বাস করিত ; কিন্তু সে বস্ত্রাভাবে নগ্ন থাকিত ; ক্ষৌবকর্ম্ম কবাইতে না পারায় তাহার শ্মশ্রু ও কেশও দীর্ঘ হইয়াছিল।

সূত্রধাবেবা ভাবিতে লাগিল, 'এই দ্বীপ যদি বাক্ষস পবিগৃহীত হয়, তাহা হইলে আমাদের বিনাশ অনিবার্য্য। অতএব একবার স্থানটা অনুসন্ধান কবিয়া দেখা যাউক।' এই সঙ্কল্প কবিয়া সাত জন সাহসী ও বলবান্ পুরুষ পঞ্চায়ুধে সজ্জিত হইয়া নৌকা হইতে অবতবণ কবিল এবং দ্বীপটীব কোথায় কি আছে দেখিতে লাগিল।

এই সময়ে সেই ভগ্নপোত লোকটা প্রাতরাশ-সমাপনান্তে ইক্ষুবস পান কবিয়াছিল। সে মনেব আনন্দে দ্বীপেব কোন বমণীয় ভূভাগে রজতপট্টনিভ বালুকাব উপব শীতল ছায়ায় উত্তানভাবে শযন কবিয়া মনেব উচ্ছ্বাসে যে গান কবিতেছিল তাহাব মর্ম্ম এই :—জম্বুদ্বীপেব লোকে চাষ কবে ও শস্য বপন কবে ; তাহাবা এমন সুখ ভোগ কবিতে পাবে না। আমাব এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক 'মনের উচ্ছ্বাসে গান করিতেছিল' এই বাক্য বিশদ করিবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। চষে জমি, বপে বীজ জম্বুদ্বীপে সব ; না খাটিলে জীবিকা-নির্ব্বাহ অসম্ভব।
এই দ্বীপে তাহাদের নাই অধিকার ; জম্বুদ্বীপ হ'তে শ্রেষ্ঠ এ দ্বীপ আমার।

---

* গাবুতড চ যোজনমত্তে' = হয়এক গব্যূতি, নয় অর্দ্ধ যোজন মাত্র দূরে। গব্যূতি = ½ ক্রোশ।

তিনি তথাগতের গুণ স্মরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এই নয় মাস তথাগতের অনর্থ ভাবনা করিতেছি, কিন্তু শাস্তার মনে আমার সম্বন্ধে কোন পাপচিন্তা নাই; অশীতি মহাস্থবিরও আমার সম্বন্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ করেন না। আমি স্বকৃতকর্ম্মের ফলে এখন অসহায় হইলাম। শাস্তা নিজে, মহাস্থবিরগণ, জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ স্থবির রাহুল, শাক্যরাজগণ, সকলেই আমাকে বর্জ্জন করিয়াছেন। শাস্তা যাহাতে আমাকে ক্ষমা করেন, এখন গিয়া তাহার উপায় দেখি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি অনুচরদিগকে ইঙ্গিত করিলেন; তিনি একখানা মঞ্চে উঠিলেন, অনুচরেরা উহা বহন করিয়া প্রত্যহ রাত্রিকালে যাইতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিন পরে তিনি কোশল রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। স্থবির আনন্দ শাস্তাকে সংবাদ দিলেন, "দেবদত্ত নাকি আপনার নিকট ক্ষমা পাইবার আশায় আসিতেছেন।" শাস্তা বলিলেন, "আনন্দ, দেবদত্ত আমার দর্শনলাভ করিতে পারিবে না।" অতঃপর দেবদত্ত শ্রাবস্তী নগরে পৌঁছিলে আনন্দ আবার শাস্তাকে একথা জানাইলেন। ভগবান্ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, এবারও তাহাই বলিলেন। দেবদত্ত যখন জেতবনদ্বারে জেতবনের পুষ্করিণীর সমীপে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পাপের ফলভোগ করিবার সময় আসিল। তাঁহার শরীরে দাহ জন্মিল, স্নান করিয়া জলপান করিবেন এই অভিপ্রায়ে তিনি বলিলেন, "ভদ্রগণ, মঞ্চ অবতারণ কর, আমি জল পান করিব।" কিন্তু তিনি অবতরণপূর্ব্বক যেমন ভূমিতে পদস্থাপন করিলেন, অমনি তাঁহার স্বস্তিলাভের পূর্ব্বেই এই বিশাল ধরাতল বিদীর্ণ হইল, এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার পাপের ফলভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; তিনি তথাগতের গুণ স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন,

সুগত, পুরুষোত্তম, দেবের প্রধান, পুণ্যচিহ্ন দেহে যাঁর সহস্র প্রমাণ,
সর্ব্বদর্শী, নরদম্য সারথি *, ভগবান্; লইনু শরণ তাঁর সপি দেহ, প্রাণ। †

কিন্তু এই গাথায় বুদ্ধের শরণ লইবার কালেই তিনি অবীচিতে পতিত হইলেন। পঞ্চশত ব্যক্তি সপরিবারে তাঁহার সেবা করিত। তাহারাও তদীয় পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দশবলের নিন্দা করিয়াছিল এবং তাঁহাকে গালি দিয়াছিল, এজন্য তাহারাও অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। দেবদত্ত এইরূপে পঞ্চশত কুল সঙ্গে লইয়া অবীচিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, পাপিষ্ঠ দেবদত্ত লাভের লোভে অকারণ সম্যক্সম্বুদ্ধের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; ইহার যে কি ভীষণ পরিণাম, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখে নাই; এখন সে পঞ্চশত কুলসহ অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল।" শাস্তা এই সময়ে সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেবদত্ত যে কেবল এখনই লাভ ও সৎকারের লোভে অনাগত ভয়ের দিকে লক্ষ্য করে নাই, এমন নহে; পূর্ব্বেও সে ভবিষ্যৎ বিপদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উপস্থিত সুখের লোভে সানুচর মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসী নগরের অনতিদূরে সূত্রধারদিগের একখানি বৃহৎ গ্রাম ছিল সেখানে এক হাজার ঘর সূত্রধার বাস করিত। "তোমাদের

* মনুষ্য দম্য অর্থাৎ বলীবর্দ্দস্বরূপ; একমাত্র বুদ্ধই তাহার সারথি, অর্থাৎ তাহাকে সংযত রাখিতে পারেন।

† মূলে 'অট্ঠিহি', 'পাণেহি' আছে। বোধ হয় দেবদত্ত নিজের রুগ্ণ, কঙ্কালমাত্রসার দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'অস্থি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

মাচা তৈয়ার কবিব, পিড়ি তৈয়াব কবিব, ঘব তৈয়াব কবিব", ইত্যাদি বলিয়া সূত্রধাবেবা লোকেব নিকট বহু অর্থ অগ্রিম লইত; কিন্তু তাহাবা কোন দ্রব্যই প্রস্তুত কবিয়া উঠিতে পাবিত না। এজন্য লোকে সূত্রধাব দেখিলেই তাহাকে গালি দিত, তাহাদেব অন্য কাজ কর্ম্মেও বাধা জন্মাইত। ঋণদাতাদিগেব উপদ্রবে শেষে সূত্রধাবদিগেব পক্ষে সে গ্রামে তিষ্ঠা অসাধ্য হইল। বিদেশে গিয়া যেখানে সেখানে বাস করিবে, এই উদ্দেশ্যে তাহাবা বনেব মধ্যে কতকগুলি গাছ কাটিল, তদ্দ্বাবা একখানি বৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ কবিল, নৌকাখানি নদীতে নামাইয়া আনিল, উহা গ্রাম হইতে এক বা দুই ক্রোশ দূবে, * কোন স্থানে রাখিয়া নিশীথ সময়ে গ্রামে গেল, সেখান হইতে স্ত্রীপুত্রদিগকে লইয়া নৌকায় ফিবিল এবং সকলে আবোহণ কবিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিয়দ্দিন পবে তাহা মহাসমুদ্রে পৌছিল এবং বায়ুবেগে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া সমুদ্রগর্ভস্থ একটী দ্বীপে উপনীত হইল। ঐ দ্বীপে প্রচুব স্বয়ংজাত শালি, ইক্ষু, কদলি, আম্র, জম্বু, পনস, নাবিকেল প্রভৃতি বিবিধ শস্য ও ফল পাওয়া যাইত। ইতঃপূর্ব্বে এক ভগ্নপোত ব্যক্তি সেখানে উপনীত হইয়া শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং ইক্ষু প্রভৃতি ভোজন কবিয়া বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল। সে ঐ দ্বীপেই বাস করিত; কিন্তু সে বস্ত্রাভাবে নগ্ন থাকিত; ক্ষৌবকর্ম্ম কবাইতে না পাবায় তাহার শ্মশ্রু ও কেশও দীর্ঘ হইয়াছিল।

সূত্রধাবেবা ভাবিতে লাগিল, 'এই দ্বীপ যদি বাক্ষস পবিগৃহীত হয়, তাহা হইলে আমাদেব বিনাশ অনিবার্য্য। অতএব একবার স্থানটা অনুসন্ধান কবিয়া দেখা যাউক।' এই সঙ্কল্প কবিয়া সাত জন সাহসী ও বলবান্ পুরুষ পঞ্চায়ুধে সজ্জিত হইয়া নৌকা হইতে অবতবণ কবিল এবং দ্বীপটীব কোথায় কি আছে দেখিতে লাগিল।

এই সময়ে সেই ভগ্নপোত লোকটা প্রাতরাশ-সমাপনান্তে ইক্ষুবস পান কবিয়াছিল। সে মনেব আনন্দে দ্বীপেব কোন রমণীয় ভূভাগে রজতপট্টনিভ বালুকাব উপব শীতল ছায়ায় উত্তানভাবে শয়ন কবিয়া মনেব উচ্ছ্বাসে যে গান কবিতেছিল তাহাব মর্ম্ম এই:—জম্বুদ্বীপেব লোকে চাষ কবে ও শস্য বপন কবে; তাহারা এমন সুখ ভোগ কবিতে পাবে না। আমাব এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক 'মনের উচ্ছ্বাসে গান করিতেছিল' এই বাক্য বিশদ করিবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। চষে ভূমি, বপে বীজ জম্বুদ্বীপে সব; না খাটিয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ অসম্ভব।
এই দ্বীপে তাহাদের নাই অধিকার; জম্বুদ্বীপ হ'তে শ্রেষ্ঠ এ দ্বীপ আমার।

---

* গাবুতড ঢ যোজনমত্তে'—হয়এক গব্যূতি, নয় অর্দ্ধ যোজন মাত্র দূরে। গব্যূতি = ২ ক্রোশ।

ঐ সকল দেবতার মধ্যে একজন দেবপুত্র ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, "এই লোকগুলা বিনষ্ট হইবে, আর আমি তাহা বসিয়া বসিয়া দেখিব!" সূত্রধারেরা যখন সায়মাশ সমাপন করিয়া আরাম করিবার জন্য স্ব স্ব গৃহদ্বারে বসিয়াছিল, তখন তিনি সর্ব্বাভরণমণ্ডিত হইয়া এবং সমস্ত দ্বীপ উদ্ভাসিত করিয়া অনুকম্পাবলে উত্তর দিকে আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভো সূত্রধারগণ, দেবতারা তোমাদের উপর বড় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তোমরা এমন স্থানে আর থাকিও না। অদ্য হইতে পনর দিন পরে দেবতারা সমুদ্র উদ্বর্ত্তনপূর্ব্বক তোমাদের সকলের প্রাণনাশ করিবেন। অতএব তোমরা এই স্থান হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া অন্যত্র পলায়ন কর।

২। অদ্য হ'তে পঞ্চদশ দিনে সন্ধ্যাকালে উঠিবে চন্দ্রমা যবে, সাগরের জলে
জন্মিবে ভীষণ বেগ; যেন সে প্লাবনে বিনষ্ট না হও সবে; থেক সাবধানে।
লও গিয়া অন্য কোন স্থানেতে আশ্রয়, নচেৎ মরণ হেথা ঘটিবে নিশ্চয়।"

দেবপুত্র সূত্রধারদিগকে এই উপদেশ দিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তিনি প্রস্থান করিলে তাঁহার সহচর এক নিষ্ঠুর দেবপুত্র ভাবিলেন, 'ইহার পরামর্শানুসারে সূত্রধারেরা হয়ত পলায়ন করিবে। আমি গিয়া তাহাদিগকে প্রস্থান করিতে বারণ করি; তাহা করিলে সকলেরই মহাবিনাশ হইবে।' মনে মনে ইহা স্থির করিয়া তিনিও দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সমস্ত দ্বীপ উদ্ভাসনপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে আকাশে আসীন হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "এই মাত্র এখানে কি এক দেবপুত্র আসিয়াছিলেন?" সূত্রধারেরা উত্তর দিল, 'হাঁ মহাশয়।" "তিনি তোমাদিগকে কি বলিয়া গেলেন?" সূত্রধারেরা যাহা শুনিয়াছিল, সমস্ত বলিল। তখন নিষ্ঠুর দেবপুত্র বলিলেন, "ঐ দেবপুত্রের ইচ্ছা নয় যে, তোমরা এই দ্বীপে বাস কর। তিনি ক্রোধবশেই তোমাদিগকে এই রূপ বলিয়া গিয়াছেন। তোমরা অন্য কোথাও না গিয়া এই দ্বীপেই বাস কর।

৩। বুঝিয়াছি বহুবিধ নিমিত্তদর্শনে এ বিশাল দ্বীপ নষ্ট হবে না প্লাবনে।
নাই ভয়, কেন শোক কর অকারণ? যথারুচি সুখ ভোগ কর সর্ব্বজন!

৪। ভাগ্য বলে আসিয়াছ এ বিশাল দেশে; পাও হেথা বহু ভক্ষ্যপানীয় অক্লেশে।
বংশ-অনুক্রমে সুখে থাক সর্ব্বজন; আমি ত দেখি না কোন ভয়ের কারণ।"

নিষ্ঠুর দেবপুত্র এই দুইটী গাথাদ্বারা সূত্রধারদিগকে আশ্বস্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে নির্ব্বোধ সূত্রধারনায়ক ধার্ম্মিক দেবপুত্রের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া অন্যান্য সূত্রধারদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল' "আপনারা আমার কথা শুনুন।

৫। বসিয়া দক্ষিণ দিকে বলিলেন যিনি 'ভয় নাই', তাঁ'রই কথা সত্য বলে মানি।
উত্তরে ছিলেন যিনি, জানা তাঁর নাই ভয়াভয়-সম্ভাবনা কার কোন্ ঠাঁই।
নাই ভয়, কেন শোক কর অকারণ? যথারুচি সুখ ভোগ কর সর্ব্বজন।"

ইহা শুনিয়া সুস্বাদখাদ্যলোভী পঞ্চশত সূত্রধার সেই নির্ব্বোধের পরামর্শই গ্রহণ করিল। কিন্তু যে সূত্রধারনায়ক বুদ্ধিমান্ ছিল, সে এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না, সে সূত্রধারদিগকে সম্বোধন করিয়া চারিটী গাথা বলিল:—

৬। বিরুদ্ধ বচন বলে পরস্পর যক্ষদ্বয় ; একে বলে, হবে সুখ ; অপর দেখায় ভয়!
শুন উপদেশ মোর, নচেৎ অচিরে সবে বিনষ্ট হইব মোরা মহাসাগর-বিপ্লবে।
৭। সকলে মিলিয়া এস এখনি নির্মাণ করি বৃহৎ, সুদৃঢ়, সর্ব্বযন্ত্রসমন্বিত তরী।
দক্ষিণে ছিলেন যিনি, কথা যদি সত্য তাঁর, বৃথা যদি হয় বাক্য উত্তরস্থ দেবতার,
৮। তথাপি এ নৌকা হ'তে হবে বহু উপকার, পরিণামে ঘটে যদি বিপদ্ কোন আবার।
ছাড়িবনা তাড়াতাড়ি দ্বীপ এই মনোরম ; যথাকালে তবু কর যথাযোগ্য আয়োজন।
উত্তরে ছিলেন যিনি, সত্য হ'লে তাঁর কথা, দক্ষিণ দিকের যক্ষ আশা যদি দেন বৃথা,
তা' হ'লে বাঁচিব করি আরোহণ এ নৌকায় ; যাইব সাগর তরি বিপদ্ নাই যেথায়।
৯। প্রথমে শুনিব যাহা তা'ই সত্য সুনিশ্চয়, কিংবা যাহা শুনি শেষে ; এ অভ্যাস ভাল নয়।
শুনিয়া বিচারি সব দোষগুণ উভয়তঃ যে চলে মধ্যম পথে, সেই পায় শ্রেষ্ঠ পদ।"

বুদ্ধিমান্ সূত্রধার আবার বলিল, "এস, আমরা উভয় দেবপুত্রেরই কথা রক্ষা করিব। নৌকা সজ্জিত করা যাউক ; যদি প্রথম দেবতা সত্য বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা নৌকায় আরোহণ করিয়া পলায়ন করিব ; আর যদি অপর দেবপুত্রের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে নৌকাখানি কোন স্থানে সরাইয়া রাখিব এবং এই দ্বীপেই বাস করিব।" তাহার কথা শুনিয়া নির্ব্বোধ সূত্রধার বলিল, "ভাই তুমি জলবিন্দুর মধ্যে কুম্ভীর দেখিতেছ। তুমি নিতান্ত দীর্ঘসূত্র (?)। প্রথম দেবপুত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রতি ক্রোধবশ হইয়া ; অপর দেবপুত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগের প্রতি স্নেহবশতঃ। এমন উৎকৃষ্ট দ্বীপ ত্যাগ করিয়া আমরা কোথায় যাইব? যদি তোমার যাইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোমার অনুগত লোকদিগকে লইয়া নৌকা গঠন কর। আমাদের নৌকার কোন প্রয়োজন নাই।"

বুদ্ধিমান্ সূত্রধার নিজের অনুগত লোকদিগকে লইয়া নৌকা সজ্জিত করিল, তাহাতে সর্ব্ববিধ উপকরণ তুলিয়া রাখিল এবং সকলের সঙ্গে তাহাতে আরোহণ করিয়া রহিল। অনন্তর পূর্ণিমার দিন চন্দ্রোদয়কালে সমুদ্র হইতে তরঙ্গ উত্থিত হইল এবং জানুপ্রমাণ গভীর হইয়া সমস্ত দ্বীপ ধুইয়া লইয়া গেল। বুদ্ধিমান্ সূত্রধার সমুদ্রের উদ্বেলভাব লক্ষ্য করিবামাত্র নৌকা খুলিয়া দিল, কিন্তু মূর্খ সূত্রধারের পক্ষীয় পঞ্চশত পরিবার স্ব স্ব স্থানে বসিয়া, দ্বীপ ধৌত করিবার জন্য সমুদ্র হইতে ঊর্ম্মি আসিয়াছে ইহা বলিতে লাগিল। এদিকে জল বাড়িতে লাগিল—প্রথমে কটিপ্রমাণ, পরে মানুষপ্রমাণ, তাহার পর তালপ্রমাণ, শেষে সপ্ততালপ্রমাণ তরঙ্গ আসিয়া দ্বীপের উপর দিয়া চলিয়া গেল। বুদ্ধিমান্ সূত্রধার উপায়কুশল ছিল এবং রসভোগে লুব্ধ হয় নাই, এই নিমিত্ত স্বস্তি

১ যাঁহারা পূর্ব্বে দেবপুত্র নামে অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহারাই এখানে 'যক্ষ' বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। পালিগ্রন্থকারদিগের মতে যক্ষেরা সাধারণতঃ রাক্ষসস্থানীয়, কিন্তু এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে সংস্কৃত সাহিত্যে যক্ষেরা দশবিধ দেবযোনির অন্যতম।

লাভ করিল, কিন্তু মূর্খ সূত্রধার উপায়কুশল ছিলনা এবং রসলোভে অনাগত ভয়ের দিকে লক্ষ্য করে নাই বলিয়া পঞ্চশত পরিবারসহ বিনষ্ট হইল।

[অতঃপর এই ব্যাপার বুঝাইবার জন্য অনুশাসনযুক্ত তিনটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

১০। পড়িয়া সাগর মধ্যে কর্ম্মগুণে সূত্রধারগণ
যেমন গন্তব্য পথে নিরাপদে করিল গমন,
অনাগত লক্ষ্য করি সেইরূপ বহুপ্রজ্ঞাবান্
হিতকর পথ ছাড়ি রেখামাত্র বিপথে না যান।

১১। লোভবশে মূর্খ কিন্তু অনাগতে নাহি করে ভয়,
বিপদ্ যখন ঘটে, তাই বড় নিরুপায় হয়।
বিনষ্ট সে হয় ধ্রুব পরিণাম চিন্তার অভাবে,
সূত্রধারগণ যথা বিনষ্ট হইল মহার্ণবে।

১২। পরিণাম চিন্তি কর পূর্ব্ব হ'তে প্রতিকার তার;
কার্য্যকালে কার্য্য যেন হেতু নাহি হয় যাতনার। *
পূর্ব্ব হ'তে প্রতিকার যে রাখে করিয়া আয়োজন,
অনায়াসে করিবে সে কার্য্যকালে কার্য্য সম্পাদন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে পূর্ব্বেও দেবদত্ত আপাত সুখের লোভে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না করিয়া সানুচর বিনষ্ট হইয়াছিল।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই মূর্খ সূত্রধার কোকালিক ছিল সেই দক্ষিণদিকের অধার্ম্মিক দেবপুত্র, সারিপুত্র ছিলেন সেই উত্তরদিকে অবস্থিত দেবপুত্র এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ সূত্রধার।]

৪৬৬—কাম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী এক ব্রাহ্মণ না কি অচিরবতীর তীরে কর্ষণোপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য বন কাটিতেছিলেন। শাস্তা বুঝিতে পারিলেন, এই ব্যক্তির ভাগ্যে মার্গ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে ‡. এই জন্য পিণ্ডচর্য্যার্থ শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিবার কালে তিনি সাধারণ পথ ত্যাগ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের নিকট গেলেন এবং মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি কি করিতেছ?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 'ভো গৌতম, আমি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য বন কাটিতেছি।" "তুমি অতি উত্তম কার্য্য করিতেছ', ইহা বলিয়া শাস্তা সে দিন চলিয়া গেলেন। অতঃপর ছিন্ন বৃক্ষগুলি অপনয়নপূর্ব্বক ক্ষেত্র পরিষ্কৃত করিবার কালে, কর্ষণকালে জলরক্ষার্থ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে আলি বান্ধিবার সময়েও শাস্তা পুনঃ পুনঃ সেখানে গিয়া ব্রাহ্মণের সহিত মধুর আলাপ করিলেন। বপনের দিন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভো গৌতম, আজ আমার বপ্রমঙ্গলের§ দিন। যখন এই শস্য পাকিবার পর গৃহে লইয়া যাইব,

* অর্থাৎ যাহারা পরিণামচিন্তার অভাবে যথাকালে প্রতিকারের উপায় না করিয়া রাখে, তাহারা বিপদ্ উপস্থিত হইলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যাতনা পায়।

† দ্বিতীয় খণ্ডের কামনীত-জাতকের (২২৮) বর্ত্তমান ও অতীত বস্তু দ্রষ্টব্য।

‡ তস্স উপনিস্সয়ং।

§ প্রাচীন কালের উৎসব বিশেষ। ঐ দিন রাজারা পর্য্যন্ত হলচালন করিয়া ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতেন।

তখন আমি বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান করিব।" শাস্তা ব্রাহ্মণের এই দান গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া চলিয়া গেলেন। আর একদিন শাস্তা গিয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণ সেই শস্যক্ষেত্র দেখিতেছেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, কি করিতেছ?' ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "ভো গৌতম, শস্য দেখিতেছি।" "বেশ, দেখ," বলিয়া শাস্তা প্রস্থান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন, 'শ্রমণ গৌতম, পুনঃ পুনঃ আসিতেছেন; নিশ্চয় ইনি ভক্ত-লাভের জন্য এরূপ করিতেছেন; অতএব ইঁহাকে ভক্ত দান করিব।" যে দিন ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিয়া গৃহে ফিরিলেন, সেইদিন শাস্তাও সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণের মনে শাস্তার সম্বন্ধে পরমপ্রীতির উদ্রেক হইল।*

ক্রমে শস্য পাকিল; ব্রাহ্মণ স্থির করিলেন কা'লই গিয়া কাটিব। কিন্তু তিনি শয়ন করিলে সমস্ত রাত্রি অচিরবতী নদীর ঊর্ধ্বস্থ প্রদেশে শিলাবৃষ্টি (মুষলধারে বৃষ্টিপাত) হইল†; নদীতে প্রচণ্ড বন্যা আসিল; তাহার বেগে ব্রাহ্মণের সমস্ত শস্য সাগরে ভাসিয়া গেল, ক্ষেত্রে এক নালিকা-মাত্র শস্যও অবশিষ্ট রহিল না। বন্যা কমিয়া গেলে ব্রাহ্মণ গিয়া দেখেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল‡; তিনি মহাশোকে অভিভূত হইয়া দুই হাতে নিজের বুক ধরিয়া বিলাপ করিতে করিতে গৃহে গেলেন, এবং শুইয়া শুইয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন।

এদিকে শাস্তা প্রত্যূষ সময়ে বুঝিতে পারিলেন, ব্রাহ্মণ শোকে অভিভূত হইয়াছেন। 'আমিই এখন ব্রাহ্মণের আশ্রয় হইব', মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি পরদিন শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচর্য্যাসমাপনপূর্ব্বক ভিক্ষু-দিগকে বিহারে পাঠাইলেন এবং একজন পশ্চাচ্ছ্রমণ সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। শাস্তা আগমন করিয়াছেন শুনিয়া ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইলেন; তিনি ভাবিলেন, 'বন্ধু বোধ হয় আমার সঙ্গে মিষ্টালাপ করিবার জন্য আসিয়াছেন।' তিনি শাস্তার জন্য আসন বিন্যাস করিলেন। শাস্তা প্রবেশ-পূর্ব্বক বিন্যস্ত আসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, তোমাকে বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন? কোন অসুখ করিয়াছে নাকি?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "ভো গৌতম, যে দিন আমি অচিরবতীর তীরে জঙ্গল কাটিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে সেখানে যাহা যাহা করিয়াছি, আপনি তাহা সমস্তই জানেন। কতবার বলিয়া বেড়াইয়াছি, ঐ শস্য গৃহে আনিয়া আপনাদিগকে দান দিব; এখন প্রবল বন্যায় আমার সমস্ত শস্য ভাসিয়া সাগরে পড়িয়াছে; কিছুই অবশিষ্ট নাই; আমার শতশকটপ্রমাণ ধান্য বিনষ্ট হইয়াছে; এই জন্যই আমি বড় শোক ভোগ করিতেছি।" 'ঠাকুর, শোক করিলে কি নষ্ট দ্রব্য ফিরিয়া পাওয়া যায়?' "না, গৌতম, তাহা পাওয়া যায় না।" "তবে কেন শোক করিতেছ? লোকের ধন ধান্য যখন হবার তখন হয়, যখন যাবার তখন যায়। সমস্ত সংস্কারই নশ্বরধর্ম্মাপন্ন তুমি বৃথা দুশ্চিন্তা করিও না।" ব্রাহ্মণকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া তৎকালোচিত ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য শাস্তা কামসুত্র§ বলিলেন। সূত্রকথন শেষ হইলে, শোকার্ত্ত ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তি-ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাকে এইরূপে বীতশোক করিয়া শাস্তা আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং বিহারে প্রতিগমন করিলেন।

নগরবাসী সকলে জানিতে পারিল, শাস্তা নাকি অমুক ব্রাহ্মণকে নিঃশোক করিয়া স্রোতাপত্তিফল দান করিয়াছেন। ভিক্ষুরাও ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছ ভাই, দশবল ব্রাহ্মণের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহার বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন; এবং যখন ঐ ব্যক্তি শোকশল্যবিদ্ধ হইয়া-ছিলেন, তখন অমোঘ উপায়ে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া তাহার শোক অপনোদন করিয়াছেন ও তাহাকে স্রোতাপত্তি-

* মূলে 'অভিবিশ্বাস বিস্সাসো উপ্পজ্জি' আছে।

† দুইটি পাঠ আছে 'কন্নকবস্সং ও মনিকবস্সং'

‡ আক্ষরিক অনুবাদ—তিনি প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না।

§ সুত্ত নিপাত ৪ (১)

ফলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি এই ব্যক্তিকে নিঃশোক করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি জ্যেষ্ঠকে উপরাজ্য এবং কনিষ্ঠকে সৈনাপত্য দিয়াছিলেন। কালক্রমে যখন ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইল, তখন অমাত্যেরা জ্যেষ্ঠ কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, "আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আপনারা আমার কনিষ্ঠকে রাজপদ দিন।" অমাত্যেরা পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিলেন। কাজেই কনিষ্ঠ কুমার রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠকুমার প্রকাশ করিলেন যে, তিনি ঐশ্বর্য্য চান না। তিনি উপরাজ্য ত্যাগ করিবারও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন, "ত্যাগ করিতে চান ত করুন, কিন্তু এখানেই অবস্থিতি করিয়া রাজভোগে পরমসুখে জীবন যাপন করিতে থাকুন।" কিন্তু কুমার বলিলেন, "এ নগরে আমার কোন কাজ নাই।" তিনি বারাণসী হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রত্যন্তে উপনীত হইলেন এবং এক শ্রেষ্ঠিপরিবারের আশ্রয়ে স্বহস্তার্জ্জিত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রত্যন্তবাসীরা জানিতে পারিল, তিনি ভূতপূর্ব্ব রাজার পুত্র; তখন তাহারা আর তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে দিল না; রাজকুমারকে যেরূপ উপঢৌকনাদি দিতে হয়, তাঁহাকে সেইরূপই দিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে কতিপয় রাজকর্ম্মচারী ক্ষেত্রপ্রমাণ গ্রহণের জন্য * সেই প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইল। শ্রেষ্ঠী রাজকুমারের নিকট গিয়া বলিলেন, "প্রভু, আমরা আপনার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেছি; আপনি আপনার কনিষ্ঠের নিকট একখানা পত্র পাঠাইয়া আমাদের করভার তুলিয়া দিন।" "বেশ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া রাজকুমার শ্রেষ্ঠীর নিকট অঙ্গীকার করিলেন। তিনি কনিষ্ঠকে লিখিলেন, "আমি অমুক শ্রেষ্ঠিপরিবারের আশ্রয়ে বাস করিতেছি। আমার অনুরোধে তুমি ইহাদের নিকট কর গ্রহণ করিও না।" "উত্তম কথা", ইহা বলিয়া রাজা ঐ স্থানের কর তুলিয়া দিলেন।

ইহার পর সমস্ত নগরবাসী ও জনপদবাসী জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের নিকট গিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা এখন আপনাকেই কর দিব; আপনি আমাদের করভার কমাইয়া দিন। রাজকুমার পত্র লিখিয়া তাহাদেরও কর হ্রাস করাইলেন। তখন হইতে এই সকল ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকেই কর দিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার বহু লাভ ও সম্মান হইল, আর সেই সঙ্গে তৃষ্ণাও বৃদ্ধি পাইল। তিনি ক্রমে রাজার নিকট

* এই সকল কর্ম্মচারীকে বর্ত্তমান সময়ের কানুনগু বা আমীনস্থানীয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোন্ প্রজার নিকট কি পরিমাণ কর আদায় করা যাইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তাহাদের চাষের জমি মধ্যে মধ্যে মাপা আবশ্যক হইত।

জনপদসমূহের অধিকার, এবং উপরাজ্য চাহিলেন, রাজাও তাঁহাকে এই সকল দান করিলেন। কিন্তু উত্তরোত্তর তৃষ্ণার বৃদ্ধিনিবন্ধন তিনি উপরাজ্যেও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না; রাজ্যগ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে জানপদগণে পরিবৃত হইয়া রাজধানীর পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন এবং কনিষ্ঠকে পত্র লিখিলেন, "হয় আমাকে রাজ্য, নয় যুদ্ধ দাও।"

কনিষ্ঠ ভাবিলেন, 'এই মূর্খ পূর্বে রাজ্য এবং উপরাজ্য প্রভৃতি সমস্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; এখন বলিতেছে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে। আমি যদি যুদ্ধে ইহাকে নিহত করি, তাহা হইলে আমার নিন্দা হইবে; অতএব রাজ্যে আমার কি প্রয়োজন?' ইহা স্থির করিয়া উত্তর দিলেন, "যুদ্ধের প্রয়োজন নাই; আপনি রাজ্য গ্রহণ করুন।"

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাজত্ব লাভ করিয়া কনিষ্ঠকে উপরাজ্য দিলেন; কিন্তু রাজত্ব করিতে করিতে তাঁহার তৃষ্ণা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল; তিনি ক্রমে দুইটী তিনটী রাজ্য অধিকার করিতে প্রয়াসী হইলেন; তথাপি তাঁহার আকাঙ্ক্ষার শেষ দেখিতে পাইলেন না।

একদিন দেবরাজ শক্র, কে মাতাপিতার সেবা করে, কে দানাদি পুণ্যকর্ম করে, কে বা তৃষ্ণার দাস, এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, বারাণসীরাজ অতি দুরাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ। তিনি ভাবিলেন, 'এই মূঢ় বারাণসীর রাজত্ব পাইয়াও সন্তুষ্ট নহে! ইহাকে শিক্ষা দিতে হইতেছে।' তিনি ব্রাহ্মণকুমারের বেশে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলেন, এক উপায়কুশল মাণবক আসিয়াছে। রাজা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলে তিনি 'মহারাজের জয় হউক' বলিয়া প্রবেশ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জন্য আসিয়াছ?" ছদ্মবেশী শক্র বলিলেন, "মহারাজ; আপনাকে কিছু বলিবার আছে, কিন্তু তাহা গোপনে বলিব।" শক্রের অনুভাববলে তখনই সমস্ত লোক সেখান হইতে চলিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমি তিনটী সমৃদ্ধিশালী, জনাকীর্ণ, বলবাহনসম্পন্ন রাজ্যের কথা জানি। নিজের অনুভাববলে আমি এই তিনটী রাজ্যই অধিকার করিয়া আপনাকে দিতে সমর্থ। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া অতি শীঘ্র যাত্রা করা উচিত।" লোভী রাজা তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; শক্রের অনুভাববলে একবারও জিজ্ঞাসা করিলেন না, "তুমি কে"? বা "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" বা "ইহাতে তোমার কি লাভ হইবে?" শক্র রাজাকে ঐরূপ পরামর্শ দিয়া তখনই ত্রয়স্ত্রিংশভবনে চলিয়া গেলেন।

রাজা অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এক মাণবক বলিলেন, তিনটী রাজ্য জয় করিয়া আমাদিগকে দান করিবেন। তাঁহাকে আহ্বান কর; নগরে ভেরী বাজাইয়া সেনা সুসজ্জিত কর; দেখিও, যেন বিলম্ব না ঘটে, বিলম্ব না করিলে আমি তিনটী রাজ্য অধিকার করিতে পারিব।" অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি সেই মাণবকের সৎকার করিয়াছিলেন ত? তাঁহার নিবাস কোথায়, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি?" রাজা বলিলেন, "না হে, আমি তাঁহার কোন সৎকার করি নাই; তিনি কোথায়

থাকেন, তাহাও জিজ্ঞাসা কবি নাই। যাও, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহিব কব।" অমাত্যেবা খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও সেই মাণবকেব দেখা পাইলেন না। তাঁহাবা বাজাকে গিয়া বলিলেন, "মহাবাজ, সমস্ত নগব খুঁজিলাম, কিন্তু সেই মাণবকেব দর্শন পাইলাম না।" ইহা শুনিযা বাজাব বড বিষাদ জন্মিল, তিনি পুনঃ পুনঃ ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়, তিনটী নগবেব আধিপত্য নষ্ট হইল। মহাযশঃ অর্জ্জন করিবাব সুবিধা হাবাইলাম। মাণবককে পাথেয দেই নাই, বাসস্থান দেই নাই, এই সমস্ত কাবণে তিনি নিশ্চয ক্রুদ্ধ হইযা চলিযা গিযাছেন।' এইরূপ দুশ্চিন্তায় সেই তৃষ্ণাবশীভূত বাজাব গাত্রে দাহ জন্মিল; গাত্রদাহবশতঃ তাঁহাব উদব কুপিত হইল এবং তিনি বক্তাতিসাব বোগে আক্রান্ত হইলেন। তিনি যাহা ভোজন কবিলেন, মলেব সহিত তাহাই নির্গত হইতে লাগিল। বৈদ্যেবা এ বোগেব চিকিৎসা কবিতে পাবিলেন না; বাজা ক্রমে শীর্ণ হইলেন। তাঁহাব পীডাব কথা সমস্ত নগববাসীব কর্ণগোচব হইল।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা নগবে সর্ব্ববিদ্যায় পাবদর্শী হইযা বাবাণসীতে তাঁহাব মাতাপিতাব নিকটে ফিবিযা আসিযাছিলেন। তিনি বাজাব অবস্থা শুনিযা স্থিব করিলেন, 'আমি চিকিৎসা কবিব।' তিনি বাজদ্বাবে গিয়া সংবাদ পাঠাইলেন, "মহাবাজ, আপনাব চিকিৎসাব জন্য এক মাণবক আসিয়াছে।" রাজা বলিলেন, "কত বড বড দেশবিখ্যাত বৈদ্যও আমাব চিকিৎসা কবিতে পাবিলেন না; একটা ছেলে মানুষ কি কবিবে? যাও, উহাকে কিছু পাথেয দিযা বিদায কর।" রাজাব আদেশ শুনিযা বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি বৈদ্যবেতন লইয়া কাজ কবি না। আমি চিকিৎসা কবিতেছি; আমাকে কেবল ঔষধেব মূল্য দিবেন।" বাজা ইহা শুনিয়া সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে ডাকাইলেন। বোধিসত্ত্ব বাজাকে প্রণাম কবিয়া বলিলেন, "মহাবাজ, কোন ভয় কবিবেন না, আমি আপনার চিকিৎসা কবিতেছি। তবে কি কাবণে এই বোগেব উৎপত্তি হইযাছে, তাহা আমাকে বলিতে হইবে।" এই কথায বাজা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, "বোগের কাবণ জানিবাব উদ্দেশ্য কি? ঔষধ দিবে ত দাও।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহাবাজ, বৈদ্যেবা অমুক ব্যাধি, ইহা এই কাবণে জন্মিযাছে, এইরূপ জানিবাব পব তদনুরূপ ঔষধেব ব্যবস্থা কবেন। বাজা বলিলেন, "বেশ, তাহাই শ্রবণ কব।" অনন্তব বোগেব উৎপত্তিব কাবণ বলিবাব সময়ে তিনি—সেই মাণবক আসিযা যাহা বলিয়াছিল,—তিনটী নগব অধিকাব কবিযা তোমায দান কবিব ইত্যাদি—সমস্ত ব্যাপাব প্রকাশ কবিলেন; বলিলেন, এ ব্যাধি আমাব তৃষ্ণাজাত। তুমি যদি ইহাব উপশম কবিতে পাবিবে এরূপ মনে কব, তাহা হইলে চিকিৎসায প্রবৃত্ত হও।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহাবাজ, আপনি কি শোক কবিলে ঐ নগবগুলি লাভ কবিতে পাবিবেন?" বাজা বলিলেন, "না, বাবা, তাহা পাবিব না।"

"যদি না পাবেন, তবে শোক কবেন কেন? "মহাবাজ, চেতন ও জড়, সমস্ত বস্তুই নিজেব শবীব পর্য্যন্ত পবিত্যাগ কবিযা চলিযা যায়। চাবিটী নগব অধিকাব কবিতে পাবিলেও আপনি যুগপৎ চারিটী পাত্র হইতে অন্ন ভোজন কবিতে পাবিতেন না, এক

সময়ে চারিটী শয্যায় শয়ন করিতে পারিতেন না, এক সঙ্গে বস্ত্রযুগলচতুষ্টয় পরিধান করিতে পারিতেন না। মহারাজ, তৃষ্ণার বশীভূত হওয়া অনুচিত। তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইলে শেষে আর অপায়চতুষ্টয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় না।" রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা ধর্ম্মদেশন করিলেন :—

১। ভোগের বাসনা মনে পুষি যদি সিদ্ধিলাভ হয়,
ঈপ্সিত বস্তুর লাভে পায় প্রীতি মানব নিশ্চয়।*

২। ভোগের বাসনা মনে পুষি যদি সিদ্ধিলাভ হয়,
নিদাঘে তৃষ্ণার মত হয় পুনঃ নব কামোদয়†।

৩। গবাদি শৃঙ্গীর শৃঙ্গ বয়সের সঙ্গে বাড়ি যায়;
অজ্ঞ, মন্দমতি, মূর্খ আছে যত পৃথিবীতে হায়
তেমতি তাদের তৃষ্ণা বয়সের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

৪। শালিযবে পূর্ণ ধরা হয় গজ, ভৃত্য, দাস
একা যদি সমস্তই পায়,
তথাপি মিটেনা আশা, জানি ইহা সাবধানে
দমন করিবে বাসনায়।

৫। আসমুদ্র মহী রাজা ভুজবলে করেন বিজয়,
এপারে যা' আছে তায় তবু তাঁর তৃপ্তি নাহি হয়।
যাইয়া অপর পারে, আরও রাজ্য করিতে গ্রহণ
উপজে বাসনা তাঁর; ভোগেচ্ছার প্রভাব এমন

৬। পুষিলে বাসনা মনে তৃপ্তিলাভ অসম্ভব অতি;
প্রতিদার বুঝি তার, হয় যার বাসনা বিরতি,
সেই তৃপ্ত, প্রজ্ঞাবলে সদাতৃপ্তি লভে সে সুমতি

৭। সেই তৃপ্তি সর্ব্বোত্তম, প্রজ্ঞাবলে লাভ যাহা হয়,
যেজন প্রজ্ঞায় তৃপ্ত, তৃষ্ণা তার দহেনা হৃদয়।
প্রজ্ঞাবলে সুখী সদা করে পান সন্তোষ-অমৃত,
হয় না সে কোন কালে বাসনার কুহকে জড়িত।

৮। হও অল্পে পরিতুষ্ট, ত্যজ লোভ বিনাশি বাসনা,
গম্ভীর অর্ণব যথা,— তপ্ত কভু তৃষ্ণায় হবেনা।
পাদুকা নির্ম্মাণতরে চর্ম্মকার ‡ ফেলে কাটি ছাঁটি
যা কিছু অগ্রাহ্য চর্ম্ম, সেইরূপ ফেল বাসনাটী।

৯। ত্যজিলে একটী তৃষ্ণা বিনিময়ে সুখ তার পাও,
ত্যজ সর্ব্ববিধ তৃষ্ণা সদাসুখ পেতে যদি চাও।

* এই গাথাটী সূত্র নিপাত হইতে গৃহীত (৪, ১, ৭৬৬)।
† তুল—ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে—মনু ও মহাভারত।
‡ মূলে 'রথকার' আছে। টীকাকার রথকারের অর্থ চর্ম্মকার করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় 'চর্ম্মকার'ই প্রকৃত পাঠ।

বোধিসত্ত্ব যখন এই গাথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন শ্বেতচ্ছত্রকে আলম্বন করিয়া রাজা অবদাতকৃৎস্নজাত ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। * তাঁহার রোগ দূর হইল; তিনি প্রফুল্লচিত্তে শয্যা হইতে উঠিয়া বলিলেন, "এত বৈদ্য আমার চিকিৎসা করিতে পারিলেন না; কিন্তু পণ্ডিত মাণবক নিজের জ্ঞানরূপ ঔষধ দ্বারা আমাকে নীরোগ করিলেন!" রাজা বোধিসত্ত্বের সহিত আলাপ করিতে করিতে দশম গাথা বলিলেন:—

১০। বলিলে আটটী গাথা, † প্রত্যেকের মূল্যতার
দশশত কার্ষাপণ তোমায় করিনু দান।
লও ইহা বিপ্রবর; লও এই পুরস্কার;
শুনি তব সাধুবাণী শীতল হইল প্রাণ।

অতঃপর মহাসত্ত্ব একাদশ গাথা বলিলেন:—

১১। শত বা সহস্র কিংবা নহুত ‡ না চাই, মহাশয়,
যখন বলিনু আমি শেষ গাথা, তৃষ্ণা হল ক্ষয়।

ইহাতে রাজা আরও সন্তুষ্ট হইয়া দ্বাদশ গাথায় বোধিসত্ত্বের গুণ বর্ণনা করিলেন:—

১২। ভদ্র এই মাণবক; ঋষিতুল্য সর্ব্বলোকবিৎ; §
দুঃখের জননী তৃষ্ণা, জানা এর আছে সুনিশ্চিত।

অতঃপর, "মহারাজ, অপ্রমত্তভাবে ধর্ম্মপথে চলুন", রাজাকে এই উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব আকাশপথে হিমবন্তে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণানন্তর যাবজ্জীবন ব্রহ্মবিহার ¶ ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও আমি ব্রাহ্মণকে এইরূপে নিঃশোক করিয়াছিলাম।"
সমবধান—তখন এই ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত মাণবক।]

৪৬৭—জনসন্ধ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে কোশলরাজকে উপদেশ দিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, কোশলরাজ এক সময়ে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সেবায় মগ্ন থাকিতেন, বিচারালয়ে যাইতেন না, বুদ্ধের উপাসনাতেও অবহেলা করিতেন। অনন্তর একদিন দশবলের কথা তাঁহার মনে পড়িল, 'দশবলকে প্রণাম করিতে যাই' বলিয়া তিনি প্রাতরাশ সমাপনান্তে উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক বিহারে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, এত দিন দেখা দেন নাই কেন?" রাজা উত্তর দিলেন,

* কৃৎস্ন সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ৯৯-ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† উপরে কিন্তু নয়টী গাথা আছে। টীকাকার বলেন যে দ্বিতীয়টী হইতে ধরিলে আটটী গাথা হইবে। প্রথম গাথাটী সূত্র নিপাত হইতে গৃহীত। বোধ হয় আদৌ এ গাথাটী জাতকের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল না।

‡ একের পিঠে আটাশটী শূন্য বসাইলে এক নহুত হয়।

§ "সব্বলোকবিদূ"—ইহা বুদ্ধদেবেরও একটী উপাধি, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই তাঁহার অগোচর ছিল না।

¶ প্রথম খণ্ডের ৯ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

"ভদন্ত, এত কাজের চাপ ছিল যে বুদ্ধোপাসনারও অবকাশ পাই নাই।" "মহারাজ, আমার মত সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ আপনার প্রাসাদের পুরোবর্ত্তী বিহারে অবস্থিতি করিয়া আপনাকে সর্ব্বদা সদুপদেশ দিতে প্রস্তুত আছেন। এমন অবস্থায় আপনার প্রমাদ অতি অবিধেয়। রাজাদিগের অপ্রমত্তভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা সর্ব্ববিধ অগতি পরিহারপূর্ব্বক দশরাজধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন এবং অপক্ষপাতনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিবেন। রাজা ধার্ম্মিক হইলে রাজপুরুষেরাও ধার্ম্মিক হন। আমার মত অনুশাসক থাকিতে রাজা যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যখন অনুশাসক আচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন না, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা আত্মবুদ্ধিবলে ত্রিবিধ সুচরিত ধর্ম্মে * প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহু লোকের নিকট ধর্ম্মদেশন করিয়াছিলেন এবং স্বর্গলোকপূরণার্থ সানুচর দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের প্রার্থনায় শাস্তা সেই অতীত কথা বলিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল জনসন্ধ। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলায় গমনপূর্ব্বক সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি যখন তক্ষশিলা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন রাজা সমস্ত কারাগার উন্মোচন করিয়া বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঔপরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

কালসহকারে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্ব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং নগরের চতুর্দ্বারে, নগরমধ্যে ও প্রাসাদের নিকটে ছয়টী দানশালা স্থাপনপূর্ব্বক প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মহাদান দেখিয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপবাসী অতিমাত্র বিস্মিত হইল। তাঁহার শাসনগুণে কারাদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত (অর্থাৎ অপরাধ করিত না বলিয়া কেহই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইত না); অপরাধীর প্রাণদণ্ডের জন্য ধর্ম্মগণ্ডিকা প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রের প্রয়োজন, তিনি সে সকল নষ্ট করিলেন। প্রজারঞ্জনের জন্য যে চারিটী উপায় † আছে, তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে পঞ্চশীল রক্ষা করিতেন, যথারীতি পোষধ পালন করিতেন এবং যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে রাজ্যবাসী সমস্ত লোক সমবেত করিয়া তাহাদিগকে দানশীল হইতে, ধর্ম্মপথে চলিতে, এবং সাধুভাবে স্ব স্ব কর্ম্মনির্ব্বাহ ও ব্যবসায় পরিচালন করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "তোমরা বাল্যে ও যৌবনে বিদ্যা শিক্ষা কর, ধন উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হও; পল্লীজনসুলভ কূটকর্ম্ম ও শঠবৃত্তি পরিহার কর। তোমরা পরুষ ও ক্রোধপরায়ণ হইও না; মাতা পিতার সেবায় অবহেলা

---

* অর্থাৎ কায়সুচরিত, মনঃসুচরিত ও বাক্যসুচরিত ধর্ম্ম। অগতি ও দশরাজধর্ম্মসম্বন্ধে ১৫১ম জাতকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† 'সংগহবত্থু'—ইহাতে দান, প্রিয়বচন, অর্থচর্য্যা এবং সমানাত্মতা, রাজাদিগের এই চারিটী গুণ বুঝায়। তাঁহারা দানশীল হইবেন, সকলকে মিষ্টবাক্য বলিবেন, সকলের অর্থাগমের উপায় চিন্তা করিবেন এবং সকলকে সমান দেখিবেন।

কারও না। যাঁহারা বংশের মধ্যে প্রাচীন, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করিও না।" পুনঃ পুনঃ এইরূপ সদুপদেশ পাইয়া তাঁহার প্রজারা সুচরিত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইল।

একদা পঞ্চদশীর পোষধ দিনে পোষধ ব্রত গ্রহণ করিয়া জনসন্ধ ভাবিলেন, 'সমস্ত লোকের যাহাতে উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত ও সুখ বর্দ্ধিত হয়, সকলে যাহাতে অপ্রমত্তভাবে চলে, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিব।' তিনি ভেরীবাদন করাইয়া নিজের অন্তঃপুরবাসিনীগণ হইতে নগরবাসী পর্য্যন্ত সমস্ত লোক সমবেত করাইলেন এবং রাজাঙ্গণে অলঙ্কৃত রত্নমণ্ডপমধ্যে সুবিন্যস্ত রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভো নগরবাসিগণ, যাহা করিলে দুঃখ হয়, এবং যাহা করিলে দুঃখ পাইতে হয় না, আমি তোমাদিগকে সেই সকল বিষয় বলিতেছি। তোমরা অপ্রমত্ত হও, সাবধানে ও মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর।"

[শাস্তা তাঁহার সত্যপূর্ণ মুখরত্ন উদ্ঘাটন করিয়া মধুরস্বরে কোশলরাজের নিকট সেই ধর্ম্মদেশন করিলেন :—

১। বলিলেন জনসন্ধ, "আছে দশবিধ কৃত্য না করিলে যাহা সম্পাদন
ঘটে দুঃখ পরিণামে, বুঝি শেষে নিজভ্রম অনুতাপে দগ্ধ হয় মন।
২। উপেক্ষিয়া পরিণাম করি নাই যথাকালে ধর্ম্মার্জ্জন, অথবা সঞ্চয়,
'কেন নাহি অর্জ্জিলাম' ভাবি তাহা এই ক্ষণে অনুতাপে মন দগ্ধ হয়।
৩। করি নাই যথাকালে অবস্থার অনুরূপ শিল্পশিক্ষা গুরুর নিকটে,
জানিনা ব্যবসা কোন, তাই এবে কষ্ট পাই; অনুতাপ ভাগ্যে মোর ঘটে।
৪। কূটকর্ম্মপরায়ণ, পরের অহিতকারী, অসাক্ষাতে পরনিন্দারত,
ক্রোধন, নির্ম্মম অতি ছিনু পূর্ব্বে দুষ্টমতি; পরিণামে তাই অনুতপ্ত।
৫। ছিলাম নিষ্ঠুর বড়, করিলাম প্রাণিহত্যা, চরিলাম পাপপথে, হায়;
না করিনু দান কভু, এই সব ভাবি এবে অনুতাপে মন পুড়ি যায়।
৬। আছিল অনন্যাসক্তা অনেক বনিতা মোর, তবু তৃপ্তি না হ'ল আমার,
সেবিলাম পরদার; তাই এবে অভাগার ভাগ্যে শুধু অনুতাপ সার।
৭। ভোজ্য ও পানীয় গৃহে ছিল সদা সুপ্রচুর, তথাপি না করিলাম দান,
স্মরি সেই কৃপণতা, এবে বড় পাই ব্যথা; অনুতাপে দগ্ধ হয় প্রাণ।
৮। জরাজীর্ণ মাতাপিতা— করি নাই তাঁহাদের সেবা আমি সামর্থ্য থাকিতে
সে নিষ্ঠুর ব্যবহার— স্মরি এবে অনুতাপে হইতেছে আমার পুড়িতে।
৯। যখন চেয়েছি যাহা, দিয়া পুরিলেন পিতা, আচার্য্য করিলা বিদ্যা দান;
দিতেন আত্মীয়গণ হিত উপদেশ কত সদা মোর সাধিতে কল্যাণ;
কিন্তু মোহবশে, হায়, মর্য্যাদা তাঁদের আমি করিয়াছি কতই লঙ্ঘন।
স্মরি সেই সব কথা এবে বড় পাই ব্যথা, অনুতাপে দগ্ধ হয় মন।
১০। শ্রমণব্রাহ্মণগণ, বহু শাস্ত্রে বিচক্ষণ সাধুশীল যাঁহারা এ ভবে,
সম্মান তাঁদের আমি করি নাই, এই ভাবি অনুতাপে পুড়িতেছি এবে।
১১। কায়মনোবাক্যে করি তপস্যা প্রকৃষ্টরূপে হয় লোকে পূজ্য পৃথিবীতে;
এমন তপস্যা আমি করি নাই, এবে তাই অনুতাপে হতেছে পুড়িতে।

১২। যে জন বিজ্ঞের মত এই দশবিধ কৃত্য— সাবধানে করে সম্পাদন,
জীবনে কর্ত্তব্য যাহা, পালি সে পুরুষবর অনুতাপ পায় না কখন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রতি অর্দ্ধমাসে জনসঙ্ঘকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। লোকেও তাঁহার উপদেশমত চলিয়া উক্ত দশবিধকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক স্বর্গপরায়ণ হইয়াছিল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখিলেন, মহারাজ, কিরূপে প্রাচীন পণ্ডিতেরা, আচার্য্যের সাহায্য না পাইয়াও নিজের মতিবলে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক জনসঙ্ঘকে স্বর্গপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন বুদ্ধের অনুচরেরা ছিল সেই সকল লোক এবং আমি ছিলাম রাজা জনসন্ধ।]

৪৬৮—মহাকৃষ্ণ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে লোকহিতচর্য্যা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ ভাই শাস্তা বহু জনের হিতার্থ নিজের সুখাবাস পরিহারপূর্ব্বক লোকের হিতচর্য্যায় নিরত রহিয়াছেন। তিনি সম্যক্সম্বোধি লাভ করিয়াও স্বয়ং পাত্রচীবরসহ অষ্টাদশ যোজন পরিভ্রমণপূর্ব্বক পঞ্চবর্গীয় স্থবিরদিগের প্রবোধার্থ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি সেই পক্ষেরই পঞ্চমী তিথিতে অনাত্মলক্ষণসূত্র বলিয়া তাঁহাদের সকলকে অর্হত্ত্ব প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি উরুবিল্বায় গিয়া জটিলদিগের নিকট সার্দ্ধত্রিসহস্র প্রাতিহার্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন; তিনি গয়াশিরে গিয়া আদীপ্তপর্য্যায়সূত্র বলিয়া সহস্র জটিলকে অর্হত্ত্ব দিয়াছিলেন; তিনি তিন গব্যূত প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক মহাকাশ্যপকে তিনটী মাত্র উপদেশ দ্বারা উপসম্পদা দান করিয়াছিলেন; তিনি একদিন আহারান্তে পঁয়তাল্লিশ যোজন পথ চলিয়া সৎকুলসম্ভূত পুক্কুসাতি-নামক যুবককে অনাগামিফলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন; তিনি মহাকপ্পিনকে দেখা দিবার জন্য দ্বিসহস্র যোজন প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্হত্ত্ব দিয়াছিলেন, আর একদিন আহারান্তে ত্রিশ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া নিষ্ঠুর ও দুরাচার অঙ্গুলিমালকে অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। আলবককে স্রোতাপত্তিফল দিবার জন্য এবং রাজকুমারকে রক্ষা করিবার জন্যও তাঁহাকে ত্রিশ যোজন পথ চলিতে হইয়াছিল। তিনি তিন মাস কাল ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে অবস্থিতি করিয়া অশীতি কোটি দেবতাকে স্বপ্রদর্শিত ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন; ব্রহ্মলোকে গিয়া বকব্রহ্মের মিথ্যাদৃষ্টি (অপধর্ম্মে বিশ্বাস) বিনাশ করিয়াছিলেন এবং দশ সহস্র ব্রহ্মাকে অর্হত্ত্ব দিয়াছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর তিনটী রাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করেন এবং যে সকল লোক বুদ্ধশাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ, সেই সকল সুপাত্রকে শরণ, শীল ও মার্গফল প্রদান করেন। কেবল ইহাই নহে, তিনি নাগসুপর্ণ প্রভৃতিরও নানারূপ হিতসাধন করিয়া থাকেন।"*

---

* কৌণ্ডিন্য, বাষ্প, ভদ্রিক, মহানামা ও অশ্বজিৎ এই পঞ্চ তপস্বী সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সময়ে ঋষিপতনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বুদ্ধত্বলাভের পর সিদ্ধার্থ সেখানে গিয়া ইঁহাদের নিকট ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন এবং অনাত্মলক্ষণসূত্র বলিয়া ইঁহাদিগকে অর্হত্ত্ব প্রদান করেন। ইঁহারা পঞ্চবর্গীয় নামে অভিহিত। "রূপং ভিক্খবে অনাত্তা" ইত্যাদি সূত্র অনাত্মলক্ষণসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। 'আত্মা' নাই ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য।

উরুবিল্বায় উরুবিল্বাকাশ্যপ, নদীকাশ্যপ ও গয়াকাশ্যপ নামে তিন সহোদর সহস্র শিষ্যসহ বাস করিতেন। তাঁহারা অগ্নিহোত্রী ছিলেন এবং জটা ধারণ করিতেন বলিয়া জটিল নামে অভিহিত। বুদ্ধদেব নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য করিয়া (মহাবর্গ (১) ১৫—২০) এই সকল ব্যক্তিকে স্বমতে দীক্ষিত করেন এবং গয়াশিরে

ভিক্ষুরা এইরূপে দশবলের গুণ কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি এখন অভিসম্বুদ্ধ হইয়া যে লোকের হিতচর্য্যা করিতেছি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বে যখন আসক্তির বশে ছিলাম, তখনও আমি লোকহিতে নিরত ছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময়ে বারাণসীতে উশীনর-নামক এক রাজা ছিলেন। কাশ্যপ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ চতুঃসত্যদেশনদ্বারা বহু ব্যক্তিকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এবং এই সকল লোকে নির্ব্বাণ নগর পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিনির্ব্বাণের দীর্ঘকাল

(ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে) গিয়া আদীপ্তপর্য্যায়সূত্র বলিয়া ইঁহাদিগকে অর্হত্ত্ব দান করেন। "সব্বং ভিক্খবে আদিত্তং" ইত্যাদি সূত্র আদীপ্তপর্য্যায়সূত্র নামে বিদিত। রাগদ্বেষমোহাদি দ্বারা সমস্তই দগ্ধ হইতেছে, এই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারিলেই নির্ব্বাণামৃত লাভ করা যায়, ইহাই আদীপ্তপর্য্যায়সূত্রের তাৎপর্য্য।

মহাকাশ্যপ—বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য। ইনি উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বুদ্ধের চিতার অগ্নি জ্বলে নাই। সপ্তপর্ণীগুহায় যে সঙ্গীতি হয়, ইনি তাহার সভাপতি ছিলেন। "তীব্বং মে হিরোত্তপ্পং পচ্চুপট্ঠিতং ভবিস্সতি থেরেসু, নবেসু, মজ্‌ঝিমেসু", "যং কিঞ্চি ধম্মং সোস্সামি কুসলূপসংহিতং সব্বং তং অট্ঠিকত্বা মনসিকত্বা সব্বচেতসা সমন্নাহরিত্বা ওহিতসোত ধম্মং সোস্সামি", "কায়গতাসতি ন বিজহিস্সতি" এই তিনটী উপদেশ দিয়া বুদ্ধদেব কাশ্যপকে স্বমতে দীক্ষিত করেন।

পুক্কুসাতি—ইনি রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

মহাকপ্পিন—প্রত্যন্তস্থিত কুক্কুট নগরের রাজা। শ্রাবস্তীর বণিক্‌দিগের মুখে বুদ্ধদেবের অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়া অমাত্যগণসহ ত্রিরত্নের শরণ লইয়া ইনি অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আসিতেছেন জানিয়া বুদ্ধ দ্বিসহস্র যোজন প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিলেন।

অঙ্গুলিমালের বৃত্তান্ত প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। আলবক যক্ষ নরখাদক। আলবী রাজ্যে বাস করিত বলিয়া ইহার নাম আলবক। একদা আলবীরাজ মৃগয়া করিতে গিয়া ইহার হাতে পড়েন এবং ইহার ভোজনের জন্য প্রত্যহ একটী লোক পাঠাইবেন এই অঙ্গীকারে নিষ্কৃতি পান। এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তিনি প্রথমে বন্দীদিগকে, তাহার পর নগরবাসীদিগকে যক্ষের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। ক্রমে যখন নগর প্রায় জনহীন হইল, তখন তাঁহার পুত্রের বার আসিল। বুদ্ধদেব জানিতে পারিলেন, রাত্রি প্রভাত হইলেই রাজকুমার যক্ষের হাতে মারা যাইবেন। তিনি সেই রাত্রিতেই যক্ষের বিমানে গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ইন্দ্রজাল বিস্তার করিল, কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। সে বিস্মিত হইয়া বুদ্ধকে কতিপয় প্রশ্ন করিল এবং বুদ্ধ সে গুলির উত্তর দিলেন। একটী প্রশ্ন ও তাহার উত্তর এখানে দেওয়া গেল :—

"কিংসূ'ধ বিত্তং পুরিসস্স সেট্ঠং? কিংসু সুচিণ্ণং সুখমাবহতি? কিংসু হবে সাদুতরং রসানং? কথং জীবিং জীবিতমাহু সেট্ঠং?"—"সদ্ধী'ধ বিত্তং পুরিসস্স সেট্ঠং; ধম্মো সুচিণ্ণো সুখমাবহতি; সচ্চং হবে সাধুতরং রসানং, পঞ্ঞাজীবিং জীবিতমাহু সেট্ঠং।" বুদ্ধের সদুত্তর শুনিয়া আলবকের মতি ফিরিল; সে তাঁহার শরণ লইল। এদিকে প্রভাত হইলে রাজকুমার নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য সহ সেখানে উপস্থিত হইলেন যক্ষ এখন বুদ্ধের মাহাত্ম্যে মৈত্রীভাবাপন্ন। সে কুমারকে সস্নেহে কোলে লইয়া বুদ্ধের হস্তে দিল এবং বুদ্ধ তাঁহাকে রাজার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন।

পরে বুদ্ধশাসন শিথিল হইয়া পড়িল; ভিক্ষুরা একবিংশতি অবৈধ উপায়ে * জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তাহারা ভিক্ষুণীসংসর্গে বাস করিয়া পুত্রকন্যা-পরিবৃত হইল; ভিক্ষুরা ভিক্ষুধর্ম্ম, ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুণীধর্ম্ম, উপাসকেরা উপাসকধর্ম্ম, উপাসিকারা উপাসিকাধর্ম্ম, ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিল, অধিকাংশ লোকে দশবিধ অকুশলধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং মৃত্যুর পর অপায়ভোগীদিগের দলপুষ্ট করিতে লাগিল।

এই কারণে দেবরাজ শক্র আর নূতন দেবপুত্র দেখিতে পাইতেন না; তিনি একদিন মনুষ্যলোকের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বুঝিলেন, সমস্ত লোকেই অপায়ে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইতেছে এবং বুদ্ধশাসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'একটা উপায় আছে; সকল মনুষ্যকে ভীত ও ত্রস্ত করিতে হইবে; তাহাদের যখন ভয় ও ত্রাস জন্মিবে, তখন আমি আশ্বাস দিয়া ধর্ম্মদেশন করিব। এইরূপে শিথিলীভূত বুদ্ধশাসন পুনর্গৃহীত হইবে, যাহাতে ইহা সহস্রবৎসর স্থায়ী হয়, আমি তাহা করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি দেবপুত্র মাতলিকে একটা মহাকায় কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরে পরিণত করিলেন। তাহার মুখ হইতে কদলীফলের ন্যায় চারিটা দাঁত বাহির হইয়াছে; তাহার দেহটা আজানেয় অশ্বের মত বৃহৎ; তাহার রূপ এমন ভয়ানক যে, দেখিবামাত্র গর্ভিণীদিগের গর্ভপাত হইতে পারে।

শক্র এই কুক্কুরকে পঞ্চগুণ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিয়া উহার গলে একটা রক্তবর্ণের মালা পরাইলেন এবং রজ্জুর এক প্রান্ত ধরিয়া চলিলেন; তিনি নিজে কাষায়বস্ত্র পরিধান করিলেন, মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে কেশ বন্ধন করিলেন, এবং গলদেশে রক্তমালা ধারণ করিলেন। তিনি এক হস্তে এক বৃহৎ ধনুক লইলেন; উহার জ্যা প্রবালবর্ণ; তাঁহার অপর হস্তে থাকিল বজ্রাগ্র নারাচ; উহা তিনি নখদ্বারা ঘুরাইতে লাগিলেন। এইরূপে বনেচরের বেশ গ্রহণ করিয়া তিনি নগর হইতে এক যোজনমাত্র দূরে কোন স্থানে অবতরণপূর্ব্বক, "সৃষ্টিনাশ হইল, সৃষ্টিনাশ হইল" তিন বার এই ভীষণ শব্দদ্বারা লোকের মনে মহাভীতি উৎপাদন করিলেন। তিনি যখন নগরের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখনও ঐরূপ চীৎকার করিলেন। লোকে তাঁহার কুক্কুর দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল; তাহারা নগরে গিয়া রাজাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। রাজা তাড়াতাড়ি নগরের দ্বার বন্ধ করাইলেন; কিন্তু শক্র কুক্কুরসহ অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ নগরপ্রাকার লঙ্ঘনপূর্ব্বক নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। লোকে ভীত ও ত্রস্ত

* একবিংশতি নিষিদ্ধ উপায়—বেণুদান পত্রদান, পুষ্পদান, ফলদান, দন্তকাষ্ঠদান, পানীয়দান (পানার্থ জলদান), উদকদান (হস্তপাদাদি প্রক্ষালনার্থ জলদান), চূর্ণদান, মৃত্তিকাদান, চাটুকর্ম্ম, 'মুগ্‌গসুপ্‌পেতা, 'পারিভট্টতা', 'জঙ্ঘপেসনিকতা' বৈদ্যকর্ম্ম, দূতকর্ম্ম 'পহেনগমন', পিণ্ডপ্রতিপিণ্ড, 'দানানুপ্‌পদানং', বাস্তুবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা অঙ্গবিদ্যা—এই সকল উপায়ে ভিক্ষালাভ। মুগ্‌গসুপ্‌পেতা=বেশী মিথ্যা ও অল্প সত্য বলা; পারিভট্টতা=ছেলেদিগকে আদর দিয়া তাহাদের মাতাপিতার মন ভুলান। জঙ্ঘপেসনিকতা=কাহারও সামান্য কাজের জন্য এখানে ওখানে যাওয়া। পহেনগমন=দৌত্যকর্ম্ম।

হইয়া পলায়ন করিল এবং যে, যে ঘরে পারিল, প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কুক্কুর মহাকৃষ্ণ যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই তাড়া করিয়া ভয় দেখাইল এবং অবশেষে রাজভবনে উপস্থিত হইল। রাজাঙ্গণে যে সকল লোক ছিল, তাহারা ভয়ে রাজভবনের মধ্যে পলাইয়া গেল এবং দ্বার রুদ্ধ করিল। রাজা উশীনর অন্তঃপুরচারিণীদিগকে লইয়া ছাদে উঠিলেন। তখন মহাকৃষ্ণ সম্মুখের পদদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক বাতায়নে স্থাপন করিল এবং মহাশব্দে ঘেউ ঘেউ করিল। এই বিকট শব্দ অধোদেশে অবীচি হইতে উর্দ্ধদেশে ভবাগ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল; সমস্ত চক্রবাল এক নিনাদে নিনাদিত হইতে লাগিল। পূর্ণক-জাতকে * পূর্ণক রাজার নিনাদ, ভূরিদত্ত জাতকে † নাগরাজ সুদর্শনের নিনাদ এবং মহাকৃষ্ণ-জাতকে এই নিনাদ জম্বুদ্বীপে মহাশব্দ নামে অভিহিত। নগরবাসীরা এমন ভয়বিহ্বল হইল যে, তাহাদের একপ্রাণীও শক্রের সঙ্গে কোন কথা বলিতে পারিল না।

এই বিপত্তির সময়ে কেবল রাজা ধৃতি লাভ করিলেন। তিনি বাতায়নের নিকটে দাঁড়াইয়া শক্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "অহে ব্যাধ, তোমার কুকুরটা এত চীৎকার করিল কেন?" ব্যাধরূপী শক্র বলিলেন, "ইহার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।" "আচ্ছা, আমি ইহাকে কিছু খাদ্য দেওয়াইতেছি।" ইহা বলিয়া রাজা নিজের এবং বাড়ীর অন্য সকলের জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, সমস্ত দেওয়াইলেন। মহাকৃষ্ণ সে সমস্ত এক কবলেই উদরস্থ করিয়া আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। রাজা আবার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আবারও উত্তর পাইলেন, "আমার কুক্কুর ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে।" তখন হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত ছিল, রাজা তাহাও আনাইয়া দিলেন। মহাকৃষ্ণ ইহাও একগ্রাসে নিঃশেষ করিল। অনন্তর রাজা নগরবাসীদিগের যে খাদ্য প্রস্তুত ছিল, তাহা দেওয়াইলেন। মহাকৃষ্ণ তাহাও নিমেষের মধ্যে উদরস্থ করিয়া আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এ কুক্কুর নহে; নিশ্চয় কোন যক্ষ। ইহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করা যাউক।' তিনি ভয়ে ও ত্রাসে প্রথম গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

১। কালো, কালো, বিকট কালো, দাঁতগুলা সব শাদা;
গায়ে আছে অসীম শক্তি, (তাই) পাঁচ দড়িতে বান্ধা।
পোষ কেন এমন কুকুর, (যারে) দেখ্‌লে ভয় পায়?
বুদ্ধিমান্ ত তোমায়, বাপু, দেখায় চেহারায়।

ইহা শুনিয়া শক্র দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

২। আসে নাই কৃষ্ণ হেথা মৃগমাংস করিতে ভক্ষণ;
খাইবে মনুষ্যমাংস, করি যদি বন্ধনমোচন।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার কুকুর কি সব মানুষেরই মাংস খাইবে, না যাহারা তোমার শত্রু কেবল তাহাদের মাংস খাইবে?" ইন্দ্র বলিলেন, "যাহারা শত্রু, তাহাদেরই

* এ নামে কোন জাতক দেখা যায় না। † ষষ্ঠখণ্ডে ৫৪৩ সংখ্যক।

মাংস খাইবে।" "এখানে কে কে তোমার শত্রু আছে?" "যাহারা অধর্ম্মরত ও দুরাচার, তাহারা সকলেই আমার শত্রু।" "তাহাদের পরিচয় দাও ত?" তখন দেবরাজ দশটী গাথায় অধার্ম্মিকদিগের পরিচয় দিলেন:—

৩। মস্তক মুণ্ডন করি, ভিক্ষাপাত্র হাতে,
কেবল সঙ্ঘাটিদ্বারা আবরিয়া দেহ,— *
ধরি শ্রমণের বেশ কৃষিবৃত্তি করে—
সেই সব পাপীদের বিনাশ কারণ
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৪। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি, মুণ্ডিত মস্তকে,
কেবল সঙ্ঘাটি দ্বারা আবরিয়া দেহ,
ধরি ভিক্ষুণীর বেশ, এইরূপে যারা
রত হয় গৃহমধ্যে ইন্দ্রিয় সেবনে,
সেই সব পাপিষ্ঠার বিনাশ কারণ
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৫। কামায় না দাড়ি গোঁফ, দেখায় সে হেতু
কত যেন ওষ্ঠখানি বড় তাহাদের;
মস্তকে জটার ভার আকীর্ণ ধূলায়,
মলে লিপ্ত দন্তপঙ্‌ক্তি দেখি ঘৃণা হয়—
এমন সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষালব্ধ ধনে
ঋণদান-বৃত্তি যবে করিবে গ্রহণ,
তখন সে ভণ্ডদের বিনাশের তরে
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৬। বেদত্রয়, গায়ত্রী, যজ্ঞের প্রকরণ
শিখি সব করে যদি যজ্ঞ সম্পাদন
যজমানধন শুধু শুষিবার তরে,—
সে দুষ্ট দ্বিজের তরে বিনাশকারণ
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৭। মাতা পিতা জরাজীর্ণ যৌবনাবসানে,
অশনবসন-দানে অথচ তাঁদের
না যাহারা করে সেবা থাকিতে শকতি,
বিনাশিতে সেইরূপ নরাধমগণ
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন। †

* অর্থাৎ তাহারা ত্রিচীবর ধারণ না করিয়া কেবল সঙ্ঘাটি ব্যবহার করে।

† এই গাথাটি সুত্তনিপাতেও দেখা যায় (২।১৮।১২৪)

৮। মাতাপিতা জরাজীর্ণ, বিগতযৌবন,
অথচ যে তাঁহাদের করে অপমান
"কি জান তোমরা? বুদ্ধি নাই তোমাদের,
অনুক্ষণ এই বলে, বিনাশিতে তারে
করিব কুক্কুরের আমি বন্ধন মোচন।

৯। মাতুলানী, পিতৃস্বসা, ভার্য্যা বান্ধবের,"
অথবা আচার্য্যপত্নী—এ সব নারীতে
হয় যারা রত, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন,
সেই সব লম্পটের বিনাশের তরে,
করিব কুক্কুরের আমি বন্ধন মোচন।

১০। জনমি ব্রাহ্মণকুলে যে সকল লোক,
অসিচর্ম্মধ্বজা আদি করিয়া ধারণ
রত হয় পথিকের প্রাণান্ত-সাধনে,
বিনাশিতে সেই সব দুরাচারগণ
করিব কুক্কুরের আমি বন্ধন মোচন।

১১। ঘসি, মাজি শরীরের বর্ণ সুচিক্কণ
করে যারা বিধবার ভুলাইতে মন,
নিয়ত মর্দ্দন করি বিধবার পায়
হইয়াছে অতি স্থূল বাহু যাহাদের—
অথচ ধরিতে অস্ত্র না আছে শকতি,—
বিধবার শত্রু এরা। হরি তার ধন
যায় চলি অন্য নারী সেবিবার তরে।
বিনাশিতে এই সব দুরাচার গণ
করিব কুক্কুরের আমি বন্ধন মোচন। *

১২। মায়াবী কপটাচারী, দুরাশয় সব
মনেতে অসাধুভাব করিয়া পোষণ
ভ্রমিবে এ ভূমণ্ডলে নিঃসঙ্কোচে যবে,
বিনাশিতে সেই সব পাপীর জীবন
করিব কুক্কুরের আমি বন্ধন মোচন।

শক্র আবার বলিলেন, "মহারাজ, এই সকল ব্যক্তি আমার শত্রু"; এবং কুক্কুরটা যেন সেই সেই শত্রুকে খাইবার উদ্দেশ্যে লম্ফ দিতেছে, এইরূপ দেখাইলেন। ইহাতে সেই বৃহৎ জনসঙ্ঘের মনে মহাত্রাস জন্মিয়াছে দেখিয়া তিনি কুক্কুরটাকে যেন রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিয়া নিরস্ত করিলেন এবং ব্যাধবেশ ত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় অনুভাববলে আকাশে আসীন হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমি দেবরাজ শক্র। এই পৃথিবী নষ্ট হইতে যাইতেছে দেখিয়া এখানে আসিয়াছি। সম্প্রতি লোকে অধর্ম্মাচরণ-হেতু মৃত্যুর পর অপায় ভোগ করিতেছে; দেবলোক প্রায় শূন্য হইয়াছে। এখন হইতে

* এই গাথার ইংরাজী অনুবাদের সহিত পালিটীকার কিছুমাত্র সুসঙ্গতি নাই।

অধার্ম্মিকদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা আমার জানা আছে। আপনি নিজে অপ্রমত্ত হইয়া চলুন।" অনন্তর তিনি স্মরণযোগ্য চারিটী গাথায়* ধর্ম্মদেশন করিলেন, মনুষ্যদিগকে দানশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং যে ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাকে আবার সহস্রবর্ষপ্রবর্ত্তনক্ষম করিয়া মাতলির সহিত স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি পূর্ব্বেও লোকহিতচর্য্যা করিয়াছিলাম।'

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন মাতলি এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৪৭০—কৌশিক-জাতক

কৌশিক-জাতক সুধাভোজন-জাতকে (৫৩৫) প্রদত্ত হইবে।

৪৭১—মেণ্ডক-জাতক

মেণ্ডকপ্রশ্ন উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

৪৭২—মহাপদ্ম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে চিঞ্চামাণবিকার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দশবল সম্যক্-সম্বোধি লাভ করিলে বহু লোকে তাঁহার শ্রাবকশ্রেণীভুক্ত হইল। বহুসংখ্যক দেবতা ও মনুষ্য শুদ্ধাবাসে † প্রবেশ করিলেন, সদ্গুণসমূহের মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল, লোকে শাস্তার মহাসম্মান করিতে লাগিল, তাঁহাকে বহু উপহার দিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতদিগের যে দুর্দ্দশা হয়, ইহাতে তীর্থিকদিগেরও তাহাই ঘটিল। লোকে আর তাঁহাদের প্রতি সম্মান দেখাইত না, তাঁহাদিগকে উপহারও দিত না। তাঁহারা রাস্তায় দাঁড়াইয়া বলিতেন, "শ্রমণ গৌতম কি বুদ্ধ? আমরাও বুদ্ধ। কেবল তাঁহাকে দান করিলেই কি মহাফল পাওয়া যায়? আমাদিগকে দিলেও মহাফল পাইবে। তোমরা আমাদিগকেও দান কর।" কিন্তু জনসাধারণকে এইরূপে জানাইয়াও তাঁহারা লাভ ও সৎকার পাইলেন না। তখন কি উপায়ে জনসমাজে শ্রমণ গৌতমের কলঙ্ক রটাইয়া তাঁহার লাভসৎকার বন্ধ করা যাইতে পারে, তাঁহারা গোপনে সমবেত হইয়া সেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রাবস্তীতে চিঞ্চামাণবিকা-নাম্নী এক প্রব্রাজিকা ছিল। তাহার এমন রূপলাবণ্য ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব ছিল যে, তাহাকে অপ্সরা বলিয়া মনে হইত। তাহার অঙ্গযষ্টি হইতে রূপের ছটা নির্গত হইত। তীর্থিকদিগের মধ্যে এক ক্রূরমন্ত্রী বলিলেন, "চিঞ্চামাণবিকার সাহায্যে শ্রমণ গৌতমের কলঙ্ক ঘটাইয়া তাঁহার লাভসৎকারের পথ বন্ধ করা যাউক।" অন্য তীর্থিকগণ, ইহাই উত্তম উপায় মনে করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অতঃপর একদিন চিঞ্চামাণবিকা তীর্থিকদিগের উদ্যানে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইল। কিন্তু তীর্থিকেরা সেদিন তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। ইহাতে বিস্মিত হইয়া চিঞ্চা বলিল "আমি কি দোষ করিয়াছি? আমি ত আপনাদিগকে তিন বার প্রণাম করিলাম। আমার অপরাধ কি যে, আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলিতেছেন না?" তখন তীর্থিকেরা বলিলেন, "ভগিনি, তুমি কি জান না

* এই গাথাগুলি কিন্তু মূলে নাই।

† "অরিয় ভূমি"। রূপব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধতন পাঁচটী আর্য্যভূমি বা শুদ্ধাবাস বলিয়া গণ্য।

যে, শ্রমণ গৌতম আমাদের অনিষ্ট করিয়া, আমাদের লাভসৎকার নাশ করিয়া বিচরণ করিতেছেন?" চিঞ্চা বলিল, "না প্রভুপাদগণ, আমি ইহা জানিনা। এ সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্যই বা কি?" "ভগিনি, তুমি যদি আমাদের সুখ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে নিজের চেষ্টায় শ্রমণ গৌতমের কলঙ্ক ঘটাও, এবং তাঁহার লাভসৎকারের পথ বন্ধ কর।" চিঞ্চা বলিল, "বেশ কথা, এ ভার আমার উপর রহিল, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।" ইহা বলিয়া সেদিন সে চলিয়া গেল।

চিঞ্চা স্ত্রীজনসুলভ মায়ায় বেশ নিপুণা ছিল। শ্রাবস্তীবাসীরা যখন ধর্ম্মকথা শুনিয়া জেতবন হইতে বাহির হইত, সে ঐ দিন হইতে ঠিক সময়ে রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক* গন্ধমাল্যাদি হস্তে লইয়া জেতবনাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিল। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, "এ সময়ে কোথায় যাইতেছ," তাহা হইলে সে উত্তর দিত, "আমি কোথায় যাই তাহা শুনিয়া তোমাদের কি লাভ?" ইহা বলিয়া সে জেতবনসমীপস্থ তীর্থিকারামে রাত্রিবাস করিয়া প্রাতঃকালেই সেখান হইতে বাহির হইত, এবং যে সকল উপাসক শাস্তাকে সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করিবার জন্য নগর হইতে যাত্রা করিত, তাহাদের সম্মুখে এমন ভাবে নগরে প্রবেশ করিত যে, সে যেন জেতবন হইতেই আসিতেছে। "কোথায় ছিলে", কেহ এই কথা জিজ্ঞাসিলে সে বলিত, "কোথায় ছিলাম, তাহাতে তোমাদের প্রয়োজন কি?" এইরূপ বলিয়া সে এক মাস দেড় মাস কাটাইল. তাহার পর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিত "জেতবনে শ্রমণ গৌতমের সহিত এক গন্ধকুটীরে রাত্রিবাস করিয়াছি।" ইহা সত্য কি না, পৃথগ্‌জনের মনে এইরূপ সন্দেহ জন্মিল। যখন তিন চারি মাস অতীত হইল, তখন সে উদরে ছিন্নবস্ত্র জড়াইয়া গর্ভিণীবেশ ধারণ করিল এবং রক্ত বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া বলিতে লাগিল, "শ্রমণ গৌতম হইতেই এই গর্ভ লাভ করিয়াছি।" যাহারা অজ্ঞ ও নির্ব্বোধ, তাহারা এ কথা বিশ্বাস করিল। অতঃপর অষ্টম কি নবম মাসে সে উদরের উপর একটা কাঠের পিণ্ড বাঁধিয়া পূর্ণগর্ভা সাজিল। সে রক্তবস্ত্রে দেহ আবৃত করিল, গরুর হনুদ্বারা নিজের হাত, পা ও পিঠে আঘাত করাইল† এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে, এই ভাব দেখাইয়া ধর্ম্মসভার তথাগতের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তথাগত তখন অলঙ্কৃত ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মদেশন করিতেছিলেন। চিঞ্চা গিয়া বলিল, "মহাশ্রমণ আপনি বহু লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, আপনার বচন মধুর, আপনার দন্তাবরণ (অধরোষ্ঠ) অতি কোমল; আমি আপনার সংসর্গে এই গর্ভ লাভ করিয়াছি, এখন আমি আসন্ন-প্রসবা। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আপনি আমার সূতিকা ঘর কোথায় তাহা ঠিক করিলেন না; ঘৃততৈলাদিরও আয়োজন হইল না। যদি নিজে এ সব না করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার কোন সেবককে—কোশলরাজকে কিংবা অনাথপিণ্ডদকে কিংবা মহোপাসিকা বিশাখাকে—এই মাণবিকার জন্য এ সময়ে যাহা আবশ্যক, তাহা করিতে বলুন না? আপনি অভিরমণ করিতে জানেন, কিন্তু যে শিশু গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহাকে কিরূপে রক্ষা করা আবশ্যক ইহা জানেন না।" চিঞ্চা এইরূপে তথাগতকে সভামধ্যে ভর্ৎসনা করিল—যেন সে মলপিণ্ড হস্তে লইয়া চন্দ্রমণ্ডল কলঙ্কিত করিতে প্রয়াসী হইল। তথাগত ধর্ম্মকথা বন্ধ করিয়া সিংহনাদে বলিলেন, "ভগিনি, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য কি মিথ্যা, ইহা কেবল তোমার ও আমার জানা আছে।" চিঞ্চা বলিল, "হাঁ শ্রমণ, ইহা যেরূপে ঘটিয়াছে, তাহা কেবল আপনি জানেন ও আমি জানি।"

ঠিক এই সময়ে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, চিঞ্চা মাণবিকা মিথ্যা কথা বলিয়া তথাগতের প্রতি দোষারোপ করিতেছে। তিনি এসম্বন্ধে লোকের সংশয় অপনোদন করিবার জন্য চারিজন দেবপুত্রের সহিত ধর্ম্মসভায় আগমন করিলেন। দেবপুত্রগণ মূষিকশাবকরূপে চিঞ্চার সেই কাষ্ঠ-পিণ্ডের বন্ধনরজ্জুগুলি একসঙ্গে ছেদন করিলেন, সে যে বস্ত্র দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিয়াছিল, তাহাও বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত হইল। কাষ্ঠ-পিণ্ডটা সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া তাহার পাদপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। ইহাতে তাহার উভয় পদের অঙ্গুলিগুলি ছিন্ন হইয়া গেল। তখন লোকে চীৎকার করিয়া উঠিল,

* মূলে 'ইন্দগোপকবণ্ণং পটং পাকপিত্বা' আছে। ইন্দ্রগোপ একপ্রকার রক্তবর্ণ কীট (Cochineal)।
† শোথের ভাব দেখাইবার জন্য।

"কালকর্ণি, তুই সম্যক্‌সম্বুদ্ধের প্রতি দোষারোপ করিতেছিস্‌।" তাহারা তাহার মস্তকে থুৎকার নিক্ষেপ করিল এবং লোষ্ট্র ও দণ্ড হস্তে লইয়া তাহাকে জেতবন হইতে তাড়াইয়া দিল। সে যখন তথাগতের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গেল, তখন এই মহাপৃথিবী বিদীর্ণ হইল, ভয়ঙ্কর বিবর দেখা গেল এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিল—বোধ হইল যেন সে আত্মীয়-স্বজনদত্ত রক্তকম্বলে পরিবৃত হইয়াছে। * এই ভাবে সে অবীচিতে গিয়া জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। অতঃপর তীর্থিকদিগের লাভ-সৎকার একেবারে বিনষ্ট হইল এবং দশবলের লাভসৎকার আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল।

পরদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, যে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ অপারগুণসম্পন্ন এবং অগ্র দক্ষিণা পাইবার যোগ্য, চিঞ্চা মাণবিকা মিথ্যা বলিয়া তাঁহার কলঙ্ক ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই জন্য সে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই রমণী আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রফুল্ল পদ্মের শ্রী ছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল পদ্মকুমার। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হইলেন। অতঃপর তাঁহার জননীর মৃত্যু হইল। রাজা অন্য এক স্ত্রীকে অগ্রমহিষীর স্থান দিয়া পুত্রকে যৌবরাজ্যে বরণ করিলেন।

অনন্তর রাজ্যের প্রত্যন্তভাগে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। উহা দমন করিবার জন্য যাইবার কালে রাজা অগ্রমহিষীকে বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি এখানেই থাক, আমি বিদ্রোহ দমন করিতে যাইতেছি।" কিন্তু ঐ রমণী বলিলেন, "না নাথ, আমি এখানে থাকিব না; আমি আপনার সঙ্গেই যাইব।" রাজা তাঁহাকে রণক্ষেত্রের বিপদের কথা বুঝাইলেন, বলিলেন, "আমি যতদিন না ফিরি, ততদিন নিশ্চিন্তমনে এখানেই অবস্থিতি কর। আমি পদ্মকুমারকে বলিয়া যাইতেছি, সে যেন সাবধানে, তোমার যাহা প্রয়োজন সমস্ত সম্পাদন করে।" রাজা পদ্মকুমারকে সেইরূপ উপদেশ দিয়াই যাত্রা করিলেন।

রাজা প্রত্যন্তে গিয়া শত্রুদিগকে বিদূরিত করিলেন, জনপদে শান্তি স্থাপন করিলেন এবং প্রতিগমনপূর্ব্বক রাজধানীর পুরোভাগে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। বোধিসত্ত্ব পিতার আগমনবার্ত্তা পাইয়া রাজধানী সুসজ্জিত করিলেন এবং রাজভবনের জন্য রক্ষী নিযুক্ত করিয়া একাকী পিতৃদর্শনে চলিলেন। এই সময়ে অগ্রমহিষী তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্তা হইলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকট বিদায় লইবার কালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার জন্য কি করিতে হইবে, বল।" ইহা শুনিয়া অগ্রমহিষী বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে মা বলিও না।" তিনি উঠিয়া বোধিসত্ত্বের হাত দুইখানি ধরিলেন এবং বলিলেন, "এস, শয্যায় উঠ।" "কেন? ইহার অর্থ কি?" "রাজা যতক্ষণ না পৌছেন, ততক্ষণ আমরা কেলি করি।" "আপনি আমার মাতা, আপনার স্বামী বর্ত্তমান আছেন। আমি এতকাল কখনও ইন্দ্রিয়সংযম ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীর দিকে কামবশে দৃষ্টিপাত করি নাই; আমি কিরূপে আপনার সহিত

---

* মূলে 'কুলদত্তিয়কম্বলং পারুপমানা' আছে। প্রথম খণ্ডের নীলবর্ণনাগ-জাতকেও এই পদদ্বয় দেখা যায়। ইংরাজী অনুবাদক মনে করেন, সম্ভবতঃ ইহাতে নারীদিগকে বিবাহের কালে প্রদত্ত রক্তবর্ণ পশমী কাপড় বুঝায়।

এরূপ দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইব?" অগ্রমহিষী তাঁহাকে দুই তিন বার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই তাঁহার অনিচ্ছা দেখিয়া বলিলেন, "কি, তুমি আমার কথামত কাজ করিবে না?" "না, মা, তাহা কিছুতেই করিব না।" "তবে রাজাকে বলিয়া তোমার মাথা কাটাইব।" "আপনার যাহা ইচ্ছা করিবেন।" বিমাতাকে এইরূপে লজ্জা দিয়া মহাসত্ত্ব প্রস্থান করিলেন। ইহাতে অগ্রমহিষীর মনে মহা ভয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "কুমারই যদি প্রথমে রাজাকে এই কথা জানায়, তাহা হইলে ত আমার প্রাণ থাকিবে না। অতএব আমাকেই অগ্রে রাজার নিকট (অন্যরূপ) বলিতে হইবে। তিনি আহার করিলেন না, তিনি মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেন; নখদ্বারা নিজের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিলেন এবং পরিচারিকাদিগকে শিখাইয়া রাখিলেন, "রাজা জিজ্ঞাসা করিলে বলিস্, আমার অসুখ করিয়াছে।" অনন্তর তিনি পীড়ার ভান করিয়া শুইয়া রহিলেন।

রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং মহিষীকে না দেখিতে পাইয়া তিনি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন শুনিলেন মহিষী পীড়িত, তখন তিনি শ্রীগর্ভে* প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি, তোমার অসুখের কারণ কি?" মহিষী রাজার কথা শুনিয়া' যেন শুনিলেন না, অনন্তর রাজা দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "মহারাজ, কেন জিজ্ঞাসিতেছেন? চুপ করিয়া থাকুন। সধবা স্ত্রীদিগের আমার মত অবস্থা হওয়াই উচিত।" "কে তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে? শীঘ্র বল, আমি তাহার মাথা কাটিব?" "মহারাজ, আপনি যখন চলিয়া যান, তখন কাহার উপর নগর-রক্ষার ভার দিয়াছিলেন?" "কেন, পদ্মকুমারের উপর।" "সে একদিন আমার ঘরে আসিল, আমি বলিলাম, 'বাবা, এমন কাজ করিওনা, আমি তোমার মা'। ইহা শুনিয়াও সে উত্তর দিল, 'আমি ব্যতীত অন্য রাজা নাই, আমি তোমাকে আমার গৃহে লইয়া যাইব এবং তোমার সহিত কেলি করিব।' ইহা বলিয়া সে আমার চুল ধরিয়া একটা একটা করিয়া উপড়াইতে লাগিল, এবং আমি যখন কিছুতেই তাহার কথায় সম্মত হইলাম না, তখন আমাকে প্রহার করিয়া ও আহত করিয়া চলিয়া গেল।" রাজা এই অভিযোগের সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান না করিয়াই আশীবিষের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, পদ্মকুমারকে শৃঙ্খলে বান্ধিয়া এখানে আনয়ন কর।"

এই আজ্ঞা পাইয়া রাজভৃত্যেরা সমস্ত নগর তোলপাড় করিয়া তুলিল। তাহারা পদ্মকুমারের গৃহে প্রবেশ করিল, তাঁহাকে বান্ধিল ও প্রহার করিল, তাঁহার বাহুদ্বয় পশ্চাদ্ভাগে আনিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল, তাঁহার গলদেশে রক্ত করবীরের মালা পরাইল এবং এই রূপে তাঁহাকে বধ্যবেশে সাজাইয়া প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল। পদ্মকুমার বুঝিলেন, ইহা মহিষীরই কাজ। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওহে রাজভৃত্যগণ, আমি রাজার কোন ক্ষতি করি নাই, আমি নিরপরাধ।" এই রূপে বিলাপ করিতে করিতে তিনি তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া সমস্ত রাজধানী সংক্ষুব্ধ হইল। লোকে বলিতে লাগিল, "রাজা না কি স্ত্রীর কথায় মহাপদ্মকুমারের প্রাণবধ করাইতেছেন।" তাহারা সমবেত হইয়া কুমারের পাদমূলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিয়া বলিতে লাগিল, "প্রভো, ভবাদৃশ ব্যক্তির এরূপ অপমান বড়ই আক্ষেপের বিষয়।"

* রাজার শয়নাগার।

পদ্মকুমার উক্তরূপে রাজার সমীপে আনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাজা চিত্তবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন, "এই পাপিষ্ঠ রাজা না হইয়াও রাজলীলা করিতে চায়, আমার পুত্র হইয়াও অগ্রমহিষীর অপমান করিয়াছে, যাও, চোরপ্রপাত * হইতে নিক্ষেপ করিয়া ইহার জীবনান্ত কর।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "পিতঃ, আমি এরূপ কোন অপরাধ করি নাই, আপনি স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করিয়া আমার প্রাণদণ্ড করিবেন না।" কিন্তু রাজা তাঁহার এই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হা বৎস মহাপদ্ম! তোমার ভাগ্যে কি এই ছিল? এরূপ দণ্ড যে তোমার পক্ষে বড়ই বিসদৃশ।" রাজ্যের ক্ষত্রিয়গণ আঢ্য ব্যক্তিগণ এবং অমাত্যবর্গও বলিলেন, "মহারাজ, কুমার শীলাচারসম্পন্ন, আপনার বংশরক্ষক এবং রাজ্যের উত্তরাধিকারী; আপনি সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কেবল স্ত্রীর কথায় ইহার প্রাণবধ করিবেন না। সমস্ত জানিয়া শুনিয়া বিচার করাই রাজধর্ম।" এই সময়ে তাঁহারা সাতটী গাথা বলিয়াছিলেন :—

১। নিজে না পরীক্ষা করি ছোট বড় সর্ব্ববিধ জ্ঞাতব্য বিষয়,
অপরকে দণ্ডদান রাজা যিনি, তাঁর পক্ষে উচিত না হয়। †

২। না জানিয়া, না শুনিয়া যে রাজা করেন কারো দণ্ডের বিধান,
সকণ্টক খাদ্য তিনি গিলিয়া করেন, হায়, নরকে প্রয়াণ।
এমন রাজার আর জাত্যন্ধ জনের মধ্যে কোন ভেদ নাই,
অন্ধ উদরস্থ করে সমক্ষিক অন্নপান, এঁরো কাজ তাই।

৩। দণ্ডের যে যোগ্য নয় তারে দণ্ড দেন যিনি না করি বিচার,
দণ্ডনীয় লোকে পুনঃ না হয় দণ্ডিত কভু রাজ্যে যে রাজার,
অন্ধ তিনি, অন্ধ যথা চলিয়া বিষম পথে ভাবে তারে সম,
তিনিও অন্যায় করি ভাবেন, করিনি আমি ন্যায় অতিক্রম।

৪। ছোট বড় সর্ব্ববিধ, জ্ঞাতব্য বিষয় যিনি বিচারি যতনে
শাসেন প্রকৃতিবর্গে, তিনিই প্রকৃত রাজা, বলে সর্ব্বজনে।

৫। অত্যধিক মৃদুভাব, কিংবা কঠোরতা অতি, কিছু ভাল নয়
সুযশ অর্জ্জন তরে লইবেন সদা নৃপ, দুয়েরি আশ্রয়। ‡

৬। শাসন শৈথিল্যে রাজ্যে দুষ্টেরা প্রশ্রয় পায়, না মানে রাজারে
অতিকঠোরতা-দোষে শত্রুবৃদ্ধি ঘটি রাজ্য ছারখার করে।
মৃদুভাব, কঠোরতা, উভয়ের দোষগুণ বিচারিয়া তাই
ধরিয়া মধ্যম পন্থা করিবেন রাজ্য-রক্ষা নৃপতি সদাই।

৭। রিপুবশে বহুকথা বলে লোকে, আর বহু বলে দুষ্টজন,
স্ত্রীবাক্যে বিশ্বাস স্থাপি করিওনা, নরনাথ, পুত্রের নিধন।

* যে ভৃগুস্থান হইতে প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত চোরদিগকে ফেলিয়া দেওয়া হইত।

† এই গাথাটী ধর্ম্মপদেও দেখা যায়।

‡ তুঃ-রঘুবংশ, ১ :—

ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।

অমাত্যেরা বহুপ্রকারে রাজাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের কথামত কার্য্য করাইতে সমর্থ হইলেন না। বোধিসত্ত্বও পুনঃ পুনঃ আত্মজীবন প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু রাজা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অজ্ঞানান্ধ মূঢ় রাজা আবার আজ্ঞা দিলেন, 'যাও, ইহাকে চোরপ্রপাত হইতে নিক্ষেপ কর।

৮। এক পক্ষে সর্ব্বলোক, একাকিনী মহিষী আমার,
সে কারণ পক্ষ আমি করিয়াছি গ্রহণ তাঁহার।
যাও, এরে কর গিয়া প্রপাত হইতে নিক্ষেপণ,
মরিবে এখনি পাপী, এই আমি করিয়াছি পণ।

রাজা এই আদেশ দিলে তাঁহার ষোড়শ সহস্র পত্নীর মধ্যে একজনও প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না; নগরবাসীরাও সকলে হাত তুলিয়া ও মাথার চুল ছিঁড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিল। ঐ সকল লোকে পাছে কুমারকে প্রপাত হইতে নিক্ষেপ করিতে বাধা দেয়, এই জন্য রাজা নিজেই সানুচর সেখানে গিয়া তাঁহাকে ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশির করিয়া নিক্ষেপ করাইলেন, তাহা দেখিয়া উপস্থিত জনসঙ্ঘ হাহাকার করিতে লাগিল।

এই সময়ে পদ্মকুমারের মৈত্রী-ভাবনার প্রভাবে ঐ পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "মহাপদ্ম, তোমার কোন ভয় নাই" বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন, তাঁহাকে দুই হাতে ধরিয়া নিজের বুকে লইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দিব্যস্পর্শজনিত তেজঃ সঞ্চারপূর্ব্বক অবতরণ করিলেন এবং পর্ব্বতপাদে পর্ব্বতাষ্টক নামক নাগ-ভবনে * নাগরাজের ফণাভ্যন্তরে রাখিয়া দিলেন। নাগরাজ বোধিসত্ত্বকে স্বীয়ভবনে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে নিজের ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ দান করিলেন। সেখানে এক বৎসর বাস করিবার পরে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি নরলোকে যাইব। নাগরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দেশে যাইতে চান?" "আমি হিমালয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" নাগরাজ এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে লইয়া নরলোকে রাখিলেন; প্রব্রাজকদিগের যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, সেগুলি দিলেন এবং নাগলোকে ফিরিয়া গেলেন।

বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং ধ্যানবলে অভিজ্ঞাসমূহ লাভপূর্ব্বক বন্য ফলমূল আহার করিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বারাণসীবাসী এক বনেচর সেইস্থানে উপস্থিত হইল এবং বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আপনি কি মহাপদ্মকুমার নন?" পদ্মকুমার বলিলেন, "হাঁ ভাই; আমি মহাপদ্মকুমার।" ব্যাধ ইহা শুনিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেল এবং রাজাকে বলিল, "মহারাজ, আপনার পুত্র হিমালয়ে ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া পর্ণশালায় বাস করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট কয়েক দিন থাকিয়া ফিরিয়া আসিতেছি।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছ কি?" বনেচর উত্তর দিল, "হাঁ মহারাজ।" রাজা বহু সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হইয়া ঐ প্রদেশে গমন করিলেন, এবং বনোপান্তে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক অমাত্যগণ-সহ মহাসত্ত্বের পর্ণশালায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে দেখিলেন, মহাসত্ত্ব পর্ণশালাদ্বারে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহাকে অভিবাদন-

* Wilson's Vishnu Purana Vol. II. 123.

পূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন; অমাত্যেরাও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও অভিবাদন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মহাসত্ত্ব রাজাকে বন্য ফলমূল আহার করিতে বলিয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে অতি গভীর প্রপাতে নিক্ষেপ করাইয়াছিলাম। তুমি জীবিত থাকিলে কিরূপে?

৯। বহুতাল পরিমিত সুগভীর, সুদুস্তর, নরকের মত
গিরিদুর্গ মধ্যে তুমি পড়িয়া কেমনে, বল না হলে নিহত?"

[অতঃপর যে পাচটী গাথা প্রদত্ত হইল, তাহাদের একটীর অন্তর একটী, অর্থাৎ তিনটী বোধিসত্ত্ব এবং অপর দুইটি রাজা বলিয়াছিলেন।]

১০। "গিরিসানুজাত বলী, অসীম ক্ষমতাশালী, নাগেশ, রাজন্,
ধরিলেন ফণোপরি আমায় তখন, তাই ঘটেনি মরণ।"

১১। "তুমি, বৎস, রাজপুত্র, চল নিজগৃহে ফিরি, ল'য়ে তোমা যাই,
রাজত্ব করিবে সেথা, রবে সুখে, এ অরণ্যে থেকে কাজ নাই।"

১২। "গিলিত বড়িশ যথা বস্তুসহ নিষ্কাশিয়া লোকে সুখ পায়,
সেইরূপ সুখী আমি, রাজত্ব করিতে আর মন নাহি চায়।"

১৩। "বল, বৎস, 'বড়িশ' কি? 'বস্তু' কি বুঝাও মোরে, কিবা 'নিষ্কাশন'?
গূঢ় অর্থ ইঁহাদের বিস্তারিয়া বলি কর সন্দেহ ভঞ্জন।"

১৪। "বড়িশ বিষয়ভোগ, হস্তি-অশ্ব 'বস্তু' সম বিষয়ীর, পিতঃ,
পরিহার ইঁহাদের কবি আমি 'নিষ্কাশন' নামে অভিহিত।

মহারাজ, এখন হইতে আমার রাজ্যে কোন কাজ নাই। আপনি দশবিধ রাজধর্ম্ম লঙ্ঘন না করিয়া এবং অগতির মার্গ পরিহার করিয়া যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করুন।" মহাসত্ত্ব তাঁহার পিতাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। রাজা ক্রন্দন ও পরিদেবন করিতে করিতে নগরাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন এবং পথিমধ্যে অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার চক্রান্তে আমি এইরূপ সদাচারসম্পন্ন পুত্রের বিয়োগ-যন্ত্রণা ভোগ করিলাম?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "অগ্র-মহিষীর চক্রান্তে।" রাজা তখন অগ্রমহিষীকে ধরাইয়া ঊর্দ্ধপাদে চোরপ্রপাত হইতে নিক্ষেপ করাইলেন এবং নগরে প্রবেশ করিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও চিঞ্চা আমার অযথা গ্লানি রটাইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি শেষ গাথার এই জাতকের সমবধান করিলেন:—

১৫। চিঞ্চামাণবিকা ছিল বিমাতা তখন,
দেবদত্ত ছিলা রাজা আজ্ঞাবহ তার,
আনন্দ পণ্ডিত নাগ, যাহার কারণ
পাইলাম মৃত্যুমুখ হইতে নিস্তার।
সারিপুত্র ছিলেন সেই পর্ব্বত-দেবতা,
আমি সেই রাজপুত্র, সাঙ্গ হ'ল কথা।]

☞ অনেক দেশেরই প্রাচীন সাহিত্যে সপত্নীপুত্রের প্রতি বিমাতার আসক্তি সপত্নীপুত্রের সচ্চরিত্রতা ও তন্নিবন্ধন বিপত্তি প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে Phoedra and Hippolytus এর কথা, য়িহুদী সাহিত্যে Joseph ও Potiphar-পত্নীর কথা, অস্মদ্দেশীয় শীতবসন্তের বা বিজয়বসন্তের কথা দ্রষ্টব্য। বন্ধনমোক্ষ-জাতকেও (১২০) এইরূপ ঘটনা দেখা গিয়াছে।

৪৭৩—মিত্রামিত্র-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের এক সুমিত্র (হিতকারী) অমাত্যকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই লোকটী নাকি রাজার বহু উপকার করিতেন এজন্য রাজাও তাঁহার প্রতি প্রভূত অনুগ্রহ দেখাইতেন। কিন্তু অপর অমাত্যগণের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়াছিল; তাঁহারা রাজার মন ভাঙ্গিবার জন্য বলিতেন, "মহারাজ, অমুক অমাত্য আপনার অহিতকারক।" রাজা কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া ঐ ব্যক্তির কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন, 'আমি ইহার কিছুমাত্র দোষ দেখিতেছি না, এ আমার শত্রু কি মিত্র, তাহা কিরূপে জানিতে পারিব? শাস্তা ভিন্ন অন্য কাহারও সাধ্য নাই যে, এই প্রশ্নের উত্তর জানে। আমি গিয়া তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এই সঙ্কল্প করিয়া রাজা প্রাতরাশ-সমাপনান্তে শাস্তার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, কোন ব্যক্তি মিত্র, কি শত্রু, লোকে ইহা কিরূপে জানিতে পারে?" শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা এই প্রশ্ন চিন্তা করিয়া পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিতেরা যে উত্তর দিয়াছিলেন, তদনুসারে অমিত্রবর্জ্জন-পূর্ব্বক মিত্রের সেবা করিয়াছিলেন।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অর্থধর্ম্মানুশাসক অমাত্য ছিলেন। ঐ সময়ে রাজার অন্যান্য অমাত্যেরা তাঁহার এক হিতকারী অমাত্যের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়াছিল। রাজা কিন্তু সেই অমাত্যের কোন দোষ দেখিতে পান নাই। কিরূপে মিত্র, বা অমিত্র চিনিতে পারা যায়, তখন তাঁহার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। তিনি মহাসত্ত্বকে ইহা জিজ্ঞাসা করিবার কালে প্রথম গাথা বলিয়াছিলেন :—

১। কিরূপে করিবে বিজ্ঞ জানিতে যতন— চিনিবে কেমনে—তার শত্রু কোন্ জন?
কি দেখি, কি শুনি, সুধী করিবে নির্ণয় 'অমুক আমার শত্রু?' বল, মহাশয়।

তখন মহাসত্ত্ব, অমিত্র-লক্ষণ বুঝাইবার জন্য পাঁচটী গাথা বলিয়াছিলেন :—

২। দেখিলে তোমায় হাঁসি মুখে নাই যার, সুখী নাহি হয় শুনি বচন তোমার,
দেখা হলে চক্ষু যেই ফিরাইয়া লয়, তুমি যাহা বল, তার বিপরীত কয়,
৩। তোমার যে শত্রু, তারে করে মিত্রজ্ঞান, তোমার মিত্রেরে দেখে শত্রুর সমান,
করে প্রতিবাদ তব শুনিলে সুখ্যাতি, শুনিলে তোমার নিন্দা হৃষ্ট হয় অতি,
৪। না বলে তোমায় নিজ রহস্য কখন তোমার রহস্য কভু না রাখে গোপন,
প্রশংসা না করে কভু কার্য্যের তোমার, তুমি যে সুধীর ইহা করে না স্বীকার;
৫। তোমার ক্ষতিতে পায় আনন্দ অপার, ঈর্ষানলে পুড়ে লাভ দেখিলে তোমার,
পাইলে উৎকৃষ্ট খাদ্য তোমায় না স্মরে, তুমি যে পেলেনা বলি দুঃখ নাহি করে,
"কি সুখ হইত যদি তুমিও পাইতে।" একথা যে একবার নাহি ভাবে চিতে;
৬। অমিত্র যে, তার এই ষোড়শ লক্ষণ দেখি শুনি মনে বুঝি লয় সুধী জন। *

অনন্তর রাজা নিম্নলিখিত গাথায় মিত্র-লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—

৭। কিরূপে করিবে বিজ্ঞ জানিতে যতন— চিনিবে কেমনে—তার মিত্র কোন্ জন?
কি দেখি, কি শুনি, সুধী করিবে নির্ণয়, 'অমুক আমার মিত্র'? বল, মহাশয়।

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিয়াছিলেন :—

৮। বিদেশে যাইলে তুমি যে করে স্মরণ, ফিরিয়া এসেছ দেখি হয় হৃষ্টমন,
অপার আনন্দ লভে দেখিয়া তোমায়, মধুর বচনে তব স্বাগত শুধায়;

---

* ২য় ও ৬ষ্ঠ গাথা দ্বিতীয় খণ্ডের মিত্রামিত্র জাতকেও (১৯৭) দেখা গিয়াছে।

৯। তব মিত্রে মিত্রজ্ঞান করে যেই জন,
যে তোমার শত্রু, করে তাহারে বর্জ্জন,
অখ্যাতি শুনিলে তব প্রতিবাদ করে,
শুনিলে সুখ্যাতি সুখ পায় যে অন্তরে;
১০। নিজ গুহ্য তোমায় যে বলে অকপটে,
তব গুহ্য প্রকাশে না অন্যের নিকটে,
বাখানে তোমার গুণ সকলের ঠাঁই,
বলে, তোমা সম কোন প্রাজ্ঞ আর নাই;
১১। তব লাভে লভে যেই আনন্দ অপার,
দুঃখ পায় কোন ক্ষতি ঘটিলে তোমার,
পাইলে উৎকৃষ্ট খাদ্য যে স্মরে তোমায়,
তুমি যে পেলে না ভাবি দুঃখ মনে পায়,
"কি সুখ হইত যদি তুমিও পাইতে"।
এই কথা বার বার ভাবে যেই চিতে;
১২। মিত্র যে, তাহার এই ষোড়শ লক্ষণ
দেখি শুনি মনে বুঝি লয় সুধীজন।

মহাসত্ত্বের কথায় রাজা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বহু সম্মান করিয়াছিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, পূর্ব্বেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং পণ্ডিতেরা তাঁহাদের বক্তব্য বলিয়াছিলেন এই বত্রিশটী লক্ষণ দ্বারাই মিত্র ও অমিত্র চিনিতে হইবে।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

জাতক

ত্রয়োদশ নিপাত

৪৭৪—আম্র জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। "আমি বুদ্ধ হইব, শ্রমণ গৌতম আমার আচার্য্য বা উপাধ্যায় নহে" ইহা বলিয়া দেবদত্ত গুরু প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার ধ্যানবল নষ্ট হইয়াছিল। তিনি সঙ্ঘভেদ ঘটাইয়াছিলেন। অতঃপর (অনুতপ্ত হইয়া) তিনি শ্রাবস্তীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জেতবনের বাহিরেই পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাকে অবীচিতে লইয়া গিয়াছিল।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ, ভাই, দেবদত্ত আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সেই পাপে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়া এখন অবীচি মহানরকে জন্মান্তর লাভ করিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত তাহার আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান করিয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে তাঁহার পুরোহিতকুল অহিবাতরোগে* বিনষ্ট হইয়াছিল, কেবল একটী বালক ভিত্তি ভেদ করিয়া পলায়নপূর্ব্বক রক্ষা পাইয়াছিল। সে তক্ষশিলায় গিয়া কোন দেশবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বেদসমূহ এবং অবশিষ্ট সমস্ত বিদ্যা শিক্ষাপূর্ব্বক আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিল এবং দেশভ্রমণের অভিপ্রায়ে বিচরণ করিতে করিতে এক প্রত্যন্তগ্রামে উপস্থিত হইল। ঐ গ্রামের নিকটে এক বৃহৎ চণ্ডালগ্রাম ছিল। বোধিসত্ত্ব এই চণ্ডালগ্রামে বাস করিতেন। তিনি বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এমন একটী মন্ত্র জানিতেন, যাহার বলে অকালে ফলসংগ্রহ করিতে পারা যাইত। তিনি প্রাতঃকালে বাঁক লইয়া সেই গ্রাম হইতে বাহির হইতেন ও বনে যাইতেন, একটা আম্র-বৃক্ষের নিকটে গিয়া সপ্তপাদমাত্র দূরে অবস্থিত হইয়া ঐ মন্ত্র আবৃত্তি করিতেন এবং বৃক্ষোপরি অর্দ্ধাঞ্জলি † জল নিক্ষেপ করিতেন। অমনি পুরাতন পত্রগুলি পড়িয়া যাইত, নবপত্রের উদ্গম হইত, ফুল ফুটিত ও ঝরিয়া পড়িত, আম্রফল জন্মিত ও মুহূর্ত্তের মধ্যে পক্ক হইত এবং বৃক্ষ হইতে ভূতলে পড়িত। ঐ সকল ফল যেমন মধুর, তেমন রসাল—যেন এ লোকের নহে, দেবলোকের। মহাসত্ত্ব এই সকল ফল কুড়াইয়া প্রয়োজনমত কতক নিজে আহার করিতেন, কতক বা বাঁকে বোঝাই করিয়া গৃহে লইয়া যাইতেন। এই সকল ফল বিক্রয় করিয়া তিনি দারাপুত্র পোষণ করিতেন।

মহাসত্ত্বকে অকালে আম্র আহরণ করিতে দেখিয়া ঐ ব্রাহ্মণকুমার ভাবিল, 'এই ফলগুলি নিঃসংশয় মন্ত্রবলে উৎপন্ন; আমি ঐ লোকটার আশ্রয় লইয়া মহার্ঘ মন্ত্রটী গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, মহাসত্ত্ব কি প্রকারে আম্র সংগ্রহ করেন। অনন্তর সে যখন সকল বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিল, তখন একদিন মহাসত্ত্বের বন হইতে ফিরিবার

---

* অহিবাতরোগ-সম্বন্ধে দ্বিতীয়খণ্ডের ২৯শ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† পসত (সংস্কৃত প্রসৃত)। বাঙ্গালায় ইহাকে কোষ বলে।

পূর্ব্বেই তাঁহার গৃহে গেল এবং যেন কিছুই জানেনা এই ভাণ করিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচার্য্য কোথায়?" ঐ রমণী উত্তর দিলেন, "তিনি বনে গিয়াছেন।" সে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল, তিনি আসিতেছেন দেখিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহার হাত হইতে নিজে বাঁক ও আম্রগুলি লইল এবং ঘরে লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। মহাসত্ত্ব তাহাকে বেশ করিয়া দেখিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে বলিলেন, "ভদ্রে, এই মাণবক মন্ত্রগ্রহণাভিলাষে আসিয়াছে: কিন্তু মন্ত্র ইহার নিকট তিষ্ঠিবে না, কেননা এ অসৎপুরুষ।" ব্রাহ্মণ-কুমার ভাবিল, 'আমি আচার্য্যের সেবা করিয়া মন্ত্র লাভ করিব।' সে ঐ সময় হইতে তাঁহার গৃহের সমস্ত কাজ করিতে লাগিল:—সে কাষ্ঠ আহরণ করিত, ধান ভানিত, পাক করিত, মুখপ্রক্ষালনের দ্রব্য আনিয়া দিত, আচার্য্যের পা ধুইত। একদিন মহাসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস মাণবক, আমার পা রাখিবার জন্য একখানা আসন আন।" সে কোথাও কিছু না পাইয়া সমস্ত রাত্রি নিজের উরুদেশে আচার্য্যের পা রাখিয়া বসিয়া রহিল। ইহার কিছুদিন পরে মহাসত্ত্বের ভার্য্যা যখন এক পুত্র প্রসব করিলেন, তখন সে, প্রসূতির জন্য যে যে কাজ আবশ্যক, সমস্তই নিজে সম্পাদন করিল। তাহার সেবায় প্রীত হইয়া ঐ রমণী মহাসত্ত্বকে বলিলেন, "স্বামিন্, এই মাণবক উচ্চজাতিতে জন্মিয়াও মন্ত্রলাভের আশায় ভৃত্যবৎ আমাদের সেবাশুশ্রূষা করিতেছে। ইহার নিকট পরিণামে মন্ত্র থাকুক বা নাই থাকুক, আপনি ইহাকে মন্ত্র দান করুন।" "বেশ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া মহাসত্ত্ব তাহাকে মন্ত্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, এই মন্ত্র অমূল্য, ইহার সাহায্যে তুমি ধন ও মান লাভ করিবে। রাজা বা রাজার অমাত্য যদি, তোমার আচার্য্য কে, এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমার নাম গোপন করিও না। চণ্ডালের নিকট মন্ত্র পাইলে ভাবিয়া যদি কখনও লজ্জায়, তোমার আচার্য্য ব্রাহ্মণ, এইরূপ বল, তাহা হইলে এই মন্ত্র হইতে কোন ফল পাইবে না।" মাণবক বলিল, "গোপন করিব কেন? কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আপনারই নাম করিব।" অনন্তর সে আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া উক্ত চণ্ডালগ্রাম হইতে যাত্রা করিল এবং মন্ত্রের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কালক্রমে বারাণসীতে উপস্থিত হইল। এখানে সে আম্র বিক্রয় করিয়া বহু ধনলাভ করিল।

এক দিন রাজার উদ্যানপাল এই ব্যক্তির নিকট আম্র ক্রয়পূর্ব্বক রাজাকে খাইতে দিল। রাজা তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এমন আম্র কোথায় পাইলে?" উদ্যানপাল বলিল, "মহারাজ, এক মাণবক অকালে এই সকল ফল আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, আমি এগুলি তাহার নিকটে কিনিয়াছি।" রাজা আদেশ দিলেন, "তুমি তাহাকে বল গিয়া, এখন হইতে সব আমই যেন এখানে আনে।' উদ্যানপাল তাহাই করিল। মাণবকও সেই দিন হইতে রাজভবনে আম্র লইয়া যাইতে লাগিল। এক দিন রাজা বলিলেন, "তুমি আমার ভৃত্য হও।' মাণবক এইরূপে রাজভৃত্য হইয়া বহু ধন উপার্জ্জন করিল, এবং ক্রমে রাজার পরম বিশ্বাসভাজন হইল।

একদিন রাজা মাণবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অকালে এইরূপ সুন্দরবর্ণ, সুগন্ধ ও মধুর রসযুক্ত আম্র কোথায় পাও?" এগুলি কি তোমাকে কোন নাগ, বা সুপর্ণ, বা দেবতা দিয়া থাকেন, অথবা এ সব তোমার মন্ত্রবল-লব্ধ?" মাণবক উত্তর দিল, "মহারাজ, এ ফল আমাকে কেহ দান করে না. আমার নিকট একটী অমূল্য মন্ত্র আছে, ফলগুলি সেই মন্ত্রের প্রভাবেই পাই।" "যদি তাহাই হয়, তবে আমরা এক দিন মন্ত্রবল প্রত্যক্ষ করিতে চাই।" "যে আজ্ঞা, মহারাজ, আমি মন্ত্রের প্রভাব প্রত্যক্ষ করাইতেছি।" ইহার পরদিন রাজা তাহাকে

সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গেলেন এবং বলিলেন, "তোমার মন্ত্রের ক্ষমতা দেখাও।" সে "যে আজ্ঞা" বলিয়া একটা আম্র বৃক্ষের নিকটে গেল; সপ্তপাদমাত্র দূরে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পড়িল, এবং গাছের গায়ে জল ছিটাইয়া দিল। বৃক্ষটী সেই মুহূর্তেই পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ফল ধারণ করিল, এবং মহামেঘে যেমন বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ আম্র বর্ষণ করিতে লাগিল। বহুলোকে এই ব্যাপার দেখিতেছিল, তাহারা সাধুবাদ দিল, বস্ত্র দোলাইয়া আপনাদের সন্তোষ জানাইল; রাজা ফল খাইয়া মাণবককে বহু ধন দান করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, "মাণবক, তুমি এই অদ্ভুত মন্ত্র কাহার নিকট হইতে পাইয়াছ?" মাণবক ভাবিল, "যদি বলি, চণ্ডালের নিকট, তাহা হইলে বড় লজ্জার কারণ হইবে; লোকেও আমার নিন্দা করিবে। মন্ত্রটী ত এখন আমার সুন্দররূপে আয়ত্ত হইয়াছে, এখন ইহার নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব বলা যাউক, ইহা কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের মুখে প্রাপ্ত হইয়াছি।' এইরূপ স্থির করিয়া সে মিথ্যা কথা কহিল, বলিল, "তক্ষশিলায় একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য আছেন; আমি ইহা তাঁহারই নিকটে শিক্ষা করিয়াছি। এইরূপে সেই মাণবক আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান করিল, আর তৎক্ষণাৎ ঐ মন্ত্রের অন্তর্দ্ধান হইল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি মাণবককে লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।

ইহার পর একদিন রাজার আম খাইতে ইচ্ছা হইল। তিনি উদ্যানে গিয়া মঙ্গল-শিলাপট্টে উপবেশনপূর্ব্বক আজ্ঞা দিলেন, "মাণবক, আম্র আহরণ কর।" মাণবক "যে আজ্ঞা" বলিয়া আম্রবৃক্ষের নিকট গেল; সপ্তপাদমাত্র দূরে দাঁড়াইল, কিন্তু মন্ত্র আবৃত্তি করিতে গিয়া দেখে, মন্ত্র মনে পড়ে না। মন্ত্র অন্তর্হিত হইয়াছে বুঝিয়া সে লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। রাজা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি পূর্ব্বে বহু লোকজনের সমক্ষেও আমাকে আম্র আহরণ করিয়া দিত, মেঘে যেমন বারিবর্ষণ করে, এও সেইরূপ আম্রবর্ষণ করাইত, কিন্তু এখন শুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, ইহার কারণ কি?' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন:-

১। ছোট, বড়, কত আম্র করি আহরণ, দিয়াছ আমারে পূর্ব্বে যখন তখন।
এবে বৃক্ষে ফল নাহি হয় প্রাদুর্ভূত, সেই মন্ত্রে, ব্রহ্মচারী। এ বড় অদ্ভুত।

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া মাণবক ভাবিল, 'যদি বলি, আজ আম্রফল আহরণ করিব না, তাহা হইলে রাজা ক্রুদ্ধ হইবেন। অতএব মিথ্যা কথা বলিয়া ইহাকে বঞ্চনা করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল:—

২। নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, যোগ, কিছুই এখন অনুকূল নয়, প্রভু, করি নিবেদন।
পাইলে নক্ষত্র, যোগ, আর শুভক্ষণ, আনিব প্রচুর আম্র করি আহরণ।

রাজা ভাবিলেন, 'অন্য দিন ত এ লোকটা নক্ষত্র ও যোগের কথা বলে নাই, এখন এরূপ বলে কেন?' ইহা জানিবার জন্য তিনি বলিলেন:—

৩। নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, যোগ, আর শুভক্ষণ— এদের দোহাই আগে দেওনি কখন।
অথচ আনিয়া আম্র দিয়াছ প্রচুর, সুন্দর, সুগন্ধ, আর আস্বাদে মধুর।
৪। পূর্ব্বে তুমি মন্ত্র যবে জপিতে, ব্রাহ্মণ, আবির্ভূত হ'ত ফল বৃক্ষে অগণন।
সেই তুমি মন্ত্র আজি জপি বারবার, পারিলে না। বল শুনি কারণ ইহার।

রাজার কথা শুনিয়া মাণবক ভাবিল, 'রাজাকে মিথ্যা কথায় ভুলাইতে পারা যাইবে না।

সত্য কথা বলিলে যদি দণ্ড দিতে হয় দিবেন, আমি সত্যই বলিব।' ইহা স্থির করিয়া সে তুইটী গাথা বলিল :—

৫। যথাধর্ম্ম দিলা মন্ত্র চণ্ডালকুমার, বুঝাইলা দয়া করি প্রকৃতি ইহার—
'জিজ্ঞাসিলে নামগোত্র গুরুর তোমার করিও না কোন দিন সত্য-ব্যভিচার;
লজ্জাবশে কর যদি সত্যের গোপন করিবে তোমারে মন্ত্র তখনি বর্জ্জন।'

৬। অহো কি কপট আমি! জেনে শুনে আজ অলীক উত্তর হায় দিনু, মহারাজ।
ব্রাহ্মণে দিলেন মন্ত্র, মিথ্যা এই কথা; মন্ত্রহীন হ'য়ে মনে পাই বড় ব্যথা।

রাজা ভাবিলেন, 'এই পাপিষ্ঠ এরূপ রত্ন লাভ করিয়াও তাহা সাবধানে রক্ষা করিতে পারিল না। এরূপ উত্তম রত্ন লাভ করিলে জাতিতে কি আসিয়া যায়?' অনন্তর ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন :—

৭। এরণ্ড, পলাশ, নিম্ব— যে গাছে মৌচাক আছে,
মধু পাইবার তরে শ্রেষ্ঠ মানি সেই গাছে।

৮। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, চণ্ডাল, পুক্কশ আর,
যে জন যাহার গুরু, তিনি পূজনীয় তার।

৯। দাও দণ্ড নীচাশয়ে, বধ এরে প্রাণে, কিংবা দূর করি দাও, অর্দ্ধচন্দ্রদানে।*
বহু কষ্টে লভি হেন অমূল্য রতন অভিমানে নরাধম করে বিসর্জ্জন!

রাজপুরুষেরা লোকটার লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া বলিল, "যাও, সেই আচার্য্যের নিকটে গিয়া আবার তাঁহার আরাধনা কর; যদি পুনর্ব্বার মন্ত্র লাভ করিতে পার, তাহা হইলে এখানে আসিবে, নচেৎ এদেশের দিকেও তাকাইবে না।" ইহা বলিয়া তাহারা মাণবককে কাশীরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিল।

মাণবক অনাথ হইয়া ভাবিল, "আচার্য্য ব্যতীত আমার অন্য কোন শরণ নাই। তাঁহারই নিকটে গিয়া তাঁহার সেবা করিব এবং পুনর্ব্বার মন্ত্র প্রার্থনা করিব।" সে ক্রন্দন করিতে করিতে সেই চণ্ডালগ্রামে উপস্থিত হইল। সে আসিতেছে দেখিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার ভার্য্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ঐ দেখ, পাপধর্ম্মা মন্ত্র হারাইয়া আবার আসিতেছে।"

মাণবক মহাসত্ত্বের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং একান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মনে করিয়া আসিয়াছ?" মাণবক উত্তর দিল, "আচার্য্য, মিথ্যা কথা বলিয়া আচার্য্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম; তাহাতে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" সে নিজের অপরাধ প্রদর্শন করিয়া পুনর্ব্বার মন্ত্র প্রার্থনা করিবার কালে এই গাথাটী বলিল :—

১০। সমস্থল ভাবি চলি পড়ে যথা মানুষ বিবরে,
গুহায়, নরকমধ্যে, কিংবা পূতি-পাদের † ভিতরে,
রজ্জু ভাবি কৃষ্ণসর্পে দলে পায়ে ভ্রান্ত যে প্রকার,
প্রবেশে যেমন অন্ধ প্রজ্বলিত অগ্নির মাঝার,
তেমতি, আমিও, প্রাজ্ঞ, করিয়াছি অপরাধ বড়;
হইয়াছি মন্ত্রহীন; প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা কর।

* গাথার এই অর্দ্ধ মাতঙ্গ-জাতকেও (৪৯৭) দেখা যায়।

† 'পূতিপাদ' শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার বলেন—"হিমবন্তপদেশে মহারুক্খেসু রুক্খিত্বা মতেসু সমূলেসু পূতিকেসু জাতেসু তস্মিং ঠানে মহা আবাটো হোতি তস্স নামং," অর্থাৎ হিমালয়ে বড় বড় গাছগুলা মরিয়া শুকাইয়া গেলে তাহাদের মূলশুদ্ধ পচিয়া যে গর্ত্ত হয় তাহার নাম পূতিপাদ।

আচার্য্য বলিলেন, "বৎস, তুমি এ কি কথা বলিতেছ ? যে অন্ধ, সাবধান করিয়া দিলে সেও বিবরাদি পরিহার করিয়া চলিতে পারে। আমি ত প্রথমেই তোমাকে বলিয়া দিয়াছিলাম ; এখন কেন আমার নিকটে আসিয়াছ ?

১১। যথাধর্ম্ম মন্ত্র আমি দিলাম তোমায়, যথাধর্ম্ম করেছিলে গ্রহণ তাহায়।
মন্ত্রের প্রকৃতি যাহা, তাহাও যতনে দিনু বুঝাইয়া তব হিতের কারণে,—
এ মন্ত্র তাহারে ত্যাগ করে না কখন, যে করে সতত ধর্ম্মপথে বিচরণ।
১২। নরলোকে হেন মন্ত্র নিতান্ত দুর্লভ ; বহু কষ্টে ঘটেছিল ভাগ্যে প্রাপ্তি তব,
লভি জীবিকার তরে এমন রতন হারাইলা বলি, মূর্খ, অলীক বচন।
১৩। অল্পমতি, অকৃতজ্ঞ, মূঢ়, অসংযত, অলীক বলিতে যে না করে ইতস্ততঃ,
অকালে অমৃত ফল করে উৎপাদন, হেন মন্ত্র তারে আমি দেই না কখন।
মন্ত্র কোথা ? দূর হও। দেখিলে তোমায় ঘৃণাবশে আপাদ-মস্তক জ্বলি যায়।'

আচার্য্যকর্ত্তৃক এইরূপে দূরীভূত হইয়া মাণবক ভাবিল, "আমার আর জীবনে কি প্রয়োজন ?" সে বনে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত অনাথ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

[এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আচার্য্য প্রত্যাখ্যান করিয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই অকৃতজ্ঞ মাণবক এবং আমি ছিলাম সেই চণ্ডাল পুত্র।]

৪৭৫—স্পন্দন-জাতক *

[রোহিণী নদীর তীরে শাক্যদিগের জ্ঞাতিগণের মধ্যে বিরোধ ঘটে। তদুপলক্ষ্যে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন ইহার বর্তমান বস্তু কুণাল-জাতকে (৫৩৬) বলা যাইবে। শাস্তা জ্ঞাতিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজগণ,

পুরাকালে বারাণসী নগরের বাহিরে এক সূত্রধারগ্রাম ছিল। সেখানে এক ব্রাহ্মণ সূত্রধার বন হইতে কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক রথ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ঐ সময়ে হিমবন্ত প্রদেশে এক বিশাল পলাশবৃক্ষ ছিল। এক কৃষ্ণবর্ণ সিংহ শিকার করিবার কালে কখনও কখনও উহার মূলে বিশ্রাম করিত। একদিন বায়ুবেগে পলাশ বৃক্ষের এক খণ্ড শুষ্ক শাখা ভগ্ন হইয়া ঐ সিংহের স্কন্ধোপরি পতিত হইল। স্কন্ধে একটু ব্যথা পাইয়া সিংহ সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং লম্ফ দিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেল। তাহার পর পথের দিকে ফিরিয়া সে কিছুই দেখিতে না পাইয়া ভাবিল, 'অন্য কোন সিংহ বা ব্যাঘ্র আমার অনুধাবন করিতেছে না, এই বৃক্ষে যে দেবতা জন্মিয়াছে, সেই বুঝি আমার এখানে শুইয়া থাকা পছন্দ করে না। ইহার সঙ্গে আমার বুঝা পড়া করিতে হইবে।' এইরূপে অস্থানে ক্রোধ করিয়া সে ঐ বৃক্ষের কাণ্ডে আঘাত করিয়া বলিল, "ওরে বৃক্ষ, আমি তোর পাতা খাইনা, তোর ডাল ভাঙ্গিনা। অন্য পশু এখানে থাকে, তা তোর সহ্য হয়, কেবল

* স্পন্দন—পলাশ।

আমার থাকাই তুই সহিতে পারিস্ না। আমার দোষ কি বল্ ত? যাক কিছু দিন; আমি তোকে মূলসুদ্ধ উপড়াইব ও টুকরা টুকরা করিয়া কাটাইব।" বৃক্ষকে এইরূপ তর্জ্জন করিয়া সিংহ, কোন মানুষ পাওয়া যায় কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য বিচরণ করিতে লাগিল।

এই সময়ে সেই ব্রাহ্মণ সূত্রধার দুই তিনজন লোক সঙ্গে লইয়া রথনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠসংগ্রহার্থ রথারোহণে সেই অঞ্চলে গিয়াছিল। সে একস্থানে যান রাখিয়া বাসি হাতে লইয়া বৃক্ষ অনুসন্ধান করিতে করিতে উক্ত পলাশ বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া কৃষ্ণসিংহ ভাবিল, 'আজ আমার শত্রুনাশের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে'। সে তখনই গিয়া পলাশবৃক্ষের মূলে দাঁড়াইল, কিন্তু সূত্রধার ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া সে স্থান হইতে দূরে চলিল। কৃষ্ণসিংহ ভাবিল, 'এ ব্যক্তি এই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইবার পূর্ব্বেই ইহার সঙ্গে কথা বলা আবশ্যক।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রথম গাথা বলিল;—

১। কুঠার লইয়া হাতে, পশিয়াছ এ বিজন বনে;
শুধাই তোমায়, সৌম্য, কি কাঠ কাটিতে ইচ্ছা মনে?

সিংহের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'বা, এ ত বড় আশ্চর্য্য। পশুতে মানুষের মত কথা কয়। এমন পশু ত পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। কোন্ কাঠ রথনির্ম্মাণের উপযোগী, এ নিশ্চয় তাহা জানে। একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' ইহা চিন্তা করিয়া সে দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

২। বনরাজ তুমি, ভাই, সমাসম চর সর্ব্ব ঠাঁই,
কোন্ কাঠে ভাল চাকা গড়া যায়? তোমারে শুধাই।

সিংহ ভাবিল, এতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। সে তৃতীয় গাথা বলিল:—

৩। ধব ত অধম, * শাল, † খদির ইত্যাদি—শক্ত কাঠ ইহাদের, আছে এই খ্যাতি।
পলাশের কাছে কিন্তু এরা কিছু নয়, পলাশকাঠের চাকা চিরস্থায়ী হয়।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সূত্রধার সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিল, 'আজ অতি শুভক্ষণে এই বনে আসিয়াছি, রথনির্ম্মাণের জন্য কোন্ কাঠ ভাল, একটা ইতর জন্তু তাহা আমাকে বলিয়া দিতেছে! অহো, আমার কি সৌভাগ্য!' অতঃপর সে চতুর্থ গাথা বলিল:—

৪। পলাশের পাতা, আর কাণ্ড কি প্রকার? লক্ষণ কি বল এই গাছ চিনিবার।

এই প্রশ্নের উত্তরে সিংহ দুইটী গাথা বলিল:—

৫। ডালগুলি থাকে ঝুলি, নোয়ায় ত না যায় ভাঙ্গিয়া,
পলাশ তাহার নাম, যার মূলে আছি দাঁড়াইয়া।
৬। অর, নাভি, ঈষা, নেমি— রথের যতেক অঙ্গ আছে,
সবই ভাল গড়া যায় একমাত্র পলাশের গাছে।

ইহা বলিয়া সিংহ সন্তুষ্টচিত্তে এক পাশে গিয়া চরিতে লাগিল, সূত্রধারও গাছ কাটিতে আরম্ভ করিল। তখন বৃক্ষদেবতা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এই সিংহটার গায়ে কিছুই ফেলি নাই, এ অকারণ ক্রোধবশ হইয়া আমার বিমান নষ্ট করাইতেছে, ইহাতে আমিও বিনষ্ট হইব। এখন আমাকেও এই সিংহটার বিনাশের উপায় দেখিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া বৃক্ষদেবতা কাঠুরিয়ার বেশ ধারণ করিলেন এবং সূত্রধারের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো, ছুতরের পো! তুমিত খুব ভাল গাছ পেয়েছ! এটা কেটে কি তৈয়ার কর্‌বে?" সূত্রধার বলিল, "রথের চাকা গড়্‌ব।"

* সংস্কৃত নাম অগ্নিজ্বল। ইহা এক প্রকার ছোট গাছ।
† মূলে শাল ও অশ্বকর্ণ এই দুই বৃক্ষেরই নাম আছে। কিন্তু শাল ও অশ্বকর্ণ একই পর্য্যায়ভুক্ত।

"এ কাঠে রথ গড়া যায়, এ কথা কে বল্‌ল?" "একটা কালো সিঙ্গি বলেছে।" "বা। সে ভালই বলেছে। এ কাঠে খুব ভাল রথ গড়্‌তে পার্‌বে। আর, কালো সিঙ্গির গলার চামড়া তুলে—বেশী নয়, কেবল চার আঙ্গুল চওড়া—চাকার হাল তৈয়ার কর ও যুতে দেও ত, বাবা। লোহার পেটির মত শক্ত হবে; চাকা কস্মিনকালেও নড়চড় কর্‌বে না, তোমার বেশ দু'পয়সা লাভ হবে।" "কালো সিঙ্গির গায়ের চামড়া কোথায় পাব?" "তুমি ত, বাপু, হদ্দ বোকা! এ গাছটা ত বনেই আছে, পালিয়ে যাবে না, যে তোমাকে এই গাছ দেখায়েছে, তার কাছে যাও; গিয়া বল, মশায়, যে গাছটা দেখালেন, তার কোন যায়গায় কাট্‌ব? এই ছলে সিঙ্গিটাকে এখানে আন, সে যেমন বেপরওয়ায়ে মুখ বাড়াইয়া এখানে কাট, ওখানে কাট বল্‌বে, অমনি আর কি, তোমার যে ধারাল কুড়াল দেখিতেছি, এক কোপে নিকাশ কর। তার পর চামড়া তোল, মাংস খাও, গাছ কাট, যা খুসী তাই কর।" বৃক্ষদেবতা এ ভাবে নিজের আক্রোশ প্রকাশ করিলেন।

শাস্তা নিম্নলিখিত তিনটী গাথায় এই বৃত্তান্ত প্রকটিত করিলেন :—

৭। পলাশ তরুর দেব কহেন তখন, শুন, ভারদ্বাজ, * তুমি আমার বচন :—
৮। কাট চর্ম্ম তুমি লয়ে অস্ত্র খরশাণ সিংহস্কন্ধ হ'তে চারি অঙ্গুলিপ্রমাণ।
সে চর্ম্মে আবৃত কর নেমি অতঃপর; দৃঢ় নেমি তাহা হ'লে হবে দৃঢ়তর।
৯। এ রূপে পলাশ-দেব করে সম্পাদন নিমিষের মধ্যে তার বৈরনির্য্যাতন।
জাত বা অজাত সিংহ, সবার উপর সাধিলা শত্রুতা, দিয়া দুঃখ নিরন্তর। †

বৃক্ষদেবতার কথা শুনিয়া সূত্রধার ভাবিল, 'আজ আমার কি শুভদিন!' অতঃপর সে কৃষ্ণসিংহকে বধ করিয়া এবং গাছ কাটিয়া চলিয়া গেল।

শাস্তা নিম্নলিখিত চারিটী গাথায় এই আখ্যায়িকার ব্যাখ্যা করিলেন,—

১০। সিংহ ও পলাশ, দোঁহে পরস্পর বিবাদ করিল,
একের চেষ্টায় অন্যে, দেখ, শেষে উভয়ে মরিল।
১১। সেইরূপ মানুষের মধ্যে হ'লে বিবাদ-ঘটন;
একে করে অপরের সদা তা'রা ছিদ্র উদ্‌ঘাটন।
নাচিলে ময়ূর তার অঙ্গ-দোষ প্রকটিত হয়;
বিবাদে মাতিলে লোকে সেই নৃত্য নাচিবে নিশ্চয়।
মরিল পলাশ, সিংহ, নাচিয়া ময়ূরনৃত্য আজ,
বিবাদ-নিরত লোকে সেই নৃত্য নাচে, মহারাজ।
১২। তাই বলি, হবে ভাল, থাক যদি মিলি মিশি সবে,
হও একপ্রাণ; সিংহ- পলাশের মত নাহি হবে।

---

* ব্রাহ্মণ সূত্রধারকে এই নামে সম্বোধন করা হইয়াছে।

† অর্থাৎ এই পরামর্শে কেবল যে সেই কৃষ্ণ সিংহেরই জীবনান্ত হইল, তাহা নহে, অতঃপর লোকে গলচর্ম্মের লোভে অন্য সিংহদিগকেও মারিতে লাগিল।

* নৃত্য-জাতক (৩২) দ্রষ্টব্য।

১৩। শিক্ষা কর দেখাইতে সকলের প্রতি সমপ্রীতি,
জ্ঞানীর প্রশংসনীয় সর্ব্বকালে এ উত্তম নীতি।
সতত সম্প্রীতভাবে সঙ্গে থাকে যারা সকলের,
যোগক্ষেম * কোন কালে বিনষ্ট না হয় তাহাদের।

[শাক্যরাজেরা ধর্ম্মকথা শুনিয়া পরস্পরের প্রতি বৈরভাব পরিহার করিলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই দেবতা, যিনি বনভূমিতে ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।]

৪৭৬—জবনহংস-জাতক †

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দৃঢ়ধর্ম্মসূত্র-দেশনসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

ভগবান্ বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, মনে কর, চারিজন বলিষ্ঠ, সুশিক্ষিত, নিপুণহস্ত ও ধনুর্ব্বেদবিশারদ ধানুষ্ক চারিদিকে অবস্থিত আছে, এই সময় যদি কেহ আসিয়া বলে, 'এই চারিজন বলিষ্ঠ, সুশিক্ষিত, নিপুণহস্ত ও ধনুর্ব্বেদবিশারদ ধানুষ্ক চতুর্দ্দিকে শর নিক্ষেপ করিলে সেগুলি ভূতলে পতিত হইবার পূর্ব্বেই আমি ধরিয়া আনিব,' তাহা হইলে কি তোমরা ভাবিবে না যে, এই ব্যক্তি অতি বেগবান্—এ দ্রুতগমনশীলতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে? তোমরা যে এরূপ ভাবিবে, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহাদের বেগ ঐ ব্যক্তির বেগ অপেক্ষা, চন্দ্রসূর্য্যের বেগ অপেক্ষাও শীঘ্রতর, যাহাদের বেগ এই ব্যক্তির বেগ অপেক্ষা, চন্দ্রসূর্য্যের বেগ অপেক্ষা, চন্দ্র-সূর্য্যের অগ্রভোধাবী দেবতাদিগের বেগ অপেক্ষাও শীঘ্রতর এই পদার্থগুলি আয়ুঃসংস্কার-সমূহ। ঐ ব্যক্তি যত শীঘ্র ধাবিত হয় ইত্যাদি .. চন্দ্রসূর্য্যের অগ্রগামী দেবতারা যত শীঘ্র ধাবিত হন, আয়ুঃসংস্কারগুলি তাহা অপেক্ষাও দ্রুততর বেগে ক্ষয় পায়। এই জন্য, ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিখিয়া রাখা উচিত যে, সর্ব্বথা অপ্রমত্ত হইতে হইবে।"

শাস্তা এই সূত্র বলিবার দুই দিন পরে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন, "ভাই, তথাগত বুদ্ধত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রাণীদিগের আয়ুঃসংস্কার যে অতি ক্ষীণ ও অকিঞ্চিৎকর, ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাতে পৃথগ্‌জনের এবং ভিক্ষুদিগের মনে মহাত্রাস জন্মিয়াছে। অহো, বুদ্ধবলের কি প্রভাব।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি এখন সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছি, এখন যে আয়ুঃসংস্কারসমূহের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মদেশন করিয়া ভিক্ষুদিগের ভয়োৎপাদন করি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; পূর্ব্বে আমি হংসকুলে ঔপপাতিক‡ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও আয়ুঃসংস্কারসমূহের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝাইয়া বারাণসীরাজ এবং তাঁহার সমস্ত অমাত্যদিগের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক ধর্ম্মদেশন করিয়াছিলাম। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে মহাসত্ত্ব হংসকুলে জন্ম পরিগ্রহণপূর্ব্বক নবতি সহস্র হংসপরিবৃত হইয়া চিত্রকূটে বাস করিতেন। একদিন তিনি পরিজনসহ জম্বুদ্বীপতলস্থ কোন সরোবরে স্বয়ংজাত শালি ভক্ষণপূর্ব্বক বারাণসী নগরের উপর দিয়া চিত্রকূটাভিমুখে ফিরিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বহু হংস ছিল, সকলেই বিলাসগতিতে

---

* টীকাকার যোগক্ষেমের অর্থ করিয়াছেন নির্ব্বাণ। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার সাধারণ অর্থই যুক্তিসঙ্গত। যাহারা নির্ব্বিবাদে থাকে, তাহাদের সম্পত্তি নাশ হয় না, শত্রুভয়ও থাকে না, ইহাই গাথার অভিপ্রায়।

† জবন—দ্রুতগামী, বেগবান্।

‡ মূলে 'অহেতুক' এই পদ আছে। স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ বিনা সত্ত্বের যে উৎপত্তি, তাহাকে অহেতুক বা ঔপপাতিক (পালি 'ওপপাতিক') বলা যায়।

মন্দবেগে উড়িতেছিল, ইহাতে বোধ হইতেছিল যে, বারাণসীর উপরে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত একখানি হিরণ্ময় কিলিঞ্জক * বিস্তৃত হইয়াছে।

বারাণসীরাজ মহাসত্ত্বকে দেখিয়া অমাত্যদিগকে বলিলেন, "এই হংস, বোধ হয়, আমারই মত রাজা হইবেন।" তাঁহার মনে মহাসত্ত্বের প্রতি প্রীতির সঞ্চার হইল, তিনি মাল্যগন্ধ-বিলেপন হস্তে লইয়া মহাসত্ত্বকে অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্ববিধ বাদ্য বাজাইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন দেখিয়া মহাসত্ত্ব হংসদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কি প্রত্যাশা করিয়া আমার এইরূপ সৎকার করিতেছেন?" হংসেরা বলিল, "প্রভু! রাজা, বোধ হয়, আপনার সহিত মিত্রতা করিতে চান।" "তবে আমার সহিত রাজার মিত্রতা হউক," ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব রাজার সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর একদিন রাজা যখন উদ্যানে ছিলেন, সেই সময়ে মহাসত্ত্ব অনবতপ্তহ্রদে গিয়া এক পক্ষে জল এবং এক পক্ষে চন্দনচূর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, এবং ঐ জল দিয়া রাজাকে স্নান করাইলেন। বহুলোকে এই ব্যাপার দেখিতে পাইল। অনন্তর তিনি সপরিবারে চিত্রকূটে চলিয়া গেলেন। এই সময় হইতে রাজা মহাসত্ত্বকে দেখিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ইচ্ছা করিতেন, 'আজ আমার বন্ধু আসিবেন,' ইহা মনে করিয়া তাঁহার আগমন-পথের দিকে লক্ষ্য করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

মহাসত্ত্বের কনিষ্ঠ দুইটী হংসপোতক সূর্য্যের সহিত ধাবিত হইবে, এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার নিকট আপনাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "বৎসগণ, সূর্য্যের বড় শীঘ্রবেগ, তোমরা সূর্য্যের সহিত ধাবিত হইতে পারিবে না।" হংসপোতকদ্বয় দ্বিতীয় বার, তৃতীয়বার তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিল, বোধিসত্ত্ব তৃতীয়বারও তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। হংসপোতকেরা আত্মবল জানিত না। তাহাদের সঙ্কল্প অটল রহিল, তাহারা মহাসত্ত্বের অজ্ঞাতসারেই সূর্য্যের সহিত ধাবিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইল এবং একদিন অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই যুগন্ধর পর্ব্বতের † শিখরোপরি গিয়া উপবেশন করিল। মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরা কোথায় গেল?" তিনি প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'এরা ত সূর্য্যের সঙ্গে ধাবিত হইতে পারিবে না, পথেই মারা যাইবে। আমি গিয়া ইহাদের প্রাণ রক্ষা করি।' ইহা স্থির করিয়া তিনিও গিয়া যুগন্ধর পর্ব্বতোপরি উপবেশন করিলেন।

এদিকে সূর্য্য উদিত হইল; হংসপোতকদ্বয় উড্ডীন হইয়া সূর্য্যের সহিত ছুটিল। মহাসত্ত্বও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে যে কনিষ্ঠ, সে সমস্ত পূর্ব্বাহ্নকাল ছুটিল এবং শেষে ক্লান্ত হইল। তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন পক্ষসন্ধিদ্বয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে। সে সঙ্কেতদ্বারা বোধিসত্ত্বকে জানাইল, "দাদা, আমার আর সাধ্য নাই।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভয় নাই। আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিতেছি।" তিনি তাহাকে

* কিলিঞ্জক—মাদুর।

† যুগন্ধর—বৌদ্ধদিগের মতে মেরু মহাগিরিকে বেষ্টন করিয়া একে একে বৃত্তাকারে সাতটী পর্ব্বত শ্রেণী আছে। এই সাতটী কুলাচল নামে অভিহিত। ইহাদের নাম যুগন্ধর, ঈশধর, করবিক, সুদর্শন, নেমিন্ধর, বিনতক, অশ্বকর্ণ। ইহাদের মধ্যে যুগন্ধর মেরুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী।

নিজের পক্ষপঞ্জরের উপর রাখিয়া আশ্বাস দিলেন, চিত্রকূটে লইয়া গিয়া হংসদিগের মধ্যে রাখিলেন, পুনর্ব্বার ধাবিত হইয়া সূর্য্যকে ধরিলেন এবং অপর হংসপোতকটীর সঙ্গে সঙ্গে উড়িতে লাগিলেন। সে প্রায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সূর্য্যের সহিত সমান বেগে গিয়াছিল; কিন্তু শেষে অবসন্ন হইল, তাহারও বোধ হইল, যেন পক্ষসন্ধিদ্বয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে। তখন সেও সঙ্কেতদ্বারা বোধিসত্ত্বকে জানাইল, "দাদা, আর পারি না।" মহাসত্ত্ব তাহাকেও আশ্বাস দিয়া নিজের পক্ষপঞ্জরে স্থাপনপূর্ব্বক চিত্রকূটে গমন করিলেন। সূর্য্য তখন নভোমণ্ডলের ঠিক মধ্যস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। মহাসত্ত্ব স্থির করিলেন, 'আজ আমার শরীরবল পরীক্ষা করিব।' তিনি উৎপতনপূর্ব্বক একবেগে যুগন্ধর পর্ব্বতের মস্তকোপরি গিয়া বসিলেন; সেখান হইতে উৎপতন করিয়া একবেগে সূর্য্যকে ধরিলেন, এবং কখনও সূর্য্যের পুরোভাগে, কখনও পশ্চাদ্‌ভাগে, ধাবিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভাবিলেন, 'সূর্য্যের সঙ্গে আমার বেগ পরীক্ষা করা নিরর্থক; এ চেষ্টা কেবল অপ্রজ্ঞাজাত সঙ্কল্পের ফল; ইহাতে আমার কি প্রয়োজন? আমি বারাণসীতে বন্ধুর নিকট অর্থধর্ম্মযুক্ত কথা বলি গিয়া।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নিবর্ত্তন করিলেন, সূর্য্য নভোমধ্যবিন্দু অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই সমস্ত চক্রবালের * একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণপূর্ব্বক বেগ হ্রাস করিলেন, এবং সেই ক্ষীণবেগেই জম্বুদ্বীপের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মন্দবেগেরই এত পরিমাণ যে, তখনও বোধ হইতে লাগিল দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীনগরী হংসদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। আকাশে কুত্রাপি একটী ছিদ্র আছে বলিয়া মনে হইল না। অতঃপর তিনি যখন ক্রমে বেগ কমাইতে লাগিলেন, তখন আকাশে ছিদ্র দেখা যাইতে লাগিল। পরিশেষে মহাসত্ত্ব বেগসংবরণপূর্ব্বক আকাশ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং একটা বাতায়নের অভিমুখে অবস্থিত হইলেন। "আমার বন্ধু আসিয়াছেন" বলিয়া রাজা মহা আনন্দ লাভ করিলেন তাঁহার উপবেশনের জন্য কাঞ্চনপীঠ আনয়ন করাইলেন, এবং "মিত্র, আসন গ্রহণ কর" বলিয়া প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। কর, সখে, এই আসন গ্রহণ; সুখী হই তব পেয়ে দরশন।
তোমার(ই) এ রাজ্য—এসেছ হেথায়; বল ত কি দিয়া তুষিব তোমায়?

মহাসত্ত্ব কাঞ্চনপীঠে উপবেশন করিলেন। রাজা তাঁহার পক্ষান্তরে শতপাক, সহস্রপাক ইত্যাদি নানাবিধ তৈল মর্দ্দন করিলেন, তাঁহার ভোজনের নিমিত্ত স্বর্ণ পাত্রে ‡ মধুমিশ্রিত লাজ এবং শর্করোদক দেওয়াইলেন এবং মধুর বাক্যে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, তুমি একাকী আসিয়াছ কেন? তুমি এখন কোথা হইতে আসিতেছ?" মহাসত্ত্ব সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তখন রাজা বলিলেন, "বন্ধু, সূর্য্যের সহিত যে বেগ-প্রতিযোগিতা

* চক্রবাল—বৌদ্ধমতে এক একটী চক্রবাল এক একটী সৌরজগতের স্থানীয়। মধ্যভাগে মেরু; তাহার চতুর্দ্দিকে একে একে সাতটী পর্ব্বতরাজি; তাহার পর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই চারিদিকে চারি মহাদেশ। এই সমস্তকে বেষ্টন করিয়া চক্রবাল পর্ব্বত। বিশ্বে এইরূপ অসংখ্য চক্রবাল আছে। চক্রবালগুলি জলাবৃত বলিয়া কল্পিত।

† দ্রুত-ধাবনবশতঃ অঙ্গে যে ব্যথা হইয়াছিল, তাহার উপশমার্থ এই সকল তৈল ব্যবহৃত হইয়াছিল। কবিরাজী তৈল নানাবিধ ভৈষজ্যের সহিত পুনঃ পুনঃ পাক করা হয়। মহাভারতেও শতপাক তৈলের উল্লেখ আছে।

‡ মূলে 'ভট্টকে' আছে। ভট্টক—টাট বা থালা।

করিলে, তাহা একবার আমায় দেখাইতে হইবে।" "মহারাজ, সে বেগ-দেখাইবার সাধ্য নাই।" "না থাকে ত তাহার সদৃশ কিছু দেখাও।" "বেশ, মহারাজ, তাহার সদৃশ কিছু দেখাইতেছি। আপনি আকর্ণবেধী ধনুর্দ্ধরদিগকে আসিতে বলুন।" রাজা ধনুর্দ্ধরদিগকে আনাইলেন। মহাসত্ত্ব তাহাদের মধ্যে চারিজনকে লইয়া রাজভবন হইতে অবতরণ করিলেন, রাজাঙ্গণের এক অংশ খনন করাইয়া সেখানে একটী শিলাস্তম্ভ বসাইলেন, নিজের গলদেশে একটা ঘণ্টা বান্ধাইলেন, নিজে ঐ স্তম্ভের মস্তকোপরি বসিলেন, নিকটে ধনুর্দ্ধর চারিজনকে চারিদিকে মুখ করিয়া দাঁড় করাইলেন, এবং বলিলেন, "এই চারি ব্যক্তি যুগপৎ চারিটী শর নিক্ষেপ করুক। ঐ সকল শর ভূতলে পতিত হইবার পূর্ব্বেই আমি সেগুলি আনয়ন করিয়া ইহাদের পাদমূলে ফেলিয়া দিব, আমি যে শরাহরণার্থ গিয়াছি, তাহা কেবল আমার গলঘণ্টার শব্দেই বুঝিতে পারিবেন, আমাকে কিন্তু তখন দেখিতে পাইবেন না।"

ধনুর্দ্ধরেরা যুগপৎ শর নিক্ষেপ করিল, মহাসত্ত্ব সেগুলি আহরণ করিয়া তাহাদের পাদমূলে ফেলিলেন, লোকে দেখিতে পাইল,তিনি শিলাস্তম্ভেই বসিয়া আছেন (অর্থাৎ তিনি কখন গেলেন, কখন ফিরিলেন, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না)। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমার বেগ দেখিলেন ত। কিন্তু মহারাজ, ইহা আমার উত্তম বেগ নয়, মধ্যম বেগও নয়, ইহা আমার মন্দ হইতেও মন্দতর বেগ।" ইহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন "বন্ধু, তোমার বেগ হইতেও শীঘ্রতর অন্য কোন বেগ আছে কি।" মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আছে বৈ কি, মহারাজ। প্রাণীদিগের আয়ুঃসংস্কার আমার উত্তম বেগ হইতেও শতগুণে, সহস্রগুণে, শতসহস্রগুণে শীঘ্রতর হইয়া ক্ষয় পাইতেছে, ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, লয় পাইতেছে। অনুক্ষণ যে রূপধর্ম্ম (অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জীবদেহ) ক্ষয় পাইতেছে, মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার কথায় রাজা মরণভয়ে এত ভীত হইলেন যে, তিনি সংজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া সমবেত সমস্ত লোকে অতিমাত্র ত্রস্ত হইল,তাহারা রাজার মুখে জল প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহার মোহাপনোদন করিল। তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ভয় পাইবেন না, কিন্তু মরণের কথা যেন মনে থাকে। ধর্ম্মপথে বিচরণ করুন, দানাদি পুণ্য কর্ম্মে রত হউন, অপ্রমত্তভাবে থাকুন।" রাজা বলিলেন, "প্রভু, আমি ভবাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য বিনা থাকিতে পারিব না; আপনি চিত্রকূট পর্ব্বতে না গিয়া এখানেই অবস্থিতি করুন এবং আমার আচার্য্য হইয়া আমাকে ধর্ম্ম শিক্ষা ও সদুপদেশ দিন।" এই প্রার্থনা করিবার কালে রাজা দুইটী গাথা বলিলেন :—

২। জন্মে প্রেম বারো প্রতি শুনি তার গুণের কীর্ত্তন,
হয় প্রেম অন্তর্হিত কভু কা'রে করিলে দর্শন।
অতি প্রিয় তুমি মোর উভয়তঃ—দর্শনে, শ্রবণে,
কর তুষ্ট মোরে, সখে, সদা তব দরশনদানে।

৩। শুনি তব গুণকথা হয়েছিল প্রীতি উৎপাদন।
গাঢ়তর হ'ল প্রীতি যবে তোমা করিনু দর্শন।
হে প্রিয়দর্শন, আমি মাগি এই করিয়া মিনতি,
কৃতার্থ আমায় কর, এই স্থানে করিয়া বসতি।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

৪। মিত্র যদি করি বাস তোমার আগারে, যদিই বা পূজ তুমি বিবিধ সৎকারে,
কি বিশ্বাস, মহারাজ, মত্ত অবস্থায় বলিবে না কভু তুমি, মাংসের আশায়,
'কাটি দিয়া হংসটারে, করিয়া রন্ধন আন তার মাংস, আমি করিব ভক্ষণ।'

রাজা বলিলেন, "আপনার যদি এই আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে আমি মদ্যপান করিব না।" তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,

৫। ধিক্ সেই অন্নপানে, তোমা হইতে প্রিয়তর ভাবিব যা' মনে;
স্পর্শ না করিব মদ্য, যতদিন রবে, সখে, আমার ভবনে।

ইহার পর বোধিসত্ত্ব ছয়টী গাথা বলিলেন :—

৬। শৃগাল-শকুনে করে যে বিরাব
সহজে তাহার মর্ম্ম বুঝা যায়,
কিন্তু, মহারাজ, লোকের কথার
কি যে অর্থ তাহা বুঝা বড় দায়।

৭। ইনি জ্ঞাতি, মিত্র, কিংবা সখা মোর,
বলে লোকে যবে ভাল থাকে মন,
সেই মিত্র শেষে হয় কালবশে
নিতান্ত অপ্রিয়, শত্রুতাভাজন।

৮। দূরস্থ যে মিত্র, সেও আছে কাছে
বিরাজে সে সদা হৃদয়মাঝারে।
আছে বসি কাছে, তবু সে দূরস্থ,
মন যদি কভু নাহি চায় তারে।

৯। ভালবাসি যারে, ভূপ, সাগরের পারে যদি থাকে সেই জন।
মনের মন্দিরমাঝে তথাপি সতত তার পাই দরশন,
মন নাহি চায় যারে, সে যদি সতত করে একগৃহে বাস।
তথাপি সাগরপারে রয়েছে সে, এই যেন জনমে বিশ্বাস।

১০। নিকটস্থ শত্রুগণ মন হ'তে আছে দূরে তব, রথিবর,
দূরস্থ পণ্ডিতগণ হৃদয়মাঝারে স্থান পান নিরন্তর।

১১। প্রিয়ও অপ্রিয় হয় একসঙ্গে দীর্ঘকাল বসতি করিয়া,
না হ'তে অপ্রিয় তব, করি প্রিয় সম্ভাষণ যাইব চলিয়া।

তখন রাজা বলিলেন :—

১২। আমরা সেবক সবে করিতেছি অনুরোধ যুড়ি দুই কর,
একান্ত উপেক্ষি ইহা করিবে প্রস্থান যদি, ওহে হংসবর,
মাগি ভিক্ষা, পুনঃ, যেন, দেখা দিয়া ক'রো সুখী আমার অন্তর।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

১৩। ধর্ম্মে যদি থাকে মতি তোমার আমার, না ঘটে যদ্যাপি কোন বিঘ্ন দোঁহাকার,
হ'তে পারে, কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার পাবে মোর দেখা তুমি, ওহে নরেশ্বর।

মহাসত্ত্ব রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া চিত্রকূটে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও আমি এইরূপে আয়ুঃসংস্কারসমূহের দুর্ব্বলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্ম দেশন করিয়াছিলাম।"

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই কনিষ্ঠ হংসপোতক, সারিপুত্র ছিলেন সেই মধ্যম হংসপোতক, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন অন্যান্য হংস এবং আমি ছিলাম সেই জবন হংস।]

৪৭৭—থুল্লনারদ-জাতক

[এক প্রাকৃত কুমারী * জনৈক ভিক্ষুকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসী কোন গৃহস্থ-পরিবারে একটী সুলক্ষণা ষোড়শবর্ষবয়স্কা কুমারী ছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে চায় নাই। এক দিন তাহার মাতা ভাবিলেন, 'লোকে যেমন চার ফেলিয়া মাছ ধরে, আমিও তেমনি এই মেয়েটাকে দিয়া শাক্যবংশীয় কোন ভিক্ষুকে প্রলুব্ধ করিব, এবং তাহাকে প্রব্রজ্যা ছাড়াইয়া তাহারই উপার্জ্জনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।'

ঐ সময়ে শ্রাবস্তীবাসী কোন ভদ্রবংশের এক যুবক বুদ্ধশাসনে প্রব্রাজিত হইয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন। কিন্তু উপসম্পদালাভের পর হইতেই তিনি শিক্ষার ইচ্ছা পরিহার-পূর্ব্বক আলস্যে ও শরীরের বেশবিন্যাসে নিরত হইয়াছিলেন। একদিন ঐ বৃদ্ধা উপাসিকা গৃহে যাগূ, খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত করিলেন, এবং যে সকল ভিক্ষু রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আহারের লোভ দেখাইয়া বশ করা যায় কি না, দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া পথের দিকে তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ত্রিপিটকজ্ঞ, অভিধর্ম্মবিশারদ ও বিনয়ধর কত ভিক্ষু চলিয়া গেলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রলোভনের পাত্র দেখিতে পাইলেন না। তাঁহাদের পশ্চাতে মধুর-ধর্ম্মকথক কত শত পিণ্ডপাতিক বাতবিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডবৎ চলিয়া গেলেন, তাঁহাদের মধ্যেও উপাসিকার ইপ্সিত কাহাকেও দেখা গেল না। পরিশেষে তিনি দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি যাইতেছেন, যাঁহার চক্ষু দুইটীর বহিরপাঙ্গ কজ্জলরঞ্জিত ও কেশ সুবিন্যস্ত, যাঁহার অন্তর্ব্বাস অতি সূক্ষ্ম এবং বহির্ব্বাস ঘট্টিত † ও সুবিমল, যাঁহার হস্তে মণিবর্ণ ভিক্ষাপাত্র এবং মস্তকে মনোহর ছত্র। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াই উপাসিকা বলিলেন, "এইবার শিকার মিলিয়াছে।" তিনি এই ভিক্ষুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন, "আসুন, ভদন্ত" বলিয়া তাঁহাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন, আসনে বসাইয়া যাগূভক্তাদি পরিবেশণ করিলেন এবং তাঁহার আহার শেষ হইলে বলিলেন, "ভদন্ত, এখন হইতে আপনি দয়া করিয়া প্রতিদিনই এখানে আসিবেন।" ভিক্ষু তাহাই করিতে লাগিলেন, এবং তখন হইতে নিয়ত উপাসিকার ভবনে গিয়া তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন হইলেন। ইহার পর এক দিন বৃদ্ধা উপাসিকা ঐ ভিক্ষুর শ্রবণপথে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই বাড়ীতে পরিভোগের দ্রব্য যথেষ্ট আছে; কিন্তু গৃহস্থালী চালাইবার জন্য পুত্রও নাই, জামাতাও নাই।" ইহা শুনিয়া ভিক্ষু প্রথমে ভাবিলেন, উপাসিকা এরূপ বলিতেছেন কেন? কিন্তু পরক্ষণেই যেন তিনি হৃদয়ে বিদ্ধবৎ হইলেন। ‡ উপাসিকা কন্যাকে বলিলেন, "এই লোকটাকে লোভ দেখাইয়া বশ কর।" এই আদেশ পাইয়া কন্যাটী অলঙ্কার পরিয়া ও বেশ বিন্যাস করিয়া স্ত্রীজাতিসুলভ কূটবিলাসে সেই ভিক্ষুকে লোভ দেখাইতে লাগিল। ['স্থূলা কুমারিকা' বলিলে স্থূলাঙ্গী বুঝায় না, যে পঞ্চবিধ কামগুণে § অনুরক্তা বা পূর্ণা, তাহাকেই স্থূলা কুমারিকা বলা যায়]। নবীন ভিক্ষু কামপরবশ হইয়া ভাবিলেন, আমি আর এখন বুদ্ধশাসনে থাকিতে পারিব না। তিনি বিহারে গিয়া পাত্রচীবর ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার আচার্য্য ও উপাধ্যায়কে বলিলেন, 'আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" তাঁহারা এই ব্যক্তিকে শাস্তার নিকটে লইয়া নিবেদন করিলেন, 'ভদন্ত, এই ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, বলিতেছেন।" শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, 'হাঁ, ভদন্ত।" "কে তোমায় উৎকণ্ঠিত করিল?" "এক কুমারী।" "দেখ, ভিক্ষু, পূর্ব্বেও, তুমি যখন অরণ্যে বাস করিতে, তখন এই রমণী তোমার ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায় হইয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়াছিল। তুমি আবার ইহার জন্য কেন উৎকণ্ঠিত হইলে?" অনন্তর তিনি ভিক্ষুর অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন মহাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক শিক্ষাসমাপনানন্তর গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার ভার্য্যা যখন

---

* মূলে 'থুল্ল-কুমারিকা' আছে। থুল্ল=স্থূলাঙ্গী; কিন্তু পরে দেখা যাইবে এই পদটী এখানে বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

† 'ঘট্টিত' বলিলে ইস্ত্রি করা বুঝাইবে কি? অথবা, শিলা দিয়া মাজা?

‡ অর্থাৎ তাঁহার মন বৃদ্ধার সম্পত্তি ও কন্যার দিকে আকৃষ্ট হইল।

§ পঞ্চবিধ কামগুণ অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়জাত সুখ।

একটী পুত্র প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন তিনি ভাবিলেন, "মৃত্যু আমার প্রেয়সী ভার্য্যার সম্বন্ধে যেমন লজ্জা পায় নাই, আমার সম্বন্ধেও সেই রূপ লজ্জা পাইবে না। (অর্থাৎ আমাকেও মৃত্যুগ্রাসে পড়িতে হইবে)। অতএব গৃহে থাকিবার প্রয়োজন কি? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক পুত্রটীকে সঙ্গে লইয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহারই সহিত ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন, এবং ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া বন্যফলমূলাহারে অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে একদিন প্রত্যন্তবাসী দস্যুরা জনপদে প্রবেশ করিয়া কোন গ্রাম লুণ্ঠন করিয়াছিল, এবং অনেক বন্দী গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের দ্বারা লুণ্ঠনলব্ধ দ্রব্য বহন করাইয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে ফিরিয়া গিয়াছিল। ঐ বন্দীদিগের মধ্যে এক সুন্দরী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী কুমারী ছিল। সে ভাবিল, 'এই দস্যুরা আমাদিগকে লইয়া দাসীর কাজ করাইবে। দেখা যাউক, কোন একটা উপায়ে পলায়ন করা যায় কি না।' সে একজন দস্যুকে বলিল, "প্রভু, শরীরকৃত্য করিতে হইবে। আমাকে অল্পক্ষণের জন্য ছাড়িয়া দিন।" দস্যুকে এইরূপে বঞ্চনা করিয়া সে পলাইয়া গেল, এবং বনে বিচরণ করিতে করিতে পূর্ব্বাহ্নের সময় বোধিসত্ত্বের আশ্রমে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তখন পুত্রকে আশ্রমে রাখিয়া বন্যকাষ্ঠাদি আহরণ করিবার জন্য নিজে বাহিরে গিয়াছিলেন। কুমারী এই সুযোগে তাপসকুমারকে কামরসে প্রলুব্ধ করিল, শীল ধ্বংস করিয়া তাঁহাকে নিজের বশে আনিল, এবং বলিল, "বনে থাকিয়া কি ফল পাও? চল, গ্রামে গিয়া বাস করি; সেখানে রূপাদি কাম্যপদার্থ সহজে পাওয়া যায়।" তাপসকুমার বলিলেন, "তুমি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ, আমার পিতা বন্যফল আহরণ করিবার জন্য বনে গিয়াছেন; তাঁহাকে ফিরিতে দাও; তাঁহাকে দেখিয়া আমরা দুইজনেই এক সঙ্গে যাইব।" কুমারী ভাবিল, 'এ নিতান্ত ছেলেমানুষ, কিছুই বুঝে না; ইহার পিতা, বোধ হয়, বৃদ্ধবয়সে প্রব্রজ্যা লইয়াছেন। তিনি আসিয়াই আমাকে বলিবেন, তুই এখানে কি করিতেছিস্? তিনি আমাকে প্রহার করিবেন, এবং পা ধরিয়া টানিতে টানিতে বনের মধ্যে ফেলিয়া দিবেন। অতএব তাঁহার ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আমি পলায়ন করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, "আমি আগে রওনা হই, তুমি পিছনে আসিবে।" অনন্তর সে তাপসকুমারকে পথের সঙ্কেত বুঝাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

কুমারী চলিয়া গেলে তাপসকুমার নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন, তিনি পূর্ব্বে যে সকল নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতেন, আজ তাহার কিছুই করিলেন না। তিনি আপাদমস্তক বস্ত্রে আবৃত করিয়া পর্ণশালার ভিতরে শুইয়া রহিলেন, এবং কুমারীর বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাসত্ত্ব বন্যফলাদি লইয়া ফিরিবার পথে কুমারীর পদচিহ্ন দেখিয়া ভাবিলেন, "এ ত দেখিতেছি স্ত্রীলোকের পায়ের দাগ। হয় ত আমার পুত্রের চরিত্র কলুষিত হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন, এবং ফলের ভার নামাইয়া পুত্রকে নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন:

১। চেরা নাই কাঠ, আন নাই জল,
জ্বাল নাই তুমি আগুন এখন(ও),
রয়েছে শুইয়া—মুখ চুণ করি
বোকাটীর মত, বল কি কারণ।

পিতার কথা শুনিয়া তাপসকুমার শয্যা হইতে উঠিলেন এবং পিতাকে প্রণাম করিয়া, অরণ্যবাসে ইচ্ছা নাই, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য, দুইটী গাথা বলিলেন:—

২। কাশ্যপ, জনক মোর, করি নিবেদন, থাকিতে এ বনে আর নাহি চায় মন।
বনবাসে দুঃখ বড়, জনপদে যাব, গিয়া সেথা, শুনিয়াছি, নানা সুখ পাব।

৩। এ আশ্রম ত্যজি যবে করিব গমন,
কি ভাবে চলিতে হবে জনপদে গিয়া—
জনপদবাসীদের চরিত্র কেমন,
দয়া করি, পিতঃ, মোরে দাও বুঝাইয়া।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ কথা, বৎস। আমি তোমাকে দেশচারিত্র বুঝাইতেছি।

৪। এই বন, এই বন্য ফলমূল সব— ত্যজি যদি রাজ্যে যেতে ইচ্ছা হয় তব,
জনপদধর্ম্ম, বৎস, শুন দিয়া মন, পালি যাহা নিরাপদে যাপিবে জীবন।

৫। সেবিবে না বিষ কভু, ত্যজিবে প্রপাত, বসিবে না পঙ্ক মধ্যে কভু তুমি, তাত,
আশীবিষ রবে যেথা, গিয়া হেন স্থানে সতত থাকিবে তুমি অতি সাবধানে।"

মহাসত্ত্ব অতিসংক্ষেপে এই উপদেশ দিলেন, তাঁহার পুত্র ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন,

৬। ব্রহ্মচারী যেই জন, তার পক্ষে, পিতঃ, বিষ কি? প্রপাত বলি কি বা অভিহিত?
কি পঙ্ক? কি আশীবিষ? শুধাই তোমায়; বুঝাইয়া দাও মোরে; পড়ি তব পায়।

তখন মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাগুলিদ্বারা অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন:—

৭। মনোজ্ঞ, সুরভি, অতি সুন্দরবরণ, সুপেয়—আস্বাদ যার মধুর মতন,
আসব বা সুরা নামে লোকে পরিচিত, ব্রহ্মচারি-পক্ষে তাহা বড়ই গর্হিত।
এ কারণ বিষ তারে বলে আর্য্যগণ, ত্যজিবে, নারদ, * তাহা তুমি সর্ব্বক্ষণ।

৮। ভুলায় প্রমদাগণ মানবের মন, বিলাসবিভ্রমে করে চিত্ত সম্মোহন।
শিমুলের ফল ফাটি পড়িলে ভূতলে তূলা যথা বায়ুবেগে উড়ি যায় চলে,
তেমতি তরলমতি যুবকের চিত নারীর কুহকে হয় সদা সঞ্চালিত
প্রপাত ইহাই, বৎস, জানিবে নিশ্চয়, ইহাতেই ঘটে ব্রহ্মচর্য্যের বিলয়।

৯। লাভ, যশঃ, মান, সমাদর সব ঠাঁই,— পঙ্কে আর এ সকলে ভেদ কিছু নাই।
পড়িলে এ পঙ্কে, বৎস, জানিবে নিশ্চয়, বাড়ে লোভ, ক্রমে হয় ব্রহ্মচর্য্য ক্ষয়।

১০। সশস্ত্র নরেন্দ্র কত এই মহীতলে আছেন দোর্দ্দণ্ড তাঁরা প্রতাপের বলে।

১১। ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী জনের সেবায়, মন যেন কভু, বৎস, তোমার না ধায়।
আশীবিষ-সম এঁরা, সতত বর্জ্জন সংসর্গ এঁদের করে ব্রহ্মচারিগণ।

১২। যে গৃহে প্রথমে, বৎস ভোজন আশায় উপস্থিত হবে তুমি ভোজন বেলায়,
না থাকিলে সেথা কোন দোষের কারণ, সেখানেই করিবে ভোজন সম্পাদন।

১৩। অন্নপান তরে যবে অন্যের আলয়ে প্রবেশিবে তুমি, বৎস, ক্ষুধাতুর হয়ে,
নতমুখে মিতভাবে করিবে আহার, ললনার দিকে দৃষ্টি করি পরিহার।

১৪। পরচর্চ্চা, মদ্যপান, সংসর্গ ধূর্ত্তের, রাজসভা, আর গৃহ সুবর্ণকারের,
দূর হ'তে এ সকল ত্যজিবে সতত, তাজে তৈলবাহী যথা দুর্বিষম পথ।

পিতার এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে মাণবকের চৈতন্যোদয় হইল, তিনি বলিলেন, "বাবা, আমার লোকসমাজে যাইবার প্রযোজন নাই।" তখন মহাসত্ত্ব তাঁহাকে মৈত্রীভাবনা শিক্ষা দিলেন। তিনি সেই উপদেশ পালন করিয়া অচিরে ধ্যানবল ও অভিজ্ঞা লাভ করিলেন। অনন্তর পিতাপুত্র উভয়েই ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন এই প্রাকৃত কুমারী ছিল সেই কুমারী, এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল সেই তাপসকুমার এবং আমি ছিলাম তাহার পিতা।]

---

* এই জাতকে তাপসের নাম কাশ্যপ এবং তাঁহার পুত্রের নাম নারদ।

৪৭৮—দূত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে নিজের প্রজ্ঞাপ্রশংসার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। "দেখ, ভাই, দশবলের কি অসাধারণ উপায়কুশলতা। তিনি কুলপুত্র নন্দকে অপ্সরাগণ দেখাইয়া তাঁহাকে অর্হত্ত্ব দিয়াছেন,* ক্ষুদ্রপন্থককে বস্ত্রখণ্ড দিয়া প্রতিসম্ভিদা ও অর্হত্ত্ব দিয়াছেন †, কর্ম্মকারপুত্রকে একটী পদ্ম দেখাইয়া অর্হত্ত্ব দিয়াছেন ‡; এরূপ কত উপায়ে তিনি জীবের শিক্ষাবিধান করিতেছেন"—ভিক্ষুরা এই রূপ বলাবলি করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তথাগত যে কেবল এখনই এরূপ উপায়জ্ঞ ও উপায়কুশল হইয়াছেন, এমন নহে, পূর্ব্বেও তিনি উপায়কুশল ছিলেন। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে একদা জনপদ সুবর্ণহীন হইয়াছিল। ব্রহ্মদত্ত জনপদ পীড়ন করিয়া সমস্ত ধন নিজে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশী-গ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গমন করিয়াছিলেন এবং "পরে যথাধর্ম্ম ভিক্ষাচর্য্যা দ্বারা আচার্য্যের জন্য দক্ষিণা আনয়ন করিব", ইহা বলিয়া শিক্ষার্থী হইয়াছিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন এবং আচার্য্যের নিকট বিদায় লইবার কালে বলিয়া গেলেন, "গুরুদেব, আমি আপনার প্রাপ্য দক্ষিণা আহরণ করিব।" তিনি জনপদে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং যথাধর্ম্ম ভিক্ষা করিয়া বহু কষ্টে সপ্ত নিষ্ক § লাভ করিলেন। তিনি আচার্য্যকে উহাই দিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে গঙ্গা পার হইবার জন্য নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকাখানি যখন তরঙ্গের আঘাতে দুলিতে লাগিল, ব্রাহ্মণের সুবর্ণ তখন নদীগর্ভে পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'এই জনপদে সুবর্ণ বড়ই দুর্লভ; আচার্য্যের জন্য ভিক্ষা করিয়া আবার দক্ষিণা সংগ্রহ করা বহুবিলম্ব-সাধ্য। অতএব এই গঙ্গাতীরেই অনাহারে অবস্থান করা যাউক। আমি যে অনাহারে থাকিব, ক্রমে এ কথা রাজার কর্ণগোচর হইবে। রাজা আমার নিকট অমাত্যদিগকে পাঠাইবেন। কিন্তু আমি তাহাদের সহিত কোন আলাপ করিব না। তাহার পর রাজা নিজেই আসিবেন। এই উপায়ে আমি আচার্য্যের দক্ষিণা লাভ করিব।' মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণ উত্তরীয় দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিলেন এবং যজ্ঞসূত্রটী বাহির করিয়া গঙ্গা-তীরে রজতশুভ্র সৈকত ভূমিতে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় আসীন হইলেন। তাঁহাকে অনশনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বহুলোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আপনি এরূপ করিতেছেন কেন?" কিন্তু তিনি কাহাকেও কোন উত্তর দিলেন না। পরদিন দ্বারগ্রামবাসীরা ¶ তাঁহার তদবস্থায় অবস্থিতির কথা শুনিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং ঐ রূপ প্রশ্ন করিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকেও কোন উত্তর দিলেন না। দ্বারগ্রামবাসীরা তাঁহার অনাহার ক্লেশ লক্ষ্য করিয়া পরিদেবন করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে নগরবাসীরা সেখানে সমবেত হইল, চতুর্থ দিবসে নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, পঞ্চম দিবসে রাজপুরুষ-গণ আসিলেন, ষষ্ঠ দিবসে রাজা অমাত্যদিগকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহা-

* নন্দের সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডে সংগ্রামাবচর জাতকের (১৮২) বর্ত্তমান বস্তু দ্রষ্টব্য।

† ক্ষুদ্রপন্থক অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি প্রথমখণ্ডে ক্ষুদ্রকশ্রেষ্ঠি-জাতকের (১৪) বর্ত্তমান বস্তুতে বর্ণিত আছে। প্রতিসম্ভিদা শব্দটীর ব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে ৯০ম পৃষ্ঠের পাদটীকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

‡ কর্ম্মকারপুত্রের অর্হত্ত্বলাভের ইতিবৃত্ত আমি কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

§ এক নিষ্ক=৩২০ রতি পরিমিত স্বর্ণ। ২য় খণ্ডের ২৮০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

¶ অর্থাৎ যাহারা নগরের দ্বারে বা উপকণ্ঠে বাস করে।

দিগকেও কিছু বলিলেন না। ইহাতে ভয় পাইয়া সপ্তম দিনে রাজা নিজেই দেখা দিলেন এবং প্রথম গাথায় প্রশ্ন করিলেন :—

১। ধ্যানে নিরগণ রয়েছ, ব্রাহ্মণ,
গঙ্গাতীরে, শুনি পাঠাইনু দূত,
জিজ্ঞাসিল তারা উদ্দেশ্য তোমার,
বলিলে না কিছু, এ বড় অদ্ভুত।
কি দুঃখে তোমার অনশন-ব্রত?
কেন এত ক্লেশ রয়েছ সহিয়া?
এতই কি গুরু দুঃখের কারণ,
নিজ মনে যাহা রাখিবে পুষিয়া।

মহাসত্ত্ব যখন রাজার এই কথা শুনিলেন, তখন বলিলেন, "মহারাজ, যিনি দুঃখ হরণ করিতে পারেন, তাঁহারই নিকট দুঃখ প্রকাশ করা উচিত, অন্যের নিকট নহে।" অনন্তর তিনি সাতটী গাথা বলিলেন :—

২। ঘটে যদি তব দুঃখের কারণ,
ওহে কাশীপতি, বলো না কখন
সে জনের কাছে, নাই সাধ্য যার
করিতে মোচন দুর্দ্দশা তোমার।
৩। যথাধর্ম্ম যেই করে প্রতিকার
অণুমাত্র, শুনি কাহিনী তোমার,
বল তারে তুমি অকুণ্ঠিত মনে,
হয়েছে তোমার দুঃখ কি কারণে।
৪। পাখীর কাকলি, শৃগালের রব,
সহজে বুঝিতে পারি এই সব;
মানুষের বাণী কিন্তু, কাশীপতি,
ক জনার আছে বুঝিতে শকতি?
৫। ইনি জ্ঞাতি, মিত্র, ইনি সখা মোর,
প্রীতিবশে ইহা বলে কত জন।
বৈরভাব কিন্তু জন্মে অতি ঘোর
টুটে যবে সেই প্রীতির বন্ধন। *

৬। না করিতে বারম্বার জিজ্ঞাসা যে জন অকালেই করে নিজ দুঃখের জ্ঞাপন,
আনন্দিত হয় তার অরাতির দল, মনস্তাপ পায় তার হিতৈষী সকল।
৭। পায় যদি বুদ্ধিমান্ হেন কোন জন যার সঙ্গে আছে নিজ মনের মেলন,
পণ্ডিত বিচারি কাল অর্থযুক্ত ভাষে মিষ্ট স্বরে নিজ দুঃখ তখন প্রকাশে।
৮। প্রতিকারাতীত দুঃখ কিন্তু যদি হয়, "লোকধর্ম্ম এই দুঃখ আমার নিশ্চয়"
জানি ইহা পাপভয়ে সত্যপরায়ণ সুধী করে নিজ দুঃখ একাকী বহন।

মহাসত্ত্ব এই সাতটী গাথায় রাজার নিকট ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া, নিজে যে আচার্য্যধনার্থ বিচরণ করিতেছেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আবার চারিটী গাথা বলিলেন :

৯। কত রাজ্য, কত গ্রাম, নিগম, নগরে করিলাম ভিক্ষা গুরু-দক্ষিণার তরে,
১০। অমাত্য, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, আঢ্য জন মাগি সবাকার কাছে করিনু অর্জ্জন
সপ্ত নিষ্ক স্বর্ণ আমি; হারাইনু হায়। সেই দুঃখে, মহারাজ, বুক ফাটি যায়।

* ৪র্থ ও ৫ম গাথা জবনহংস জাতকেও (৪৭৬) দেখা যায়।

১১। দেখিনু বিচারি মনে, তব দূতগণ নারিবে করিতে মোর এ দুঃখ মোচন।
সেই হেতু তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিলাম ইচ্ছা করি, শুন নরেশ্বর।
১২। তুমি কিন্তু, মহারাজ, দেখিনু ভাবিয়া,
মোচন করিতে পার এ দুঃখ আমার,
অকপটে তাই খুলি হৃদয়ের দ্বার
বলিনু দুঃখের কথা সব বিবরিয়া।

মহাসত্ত্বের ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমি আপনাকে আচার্য্য-ধন দিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি মহাসত্ত্বকে দ্বিগুণ ধন দান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার জন্য শাস্তা শেষের গাথাটী বলিলেন :—
১৩। কাশীরাজ দিলা তাঁরে হয়ে সুপ্রসন্ন চৌদ্দ নিষ্ক পরিমিত বিশুদ্ধ সুবর্ণ।

অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজাকে হিতোপদেশ দিয়া আচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক গুরুদক্ষিণা দান করিলেন এবং দানাদি পুণ্য কার্য্য করিতে লাগিলেন; রাজাও তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া যথাধর্ম্ম রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই দেহান্তে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত উপায়-কুশল ছিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই আচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই ব্রাহ্মণকুমার।]

☞ গুরুদক্ষিণাসংগ্রহের জন্য প্রাচীনকালে ছাত্রদিগকে যে কত কষ্ট ভোগ করিতে হইত, সন্দীপন-শিষ্য কৃষ্ণ ও বলরাম এবং বরতন্তুশিষ্য কৌৎসের আখ্যায়িকা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

৪৭৯—কালিঙ্গবোধি-জাতক।

[স্থবির আনন্দ যে মহাবোধির পূজানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

যাহারা বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার যোগ্য, তাহাদিগকে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তথাগত যখন জনপদে ভিক্ষাচর্য্যা করিতেছিলেন, তখন শ্রাবস্তীবাসীরা গন্ধমালাদিসহ জেতবনে প্রবেশপূর্ব্বক অন্য কোন পূজনীয় স্থান দেখিতে না পাইয়া গন্ধকুটীরদ্বারে সেই সমস্ত রাখিয়া যাইত। ইহাতেই মহা প্রমোদ হইত। অনাথপিণ্ডদ এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন এবং শাস্তা জেতবনে প্রতিগমন করিলে স্থবির আনন্দের নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, তথাগত ভিক্ষাচর্য্যার জন্য প্রক্রান্ত হইলে এই বিহার শূন্যবৎ হইয়া থাকে। লোকে গন্ধমালাদি দ্বারা পূজা করিবার জন্য কিছু পায় না। আপনি তথাগতকে এই বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করুন যে, এখানে সকল সময়েই জনসাধারণের কোন পূজনীয় স্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর কি না।" আনন্দ আগ্রহের সহিত অনাথপিণ্ডদের অনুরোধ রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং তথাগতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, চৈত্য কয় প্রকার?" তথাগত বলিলেন, "চৈত্য তিন প্রকার।" "কি কি তিনটী, ভদন্ত?" "শারীরিক, পারিভোগিক ও ঔদ্দেশিক।" * "আপনার জীবদ্দশায় কোন চৈত্য নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে কি?"

---

* শারীরিক চৈত্য—যেখানে বুদ্ধের 'ধাতু' রক্ষিত থাকে। পারিভোগিক চৈত্য—বুদ্ধ ভোগ করিয়াছেন, এমন কোন বস্তু যেখানে থাকে। ঔদ্দেশিক চৈত্য বলিলে, বোধ হয়, যেখানে বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এমন স্থান বুঝাইবে।

'শারীরিক চৈত্য করা যায় না, কারণ বুদ্ধদিগের পরিনির্ব্বাণ হইলেই ইহা সম্ভবপর। ঔদ্দেশিক চৈত্যও অবস্তুক, কারণ ইহার সহিত কেবল মনের সম্বন্ধ আছে। * বুদ্ধগণকর্ত্তৃক পরিভুক্ত মহাবোধি তাঁহাদের দেহধারণ-কালেই হউক, কিংবা পরিনির্ব্বাণের পরেই হউক, সকল সময়েই প্রকৃষ্ট চৈত্য।" "ভদন্ত, আপনি ভিক্ষাচর্য্যায় নিষ্ক্রান্ত হইলে জেতবন মহাবিহার নিতান্ত অশরণ হয়, লোকে পূজনীয় স্থান পায় না, আমি মহাবোধি হইতে বীজ আহরণ করিয়া জেতবনদ্বারে রোপণ করিব।" "বেশ কথা, আনন্দ। তুমি রোপণ কর। ইহাতে জেতবনে আমার নিয়ত বাসেরই কাজ হইবে।"

অতঃপর স্থবির আনন্দ অনাথপিণ্ডদ, বিশাখা এবং কোশলরাজকে এই কথা জানাইয়া জেতবনদ্বারে বোধিরোপণার্থ একটী গর্ত্ত পরিষ্কৃত করাইলেন এবং মহামৌদ্গল্যায়নকে বলিলেন, "ভদন্ত, আমি জেতবনদ্বারে বোধি রোপণ করিব, আপনি মহাবোধি হইতে একটী ফল আনয়ন করুন।" মহামৌদ্গল্যায়ন সানন্দচিত্তে এই অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন। তিনি আকাশমার্গে বোধিবেদিতে উপস্থিত হইলেন, বৃন্তচ্যুত একটী ফল ভূমিতে পতিত হইবার পূর্ব্বেই নিজের চীবরে উহা ধারণ করিলেন এবং আনন্দকে আনিয়া দিলেন। তখন স্থবির আনন্দ কোশলরাজকে সংবাদ দিলেন, "অদ্যই বোধি রোপণ করিব।" রাজা সায়াহ্নসময়ে বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া সর্ব্ববিধ উপকরণসহ আগমন করিলেন, অনাথপিণ্ডদ, বিশাখা এবং আরও শত শত উপাসক উপস্থিত হইলেন।

আনন্দ বোধিরোপণস্থানে একটা প্রকাণ্ড স্বর্ণ কটাহ স্থাপিত করিয়া উহার তলদেশে একটী ছিদ্র করিলেন, গন্ধোদকসিক্ত মৃত্তিকা দ্বারা ঐ কটাহ পূর্ণ করিলেন এবং রাজার হস্তে ফলটী দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি বোধিফল রোপণ করুন।" রাজা ভাবিলেন, 'রাজ্য কিছু চিরকাল আমার হস্তে থাকিবে না, অতএব অনাথ-পিণ্ডদের দ্বারাই এই ফল রোপণ করা কর্ত্তব্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ফলটী মহাশ্রেষ্ঠীর হস্তে স্থাপন করিলেন। তখন অনাথপিণ্ডদ সেই গন্ধোদকসিক্ত মৃত্তিকা আলোড়ন করিয়া তন্মধ্যে ফলটী ফেলিয়া দিলেন।

অনাথপিণ্ডদের হস্ত হইতে ফলটী পতিত হইবামাত্র লাঙ্গলশীর্ষপ্রমাণ বোধিবৃক্ষ সঞ্জাত হইল এবং সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, উহা মুহূর্ত্তমধ্যে পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিল। উহার চারিদিকে এবং ঊর্দ্ধভাগেও পঞ্চাশ হস্ত প্রমাণ পাঁচটী মহাশাখা বিস্তৃত হইল। এই রূপে সেই বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ শ্রেষ্ঠ বনস্পতিতে পরিণত হইল। অহো কি অদ্ভুত, কি অতিপ্রকৃত ঘটনা।

রাজা অষ্টশতনীলোৎপল প্রতিমণ্ডিত স্বর্ণরজতময় ঘট গন্ধোদকে পূর্ণ করিয়া সেই গুলি মহাবোধিকে বেষ্টন করিয়া স্থাপন করাইলেন, উহার কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে সপ্তরত্নময়ী বেদি নির্ম্মাণ করাইলেন, স্বর্ণরেণুমিশ্রিত বালুকা বিকিরণ করাইলেন, প্রাকার নির্ম্মাণ করাইলেন এবং সপ্তরত্নময় দ্বারকোষ্ঠক প্রস্তুত করাইলেন। ফলতঃ এই তরুবরের মহা আদর যত্ন হইল।

স্থবির আনন্দ তথাগতের নিকট গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি পূর্ব্বে মহাবোধিমূলে যে ধ্যানবলে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, মদ্‌রোপিত বোধিমূলেও এখন লোকহিতার্থ সেইরূপ ধ্যানস্থ হউন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "কি বলিতেছ, আনন্দ? আমি মহাবোধিমূলে ধ্যানস্থ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেরূপ ধ্যানস্থ হইয়া বসিলে অন্য কোন প্রদেশ আমার ভার ধারণ করিতে পারিবে না।" "ভদন্ত, আপনি যে পরিমাণে ধ্যানস্থ হইলে এই স্থান তাহার ভার বহন করিতে পারে, লোকহিতার্থ সেই পরিমাণেই ধ্যানস্থ হইয়া এই বোধিমূলে সমাপত্তি † ভোগ করুন।"

আনন্দের অনুরোধে শাস্তা ঐ বোধিমূলে এক রাত্রি সমাপত্তি-সুখ ভোগ করিলেন। আনন্দ কোশল-রাজ প্রভৃতিকে এই শুভ সংবাদ জানাইলেন এবং এই উৎসবের 'বোধিমহ' নাম দিলেন। ‡ আনন্দ রোপণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ বৃক্ষ আনন্দ-বোধি নামে অভিহিত হইল।

অনন্তর এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, আয়ুষ্মান্ আনন্দ তথাগতের জীবদ্দশাতেই বোধিদ্রুম রোপণ করিয়া উহার মহাপূজার ব্যবস্থা করিলেন। অহো! স্থবিরের কি অসাধারণ গুণ।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন,

* এই অংশের অর্থ সুস্পষ্ট নহে। পাঠান্তরে দেখা যায় 'উদ্দিস্সকং পরিভোগিকংচ সক্কা হোতি।' ইহাই সুসঙ্গত।

† সমাপত্তি—প্রথম খণ্ডের ৩০শ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

‡ মহ বা মহস—উৎসব (বিশেষতঃ বিহারাদির প্রতিষ্ঠাকালীন)।

"ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে পূর্ব্বেও আনন্দ চতুর্মহাদ্বীপের সপরিবার সমস্ত মনুষ্যদ্বারা বহু গন্ধমালা আনয়নপূর্ব্বক মহাবোধিবেদিকায় বোধিমহ করাইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে কলিঙ্গ রাজ্যে দন্তপুর নগরে কলিঙ্গ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—মহাকালিঙ্গ ও খুল্লকালিঙ্গ। দৈবজ্ঞেরা * বলিয়াছিলেন যে, ইঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি পিতার মৃত্যুরপর রাজত্ব করিবেন; যিনি কনিষ্ঠ, তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষাচর্য্যা করিবেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী † হইবেন।

কালক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার প্রাণবিয়োগের পর রাজা হইলেন, কনিষ্ঠ হইলেন উপরাজ। 'আমার পুত্র নাকি চক্রবর্ত্তী হইবেন,' ইহা ভাবিয়া কনিষ্ঠের বড় গর্ব্ব হইল। ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা জনৈক অমাত্যকে আজ্ঞা দিলেন, "খুল্লকালিঙ্গকে বন্দী কর।" সে গিয়া বলিল, "কুমার, রাজা আপনাকে বন্দী করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি নিজের প্রাণ রক্ষা করুন।" কুমার সেই অমাত্যকে নিজের লাঞ্ছনমুদ্রা, ‡ সূক্ষ্ম কম্বল এবং খড়্গ, এই তিনটী দ্রব্য দেখাইয়া বলিলেন, "আপনি এই অভিজ্ঞান দেখিয়া আমার পুত্রকে রাজত্ব দিবেন।" অনন্তর তিনি বনে গমন করিয়া এক রমণীয় ভূভাগে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং নদীতীরে বাস করিতে লাগিলেন।

মদ্র রাজ্যে শাকল নগরে মদ্ররাজের এক কন্যা জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেও দৈবজ্ঞেরা গণিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি ভিক্ষাচর্য্যাদ্বারা জীবন ধারণ করিবেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র চক্রবর্ত্তী হইবেন। জম্বুদ্বীপের রাজগণ এই কথা জানিতে পারিয়া সকলেই যুগপৎ শাকল নগর অবরোধ করিলেন। মদ্ররাজ ভাবিলেন, 'আমি যদি এক জনকে কন্যা দান করি, তাহা হইলে, অবশিষ্ট রাজারা ক্রুদ্ধ হইবেন। অতএব আমার কন্যাকে রক্ষা করিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি স্ত্রী ও কন্যাসহ অজ্ঞাতবেশে পলায়ন করিলেন, বনে প্রবেশ করিয়া গঙ্গাতীরে কালিঙ্গকুমারের আশ্রমের উপরিস্রোতে (উজানে) আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কন্যাটীর মাতা পিতা ফলাহরণে যাইবার সময় তাঁহার রক্ষণার্থ তাঁহাকে আশ্রমে রাখিয়া যাইতেন। তাঁহারা গমন করিলে ঐ কন্যা নানাবিধ পুষ্প আহরণ করিয়া মালা গাঁথিতেন। গঙ্গাতীরে একটী সুপুষ্পিত আম্রবৃক্ষ সোপানপঙক্তির আকারে অবস্থিত ছিল। রাজকন্যা ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিতেন এবং ফুলের মালা জলে ফেলিয়া দিতেন।

এক দিন কালিঙ্গকুমার গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঐ মালা গিয়া তাঁহার মস্তকে সংলগ্ন হইল। উহা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, এই মালা কোন রমণী গাঁথিয়াছে; সে রমণী প্রাচীনাও নয়, বরং ইহা কোন তরুণীর হাতের কাজ। দেখা যাউক, কে এই

* মূলে 'নেমিত্তা' = নৈমিত্তাঃ (যাহারা নিমিত্ত অর্থাৎ লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যৎ গণনা করে।)

† চক্রবর্ত্তী ত্রিবিধ—চক্রবাল চক্রবর্ত্তী দ্বীপ-চক্রবর্ত্তী এবং প্রদেশ-চক্রবর্ত্তী। চক্রবাল-চক্রবর্ত্তী চতুর্মহাদ্বীপের উপর, দ্বীপ-চক্রবর্ত্তী কেবল একটী মহাদ্বীপের উপর এবং প্রদেশ-চক্রবর্ত্তী ইহার এক অংশের উপর আধিপত্য করেন।

‡ সীল মোহর

মালা গাঁথিয়াছে।' এই সংকল্প করিয়া তিনি কামবশে নদীর উজানদিকে অগ্রসর হইলেন। রাজকন্যা তখন আম্রবৃক্ষে বসিয়া গান করিতেছিলেন। তাঁহার মধুর স্বর শুনিয়া কালিঙ্গ-কুমার বৃক্ষমূলে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, তুমি কে?" রাজকন্যা উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমি মানুষী।" "যদি মানুষী হও, তবে নামিয়া এস।" "আমি নামিতে পারি না, আমি ক্ষত্রিয়।" "ভদ্রে, আমিও ক্ষত্রিয়, অতএব তোমার নামিবার কোন বাধা নাই।" "না, আমি নামিতে পারিব না, কেবল মুখের কথাতেই লোকে ক্ষত্রিয় হয় না। আপনি যদি ক্ষত্রিয় হন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়দিগের গুহ্য মন্ত্র বলুন।" অনন্তর তাঁহারা উভয়েই পরস্পরের নিকট ক্ষত্রিয় জাতির গুহ্য মন্ত্র বলিলেন। তখন রাজকন্যা অবতরণ করিলেন এবং উভয়ে পরস্পর মিলিত হইলেন।

মদ্ররাজ ও তাঁহার পত্নী আশ্রমে ফিরিলে, কুমার যে কলিঙ্গরাজপুত্র, এবং কি কারণে তিনি বনবাস করিতেছেন, রাজকুমারী এই সকল কথা তাঁহাদিগকে জানাইলেন। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া খুল্লকালিঙ্গকে কন্যা দান করিলেন। নবদম্পতী সম্প্রীতভাবে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার কিছু দিন পরে রাজকুমারী গর্ভধারণ করিলেন এবং দশম মাস অতীত হইলে ধন্যপুণ্যলক্ষণ এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতা ও মাতামহের নিকট সর্ব্ববিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন।

ইহার পর একদিন খুল্লকালিঙ্গ নক্ষত্রযোগ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পুত্রকে বলিলেন, "বৎস, তুমি আর এ বনে বাস করিও না, তোমার জেষ্ঠতাত মহাকালিঙ্গের মৃত্যু হইয়াছে, দন্তপুরে গিয়া তোমার কৌলিকরাজ্য গ্রহণ কর। তিনি যে মুদ্রা, কম্বল ও খড়গ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, পুত্রের হস্তে সেই তিনটী দ্রব্য দিয়া বলিলেন, "দন্তপুরে অমুক গলিতে আমাদের হিতকারক এক অমাত্য আছেন; তাঁহার গৃহে শয়নকক্ষে অবতরণপূর্ব্বক এই তিনটী দ্রব্য তাঁহাকে দেখাইবে এবং তুমি যে আমার পুত্র এ কথা জানাইবে। তাহা করিলেই তিনি তোমাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন।" ইহা বলিয়া তিনি পুত্রকে বিদায় দিলেন।

কালিঙ্গ মাতা, পিতা, মাতামহ ও মাতামহীকে প্রণাম করিয়া নিজের পুণ্যলব্ধ ঋদ্ধিবলে আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক সেই অমাত্যের শয়নকক্ষেই অবতরণ করিলেন, এবং "কে তুমি?" অমাত্য এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, "আমি খুল্লকালিঙ্গের পুত্র, "এই উত্তর দিয়া উক্ত রত্নত্রয় প্রদর্শন করিলেন। তখন সেই অমাত্য রাজপুরুষদিগকে এই সংবাদ জানাইলেন, অমাত্যেরাও রাজধানী সুসজ্জিত করিয়া কুমারের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্থাপিত করিলেন।

কলিঙ্গরাজের কালিঙ্গভারদ্বাজ নামক এক পুরোহিত ছিলেন। তিনি নবভূপতিকে চক্রবর্ত্তীর দশবিধ কর্ত্তব্য শিক্ষা দিলেন, নবভূপতিও অচিরে সেগুলিতে নিপুণ হইলেন। অতঃপর পঞ্চদশীর উপোসথ-দিনে চক্রদহ হইতে চক্ররত্ন *, উপোসথ কুল হইতে হস্তিরত্ন, † বলাহাশ্ব রাজকুল হইতে অশ্বরত্ন ‡, এবং বৈপুল্য পর্ব্বত হইতে মণিরত্ন উপস্থিত হইল।

* চক্র, হস্তী, অশ্ব, মণি, স্ত্রী, গৃহপতি ও পরিনায়ক—চক্রবর্ত্তী রাজার এই সপ্তরত্ন থাকে। পরিনায়ক মন্ত্রী অথবা উত্তরাধিকারী পুত্র (crown prince)। চক্রবর্ত্তী যখন কোথাও যাত্রা করেন, তখন চক্র আপনা হইতে তাহার অগ্রে অগ্রে যায়। এইরূপ অন্যান্য রত্নও একটা না একটা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

† এক জাতীয় উৎকৃষ্ট হস্তী উপোসথকুলজ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

‡ বলাহাশ্ব-সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের ৮১ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

শেষে স্ত্রী, গৃহপতি এবং পরিনায়ক এই রত্ন তিনটীও আসিয়া জুটিল। এইরূপে কালিঙ্গ সমস্ত চক্রবালে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এক দিন কালিঙ্গ রাজচক্রবর্ত্তী ষট্‌ত্রিংশদ্‌ যোজনব্যাপী অনুচরে পরিবৃত হইয়া কৈলাস-কূটনিভ সর্ব্বশ্বেত হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক মহাড়ম্বরে মাতা পিতাকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। যে ভূভাগ বুদ্ধগণের জয়পল্যঙ্ক এবং পৃথিবীর নাভিস্বরূপ, হস্তিবর কিন্তু সেই মহাবোধি বেদিকার উপর দিয়া যাইতে পারিল না। রাজা তাহাকে চালিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

এই ভাব প্রকটিত করিবার জন্য শাস্তা প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। রাজচক্রবর্ত্তী কালিঙ্গ নৃমণি,
যথাধর্ম্ম যিনি পালেন ধরণী,
বোধিদ্রুম পাশে করিলা গমন
দিব্য গজস্কন্ধে করি আরোহণ।

রাজার পুরোহিতও রাজার সঙ্গে যাইতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আকাশে ত কোন আবরণ নাই, তথাপি রাজা হস্তী চালাইতে পারিতেছেন না, ইহার কারণ কি দেখিতে হইতেছে।' তিনি আকাশ হইতে অবরোহণ করিয়া সর্ব্ববুদ্ধের জয়পল্যঙ্কস্বরূপ এবং মেদিনীমণ্ডলের নাভিস্বরূপ মহাবোধি-বেদিকা দেখিতে পাইলেন। শুনা যায়, তৎকালে নাকি সেখানে রাজকরীষ পরিমিত স্থানে * শশকশ্মশ্রুমাত্র তৃণও জন্মিত না, উহা রজতপট্ট-নিভ বালুকায় সমাস্তৃত ছিল। উহার সমন্তাৎ তৃণ, লতা ও বনস্পতিসমূহ বোধি-বেদিকাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তদভিমুখে অবস্থান করিত। পুরোহিত ঐ ভূভাগ অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, 'অহো! এই স্থানে বুদ্ধগণ সর্ব্বক্লেশ বিধ্বস্ত করিয়াছেন। ইহার উপর দিয়া শক্রাদি দেবগণও যাইতে পারেন না।' তিনি কলিঙ্গরাজের নিকট গিয়া বোধি-বেদিকার গুণ বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, অবতরণ করুন।"

এই বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

২। তিনি বোধি বেদিকায় দ্বিজ ভারদ্বাজ
কৃতাঞ্জলিপুটে বলে কালিঙ্গে তখন—
রাজচক্রবর্ত্তী যিনি, তাপসতনয়।

৩। প্রত্যবরোহণ হেথা কর, মহারাজ।
এই সেই ভূমিভাগ, মাহাত্ম্য যাহার
কীর্ত্তিত ত্রিলোকে সদা। হেথা বুদ্ধগণ,
বিশ্বমাঝে যাঁহাদের তুল্য কেহ নাই,
বিরাজিলা যুগে যুগে, নাশি ধ্যানবলে
অজ্ঞান-তিমিরে, লভি সম্বোধি সম্যক্।

৪। মেদিনীর এই ভূমিভাগ সর্ব্বোত্তম।
কল্পারম্ভে অগ্রে সৃষ্টি হইয়াছে এর,
কল্পান্তে সবার শেষে হবে এর লয়,
শুনি ইহা লোক মুখে। দেখ, তৃণলতা
কি ভাবে বেষ্টিয়া এরে করে উপস্থান।

* করীষ = ৪ অম্মণ = ৮ একার (প্রায় ২৫ বিঘা)। কিন্তু রাজকরীষ কি? এখানে কি রাজার চতুষ্পাশ্বস্থ এক করীষ পরিমিত স্থান বুঝাইবে অথবা ইহার পরিমাণ সাধারণ করীষ অপেক্ষা অধিক?

৫। সর্ব্বভূত-অধিষ্ঠাত্রী আসমুদ্রা ধরা—
তার শ্রেষ্ঠতম অংশ এই ভূমিভাগ।
অবতরি পূজ এরে, তুমি নরনাথ।
৬। পিতৃমাতৃ দুই কুলে অনিন্দ্যজনম
উৎকৃষ্ট কুঞ্জর, ভূপ, আছে তব যত,
কারো সাধ্য নাই এরে অতিক্রমি যায়।
৭। উপোসথকুলে জাত তব করিবর।
যতই অঙ্কুশে তারে কর না তাড়ন,
শকতি এপর্য্যন্ত তার আসিতে কেবল,
পারিবে না অতিক্রমি যেতে এই স্থান।
৮। বলিলা দৈবজ্ঞ বিপ্র, শুনিলা ভূপাল।
সত্য কিংবা মিথ্যা তাহা জানিবার তরে
বিন্ধিলা অঙ্কুশে গজে রাজা বার বার।
৯। অঙ্কুশ-আঘাতে করী ক্রৌঞ্চনাদ নাদে,
শুণ্ড তুলি, গ্রীবা করি ঈষৎ আনত
আকাশেই পড়ে বসি, নাই সাধ্য তার
আর অতিগুরুভার করিতে বহন।

রাজার আদেশে পুনঃ পুনঃ অঙ্কুশবিদ্ধ হইয়া হস্তী আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিল। রাজা কিন্তু তাহার মৃতভাব জানিতে পারিলেন না, তাহার পৃষ্ঠেই বসিয়া রহিলেন। তখন কালিঙ্গ ভারদ্বাজ বলিলেন, "মহারাজ, আপনার হস্তী মারা গিয়াছে, অন্য হস্তীতে আরোহণ করুন।

এই বৃত্তান্ত প্রকটিত করিবার জন্য শাস্তা দশম গাথা বলিলেন :—

১০। রাজহস্তী প্রাণত্যাগ করিয়াছে জানি
কহে ভারদ্বাজ ত্বরা রাজারে সম্ভাষি,
"মরিয়াছে করী তব, কর আরোহণ
অন্য কোন করিপৃষ্ঠে এখন রাজন্।"

রাজার পুণ্যজাত ঋদ্ধিবলে তৎক্ষণাৎ উপোসথ কুল হইতে অন্য একটী হস্তী আসিয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠ দান করিল। রাজা তাহার পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন, অমনি মৃত হস্তীটা ভূতলে পতিত হইল।

১১। শুনি পুরোহিত-বাণী কালিঙ্গ সত্বর
নাগান্তরে আরোহণ করিলা সত্বরে
অমনি সে মৃত গজ পড়িল ধরায়।
অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইল এরূপে
বলিলা ব্রাহ্মণ যাহা লক্ষণ বিচারি।

অনন্তর রাজা আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বোধিমণ্ডল অবলোকন করিয়া, এবং যে অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল তাহা ভাবিয়া, পুরোহিতের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

১২। দ্বিজ ভারদ্বাজে বলে কালিঙ্গ ভূপাল,
"তুমিই সম্বুদ্ধ বিপ্র, সর্ব্বদর্শী তুমি,
তুমিই সর্ব্বজ্ঞ, ইহা বুঝিলাম আজ।"

ব্রাহ্মণ কিন্তু রাজার এই প্রশংসা গ্রহণ করিলেন না, তিনি আপনাকে নিম্নস্থানে রাখিয়া বুদ্ধদিগকেই উচ্চপদ দিয়া তাঁহাদের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এই বিষয় প্রকটিত করিবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৩। শুনিয়া রাজার বাণী বলিলা ব্রাহ্মণ,
"এত প্রশংসার যোগ্য আমি না কখন।
নিমিত্তাদি করি লক্ষ্য ভবিষ্যৎ কথা
বলি বটে আমি কিন্তু বুদ্ধগণ বিনা
সর্ব্বজ্ঞতা আর কারো নাই, মহারাজ।"

১৪। বুদ্ধেরাই সর্ব্ববিদ্‌, সর্ব্বজ্ঞ তাঁহারা;
না করেন লক্ষ্য তাঁরা নিমিত্ত-লক্ষণ।
গ্রন্থপাঠে জ্ঞানলাভ হয় আমাদের,
স্বভাবতঃ ত্রিকালজ্ঞ শুধু বুদ্ধগণ।

বুদ্ধদিগের গুণ শুনিয়া রাজার চিত্ত প্রসন্ন হইল; তিনি চক্রবালবাসী সমস্ত প্রজাদ্বারা গন্ধ ও মাল্য আনয়ন করাইয়া মহাবোধি-বেদিকায় সপ্তাহকাল বোধি পূজা করাইলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৫। নানা তূর্য্যধ্বনিসহ মহাসমারোহে
পূজিলা সে বোধি দ্রুম, আনাইয়া বহু
গন্ধমাল্যবিলেপন, নির্ম্মিলা তার
চৌদিকে বেষ্টন করি বিচিত্র প্রাকার।
সমাপিয়া পূজা ভূপ করিলা প্রয়াণ।

১৬। বহিল কুসুম ষষ্টিসহস্র শকটে,
পূজিলা কালিঙ্গ তাহে বোধি বেদিকায়,
বিশ্বমাঝে শ্রেষ্ঠ স্থান বলে যারে লোকে।

এইরূপে মহাবোধির অর্চ্চনা করিয়া কালিঙ্গ সেস্থান হইতে যাত্রা করিলেন এবং মাতা-পিতাকে লইয়া দন্তপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অতঃপর তিনি দানাদি পুণ্য কার্য্যদ্বারা দেহান্তে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আনন্দ বোধি পূজা করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন কালিঙ্গ, আমি ছিলাম কালিঙ্গ ভারদ্বাজ।]

৪৮০—অকীর্ত্তি-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক দানশৌণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি নাকি শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সপ্তাহকাল বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান দিয়াছিলেন এবং শেষ দিন আর্য্যসঙ্ঘকে সর্ব্বপরিষ্কার দান করিয়াছিলেন। তখন শাস্তা সভামধ্যে অনুমোদন করিবার কালে বলিয়াছিলেন, "উপাসক, তোমার এই ত্যাগ অতি মহান্‌। তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিলে। এইরূপ দান করিবার প্রথা পুরাণ পণ্ডিতদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কি গৃহী, কি প্রব্রাজক, সকলেরই দানশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

---

* এই জাতকের সহিত কৃষ্ণ-জাতক (৪৪০) তুলনীয়।

পুরাণ পণ্ডিতেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া যখন অরণ্যে বাস করিতেছিলেন এবং কেবল জলে সিদ্ধ অলবণ কারপত্র * খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন, তখনও যাচক উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে সমস্ত দান করিয়া নিজেরা শুদ্ধ প্রীতিসুখে সময়াতিবাহিত করিতেন।" ইহা শুনিয়া সেই উপাসক বলিলেন, "ভদন্ত, এই সর্ব্বপরিত্যাগ-দানের কথা অনেকেই জানে, কিন্তু আপনি যাহা বলিলেন, তাহা কেহ জানে না। আপনি দয়া করিয়া সেই বৃত্তান্ত বলুন।" উপাসককর্ত্তৃক এইরূপে যাচিত হইয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব অশীতিকোটি বিভব-সম্পন্ন এক আঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল অকীর্ত্তি। † তিনি যখন পায়ে ভর দিয়া চলিতে শিখিলেন, তখন তাঁহার এক ভগ্নী জন্মিল। তাহার নাম হইল যশোবতী।

মহাসত্ত্ব ষোড়শবর্ষ বয়সে তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলেন, এবং তৎপরে বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর তাঁহার মাতা পিতার মৃত্যু হইল। তিনি তাঁহাদের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া ভাণ্ডারের ধনরত্ন ইত্যাদি দেখিবার কালে পরিজন-মুখে শুনিতে পাইলেন, অমুক এত ধন সঞ্চয় করিয়া মারা গিয়াছিলেন, অমুক এত ধন ইত্যাদি। পুনঃপুনঃ এইরূপ শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিত্তসংবেগ জন্মিল, তিনি ভাবিলেন, 'ধনই দেখা যাইতেছে, কিন্তু যাঁহারা ইহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোথায়? তাঁহারা ত এই ধন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমিই কি কেবল ইহা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভগিনীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি এই ধন রক্ষা কর!" তাঁহার ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অভিপ্রায় কি?" "আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।" "দাদা, আপনি যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলেন, আমি তাহা মাথায় লইব না। আমার ধনে প্রয়োজন নাই; আমিও প্রব্রজ্যা লইব।" তখন মহাসত্ত্ব রাজার অনুমতি লইয়া ভেরীবাদন দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন, "যাহার ধন পাইতে আকাঙ্ক্ষা, সে পণ্ডিতের গৃহে গমন করুক।" মহাসত্ত্ব এইরূপে পূর্ণ এক সপ্তাহ মহাদানে ব্রতী হইলেন, কিন্তু ইহাতেও ধনক্ষয় ঘটিল না দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমার আয়ুর ত ক্ষয় হইতেছে; তবে আমি ধন লইয়া খেলা করি কেন? যাহার ইচ্ছা, সে ধন লইয়া যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বাসগৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আমি এ সমস্তই দান করিলাম, যাহার যত সাধ্য লইয়া যাউক।" তিনি এইরূপে ধনরত্নপূর্ণ গৃহত্যাগ করিলেন এবং ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া বারাণসী ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ কত বিলাপ পরিতাপ করিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি বারাণসীর যে দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, লোকে তাহার 'অকীর্ত্তিদ্বার' এই নাম রাখিল, তিনি যে ঘাটে নদী পার হইলেন, তাহারও নাম হইল 'অকীর্ত্তিতীর্থ।'

মহাসত্ত্ব দুই তিন যোজন গিয়া এক রমণীয় স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভগিনীর সহিত প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে বহু গ্রামনিগমরাজধানীর অধিবাসীও প্রব্রজ্যা লইল, কাজেই তাঁহার বহু অনুচর হইল; এবং তিনি লোকের নিকট বহু উপহার ও সম্মান পাইতে লাগিলেন। ইহাতে বোধ হইল যেন বুদ্ধের আবির্ভাব

---

* কুরু-জাতকে ইন্দ্রবারুণি বৃক্ষের পাতা খাইবার কথা আছে। 'কার' শব্দটী তেলিগু ভাষার; তামাল্-কার বা কার দ্রাবিড় দেশীয় এক প্রকার গুল্ম। লোকে ইহার পাতা সিদ্ধ করিয়া খায়, পাকা ফলও খায়। এই গুল্ম বৃক্ষ পর্য্যায় ভুক্ত নহে; 'বিশাল' ত দূরের কথা।

† ছেলের যে এমন অপেয়ে নাম কেহ রাখিতে পারে, ইহা কল্পনার অতীত। বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে এ নামের কোন সার্থকতাও দেখা যায় না।

হইয়াছে। কিন্তু মহাসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমার অসংখ্য অনুচর, আমি প্রভূত সম্মান ও উপঢৌকন পাইতেছি, কিন্তু ইহা ভাল নয়, আমার পক্ষে একাকী থাকাই যুক্তি-সঙ্গত।' এইরূপ স্থির করিয়া, কেহ সন্দেহ করিতে না পারে এমন সময়ে, নিজের ভগিনীকে পর্য্যন্ত কিছু না জানাইয়া তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং চলিতে চলিতে দ্রাবিড়রাজ্যে উপস্থিত হইয়া কাবেরীপট্টননগরের উপকণ্ঠস্থ এক উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন। সেখানে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি লোকের নিকট প্রভূত উপহার ও সম্মান পাইতে লাগিলেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন, এবং আকাশপথে গমনপূর্ব্বক নাগদ্বীপ-সন্নিহিত কারদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। * তৎকালে কারদ্বীপের নাম ছিল অহিদ্বীপ। মহাসত্ত্ব সেখানে এক বিশাল কারবৃক্ষের নিকটে পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কেহই জানিতে পারিল না।

এদিকে তাঁহার ভগিনী অনুসন্ধান করিতে করিতে কালক্রমে দ্রাবিড়রাজ্যে উপনীত হইলেন; এবং সেখানে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি যে আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই নারী ধ্যানফল লাভ করিতে পারিলেন না।

মহাসত্ত্ব এমনই নিঃস্পৃহ ছিলেন যে, তিনি কোথাও যাইতেন না। যখন সেই কারবৃক্ষে ফল হইত, তখন তিনি উহার ফল খাইতেন, যখন উহাতে কেবল পত্র থাকিত, তখন পত্রই জলে সিদ্ধ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন। তাঁহার শীলতেজে শক্রের পাণ্ডুকম্বল-শিলাসন উত্তপ্ত হইল। শক্র ভাবিলেন, 'কে আমাকে শক্রত্ব হইতে বিচ্যুত করিতে চায়?' তখন পণ্ডিতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি ভাবিলেন, 'এব্যক্তি কি উদ্দেশ্যে শীল রক্ষা করিতেছে? এ কি শক্রত্ব চায়, না অন্য কিছু চায়? ইহাকে পরীক্ষা করিতে হইতেছে। এ অতি দুঃখে জীবন ধারণ করিতেছে, কেবল উদকসিদ্ধ কারপত্র ভোজন করিতেছে। এ যদি শক্রত্ব চায়, তাহা হইলে নিজের জন্য যে পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমাকে তাহাই দিবে, নচেৎ তাহা দিবেনা।' এই রূপ চিন্তা করিয়া শক্র ব্রাহ্মণের বেশে মহাসত্ত্বের নিকট আবির্ভূত হইলেন।

মহাসত্ত্ব তখন কারপত্র সিদ্ধ করিয়া ভাণ্ডটা নামাইয়া রাখিয়াছিলেন, এবং জুড়াইলে খাইবেন এই মনে করিয়া পর্ণশালাদ্বারে বসিয়া ছিলেন। শক্র ভিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাসত্ত্ব পরম সন্তোষ লাভ করিলেন, তিনি ভাবিলেন, 'কি সৌভাগ্য! আজ যাচক দেখিতে পাইলাম; আজ মনের সাধ মিটাইয়া দান করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পাকপাত্রটী গ্রহণপূর্ব্বক শক্রের নিকটে গিয়া বলিলেন, "ইহাই আমার দান, ইহার বলে আমি যেন সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারি।" তিনি নিজের জন্য কিছু মাত্র না রাখিয়া সমস্তই শক্রের ভিক্ষাপাত্রে সমর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণরূপী শক্র দান গ্রহণপূর্ব্বক কিয়দ্দূর গমন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে দান করিবার পর সে দিন আর পাক করিলেন না—প্রীতিসুখেই সময় অতিবাহিত করিলেন। পরদিন তিনি পাক করিয়া পূর্ব্ববৎ পর্ণশালাদ্বারে উপবেশন করিলেন, অমনি শক্রও ব্রাহ্মণবেশে আবার সেখানে দেখা দিলেন। মহাসত্ত্ব এবারও তাঁহাকে সমস্ত দান করিয়া

* এই গুলি সিংহলের উপকূলবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। নাগদ্বীপের বর্ত্তমান নাম জাফনা। ইহা এখন সিংহলের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে

পূর্ব্বের ন্যায় পরমসুখে কাল যাপন করিলেন। তৃতীয় দিনেও এইরূপ ঘটিল। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "অহো, আমার কি মহালাভ হইল! কয়েকটা কারপত্রের সাহায্যে আমি মহাপুণ্য অর্জ্জন করিলাম।" তিন দিন একাদিক্রমে অনাহারে থাকিয়া তিনি দুর্ব্বল হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনে অপূর্ব্ব আহ্লাদের সঞ্চার হইল; তিনি মধ্যাহ্নকালে পর্ণশালার বাহিরে গিয়া দানের কথা ভাবিতে ভাবিতে দ্বারদেশে উপবেশন করিলেন।

এ দিকে শক্র ভাবিতেছিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ তিনদিন অনাহারে থাকিয়া দুর্ব্বল হইয়াছেন, তথাপি দান দিবার কালে হৃষ্টচিত্তেই দান করিতেছেন। ইঁহার চিত্তে অন্য কোন ভাবই নাই। কি জন্য যে ইনি দান করেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। ইঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়া ও শুনিয়া দানের কারণ জানিতে পারিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি মধ্যাহ্ন অতীত হইলে অপূর্ব্ব শ্রীসৌভাগ্য-সম্পন্ন এবং তরুণ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া মহাসত্ত্বের পুরোভাগে আবির্ভূত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভো তাপস! এই লবণাম্বপরিবেষ্টিত উষ্ণবাতাভিক্রত বনমধ্যে আপনি কি উদ্দেশ্যে এরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতেছেন?"

এই বৃত্তান্ত সুপ্রকট করিবার জন্য শাস্তা প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। "পূজনীয় অকীর্ত্তিরে দেবরাজ জিজ্ঞাসে তখন,
এ দারুণ গ্রীষ্মে তব তপশ্চর্য্যা কি হেতু, ব্রাহ্মণ?"

প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন, শক্র আসিয়াছেন। তিনি কোন সামান্য সম্পত্তি চান না, কেবল সর্ব্বজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করিতেছেন, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

২। পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ, জরা, মোহ, মৃত্যু দুঃখকর,
তাই শান্তচিত্তে, শক্র, তপঃ হেথা চরি নিরন্তর। *

এই উত্তরে শক্র প্রসন্ন হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি নিশ্চয় সর্ব্ব প্রাণীর উপর বিরক্ত হইয়া নির্ব্বাণলাভের আশায় বনবাস করিতেছেন, আমি ইঁহাকে বর দিব।' অনন্তর তিনি তৃতীয় গাথায় মহাসত্ত্বকে বর-গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন :—

৩। বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত,
মাগ বর, হে ব্রাহ্মণ, দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।

মহাসত্ত্ব চতুর্থ গাথায় বর প্রার্থনা করিলেন :—

৪। দারা-পুত্র-ধন-ধান্য- আদি লোকপ্রিয় বস্তু যত,
যত পায়, তত চায়, পেয়ে তৃপ্তি নাহি লভে চিত।
সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র বর যদি দিতে মোরে চান,
এ সকলে লোভ যেন মনে মোর নাহি পায় স্থান। †

ইহাতে আরও সন্তুষ্ট হইয়া শক্র মহাসত্ত্বকে অপর অনেক বর দিতে চাহিলেন এবং মহাসত্ত্ব সেগুলি গ্রহণ করিলেন। নিম্নলিখিত গাথাসমূহে উভয়ের উক্তিপ্রত্যুক্তি প্রদত্ত হইতেছে :—

---

* অর্থাৎ নির্ব্বাণলাভের আশায়।

† তৃতীয় ও চতুর্থ গাথার সহিত কৃষ্ণজাতকের (৪৪০) তৃতীয় ও চতুর্থ গাথা তুলনীয়।

৫। "বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত,
মাগ বর, হে কাশ্যপ, দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।"
৬। "গো, অশ্ব, হিরণ্য, ক্ষেত্র, দাস, ভৃত্য, সামগ্রীসম্ভার—
যে ক্রোধে বশে লোকে নিমেষেতে করে ছারখার,
সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র বর যদি দিতে মোরে চান,
হেন রিপু মনে মোর কভু যেন নাহি পায় স্থান।"
৭। "বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত,
মাগ অন্য বর, দ্বিজ, দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।"
৮। "সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র যদি মোরে দিতে চান বর,
না যেন দেখিতে পাই কভু আমি মূর্খ যেই নর।
শুনি যেন নাহি কাণে কোথা বাস করে মূর্খ জন,
থাকিতে মূর্খের সঙ্গে নাহি যেন হয় কদাচন।
আলাপ মূর্খের সঙ্গে কভু যেন করিতে না হয়;
করিতেও ইচ্ছা যেন কভু মনে না হয় উদয়।
৯। "কি অহিত মূর্খ তব করিয়াছে বল ত, ব্রাহ্মণ;
দেখিতে না চাও তারে, বল, হে কাশ্যপ, কি কারণ?"
১০। "অকার্য্যই কার্য্য তার; শীলশ্রদ্ধাপ্রজ্ঞা নাই তার,
পাপই শ্রেয়ঃ বলি মনে ভাবে সদা দুষ্ট দুরাচার।
হিত উপদেশ শুনি ক্রোধবশে অগ্নিমূর্ত্তি হয়,
এমন লোকের তাই অদর্শন শুভদ নিশ্চয়।"
১১। "বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত,
মাগ অন্য বর, দ্বিজ, দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।"
১২। "সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র যদি মোরে দিতে চান বর,
ধীরের সংসর্গে যেন বাস মোর ঘটে নিরন্তর।
দেখি ধীরে সদা যেন, শুনি তাঁর গুণের কীর্ত্তন;
সদালাপে তাঁর সনে সদা রত রহে যেন মন।"
১৩। "কোন্ হিত ধীর তব করিয়াছে বল ত, ব্রাহ্মণ,
সতত দেখিতে তারে চাও, হে কাশ্যপ, কি কারণ?"
১৪। "করণীয় কার্য্য তাঁর; তিনি শীলশ্রদ্ধা প্রজ্ঞাবান্,
বিনয়ী, করেন নিত্য পুণ্যই পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান,
হিত উপদেশ শুনি না উপজে কোপ তাঁর চিতে,
সে কারণ চাই আমি তাঁর শুভ সংসর্গে থাকিতে।"
১৫। "বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত,
মাগ অন্য বর, দ্বিজ, দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।"
১৬। "সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র যদি বর দিতে চান আর,
রিপুর বশ্যতা যেন ভাগ্যে কভু না ঘটে আমার।
উদিলে ভাস্কর যেন নিত্য পাই উৎকৃষ্ট ভোজন,
শীলবান্ ভিক্ষু আর, দিয়া যারে তুষ্ট হবে মন।
১৭। করি দান থাকে যেন অনুক্ষণ অক্ষয় ভাণ্ডার;
দিয়া মনে অনুতাপ কভু যেন জন্মে না আমার।

* এই গাথাটীর অর্থ দুর্ব্বোধ্য। আমি যে বুঝিয়াছি ইহা বলিতে পারি না। ইংরাজী অনুবাদকও বুঝেন নাই।

প্রতিবার করি দান হয় যেন সুপ্রসন্ন মন,
এই বর মাগি আমি দেবরাজ শক্রের সদন।"

১৮। "বলিলে উত্তম কথা তব অনুরূপ সুভাষিত,
মাগ অন্য বর, দ্বিজ, দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।"

১৯। "সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র যদি বর দিতে চান আর,
হেথা যেন আগমন পুনর্ব্বার নাহি হয় তাঁর।"

২০। "করে বহু পুণ্যব্রত নর নারী পাইতে যাঁহায়,
তাঁহার দর্শনে তুমি বল কেন পাইতেছ ভয়?"

২১। "এ দিব্য বিভূতি তব, সর্ব্বকামসমৃদ্ধি তোমার,
দেখি লোভে তপোভ্রংস ঘটে পাছে, এ ভয় আমার।"

মহাসত্ত্বের উত্তর শুনিয়া শক্র বলিলেন, "ধন্য ভদন্ত! আমি আর এখন হইতে তোমার নিকটে আসিব না।" অনন্তর তিনি মহাসত্ত্বকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহার নিকট ক্ষমা পাইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। মহাসত্ত্বও যাবজ্জীবন সেখানেই অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মবিহারসমূহ ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং দেহান্তে ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[সমবধান—তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম অকীর্ত্তি পণ্ডিত।]

৪৮১—তর্কারিক-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এক বৎসর বর্ষাকালে অগ্রশ্রাবকদ্বয় (সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন) জনতা পরিহারপূর্ব্বক নিভৃতে বাস করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তার অনুমতি লইয়া যাত্রা করিলেন এবং যে রাজ্যে কোকালিক অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। তাঁহারা কোকালিকের আবাসে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভাই তোমার সংসর্গে আমাদের এবং আমাদের সংসর্গে তোমার সুখে অবস্থিতি হইবে, এই নিমিত্ত আমরা তিন মাস এখানেই থাকিব।" কোকালিক বলিলেন, "আমার সংসর্গে আপনাদের কিরূপে সুখ হইবে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।" "অগ্রশ্রাবকদ্বয় এখানে বাস করিতেছেন, এ কথা যদি তুমি কাহাকেও না বল, তাহা হইলে আমরা সুখে থাকিতে পারিব, এই জন্য বলিতেছি, তোমার সংসর্গে আমাদের বসবাস সুখের হইবে।" "তাহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু আপনাদের সংসর্গে আমার কি সুখ হইবে?" "আমরা এই তিনমাস ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব, ধর্ম্মকথা বলিব; অতএব আমাদের সংসর্গেও তুমি সুখ পাইবে।" "আচ্ছা, আপনারা যতদিন ইচ্ছা, এখানে অবস্থিতি করুন।" ইহা বলিয়া কোকালিক তাঁহাদের বাসের জন্য একটী সুন্দর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অগ্রশ্রাবকদ্বয় সেখানে মার্গফল ও সমাপত্তি-সম্ভূত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা যে সেখানে আছেন, অন্য কেহ তাহা জানিতে পারিল না।

বর্ষান্তে প্রবারণ হইল, তখন, আমরা, আমরা তোমার আশ্রয়ে বর্ষাবাস করিলাম, এখন শাস্তাকে বন্দনা করিবার জন্য যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি," ইহা বলিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয় কোকালিকের নিকট বিদায় চাহিলেন। কোকালিক এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ভিক্ষচর্য্যার্থ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে পুরোবর্ত্তী গ্রামে গমন করিলেন। আহারান্তে স্থবিরদ্বয় ঐ গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, কোকালিক তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক গ্রামবাসীদিগকে বলিলেন, 'উপাসকগণ, তোমরা পশুর সদৃশ, অগ্রশ্রাবকদ্বয় তিনমাস কাল পুরোবর্ত্তী ঐ বিহারে বাস করিলেন, অথচ তোমরা তাহা জানিতে পারিলে না। তাঁহারা এখন প্রস্থান করিয়াছেন।" গ্রামবাসীরা বলিল, "ভদন্ত, আপনি আমাদিগকে এ কথা জানান নাই কেন?" অনন্তর তাহারা প্রচুর সর্পিঃ, তৈল, ভৈষজ্য, বস্ত্র ও আচ্ছাদন লইয়া স্থবিরদ্বয়ের নিকট ছুটিয়া গেল এবং তাঁহাদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, "ভদন্তদ্বয়, আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আপনারা যে অগ্রশ্রাবক, এ কথা আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই, ইহা আমরা আজ ভদন্ত কোকালিকের প্রমুখাৎ শুনিতে পাইয়াছি। এখন আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া এই ভৈষজ্যবস্ত্রাদি গ্রহণ করুন।"

* তর্কারি—সংস্কৃত 'তর্কারী'=জয়ন্তীফুলের গাছ। টীকাকার বলিয়াছেন যে এই ব্যক্তির নাম ছিল তর্কারিকা (স্ত্রীলিঙ্গ), কারণ প্রথম গাথায় মূলে ইহা স্ত্রীলিঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

'স্থবিরদ্বয় বেশি চান না, অল্পেই সন্তুষ্ট হন; তাঁহারা এই বস্ত্রাদি দ্রব্য নিজেরা না লইয়া আমাকেই দান করিবেন', মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া কোকালিকও ঐ সকল লোকের সঙ্গে তাঁহাদের নিকটে গেলেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা ভিক্ষু কোকালিকের প্ররোচনায় ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে, এই জন্য স্থবিরদ্বয় ঐ সকল দ্রব্যের কিছুই নিজেরা গ্রহণ করিলেন না, কোকালিককেও দেওয়াইলেন না। তখন গ্রামবাসীরা যাচ্ঞা করিল, "এখন গ্রহণ না করুন, কিন্তু আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আর একবার এখানে পদার্পণ করিবেন।" স্থবিরদ্বয় ইহা স্বীকার করিয়া শাস্তার নিকট চলিয়া গেলেন।

স্থবিরদ্বয়ের ব্যবহারে কোকালিকের বড় ক্রোধ হইল। তিনি ভাবিলেন, 'এই স্থবির দুইজন উপহারগুলি নিজেরাও লইলেন না, আমাকেও দেওয়াইলেন না।' এদিকে স্থবিরদ্বয় শাস্তার নিকট অল্পদিন মাত্র বাস করিয়া প্রত্যেকে পঞ্চশত অনুচর ভিক্ষু সঙ্গে লইলেন এবং এই সহস্র ভিক্ষুর সহিত ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কোকালিকের দেশে উপস্থিত হইলেন। অত্রত্য উপাসকগণ প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল, তাঁহাদিগকে সেই বিহারেই লইয়া গেল এবং প্রতিদিন তাঁহাদের মহাসৎকার করিতে লাগিল।

স্থবিরদ্বয় এবং তাঁহাদের অনুচরেরা প্রভূত ভৈষজ্যবস্ত্রাচ্ছাদনাদি পাইতে লাগিলেন। যাহারা স্থবিরদিগের সঙ্গে যাইত, তাহারা চীবরগুলি ভাগ করিয়া সমাগত অন্যান্য ভিক্ষুদিগকে দান করিত, কিন্তু কোকালিককে কিছু দিত না, স্থবিরেরাও তাঁহাকে কিছু দিতেন না। চীবর না পাইয়া কোকালিক স্থবিরদিগের নিন্দা করিয়া ও তাঁহাদিগকে গালি দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন নিতান্ত দুরাশয়, পূর্ব্বে লোকে ইহাদিগকে যে উপহার দিয়াছিল, তাহা গ্রহণ করে নাই, কিন্তু এখন ত গ্রহণ করিতেছে। এখন দেখিতেছি, ইহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা দুষ্কর। অন্যের যে কোন প্রয়োজন আছে, ইহারা তাহা একেবারেই দেখে না।" এদিকে, 'কোকালিক আমাদের জন্যই মনে দুষ্ট ভাব পোষণ করিতেছে,' ইহা ভাবিয়া স্থবিরদ্বয় অনুচরগণসহ সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন। উপাসকেরা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল, "ভদন্তগণ, আপনারা আরও কয়েক দিন অবস্থিতি করুন", কিন্তু তাঁহারা ফিরিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন এক তরুণ ভিক্ষু বলিল, "উপাসকগণ, স্থবিরেরা কোথায় অবস্থিতি করিবেন? যে স্থবির তোমাদের ইষ্ট, ইঁহাদের এখানে অবস্থিতি তাঁহার পক্ষে অসহ্য।" তখন উপাসকগণ কোকালিকের নিকট গিয়া বলিল, "ভদন্ত, আপনিই নাকি ইচ্ছা করেন না যে, স্থবিরদ্বয় এখানে অবস্থিতি করেন? যান, এখনই গিয়া ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনুন; নচেৎ নিজেও পলায়ন করিয়া অন্যত্র বাসের ব্যবস্থা করুন।" উপাসকদিগের ভয়ে কোকালিক স্থবিরদ্বয়ের নিকট গিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা বলিলেন, "যাও ভাই, আমরা ফিরিব না।"

স্থবিরদ্বয়কে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া কোকালিক আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। উপাসকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, স্থবিরদ্বয় ফিরিলেন কি?" কোকালিক বলিলেন, "আমি তাঁহাদিগকে ফিরাইতে পারিলাম না।" "কেন পারিলেন না?" অনন্তর তাহারা ভাবিল, 'এখানে ঈদৃশ পাপধর্ম্মা বাস করিলে কোন সাধু ভিক্ষুর সমাগম হইবে না। অতএব ইহাকে বহিষ্কৃত করা উচিত।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা বলিল, "ভদন্ত, আপনি এখানে আর অবস্থিতি করিবেন না, আমাদের নিকট আপনি অতঃপর কোন সাহায্য পাইবেন না।"

এইরূপে অবমানিত হইয়া কোকালিক পাত্রচীবর লইয়া জেতবনে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন অতি পাপাশয়, তাঁহারা এখন পাপেচ্ছার বশ হইয়াছেন।" শাস্তা বলিলেন, "কোকালিক, তুমি এমন কথা মুখে আনিও না, সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের সম্বন্ধে তোমার চিত্ত প্রসন্ন কর, জানিয়া রাখ যে, তাঁহারা অতি শুদ্ধাচার ভিক্ষু।" কোকালিক উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সম্বন্ধে, দেখিতেছি, আপনার অচলা শ্রদ্ধা। আমি কিন্তু স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইঁহারা পাপাশয়, ইঁহারা গোপনে গোপনে স্ব স্ব দুষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন; ইঁহারা বড়ই দুঃশীল।" শাস্তা নিষেধ করিলেও কোকালিক তিন বার এইরূপ বলিয়া আসনত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি বাহিরে যাইবামাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীরে সর্ষপপ্রমাণ ব্রণ দেখা দিল, বাড়িতে বাড়িতে সেগুলি বিল্বদলের আকার ধারণ করিল এবং ফাটিয়া গিয়া তাঁহার দেহ রক্তপ্লাবিত করিল। তিনি বেদনায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে জেতবনদ্বারকোষ্ঠকে শুইয়া পড়িলেন।

এদিকে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত কোলাহল সমুত্থিত হইল যে, কোকালিক অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের গ্লানি করিয়াছেন। কোকালিকের উপাধ্যায় তুড়ু-নামক ব্রহ্মা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া স্থবিরদ্বয়ের ক্ষমালাভের অভিপ্রায়ে আকাশে আসীন হইয়া বলিলেন, "কোকালিক, তুমি অতি পরুষ কার্য্য করিয়াছ, অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে প্রসন্ন কর।"

কোকালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে মহাশয়?" "আমি তুড় ব্রহ্মা।" "ভগবান্ না বলিয়াছেন যে, তুমি অনাগামী? অনাগামী বলিলে, যে ইহলোকে আর ফিরিবে না তাহাকেই বুঝায়। তুমি দণ্ডরূপে বদ্ধ হইবে।" এইরূপে কোকালিক মহাব্রহ্মকে ভৎর্সনা করিলেন। মহাব্রহ্ম কোকালিককে নিজের উপদেশ গ্রহণ করাইতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন, "তুমি তোমার বাক্যের অনুরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাক।" অনন্তর তিনি নিজের শুদ্ধাবাসে ফিরিয়া গেলেন। কোকালিক প্রাণত্যাগ করিয়া পদ্ম-নামক নরকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। সম্পতি ব্রহ্মা কোকালিকের পদ্মনরকপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া শাস্তাকে তাহা জানাইলে, শাস্তা আবার ভিক্ষুদিগকে সেই বৃত্তান্ত বলিলেন। ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় কোকালিকের দোষসমূহ আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন, "দেখ, ভাই, কোকালিক নাকি সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের নিন্দাবাদ করিয়া নিজের মুখের দোষে এখন পদ্মনরকে জন্মলাভ করিয়াছেন।" শাস্তা এই সময়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও কোকালিক নিজের কথায় মারা গিয়াছিল, নিজের মুখের দোষে অশেষ দুঃখ পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুরোহিত পিঙ্গলবর্ণ ও নিষ্ক্রান্তদন্ত * ছিলেন। এই পুরোহিতের ব্রাহ্মণী অন্য এক ব্রাহ্মণের সহিত ভ্রষ্টা হইয়াছিল। শেষোক্ত ব্রাহ্মণও পুরোহিতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ও নিষ্ক্রান্তদন্ত ছিল। পুরোহিত ব্রাহ্মণীকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াও সৎপথে আনিতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি চিন্তা করিলেন, 'আমি এই শত্রুকে স্বহস্তে বধ করিতে পারিব না; কোন উপায় অবলম্বন করিয়া ইহার প্রাণনাশ করাইতে হইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার রাজধানী সমস্ত জম্বুদ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নগরী; আপনি রাজাদিগের অগ্রগণ্য; কিন্তু এমন শ্রেষ্ঠ রাজার দক্ষিণ দ্বার অতি অপকৃষ্ট প্রণালীতে নির্ম্মিত এবং অমঙ্গলকর।" রাজা বলিলেন, "আচার্য্য, এ সম্বন্ধে এখন কর্ত্তব্য কি, তাহা আদেশ করুন।" "পুরাতন দ্বার ফেলিয়া দিয়া মঙ্গলযুক্ত কাষ্ঠ আহরণ করিতে হইবে; নগররক্ষক দেবতাদিগকে পূজা দিতে হইবে এবং শুভনক্ষত্র-যোগে নবদ্বার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।" "বেশ, আপনি সেইরূপ ব্যবস্থা করুন।" ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব উক্ত পুরোহিতের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তাঁহার নাম ছিল তর্কারিক।

পুরোহিত পুরাতন দ্বার অপসারিত করিয়া নূতন দ্বার প্রস্তুত করাইলেন এবং রাজাকে বলিলেন, "দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে, আগামী কল্য শুভ দিন; অতএব কল্যই পূজা দিয়া দ্বার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "পূজার জন্য কি কি দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে?" "মহারাজ, যে দ্বার এত বড়, তাহাতে বড় বড় দেবতারাই অধিষ্ঠান করেন। কোন একজন পিঙ্গলবর্ণ, নিষ্ক্রান্তদন্ত, উভয়কুলে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে মারিয়া তাঁহার রক্তমাংস দ্বারা পূজা দিতে হইবে এবং তাঁহার শবটা নিম্নে ফেলিয়া তদুপরি দ্বার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহা করিলে এই নগর এবং আপনি, উভয়েই স্বস্তিভাজন হইবেন।" "বেশ, আচার্য্য, আপনি এইরূপ কোন ব্রাহ্মণের প্রাণবধ করিয়াই দ্বার প্রতিষ্ঠা করুন।"

রাজার অনুমতি পাইয়া পুরোহিত অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আগামী কল্যই আমি আমার শত্রুর পৃষ্ঠ দর্শন করিতে পারিব।' এই বিশ্বাসে তিনি এত উৎসাহিত হইলেন যে, গৃহে গিয়া নিজের মুখ বন্ধ করিতে পারিলেন না, তিনি যত শীঘ্র পারিলেন, ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "রে পাপিষ্ঠা চণ্ডালিনী, এখন হইতে তুই কার সঙ্গে আমোদ প্রমোদ

* মূলে 'নিক্খন্তদাঠো' আছে। ইংরাজী অনুবাদক এই শব্দটীর অর্থ করিয়াছেন 'দন্তবিহীন।' কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ 'যাহার দন্তগুলি মুখবিবরের বাহিরে দেখা যায়,' দাঁত-উঁচু বা মুলাদাঁতী। এরূপ লোক দেখিতে কদাকার।

করিবি বল ত? আগামী কল্যই তোর জারের প্রাণ সংহার করিয়া আমি ভূতবলি দিব।" ব্রাহ্মণী বলিল, "যে নিরপরাধ, তাহাকে কেন বধ করিবেন?" "রাজা আদেশ দিয়াছেন, কোন কড়ারপিঙ্গল * ব্রাহ্মণকে মারিয়া তাহার রক্তমাংসে ভূতবলি প্রদানপূর্ব্বক দ্বার প্রতিষ্ঠা করুন গিয়া। তোর জার কড়ারপিঙ্গল। তাহাকেই মারিয়া ভূতবলি দিব।" ব্রাহ্মণী তাহার জারকে সংবাদ দিল, "রাজা না কি কড়ারপিঙ্গল কোন ব্রাহ্মণকে মারিয়া ভূতবলি দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে সময় থাকিতে পলায়ন কর, নিজে পলাও, অন্য যে সকল ব্রাহ্মণ দেখিতে তোমারই মত, তাহাদিগকেও সঙ্গে লইয়া যাও।" ব্রাহ্মণীর জার তাহাই করিল। ক্রমে এ কথা নগরে প্রচারিত হইল; নগরে যত কড়ারপিঙ্গল ব্রাহ্মণ ছিল, তাহারাও পলাইয়া গেল।

শত্রু যে পলায়ন করিয়াছে, পুরোহিত ইহা জানিতে পারিলেন না। তিনি প্রাতঃকালেই রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, অমুক স্থানে এক কড়ারপিঙ্গল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাকে ধরাইয়া আনুন।" রাজা ঐ ব্রাহ্মণকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন; কিন্তু তাহারা ঐ ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া গেল এবং রাজাকে জানাইল যে, সে ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে। তখন রাজা আদেশ দিলেন, "অন্যত্র অনুসন্ধান কর।" কিন্তু রাজভৃত্যেরা সমস্ত নগর খুঁজিয়াও ঐ রূপ কোন লোক দেখিতে পাইল না। রাজা আবার বলিলেন; "তাড়াতাড়ি খুঁজিয়া দেখ না।" তাহারা বলিল, "মহারাজ আপনার পুরোহিত ছাড়া এরূপ লোক অন্য কোথাও নাই।" "পুরোহিতকে ত বধ করিতে পারি না।" "বলেন কি, মহারাজ? পুরোহিতের জন্য আজ যদি দ্বারপ্রতিষ্ঠা না হয়, তাহা হইলে নগর অরক্ষিত থাকিবে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আজ এই কাজ না করিলে শুভনক্ষত্রের প্রতীক্ষায় আর এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। নগর এক বৎসর দ্বারহীন থাকিলে আমাদের শত্রুপক্ষের বেশ সুবিধা হইবে। অতএব ইঁহাকে বধ করা যাউক এবং অন্য কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের দ্বারা ভূতবলি দেওয়াইয়া দ্বার প্রতিষ্ঠা করা হউক।" "আচার্য্যের সদৃশ পণ্ডিত অন্য কোন ব্রাহ্মণ আছেন কি?" "আছেন, মহারাজ। ইঁহার অন্তেবাসী তর্কারিক মাণবক সুপণ্ডিত। তাঁহাকে পুরোহিতের পদে বরণ করিয়া শুভদ্বার প্রতিষ্ঠা করুন।"

রাজা তর্কারিককে ডাকাইয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্য প্রদানপূর্ব্বক ঐরূপ করিতে আদেশ দিলেন। তর্কারিক বহুজনপরিবৃত হইয়া নগরদ্বারের নিকট গমন করিলেন। রাজাজ্ঞায় লোকে পুরোহিতকে বন্ধন করিয়া সেখানে লইয়া গেল। মহাসত্ত্ব দ্বারপ্রতিষ্ঠাস্থানে গর্ত্ত খনন করাইলেন, উহার চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা খাটাইলেন, এবং পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া পর্দ্দার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিত গর্ত্ত দেখিয়া এবং নিজের পরিত্রাণের কোন উপায় না পাইয়া বলিলেন, "আমার উদ্দেশ্য প্রায় নিষ্পাদিত হইয়াছিল; কিন্তু মূর্খতাবশতঃ আমি নিজের মুখ বন্ধ করিতে না পারায় হঠাৎ সেই পাপিষ্ঠাকে গুপ্ত কথা জানাইয়াছিলাম; কাজেই আমি নিজেই নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছি।

১। বলিবার যোগ্য নয়, বলি তাহা, মূর্খ আমি, হায়,
পড়িব এ গর্ত্তে এবে, নাই পরিত্রাণের উপায়।
ভেক যথা বনমাঝে ডাকি করে সর্পকে আহ্বান,
সেরূপ অকালভাষী; মুখদোষে যায় তার প্রাণ।

* 'কড়ার' শব্দের পরিবর্ত্তে 'কপিশ' ব্যবহার করা যায় কি? বাঙ্গালা 'কটা' শব্দ, বোধ হয়, 'কড়ার' হইতে উৎপন্ন।

মহাসত্ত্ব তাঁহার সহিত এই গাথায় আলাপ করিলেন :—

২। যে জন অকালভাষী, বধশোকপরিতাপ ভাগ্যে তার হয়।
এ গর্ত্ত তোমারি কৃত, আত্মনিন্দা কর হেথা বসি, মহাশয়।

মহাসত্ত্ব আবার বলিলেন, "বাক্যসংবরণ করিতে না পারায় কেবল আপনিই যে দুঃখ পাইলেন, এমন নহে, অন্যেও পাইয়াছে।" অনন্তর তিনি অতীতের একটী ঘটনা বর্ণনা করিয়া ইহা দেখাইলেন :—

কথিত আছে পূর্ব্বে বারাণসীতে কালী নাম্নী এক গণিকা বাস করিত। তাহার ভ্রাতার নাম ছিল তুণ্ডিল। কালী প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা অর্জ্জন করিত। তুণ্ডিল বারবনিতাপরায়ণ, মদ্যপায়ী ও অক্ষক্রীড়ারত ছিল। কালী তুণ্ডিলকে অর্থ দিত; কিন্তু তুণ্ডিল যেমন পাইত, অমনি নষ্ট করিত। কালী তাহাকে কত নিষেধ করিত; কিন্তু সে নিষেধ মানিত না। সে একদিন দ্যূতে পরাজিত হইয়া নিজের পরিহিত বস্ত্রগুলি পর্য্যন্ত হারাইয়াছিল; এবং একখণ্ড কৌপীন পরিয়া কালীর গৃহে গিয়াছিল। কিন্তু সে দিন কালী দাসীদিগকে আদেশ করিয়াছিল যে, তুণ্ডিল আসিলে তাহাকে কিছু দান না করিয়া গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিবে। কাজেই তুণ্ডিল উপস্থিত হইলে দাসীরা তাহাই করিল। তুণ্ডিল দ্বারমূলে বসিয়া কান্দিতে লাগিল।

এক শ্রেষ্ঠিপুত্র প্রায় প্রতিদিন কালীকে সহস্র মুদ্রা দিত। সে ঐ দিন তুণ্ডিলকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কান্দিতেছ কেন?" তুণ্ডিল বলিল, "প্রভু, আমি দ্যূতে পরাজিত হইয়া ভগিনীর নিকট আসিয়াছিলাম; কিন্তু দাসীরা আমাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে।" "আচ্ছা, তুমি এখানে থাক, আমি তোমার ভগিনীকে এ কথা বলিতেছি।" ইহা বলিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র ভিতরে গেল এবং কালীকে বলিল, 'তোমার ভাই একখানা কৌপীন পরিয়া আছে; তাহাকে কাপড় দিতেছ না কেন?" কালী বলিল, "আমি তাহাকে কিছুই দিব না; তোমার যদি স্নেহ হইয়া থাকে, তবে তুমি দাও গিয়া।"

ঐ গণিকার গৃহে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল:—যে সহস্র মুদ্রা গৃহীত হইত, তাহা হইতে সে লইত পঞ্চশত; অবশিষ্ট পঞ্চশত মুদ্রায় বস্ত্রগন্ধমাল্যাদি ক্রয় করা হইত। যে সকল পুরুষ সেখানে যাইত, তাহারা ঐ ক্রীত বস্ত্র পরিধান করিয়া রাত্রিবাস করিত এবং পরদিন উহা ছাড়িয়া, নিজেরা যে বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিল, তাহাই পরিয়া যাইত। ঐ দিন কালী যে বস্ত্র দিল, শ্রেষ্ঠিপুত্র তাহা পরিল এবং নিজে যে বস্ত্রে আসিয়াছিল, তাহা তুণ্ডিলকে দান করিল। তুণ্ডিল ঐ বস্ত্র পরিধান করিয়া মহানন্দে সুরাগৃহে প্রবেশ করিল।

এদিকে কালী দাসীদিগকে আজ্ঞা দিল, "কাল যখন শ্রেষ্ঠিপুত্র যাইবে, তখন তাহার বস্ত্রগুলি কাড়িয়া লইবি।" শ্রেষ্ঠিপুত্র যখন পরদিন কালীর গৃহ হইতে বাহির হইতেছে, তখন দাসীরা চারিদিক্ হইতে দস্যুর মত ছুটিয়া আসিল, বস্ত্রগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করিল এবং "এখন তুমি যাইতে পার, কুমার" বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। শ্রেষ্ঠিপুত্র অগত্যা নগ্নবেশেই বাহির হইল, লোকে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল; সে লজ্জা পাইয়া পরিদেবন করিতে লাগিল, "নিজের বুদ্ধিতেই নিজের দুর্দ্দশা হইল, হায়, কেন আমি নিজের মুখ সংযত করিতে পারি নাই।"

এই ব্যাপার সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য মহাসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

৩। কালিকা ভ্রাতারে তার কি দেয়, কি বা না দেয়, কেন এ জিজ্ঞাসা
করিলাম? কেড়ে নিল বস্ত্রযুগ, নগ্ন আমি। হায়, কি দুর্দ্দশা!
নয় কি সদৃশ, দেব, শ্রেষ্ঠীর কাহিনী এই তোমার মতন?
অকালে বলিলে কথা, পাইতেছ মহাদুঃখ তুমি সে কারণ।"

অন্য কেহ এই ঘটনা বলিয়াছে :—অজপালদিগের অনবধানতাবশতঃ একদা বারাণসীর মেষচরণ-ভূমিতে দুইটা মেষ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেখানে একটা পক্ষী ছিল। * সে ভাবিল, 'মেষ দুইটা এখনই পরস্পরের মাথা ভাঙ্গিয়া মারা যাইবে; আমি ইহাদিগকে বারণ করিতেছি।' "মামা, যুদ্ধ করিও না, মামা, যুদ্ধ করিও না" বলিয়া সে বার বার নিষেধ করিল; কিন্তু মেষ দুইটা তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া লড়িতেই লাগিল; সে একবার তাহাদের পৃষ্ঠে, একবার তাহাদের মস্তকে বসিয়া বারণ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিল না। "তবে আগে আমাকে মারিয়া লড়" বলিয়া সে পরিশেষে মেষদ্বয়ের মস্তকের অন্তরালে প্রবেশ করিল। মেষ দুইটা পূর্ব্ববৎ পরস্পরকে প্রহার করিল এবং সেই আঘাতে, কোন দ্রব্য হামানদিস্তাতে যেরূপ পিষ্ট হয়, পক্ষীটাও সেইরূপ পিষ্ট হইয়া আত্মকর্ম্মদোষে বিনষ্ট হইল।

এই আখ্যায়িকাটী ব্যাখ্যা করিবার জন্য মহাসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

৪। যুদ্ধ করে মেষদ্বয়, কুলুঙ্কের স্বার্থ কোন ছিল না তাহাতে,
তবু মধ্যে পড়ি মরে সে নির্ব্বোধ মেষদের মস্তক-আঘাতে।
নয় কি সদৃশ, দেব, কুলুঙ্ক-কাহিনী এই তোমার মতন?
নাই যা'তে প্রয়োজন, হস্তক্ষেপ করি তা'তে ঘটিল নিধন।

অন্য কেহ কেহ আর একটী ঘটনা বলেন :—

গোপালকেরা বারাণসীতে অতি যত্নের সহিত একটী তালবৃক্ষ রক্ষা করিত। বারাণসীর কতকগুলি লোক ঐ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া এক ব্যক্তিকে ফলাহরণার্থে প্রেরণ করিল। সে লোকটা ফল পাড়িতেছে, এমন সময় বল্মীক হইতে একটা কৃষ্ণসর্প বাহির হইয়া ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিল। যাহারা গাছের তলে ছিল, তাহারা যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা প্রহার করিয়াও ঐ সর্পকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। তখন তাহারা গাছে সাপ উঠিতেছে বলিয়া চীৎকার করিয়া বৃক্ষস্থ ব্যক্তিকে জানাইল; সেও ভয় পাইয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিল। যাহারা নিম্নে ছিল, তাহারা একখণ্ড স্থূল বস্ত্রের চারি কোণ ধরিয়া বলিল, "তুমি এই কাপড়ের উপর পড়।" বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি তখন হাত পা ছাড়িয়া ঐ চারি ব্যক্তির অন্তর্বর্ত্তী বস্ত্রমধ্যভাগে পতিত হইল। সে বাতবেগে পড়িয়াছিল। উহা সামলাইতে না পারিয়া চারিজনেরই মাথা ঠোকাঠুকি হইল এবং মাথা ভাঙ্গিল বলিয়া চারিজনেই মারা গেল।

এই আখ্যায়িকা ব্যাখ্যা করিবার জন্য মহাসত্ত্ব পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

৫। একের রক্ষার তরে স্থূলবস্ত্রখণ্ড ধরি ছিল চারিজন;
পতনের বেগ-হেতু বিচূর্ণ মস্তকে তারা ত্যজিল জীবন।
নয় কি সদৃশ, দেব, এ চারিজনের দশা তোমার মতন?
না চিন্তিয়া পরিণাম করি কাজ, গেল এরা শমনসদন।

* মূলে 'কুলিঙ্গ শকুন' আছে। কিন্তু কুলিঙ্গ শব্দটী অভিধানে পাওয়া যায় না। ৪২৫-সংখ্যক জাতকে, কুলুঙ্ক-নামক পক্ষীর উল্লেখ আছে। এই জাতকেও চতুর্থ গাথায় 'কুলিঙ্গ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মর্ম্ম্যার্থে বুঝা যায়, ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র পক্ষী।

অন্য কেহ কেহ আর একটি কথা বলিয়া থাকেন :—

বারাণসীবাসী কয়েকজন ছাগচোর রাত্রিকালে একটা ছাগী চুরি করিয়াছিল এবং স্থির করিয়াছিল যে, বনে গিয়া উহাকে খাইবে। ছাগীটা যাহাতে না ডাকিতে পারে, সে জন্য তাহারা উহার মুখ বান্ধিয়াছিল এবং এই অবস্থায় উহাকে একটা বাঁশের ঝোপের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল। পরদিন ছাগীটাকে খাইবার অভিপ্রায়ে যাইবার সময় তাহারা ভ্রমবশতঃ অস্ত্র লইয়া যায় নাই। "এস, ছাগীটা মারিয়া মাংস রান্ধিয়া খাই, অস্ত্র আন, ইহাকে কাটা যাউক," সকলে এইরূপ বলিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও হাতে অস্ত্র দেখা গেল না। তখন তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "ছাগীটাকে মারিলেও বিনা অস্ত্রে মাংস বাহির করিবার উপায় নাই, কাজেই উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। ছাগীটার বড় পুণ্যবল ছিল।" ইহা বলিয়া তাহারা উহাকে ছাড়িয়া দিল। ঐ সময়ে এক বেণুকার বাঁশ কাটিয়া, আবার কাটিতে আসিবে, এই অভিপ্রায়ে বাঁশের পাতার মধ্যে নিজের বাঁশ কাটিবার অস্ত্রখানি লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল। ছাগীটা মুক্তি পাইয়া যখন মনের উল্লাসে বাঁশের ঝাড়ের মূলে লম্ফ ঝম্প করিতে লাগিল, তখন তাহার পশ্চাতের পায়ের আঘাতে ঐ অস্ত্রখানি ছিটিয়া পড়িল। অস্ত্রপতনের শব্দ শুনিয়া চোরেরা খুঁজিতে খুঁজিতে তাহা দেখিতে পাইল এবং ছাগীটাকে মারিয়া মনের সুখে তাহার মাংস খাইল।

ছাগীটা যে নিজের কৃতকর্ম্মের দোষে মারা গেল, ইহা বুঝাইবার জন্য মহাসত্ত্ব ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

৬। বেণু-গুল্মে বদ্ধা অজা পশ্চাতের পদাঘাতে অসি নিক্ষেপিল,
সেই অসি লয়ে, দেখ, চৌরগণ কণ্ঠচ্ছেদ তাহার করিল।
নয় কি সদৃশ, দেব, অজার নিধনকথা তোমার মতন?
অসময়ে লম্প ঝম্প করি সে ঘটায়, হায়, নিজের মরণ।

এই সকল উদাহরণ দেখাইবার পর মহাসত্ত্ব বলিলেন, "যাহারা নিজের মুখ সংযত করিয়া মিতভাষী হয়, তাহারা মরণদুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে।" ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি কিন্নরের উপাখ্যান বলিলেন :—

বারাণসীবাসী এক ব্যাধপুত্র হিমালয়ে গিয়া কোন উপায়ে এক কিন্নরমিথুন ধরিয়াছিল এবং তাহাদিগকে আনিয়া রাজাকে উপহার দিয়াছিল। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব জীব দুইটী দেখিয়া রাজা ব্যাধকে তাহাদের গুণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাধ বলিল, "মহারাজ, ইহারা মধুরস্বরে গান করে, অতি মনোজ্ঞ নৃত্য করে, মানুষে এরূপ গান করিতে বা নৃত্য করিতে জানে না।" রাজা ব্যাধকে বহু ধন দিলেন এবং কিন্নরদ্বয়কে গান করিতে ও নৃত্য করিতে বলিলেন। তাহারা কিন্তু ভাবিল, 'আমরা যদি গান করিবার কালে গানের তানলয়ভাবাদি সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত করিতে না পারি, তাহা হইলে সে গান কখনও ভাল শুনাইবে না; তখন লোকে আমাদিগকে গালি দিবে ও প্রহার করিবে। বিশেষতঃ, যাহারা বহুভাষী, তাহারা অনেক সময়েই মিথ্যা বলে।' ফলতঃ, তাহারা মিথ্যা বলিবার ভয়ে রাজার পুনঃ পুনঃ আদেশ সত্ত্বেও গান করিল না, নৃত্যও করিল না। ইহাতে রাজার ক্রোধ হইল, তিনি আজ্ঞা দিলেন, এ দুটাকে মারিয়া ইহাদের মাংস রান্ধিয়া আন।" এই আজ্ঞা দিবার কালে তিনি সপ্তম গাথা বলিলেন :—

৭। দেবতা নয় ত এরা, গন্ধর্ব্বের তনয় ত নয়;
মৃগ এরা, অর্থ দিয়া ব্যাধে আমি করিয়াছি ক্রয়।
রান্ধ একটার মাংস; সায়াহ্নে তা' করিব ভোজন;
অন্যটার মাংস রান্ধি প্রাতরাশ হবে সম্পাদন।

কিন্নরী ভাবিল, 'রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; আমাদিগকে নিশ্চয় বধ করিবেন; অতএব এখন কথা কহিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।' তখন সে একটী গাথা বলিল :—

৮। শত বা সহস্র গীত অপকৃষ্টভাবে যদি গায়,
সঙ্গীতের কণামাত্র আদর সে সব নাহি পায়।
শঙ্কি মনে, পাছে গান কোনরূপে অপকৃষ্ট হয়,
কিন্নর নীরব ছিল, অজ্ঞতাবশতঃ কভু নয়।

কিন্নরীর কথায় প্রীত হইয়া রাজা আর একটী গাথা বলিলেন :—

৯। বলিল যে কথা এবে, অবিলম্বে মুক্তি তারে দাও;
বিহিত ব্যবস্থা করি হিমালয়ে এখনই পাঠাও।
এই যে কিন্নর, এরে মহানসে করহ প্রেরণ;
প্রাতঃকালে রান্ধি এরে প্রাতরাশ হবে সম্পাদন।

রাজার কথা শুনিয়া কিন্নর ভাবিল 'আমি যদি আর কথা না বলি, তাহা হইলে রাজা আমাকে বধ করিবেন, অতএব এখন কথা বলিতে হইতেছে'। ইহা স্থির করিয়া সে দশম গাথা বলিল :---

১০। পর্জ্জন্য পশুর নাথ,* মানুষের নাথ পশুগণ,
তুমি মোর নাথ, আমি কিন্নরীর নাথ, হে রাজন্।
থাকিতে একের প্রাণ অন্যে কভু না যাইব ত্যজি;
বধ মোরে অগ্রে যদি কিন্নরীরে মুক্তি দিবে আজি।

কিন্নর আবার বলিতে লাগিল, "মহারাজ, মনে করিবেন না যে, আপনার আজ্ঞাপালনে অনিচ্ছাবশতঃ নীরব ছিলাম; কথার অনেক দোষ; সেই জন্যই কথা বলি নাই।" এই ভাব পরিস্ফুটিত করিবার জন্য সে দুইটী গাথা বলিল :—

১১। নিন্দা পরিহার অতি কঠিন ব্যাপার, সেবিতে হয় হে লোক নানান প্রকার।
একে যার জন্য লাভ করে সাধুকার, সম্পাদি তাহাই অন্যে বহে নিন্দাভার।
১২। পরচিত্ত সকলেই দেখে অন্ধকার, † স্ব স্ব চিত্তবশে ভাবে নানান প্রকার।
যত জীব, প্রত্যেকের ভিন্নবিধ মন। পরচিত্তবশে চলে, কে আছে এমন?

রাজা দেখিলেন, কিন্নর প্রকৃত কথাই বলিতেছে, সে সুপণ্ডিত। এই জন্য সন্তুষ্ট হইয়া তিনি শেষ গাথাটী বলিলেন :—

১৩। ভার্য্যাসহ কিম্পুরুষ নীরব আছিল এতক্ষণ;
ভয় পেয়ে মুখে তার হয় এবে বাক্যনিঃসরণ।
এবে সে লভিয়া মুক্তি সুস্থ দেহে সুখে যা'ক চলি;
মানুষের হিতকর বাক্য কত গেল সেই বলি।

অনন্তর রাজা কিন্নরমিথুনকে স্বর্ণপঞ্জরে বসাইয়া সেই ব্যাধকেই ডাকাইলেন এবং "যাও, যেখানে ইহাদিগকে ধরিয়াছিলে, সেখানেই ছাড়িয়া দাও গিয়া" বলিয়া বিদায় দিলেন।

এই আখ্যান বর্ণন করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "দেখুন, আচার্য্য, কিন্নরেরা প্রথমে মুখ সংযত রাখিয়াছিল, কিন্তু বলিবার অবসর পাইয়া সত্য কথা বলিয়া মুক্তি লাভ করিয়া-

* মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়ে, তাহাতে তৃণলতা জন্মে; উহা খাইয়া পশুরা বাঁচে, মানুষ আবার গবাদি পশুর দুগ্ধাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে।

† আমি 'পরচিত্তো' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'পরচিত্তে' এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

ছিল। আপনি কিন্তু যাহা বলা উচিত ছিল না, তাহা বলিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিলেন।" অনন্তর, উদাহরণ বুঝাইয়া দিয়া তিনি আচার্য্যকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন:—"আপনি ভয় পাইবেন না, আমি আপনার প্রাণ রক্ষা করিতেছি।" "তুমি কি আমায় রক্ষা করিতে পারিবে?" "আপনি যে নক্ষত্রযোগের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এখনও ঘটে নাই।" শুভক্ষণ উপস্থিত হয় নাই বলিয়া মহাসত্ত্ব সমস্ত দিন কাটাইলেন, এবং নিশীথ সময়ে একটা মৃত ছাগ আনাইলেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আপনি প্রস্থান করুন; এবং অন্য কোন স্থানে গিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি গোপনে তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং ছাগমাংসে ভূতবলি দিয়া দ্বার প্রতিষ্ঠা করাইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও কোকালিক নিজের কথায় নিজে মারা গিয়াছিল।"

সমবধান—তখন কোকালিক ছিল সেই কড়ারপিঙ্গল ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম তর্কারিক পণ্ডিত।]

☞ ছাগীর কথাটী প্রায় অবিকৃতরূপে গ্রীক্ সাহিত্যে দেখা যায়। যেনোবিয়াসের বর্ণনানুসারে করিন্থবাসীরা জুনোদেবীর নিকট একটা ছাগ বলি দিতে গিয়াছিল। তাহারা খড়্গখানি কোথায় রাখিয়াছিল, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু শেষে বন্ধনমুক্ত ছাগই পদাঘাতে ঐ খড়্গ বাহির করিয়া দিয়াছিল।

কুলুঙ্ক পক্ষীর বৃত্তান্ত একটু স্বতন্ত্র আকারে তন্ত্রাখ্যায়িকাতেও আছে। তন্ত্রখ্যায়িকায় পক্ষী নয়, একটা শৃগাল মধ্যাহ্ন হইতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল।

৪৮২ রুরু-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ভিক্ষুকে যদি কেহ বলিত, "ভাই দেবদত্ত, শাস্তা তোমার বহু উপকার করিয়াছেন, তুমি তথাগতকে আশ্রয় করিয়াই প্রব্রজ্যা লইয়াছ, তাঁহারই দয়ায় পিটকত্রয় আয়ত্ত করিয়াছ, তাঁহারই জন্য এত সম্মান ও উপহার প্রাপ্ত হইতেছ," তাহা হইলে দেবদত্ত উত্তর দিতেন, "ভাই, শাস্তার দ্বারা আমার তৃণাগ্রপরিমিত উপকারও হয় নাই; আমি নিজেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি, নিজের চেষ্টাতেই পিটকত্রয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়াছি, নিজের গুণেই সম্মান ও উপহার লাভ করিতেছি।" ভিক্ষুরা এক দিন এ সম্বন্ধে ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ, ভাই, দেবদত্ত বড় অকৃতজ্ঞ; তিনি যে উপকার পাইয়াছেন, তাহা স্বীকার করেন না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসাদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত বড় অকৃতজ্ঞ ছিল এবং প্রাপ্ত উপকার স্বীকার করিত না। পূর্ব্বে আমি তাহার প্রাণদান করিয়াছিলাম, তথাপি সে আমার গুণের মাত্রা জানিতে পারে নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে এক অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠী পুত্র লাভ করিয়া তাহার মহাধনক এই নাম রাখিয়াছিলেন। বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে পুত্র ক্লেশ পাইবে, এই ভাবিয়া তিনি পুত্রকে কোন বিদ্যা শিক্ষা দিলেন না। কাজেই ছেলেটী নৃত্যগীত ও পানাহারের অতিরিক্ত আর কিছু শিখিতে পারিল না। সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন শ্রেষ্ঠী নিজের বংশানুরূপ কোন কুল হইতে একটী পাত্রী আনিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিলেন। অনন্তর তিনি ও তাঁহার পত্নী উভয়েই প্রাণত্যাগ করিলেন। মাতাপিতার মৃত্যুর পর মহাধনক ইন্দ্রিয়পরায়ণ, মদ্যপায়ী ও দ্যূতাসক্ত বহু অনুচরগণে পরিবৃত হইল। সে বিবিধ ব্যসনে আসক্ত হইয়া সর্ব্বস্ব নষ্ট করিল এবং ঋণ গ্রহণ

করিয়া তাহা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইল। অনন্তর উত্তমর্ণেরা যখন আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন সে ভাবিল, "এ প্রাণ রাখিয়া ফল কি? আমি বর্ত্তমান জীবনেই আর সে নই, অন্য জীবে পরিণত হইয়াছি। অতএব মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।" মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া সে উত্তমর্ণদিগকে বলিল, "তোমরা খতগুলি লইয়া আইস; গঙ্গাতীরে আমার পৈতৃক ধন নিহিত আছে, তাহাই তোমাদিগকে দিতেছি।" এই কথায় উত্তমর্ণেরা তাহার সঙ্গে চলিল।

মহাধনক গঙ্গাতীরে গিয়া এখানে ধন আছে, এখানে ধন আছে বলিয়া দেখাইতে লাগিল যেন নিহিত ধনের স্থানই দেখাইতেছে; কিন্তু সে ডুবিয়া মরিবার উদ্দেশ্যে অতর্কিতভাবে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রবল স্রোতে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল সে করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে মহাসত্ত্ব রুরুমৃগযোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পরিজনদিগকে পরিহার করিয়া গঙ্গার কোন বাঁকের মাথায় শাল ও সুপুষ্পিত আম্রবৃক্ষ-শোভিত এক রমণীয় বনে একাকী বাস করিতেছিলেন। তাঁহার দেহের বর্ণ সুমার্জ্জিত কাঞ্চনপট্টের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল, সম্মুখের ও পশ্চাতের পাগুলি লাক্ষামণ্ডিত বলিয়া প্রতীয়মান হইত, লাঙ্গুলটী চমরীপুচ্ছকেও বিদ্রূপ করিত, শৃঙ্গদ্বয় রজতমালার ন্যায় দেখাইত; চক্ষু দুইটী সুমার্জ্জিত মণিগোলকের ন্যায় ছিল। তিনি মুখখানি ফিরাইলে উহা রক্তকম্বলপিণ্ডের ন্যায় বোধ হইত। তিনি নিশীথ সময়ে শ্রেষ্ঠিপুত্রের আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভাবিলেন, 'এ যে মানুষের রব শুনা যাইতেছে; আমি যখন জীবিত আছি, তখন ইহাকে মরিতে দিব না, ইহার প্রাণ রক্ষা করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শয়নগুল্ম হইতে উত্থিত হইলেন এবং নদীতীরে গিয়া লোকটাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "ভো মনুষ্য, ভয় নাই, আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিতেছি।" তিনি স্রোত ভেদ করিয়া গেলেন, তাহাকে পৃষ্ঠে বসাইয়া তীরে আনিলেন এবং নিজের বাসস্থানে লইয়া গিয়া বন্যফলমূল খাইতে দিলেন। দুই তিন দিন অতীত হইলে তিনি মহাধনককে বলিলেন, "শুন, বাপু, আমি তোমাকে এই বন হইতে বাহির করিয়া বারাণসীর পথে রাখিয়া আসিতেছি, তুমি নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিবে; কিন্তু দেখিও, যেন ধনলোভে রাজাকে বা রাজার মহামাত্রকে বলিও না যে, অমুক স্থানে কাঞ্চনমৃগ বাস করে।" মহাধনক উত্তর দিল, "যে আজ্ঞা প্রভু।" মহাসত্ত্ব এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজের পৃষ্ঠে বসাইয়া বারাণসীর পথে লইয়া গেলেন এবং সেখানে তাহাকে নামাইয়া দিয়া নিজ বাসস্থানে ফিরিলেন।

যে দিন মহাধনক বারাণসীতে ফিরিয়া গেল, সেই দিন রাজার অগ্রমহিষী ক্ষেমা প্রত্যূষকালে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন এক সুবর্ণমৃগ তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতেছে। তিনি ভাবিলেন, 'পৃথিবীতে যদি এরূপ মৃগ না থাকিত, তাহা হইলে আমি কখনও স্বপ্নে ইহাকে দেখিতাম না। নিশ্চয় এরূপ মৃগ আছে। আমি রাজাকে একথা বলিতেছি।'

ক্ষেমা রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি সুবর্ণবর্ণ মৃগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। যদি এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে প্রাণ রাখিব; নচেৎ প্রাণ রাখিব না।" রাজা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "যদি মনুষ্যলোকে এরূপ প্রাণী থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।" অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুবর্ণবর্ণ মৃগ কোথাও আছে কি?" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন,

"মহারাজ, এরূপ মৃগ আছে।" ইহা শুনিয়া রাজা একটা হস্তীকে সুন্দররূপে সাজাইলেন, তাহার স্কন্ধোপরি একটী সুবর্ণময় করণ্ডক * স্থাপন করিয়া তাহার মধ্যে সহস্রমুদ্রাপূর্ণ একটী থলি রাখিয়া দিলেন, এবং সুবর্ণপট্টে এই গাথা লেখাইলেন,—যে ব্যক্তি সুবর্ণমৃগের সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে স্থবিকা-করণ্ডকসহ হস্তীটা, এমন কি তাহারও অতিরিক্ত, পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। অনন্তর তিনি এক অমাত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি, বাপু, আমার আদেশে নগরবাসীদিগকে এই গাথা বল গিয়া :—

১। কাহাকে করিব দান উত্তম একটী গ্রাম, অলঙ্কৃতা নারীগণ আর ?
কোথা থাকে মৃগোত্তম, সুবর্ণবর্ণ যার, কে আমারে দিবে সমাচার ?"

অমাত্য সুবর্ণপট্ট গ্রহণ করিয়া সমস্ত নগরে এই গাথা বলাইতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়েই পূর্ব্বকথিত শ্রেষ্ঠিপুত্র বারাণসীতে প্রবেশ করিতেছিল। সে ঐ ঘোষণা শুনিয়া উক্ত অমাত্যের নিকট গেল এবং বলিল, "আমি রাজাকে এইরূপ মৃগের সন্ধান দিতেছি; আপনি আমাকে রাজার নিকট লইয়া চলুন।" ইহা শুনিয়া অমাত্য হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাহাকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন এবং তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তি নাকি সুবর্ণমৃগের সন্ধান দিতে পারে।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে বাপু? এ কথা সত্য কি?" সে উত্তর দিল, "হাঁ মহারাজ, এ কথা সত্য, আপনি এই পুরস্কার আমাকে প্রদান করুন।

২। দিন্ মোরে, মহারাজ, উত্তম একটী গ্রাম, অলঙ্কৃতা নারীগণ আর,
কোথা থাকে মৃগোত্তম, সুবর্ণবরণ যার, আমি সেই দিব সমাচার।"

এই কথায় রাজা সেই মিত্রদ্রোহীর উপর সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ঐ মৃগ কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অমুক স্থানে আছে, ইহা শুনিয়া বহু অনুচরসহ সেখানে যাত্রা করিলেন। পথপ্রদর্শনের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠিপুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই মিত্রদ্রোহী রাজাকে বলিল, "মহারাজ, আপনি এ স্থানে সেনা সংস্থাপন করুন।" তদনুসারে সেনা সন্নিবেশিত হইলে সে হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক বলিল, 'মহারাজ, সুবর্ণমৃগ এই বনে অবস্থিতি করে।

৩। সুপুষ্পিত আম্রশালে শোভিত এ বনভূমি; রক্তবর্ণ মৃত্তিকা ইহার; †
সে হেমবরণ মৃগ একাকী এখানে থাকি, মহারাজ, করেন বিহার।"

এই কথা শুনিয়া রাজা অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "ঐ মৃগকে যাহাতে পলায়ন করিবার অবসর না দেওয়া হয়, এই উদ্দেশ্যে শীঘ্র শীঘ্র লোকজনের হাতে অস্ত্র শস্ত্র দিয়া বনভূমি পরিবেষ্টন করাও।" রাজার অনুচরগণ তাহাই করিয়া মহা নিনাদ করিল। রাজা কয়েক জন লোক সঙ্গে লইয়া একান্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই মিত্রদ্রোহী লোকটাও তাঁহার অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। মহাসত্ত্ব রাজানুচরদিগের নিনাদ শুনিয়া ভাবিলেন, 'এ যে কোন বৃহৎ সেনার শব্দ। এই সকল লোক হইতে আমার ভয়ের কারণ হইতে পারে।' অনন্তর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, লোকজনদিগের দিকে তাকাইলেন এবং যেখানে রাজা ছিলেন, তাহা

* মূলে চঙ্গোটক আছে। চঙ্গোটক—এক প্রকার ছোট ঝুড়ি; এই শব্দ হইতে, বোধ হয়, বাঙ্গালা 'চাঙ্গাড়ী' শব্দটীর উৎপত্তি হইয়াছে।

† মূলে 'ইন্দগোপকসংছন্না' আছে। ইন্দ্রগোপক এক প্রকার রক্তবর্ণ কীট। ইহারা বর্ষাকালে বিবর হইতে নির্গত হইয়া মাটির উপর বিচরণ করে। টীকাকার বলেন যে, বনভূমি ইন্দ্রগোপকসদৃশ রক্তবর্ণ তৃণের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এখানে তৃণের কোন আলাপ না থাকিতেও পারে। যে স্থানের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ, তাহা বাসের পক্ষে অতি উত্তম, বোধ হয় গাথাকারের ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

দেখিয়া স্থির করিলেন, 'রাজা যেখানে আছেন, সেখানে গেলেই আমার ভদ্র হইবে; অতএব আমার সেখানেই যাওয়া কর্ত্তব্য।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি রাজার অভিমুখে ছুটিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই মৃগের দেহে হস্তীর মত বল; এ এমন বেগে আসিতেছে যে, ইহার সম্মুখে যাহা পড়িবে, তাহাই বিধ্বস্ত হইবে। আমি শরসন্ধান করিয়া ইহাকে ভয় দেখাই, এ যদি পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, তবে শরবিদ্ধ করিয়া ইহাকে দুর্ব্বল করিব,' তখন ইহাকে ধরা যাইতে পারিবে।' ইহা স্থির করিয়া রাজা শরাসনে জ্যা আরোপণ করিয়া বোধিসত্ত্বের অভিমুখে দাঁড়াইলেন।

এই ঘটনা বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :—

৪। আরোপি জ্যা শরাসনে সন্ধান করিয়া বাণ নৃপতি হইলা অগ্রসর,
দূর হ'তে দেখি তাঁরে রক্ষিতে নিজের প্রাণ বলিতে লাগিল মৃগবর,—
৫। "তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, মহারাজ, রথিকুলশ্রেষ্ঠ তুমি, হানিও না শর মোর বুকে,
এ নির্জ্জন বন মাঝে আমি যে বসতি করি, এ কথা শুনিলে কার মুখে?"

মহাসত্ত্বের মধুর কথা শুনিয়া রাজা মুগ্ধ হইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ধনু অবনত করিয়া শ্রদ্ধানম্রভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহাসত্ত্ব রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া মধুর স্বরে অভিবাদনপূর্ব্বক একান্তে অবস্থিত হইলেন। রাজার সেই বহুসংখ্যক অনুচর অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তখন মহাসত্ত্ব রাজাকে এমন মধুর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, যেন স্বুবর্ণকিঙ্কিণী বাজিতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, মহারাজ, সংবাদ দিয়াছে যে, আমি এখানে থাকি?" ঐ সময়ে সেই পাপিষ্ঠ লোকটা একটু নিকটে অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া এই কথোপকথন শুনিতে পাইতেছিল। রাজা বলিলেন, "এই ব্যক্তিই তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছে।"

৬। অই যে ঈষৎ দূরে আছে পাপী দাঁড়াইয়া, অই তব বাসস্থান দিল, সখে, দেখাইয়া।"

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব সেই মিত্রদ্রোহীকে ভৎর্সনা করিলেন এবং রাজার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে সপ্তম গাথা বলিলেন :—

৭। আছে ধরাধামে হেন বহু পাপাশয়, যাদের সম্বন্ধে মিথ্যা এ প্রবাদ নয়—
জল হতে কাষ্ঠখণ্ড করিলে উদ্ধার লভিতে পারিবে তুমি কিছু উপকার,
কিন্তু পাপিজনে যদি করিবে উদ্ধার, উপকার-বিনিময়ে পাবে অপকার। *

তখন রাজা বলিলেন—

৮। এ ক্ষেত্রে কে অপরাধী বল, মৃগরাজ? পশু, পাখী, মানুষ—কাহার এই কাজ?
জন্মিয়াছে সাতিশয় ভয় মোর মনে শুনি মানুষের ভাষা তোমার বদনে।

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি পশুপক্ষীকে দোষ দিতেছি না, মানুষেরই নিন্দা করিতেছি।

৯। গঙ্গার প্রবল স্রোতে যেতেছিল ভেসে, রক্ষি তারে এ দুর্দ্দশা ঘটে মোর শেষে।
পাপীর সংসর্গে, ভূপ, দুঃখ দুর্নিবার, ঘটিল বিপত্তি করি পাপীরে উদ্ধার।"

---

* এই গাথাটী প্রথম খণ্ডের সত্যংকির (৭৩) জাতকেও দেখা'গিয়াছে।

ইহা শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন; তিনি ভাবিলেন, 'এই পাপিষ্ঠ ঈদৃশ উপকারকের গুণ ভুলিয়া গিয়াছে। ইহাকেই শরবিদ্ধ করিয়া আমি যমের বাড়ী পাঠাইতেছি।' তিনি বলিলেন,

১০। পেয়ে হেন উপকার ভুলে নীচাশয়।
হানিব সুতীক্ষ্ণ এই চতুষ্পত্র শর; *
উড়িয়া কঙ্কক বিদ্ধ পাপীর হৃদয়;
মিত্রদ্রোহী, অকৃতজ্ঞ মরুক পামর।

'আমার কারণে যেন লোকটা মারা না যায়,' ইহা ভাবিয়া মহাসত্ত্ব একাদশ গাথা বলিলেন:—

১১। ধিক্ এই মূঢ়ে, ভূপ; কিন্তু সাধুজন প্রাণিহত্যা প্রশংসা না করেন কখন।
ফিরি যা'ক ঘরে পাপী, লভি তব ঠাঁই অঙ্গীকৃত পুরস্কার, বধে কাজ নাই।
আমি রহিলাম হেথা; যে আজ্ঞা, রাজন্, করিবে তাহাই আমি করিব পালন।

ইহা শুনিয়া রাজা প্রসন্ন হইলেন এবং মহাসত্ত্বের স্তুতি করিয়া পরবর্ত্তী গাথাটী বলিলেন:—

১২। সাধু মধ্যে গণ্য তুমি বুঝিনু নিশ্চয়, যে জন ঘটাল তব দুঃখ সাতিশয়,
অহিত তাহার তুমি না চাও করিতে; তোমার ইচ্ছায় হ'ল পাপীরে ছাড়িতে।
যা'ক চলি নরাধম, যথা ইচ্ছা তার; দিলাম তাহারে অঙ্গীকৃত পুরস্কার।
তোমাকেও বন্দী আমি করিতে না চাই, যেথা ইচ্ছা, চলি তুমি যাও সেই ঠাঁই।

তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন, "নরনাথ, মানুষ মুখে এক রূপ বলে, কাজে অন্য রূপ করে। এই ভাব সুস্পষ্ট করিবার জন্য তিনি দুইটী গাথা বলিলেন:—

১৩। শৃগাল, বিহঙ্গ আদি করে যেই রব, অনায়াসে পারা যায় বুঝিতে সে সব।
মানুষের ভাষা কিন্তু দুর্ব্বিজ্ঞেয় অতি, সে ভাষা বুঝিতে মোর নাহিক শকতি।
১৪। ইনি মোর সখা, মিত্র, ইনি জ্ঞাতি হন, এ ভাব লোকের মনে থাকে অল্পক্ষণ।
এই আছে সখ্য, প্রীতি, এই নাই আর! মিত্র শেষে শত্রু হয় দেখি সবাকার। †

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "মৃগরাজ, তুমি আমাকে এরূপ লোক মনে করিও না। যদি রাজ্যও যায়, তথাপি আমি যে বর দিতেছি, তাহা প্রত্যাহার করিব না। তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর।" অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজার নিকটে দাঁড়াইয়া বর গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রার্থনা করিলেন, "মহারাজ, আপনি সমস্ত প্রাণীকে অভয় দিন।" রাজা সেই বর দিলেন, তাঁহাকে নগরে লইয়া গিয়া নগর সুসজ্জিত করাইলেন, তাঁহার অঙ্গে নানাবিধ আভরণ পরাইলেন এবং তাঁহার মুখে দেবীকে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। মহাসত্ত্ব প্রথমে দেবীকে, পরে রাজাকে ও রাজপুরুষদিগকে মধুর স্বরে মনুষ্য-ভাষায় ধর্ম্মকথা বলিলেন; রাজাকে দশবিধ রাজধর্ম্ম পালন করিতে উপদেশ দিলেন, বহু জনকে ধর্ম্মপথে চলিতে বলিলেন এবং তদনন্তর বনে গিয়া মৃগগণপরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

'সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় দিলাম", রাজা ভেরী বাজাইয়া সমস্ত নগরবাসীদিগকে এই বার্ত্তা জানাইলেন। তখন হইতে কি মৃগ, কি পক্ষী, কাহাকেও মারিবার জন্য কেহ হস্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত করিতে পারিত না। হরিণগণ মানুষের শস্য খাইত, কিন্তু কেহ তাহাদিগকে বারণ করিতে পারিত না। রাজ্যের সমস্ত প্রজা এইজন্য রাজাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া নিজেদের দুঃখের কথা জানাইল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন:—

---

* অর্থাৎ যাহার পুচ্ছে চারিটা পালক (বাজ) আছে।

† এই গাথা দুইটী জবনহংস-জাতকে (৪৭৬) এবং দূত-জাতকেও (৪৭৮) আছে।

১৫। আসিল নিগম-গ্রাম-জনপদবাসিগণ;
বলে "শস্য খায় মৃগে, রক্ষা কর, হে রাজন্।"

ইহা শুনিয়া রাজা দুইটী গাথা বলিলেন:—

১৬। হোক জনপদ ধ্বংস, যায় যাবে রাজ্য মম, দুঃখ নাই মনে।
রুরুকে অভয় দিয়া এখন অনিষ্ট তার করিব কেমনে?
১৭। হোক জনপদ ধ্বংস, যায় যাবে রাজ্য মম, দুঃখ নাই মনে,
দিনু মৃগরাজে বর; এবে মিথ্যাবাদী আমি হইব কেমনে?

সমবেত জনসঙ্ঘ রাজার কথা শুনিয়া এবং কোন উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল। ক্রমে এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। তাহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব মৃগগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা এখন হইতে মানুষের শস্য ভক্ষণ করিও না।" তিনি মনুষ্যদিগকেও জানাইলেন, তাহারা যেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে পাতা দিয়া এক একটা সঙ্কেতসূচক চিহ্ন বান্ধিয়া রাখে।* লোকে তাহাই করিতে লাগিল। সেই সঙ্কেত দেখিয়া অদ্যাপি মৃগগণ মানুষের শস্য ভক্ষণ করে না।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত অকৃতজ্ঞ ছিল।"
সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শ্রেষ্ঠিপুত্র, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই রুরুমৃগ।]

৪৮৩— শরভমৃগ-জাতক।

[শাস্তা সারিপুত্রকে অতি সংক্ষেপে একটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং সারিপুত্র বিস্তৃতভাবে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছেন:—

শাস্তা যখন দেবলোক হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই সময়েই স্থবির একটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক এই বৃত্তান্ত বলা যাইতেছে:—আয়ুষ্মান্ পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ঋদ্ধিবলে রাজগৃহ নগরবাসী কোন শ্রেষ্ঠীর নিকট হইতে চন্দনপাত্র গ্রহণ করিলে †, শাস্তা ভিক্ষুদিগকে ঋদ্ধিবলে অলৌকিক কার্য্য ‡ সম্পাদন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

তীর্থিকেরা ভাবিলেন, শ্রমণ গৌতম যখন ঋদ্ধিবলে অলৌকিক কার্য্য-সম্পাদন নিষেধ করিয়াছেন, তখন তিনি নিজেও একপ কাজ করিবেন না। তীর্থিকদিগের শিষ্যগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, "ভদন্তগণ, আপনারা কেন পাত্রটী গ্রহণ করিলেন না।" এখন তীর্থিকেরা উত্তর দিতে লাগিলেন, "ভাই, ইহা কিছু আমাদের পক্ষে দুষ্কর ছিল না; কিন্তু তুচ্ছ একটা কাঠের পাত্রের জন্য কে, বল, গৃহীর নিকট নিজের অলৌকিক গুণগ্রাম প্রদর্শন করিতে যাইবে? এই জন্যই আমরা পাত্রটী গ্রহণ করি নাই, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণেরা লোভী ও মূঢ়; সেই জন্য ঋদ্ধি প্রকাশ করিয়া পাত্রটী লইয়াছে। ঋদ্ধি প্রদর্শন করা যে আমাদের পক্ষে কঠিন কাজ, এরূপ মনে করিও না, শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকেরা ত তুচ্ছ; আমরা ইচ্ছা করিলে স্বয়ং শ্রমণ গৌতমের সঙ্গেও ঋদ্ধি-সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা করিতে পারি। শ্রমণ গৌতম যদি একটা অলৌকিক কাজ করেন, তবে

* এ সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ন্যগ্রোধমৃগ-জাতক (১২) দ্রষ্টব্য।

† চুল্লবগ্গে (৫, ৭) এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। শ্রেষ্ঠী অতি উচ্চে চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত একটা পাত্র রাখিয়া বলিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যাঁহার ক্ষমতা থাকে, তিনি উহা লইয়া যাউন। পিণ্ডোল ঋদ্ধিবলে আকাশে উঠিয়া ঐ পাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্তা ইহার জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। শাস্তা বলিয়াছিলেন, "তুমি তুচ্ছ বস্তু লাভ করিবার জন্য নিজের অলৌকিক শক্তির অপব্যবহার করিয়াছ।"

‡ পালিতে অলৌকিক কার্য্য বা miraclo 'পাটিহারিয়' (প্রাতিহার্য্য) নামে অভিহিত।

আমরা তাহার দ্বিগুণ করিব।" তীর্থিকদিগের এইরূপ আস্ফালনের কথা শুনিয়া ভিক্ষুরা তাহা ভগবান্‌কে জানাইলেন এবং বলিলেন, "ভদন্ত, তীর্থিকেরা নাকি কোন অলৌকিক কার্য্য করিবেন।"

শাস্তা উত্তর দিলেন, "করুন না কেন, ভিক্ষুগণ? আমিও করিব।" ইহা শুনিয়া রাজা বিম্বিসার শাস্তার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আপনি না কি প্রাতিহার্য্য করিবেন?" শাস্তা বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ"। "এসম্বন্ধে ভিক্ষুদের প্রতিপাল্য একটী ব্যবস্থা (শিক্ষাপদ) পরিজ্ঞাত আছে না কি?" "মহারাজ, সে শিক্ষাপদ আমার শ্রাবকদিগের সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। বুদ্ধদিগের সম্বন্ধে কোন শিক্ষাপদ নাই। যেমন আপনার উদ্যানজাত পুষ্পফলাদি অন্যের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হইলেও আপনার সম্বন্ধে নয়, সেইরূপ বুঝিতে হইবে যে, কোন ব্যবস্থা ভিক্ষুদিগের জন্য বিধিবদ্ধ হইলেও বুদ্ধগণ তাহাতে আবদ্ধ থাকেন না।" "আপনি কোথায় এই অলৌকিক কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন?" "শ্রাবস্তী নগরে গণ্ডাম্রবৃক্ষমূলে।"* "আমাকে সেখানে কিছু করিতে হইবে কি?" "কিছু মাত্র নয়, মহারাজ।"

পরদিন আহারান্তে শাস্তা ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ভদন্তগণ, শাস্তা কোথায় যাইতেছেন?" ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন, "শ্রাবস্তী-নগরের দ্বারদেশে গণ্ডাম্রবৃক্ষের মূলে তীর্থিকদিগের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত যমক প্রাতিহার্য্য করিতে যাইতেছেন।" তখন বহুলোকে অতীব আশ্চর্য্যজনক অলৌকিক ঘটনা দেখিবে মনে করিয়া স্ব স্ব গৃহদ্বার পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্তার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। "শ্রমণ গৌতম যেখানে আশ্চর্য্যজনক কোন ক্রিয়া করিবেন, আমরাও সেখানে আমাদের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিব," ইহা বলিয়া তীর্থিকেরাও শিষ্যগণসহ শাস্তার অনুগমন করিলেন।

শাস্তা ক্রমে শ্রাবস্তীতে পদার্পণ করিলেন। রাজা (কোশলরাজ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি নাকি কোন অলৌকিক কার্য্য করিবেন?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ?" "কবে করিবেন, ভদন্ত?" "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আষাঢ়ী পূর্ণিমায়।" "আমি মণ্ডপ প্রস্তুত করিব কি?" "মণ্ডপের প্রয়োজন নাই; আমি যেখানে অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিব, সেখানে স্বয়ং শক্র দ্বাদশযোজন পরিমিত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবেন।" "এই বৃত্তান্ত আমি নগরে প্রচার করিতে পারি কি?" "ঘোষণা করুন, মহারাজ।" রাজা ধর্ম্মঘোষককে অলঙ্কৃত হস্তিপৃষ্ঠে বসাইয়া প্রতিদিন ঘোষণা করাইতে লাগিলেন যে, শাস্তা অমুক দিনে তীর্থিকদিগের দর্প-হরণার্থ গণ্ডাম্রবৃক্ষমূলে অলৌকিক কার্য্য করিবেন। গণ্ডাম্রবৃক্ষের মূলে শাস্তা নিজ অতিমানুষিক শক্তির পরিচয় দিবেন, ইহা শুনিয়া, তীর্থিকেরা শ্রাবস্তীর নিকটে যত আম্রবৃক্ষ ছিল, বৃক্ষস্বামীদিগকে অর্থ দিয়া সমস্ত ছেদন করাইলেন।

পূর্ণিমার দিন ধর্ম্মঘোষক ঘোষণা করিলেন, "অদ্য প্রাতঃকালেই প্রাতিহার্য্য সম্পাদিত হইবে।" দেবতাদিগের অনুভাববলে সকল জম্বুদ্বীপের দ্বারে দ্বারে এই ঘোষণা শুনা যাইতে লাগিল, যাহার যাহার মনে দর্শনার্থ যাইবার ইচ্ছা হইল, সেই সেই দেখিল, সে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে শ্রাবস্তীর নিকটে দ্বাদশযোজন-পরিমিত স্থানে জনতা হইল।

শাস্তা প্রাতঃকালে ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইলেন। ঐ সময়ে গণ্ড-নামক উদ্যানপাল রাজার জন্য একটা গাছপাকা কুম্ভপ্রমাণ আম্রফল লইয়া যাইতেছিল। সে শাস্তাকে নগরদ্বারে দেখিয়া ভাবিল, 'এই ফল তথাগতেরই উপযুক্ত।' সে তাঁহাকে ফলটী দিল। শাস্তা উহা গ্রহণ করিয়া সেইখানেই একান্তে উপবেশন করিলেন এবং খাইয়া আনন্দকে বলিলেন, "এই আঁঠিটা উদ্যানপালকে দিয়া বল যে, সে এখানেই ইহা রোপণ করুক। ইহাই গণ্ডাম্রবৃক্ষ হইবে।" আনন্দ তাহাই করিলেন, উদ্যানপাল মাটি খুঁড়িয়া আঁঠিটা রোপণ করিল। অমনি উহা বিদীর্ণ হইল, অধোদিকে মূল বাহির হইল, লাঙ্গলীষাগ্রপ্রমাণ রক্তাঙ্কুর উদ্গত হইল এবং দেখিতে দেখিতে উহা শতহস্ত-প্রমাণ আম্রবৃক্ষে পরিণত হইল। উহার স্কন্ধ হইল পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ এবং শাখাগুলিও পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ। কেবল ইহাই নহে, উহাতে তৎক্ষণাৎ পুষ্পফল দেখা দিল। বৃক্ষরাজ মধুকর-পরিবৃত এবং স্বর্ণবর্ণ সমন্বিত হইয়া নভোদেশ পরিপূরণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। বায়ুর হিল্লোলে উহা হইতে মধুর ফল পড়িতে লাগিল, ভিক্ষুরা গিয়া সে গুলি খাইতে লাগিলেন।

সায়াহ্ন সময়ে দেবরাজ ভাবিয়া দেখিলেন, সপ্তরত্নময় মণ্ডপ প্রস্তুত করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত আছে। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে প্রেরণ করিয়া দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণ নীলোৎপলসংছন্ন সপ্তরত্নময় মণ্ডপ প্রস্তুত করাইলেন। অনন্তর, দশসহস্র চক্রবালের দেবতাগণ সমবেত হইলেন। তীর্থিকদর্পহারি-যমকপ্রাতিহার্য্য সম্পাদনে

* পরে দেখা যাইবে, কোশলরাজের উদ্যানপালের নাম ছিল গণ্ড। বোধ হয় এই জন্যই ঐ গাছটার নামও গণ্ড হইয়াছিল।

এবং ইঁহার অসাধারণত্বে শ্রাবকদিগের বিস্ময়োৎপাদনে বহুজনের চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে বুঝিয়া শাস্তা বুদ্ধাসনে আসীন হইয়া ধর্ম্মদেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বিংশতি কোটি লোকে অমৃত পান করিতে লাগিল। তাহার পর শাস্তা ভাবিলেন, 'পূর্ব্বতন বুদ্ধগণ প্রাতিহার্য্য সম্পাদনানন্তর কোথায় গিয়াছিলেন?' তাঁহারা ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে গিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া তিনি বুদ্ধাসন হইতে উত্থিত হইলেন, দক্ষিণ পাদ যুগন্ধর পর্ব্বতের * মস্তকোপরি এবং বামপাদ সুমেরু শিরোপরি স্থাপনপূর্ব্বক ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে আরোহণ করিলেন, সেখানে পারিচ্ছত্রকমূলে † পাণ্ডুকম্বল শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া বর্ষাবাস করিতে লাগিলেন এবং তিনমাস কাল দেবতা-দিগকে অভিধর্ম্ম-কথা শুনাইলেন।

শ্রাবস্তীতে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহারা কেহই জানিতে পারিল না যে, শাস্তা কোথায় গিয়াছেন। "তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই আমরা ফিরিয়া যাইব" ইহা বলিয়া তাহারা সেখানে তিন মাস অবস্থিতি করিল।‡ এদিকে প্রবারণার সময় নিকটবর্তী হইল, স্থবির মহামৌদ্গল্যায়ন গিয়া শাস্তাকে ইহা জানাইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারিপুত্র এখন কোথায়?" মহামৌদ্গল্যায়ন বলিলেন, 'ভদন্ত' তিনি ভবৎকৃত প্রাতিহার্য্যে প্রসন্নচিত্ত হইয়া সম্প্রতি পঞ্চশত ভিক্ষুসহ সাঙ্কাশ্য নগরে অবস্থিতি করিতেছেন।" "দেখ, মৌদ্গল্যায়ন, আমি অদ্য হইতে সপ্তমদিনে সাঙ্কাশ্য নগরের দ্বারে অবতরণ করিব। যাহারা তথাগতকে দেখিতে চায়, তাহারা সাঙ্কাশ্যতে সমবেত হউক।" স্থবির 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ফিরিয়া গেলেন, সকল লোককে এই সংবাদ দিলেন এবং সকল লোককেই মুহূর্ত্তমধ্যে শ্রাবস্তী হইতে ত্রিংশদ্যোজন দূরস্থ সাঙ্কাশ্য নগরে লইয়া গেলেন।

বর্ষাবাস শেষ হইলে প্রবারণা সম্পাদন করিয়া শাস্তা শত্রুকে বলিলেন, "মহারাজ, এখন আমি নরলোকে যাইব।" শত্রু বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দশবল মনুষ্যলোকে অবতরণ করিবেন, তজ্জন্য সোপান নির্ম্মাণ কর"। "বিশ্বকর্ম্মা সুমেরু মস্তকে সোপানের শীর্ষ এবং সাঙ্কাশ্যর দ্বারে উহার সর্ব্ব নিম্নভাগ § স্থাপন করিলেন এবং মধ্যবর্তী পংক্তি তিন ভাগে গঠন করিলেন:—মধ্যভাগ মণিদ্বারা, একপার্শ্ব রৌপ্যদ্বারা এবং একপার্শ্ব স্বর্ণদ্বারা। বেদিকা ও পরিক্ষেপ সপ্তরত্ন দ্বারা গঠিত হইল। শাস্তা জগদুদ্ধারের জন্য প্রাতিহার্য্য সম্পাদন করিয়া মধ্যবর্তী মণিময়ী পংক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অবতরণ করিলেন, শত্রু তাঁহার পাত্র ও চীবর ধারণ করিয়া অনুগমন করিলেন, সুযাম** বালব্যজনী এবং সহম্পতি ব্রহ্মা ছত্র ধারণ করিলেন। দশসহস্র চক্রবালবাসী দেবতাগণ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা শাস্তাকে পূজা করিতে লাগিলেন। শাস্তা নিম্নতম সোপানে পদার্পণ করিলে সর্ব্বাগ্রে সারিপুত্র, তৎপরে অন্যান্য লোকে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন।

এই মহতী সভায় শাস্তা বিবেচনা করিলেন, 'মহামৌদ্গল্যায়ন নিজে ঋদ্ধিমান্ বলিয়া বিদিত, উপালি বিনয়ধর, কিন্তু সারিপুত্র যে মহাপ্রাজ্ঞ, একথা প্রকটিত হয় নাই। একা আমি ব্যতীত আর কেহই সারিপুত্রের ন্যায় পূর্ণপ্রজ্ঞাসম্পন্ন নহেন। অতএব ইহার প্রজ্ঞাগুণ প্রকটিত করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি প্রথমে পৃথগ্‌জনবোধ্য একটী প্রশ্ন করিলেন, পৃথগ্‌জনেরাই তাহার উত্তর দিল। তাহার পর শাস্তা স্রোতাপন্নদিগের বোধগম্য একটী প্রশ্ন করিলেন, স্রোতাপন্নেরা তাহার উত্তর দিলেন, পৃথগ্‌জনে তাহা বুঝিতে পারিল না। এইরূপে ক্রমশঃ তিনি সকৃদাগামী, অনাগামী, ক্ষীণাস্রব (অর্হৎ) এবং মহাশ্রাবকদিগের বোধগম্য প্রশ্ন করিলেন, অধস্তনস্তরের ব্যক্তিরা ঐ সকল প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিলেন না, কিন্তু যাঁহারা ঊর্দ্ধতন স্তরে অবস্থিত, তাঁহারা বুঝিলেন ও উত্তর দিলেন। অগ্রশ্রাবকদিগের বিষয়গোচর যে প্রশ্ন হইল, অগ্রশ্রাবকেরাই তাহার উত্তর

* সুমেরুকে বেষ্টন করিয়া বৃত্তাকারে সাতটী পর্ব্বত শ্রেণী আছে, তাহাদের মধ্যে যেটী মধ্যস্থানে আছে তাহার নাম যুগন্ধর।

† পারিচ্ছত্রক এক প্রকার দেবতরু। ইন্দ্রালয়ে একটা বিশাল পারিচ্ছত্রক বৃক্ষ আছে।

‡ আমার মনে হয় মূলে উদ্ধারচিহ্নটী 'গমিস্সাম' পদের পূর্ব্বে না বসিয়া 'দিস্বা' পদের পূর্ব্বে বসিবে নচেৎ বাক্যটীর অর্থ হয় না।

§ ধুরসোপান। বেদিকা=কার্ণিশ। পরিক্ষেপ=fence or railing

** সুযাম ইন্দ্রের পার্শ্বচর একজন দেবতা। দেবসভায় চামর ব্যজন করা ইঁহার কাজ।

দিলেন, অন্য কেহ দিতে পারিল না। পরিশেষে তিনি সারিপুত্রের বোধগম্য একটী প্রশ্ন করিলেন; কেবল সারিপুত্রই তাহার উত্তর দিতে পারিলেন, অন্য কেহ তাহার মর্ম্ম জানিল না। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ঐ যে শাস্তার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, উনি কে?" এবং যখন শুনিল যে, তিনি ধর্ম্মসেনাপতি সারিপুত্র, তখন তাহারা একবাক্যে বলিল, "অহো, ইনি কি মহাপ্রজ্ঞাবান্।" এই সময় হইতে কি দেবলোকে, কি নরলোকে, স্থবির সারিপুত্রের মহাপ্রজ্ঞার কথা কাহারও অবিদিত থাকিল না।

অতঃপর শাস্তা সারিপুত্রকে বললেন :—

কেহ বা অশৈক্ষ *; শৈক্ষ পৃথিবীতে বহু দেখা যায়,
তাহার কি ঈর্য্যা, প্রাজ্ঞ, বিচারিয়া বল ত আমায়।

এই প্রশ্নের উত্তর কেবল বুদ্ধদিগেরই প্রজ্ঞাবিষয়ীভূত। ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া শাস্তা বলিলেন, "সারিপুত্র, আমি অতি সংক্ষেপে এই প্রশ্ন করিয়াছি। বিস্তৃতভাবে ইহার কিরূপ অর্থগ্রহ করিতে হইবে, বল।" স্থবির মনে মনে প্রশ্নটী আন্দোলন করিয়া ভাবিলেন, 'কি উপায়ে অশৈক্ষ, শৈক্ষ সর্ব্ববিধ ভিক্ষুই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, শাস্তা আমাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।' প্রশ্নের স্থূলাভিপ্রায় সম্বন্ধে এইরূপে নিঃসংশয় হইয়া তিনি আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'স্কন্ধাদির তারতম্যানুসারে নানা প্রকারে ঈর্য্যাপথ বর্ণন করা যাইতে পারে; কি ভাবে বর্ণনা করিলে যে উত্তরটী শাস্তার গূঢ় অভিপ্রায়ের অনুরূপ হইবে, তাহা কিরূপে বুঝিব?" এইরূপে তিনি শাস্তার গূঢ় অভিপ্রায়-সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। শাস্তা ভাবিলেন, 'সারিপুত্র আমার প্রশ্নের স্থূল অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন; কিন্তু সূক্ষ্ম অভিপ্রায়-সম্বন্ধে সংশয় দূর করিতে পারেন নাই; সঙ্কেত বলিয়া না দিলে ইনি উত্তর দিতে পারিবেন না; অতএব সঙ্কেত বলিয়া দিতেছি।' অনন্তর তিনি সঙ্কেত দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "দেখিতে পাইতেছ, সারিপুত্র, যে ইহা সত্য!" (ইহা বলিয়া শাস্তা একটী বিষয় বলিলেন)। সারিপুত্র উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন।

স্থবিরকে এই সঙ্কেত দিয়া শাস্তা ভাবিলেন, 'সারিপুত্র আমার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিয়াছেন, এখন তিনি স্কন্ধানুসারেই প্রশ্নের উত্তর দিবেন' শাস্তা একটী মাত্র সঙ্কেত দিলেও প্রশ্নটী তখন এত সুস্পষ্ট হইল যে, সারিপুত্র ভাবিলেন, তিনি যেন শত বা সহস্র সঙ্কেত লাভ করিয়াছেন। শাস্তা যে সঙ্কেত দিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি বুদ্ধপ্রজ্ঞাবিষয়ীভূত সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

শাস্তা দ্বাদশ যোজনবিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘকে ধর্ম্মদেশন করিলেন; ত্রিশ কোটি লোক অমৃত পান করিল। অনন্তর তিনি সকল লোক বিদায় দিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে ক্রমে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইলেন এবং পর দিন নগরাভ্যন্তরে ভিক্ষা করিয়া ও ভিক্ষাচর্য্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভিক্ষুদিগকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য-প্রদর্শনানন্তর গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যাকালে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া স্থবিরের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "ভাই, সারিপুত্র মহাপ্রাজ্ঞ; তাঁহার প্রজ্ঞা বহুবিষয়িণী, উহা যেমন বেগবতী, তেমনই তীক্ষ্ণ, তেমনই তত্ত্বনির্ণয়সমর্থা। দশবল সংক্ষেপে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি বিস্তৃতভাবে তাহার উত্তর দিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ইনি সংক্ষেপে কথিত বিষয়ের সবিস্তর অর্থ বলিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শরভ-মৃগযোনিতে † জন্ম গ্রহণ-

---

* মূলে 'সংখতধম্মা' এই পদ আছে। সংখত = সংস্কৃত। ইহাতে অর্হৎদিগকে বুঝাইতেছে। ইঁহারা অশৈক্ষ; শৈক্ষদিগের শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই। ঈর্য্যা = চাল-চলন (তৃতীয় খণ্ডের ২৩০ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

† শরভ এক প্রকার কল্পিত মৃগ। ইহার আট খানি পা এবং ইহা সিংহ অপেক্ষাও বলবান্ বলিয়া বর্ণিত।

পূর্ব্বক বনে বাস করিতেন। রাজা সাতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন। তাঁহার দেহে এত বল ছিল যে, তিনি অন্য মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়াই গণ্য করিতেন না। তিনি এক দিন মৃগয়ায় গিয়া অমাত্যদিগকে বলিলেন, "যাহার পার্শ্ব দিয়া মৃগ পলায়ন করিবে, তাহাকে (এইরূপ না এইরূপ) দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।" অমাত্যেরা ভাবিলেন, লোকে সময় সময় গৃহের মধ্যে থাকিয়া ভাণ্ডার-কোষ্ঠক দেখিতে পায় না। * মৃগ যখন নিজ বাসস্থান হইতে উঠিবে, তখন যে কোন উপায়ে তাহাকে রাজার অবস্থিতি-স্থানে তাড়াইতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিলেন এবং রাজাকে পথের এক প্রান্তে রাখিয়া দিলেন। অনন্তর তাঁহারা একটা বৃহৎ গুল্ম পরিবেষ্টন করিয়া মুদ্গরাদি দ্বারা ভূমিতে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই শরভমৃগ বাহির হইলেন। তিনি তিন বার গুল্মের চারিদিকে ছুটিয়া পলায়নের অবকাশ খুঁজিলেন, দেখিলেন সকল দিকেই লোকে বাহুর সঙ্গে বাহু যোগ করিয়া, ধনুকের সহিত ধনুক যোগ করিয়া এমন ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, কোথাও তিল মাত্র ফাঁক নাই। কেবল রাজার অবস্থিতি-স্থানেই তিনি পলায়ন করিবার অবকাশ দেখিতে পাইলেন। উন্মীলিত চক্ষুর মধ্যে যেন বালুকা নিক্ষেপ করিতেছেন, এই ভাবে তিনি রাজার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। † তাঁহাকে দ্রুতবেগে আসিতে দেখিয়া রাজা শর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ঐ শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

[শরভমৃগেরা নাকি শরের পথ হইতে আত্ম রক্ষা করিতে সমর্থ। যখন শর সম্মুখ দেশ হইতে আসে, তখন ইহারা বেগ বন্ধ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিলে ইহারা আরও বেগে দৌড়াইয়া উহাকে অতিক্রম করিয়া যায়, উপর হইতে পড়িলে পৃষ্ঠ অবনত করিয়া হটিয়া যায়; পার্শ্বদেশ হইতে আসিলে অপর দিকে একটু সরিয়া যায়; যদি কুক্ষি দেশ লক্ষ্য করিয়া আসে তাহা হইলে উল্টিয়া শুইয়া পড়ে; এইরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া শর যখন চলিয়া যায়, তখন ইহারা উঠিয়া বাতচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করে]। শরভরূপী বোধিসত্ত্ব যখন উঠিয়া পড়িয়া গেলেন, তখন শরভ বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া রাজা চীৎকার করিলেন। শরভ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া অস্ত্রধারীদিগের ব্যূহভেদ পূর্ব্বক বাতবেগে ধাবিত হইলেন। উভয়পার্শ্বে যে সকল অমাত্য ছিলেন, তাঁহারা শরভকে পলায়ন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃগটা কাহার অবস্থিতি-স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছিল?" কেহ কেহ বলিল, "রাজার অবস্থিতি স্থান লক্ষ্য করিয়া।" "রাজা না বলিতেছেন, 'আমি বিদ্ধ করিয়াছি।' তিনি কি বিদ্ধ করিলেন, তবে? আমাদের রাজার বীর্য্য-বিকাশ হইয়াছে; তিনি মৃত্তিকা বিদ্ধ করিয়াছেন!' তাঁহারা রাজার সম্বন্ধে এইরূপে নানা পরিহাস করিতে লাগিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'ইহারা আমাকে পরিহাস করিতেছে। আমার যে কি ক্ষমতা তাহা ত ইহারা জানে না।' অনন্তর তিনি কোমর বান্ধিয়া ও খড়্গহস্তে লইয়া 'শরভকে ধরিব' এই বলিয়া পদব্রজে ছুটিলেন। তিনি শরভকে নিজের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে না দিয়া তিন যোজন পর্য্যন্ত তাঁহার অনুধাবন করিলেন। ইহার পর শরভ একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; রাজাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। শরভ যে পথে

* বোধহয় ইহা একটা প্রবাদবাক্য—যাহা সাধারণতঃ অসম্ভব, তাহাও সময়বিশেষে ঘটিয়া থাকে, যাহা সম্মুখে আছে, লোকে সময়বিশেষে তাহাও দেখিতে পায় না, এইরূপ তাৎপর্য্য।

† রাজার চোখে যেন ধুলা দিয়া—এইরূপ অর্থ বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য। অথবা উন্মীলিত চক্ষুর মধ্যে হঠাৎ বালুকা নিক্ষিপ্ত হইলে লোকে যেমন চমকিয়া উঠে, শরভমৃগের দ্রুতধাবন দর্শনে রাজারও সেই দশা হইল।

যাইতেছিলেন, তাহার মধ্যে এক স্থানে ষষ্টিহস্ত গভীর একটা গর্ত্ত ছিল। গলিত তরুলতা প্রভৃতি দ্বারা উহা নরকসদৃশ হইয়াছিল। উহাতে বিশ হাত গভীর জল ছিল; কিন্তু উপরে তৃণশৈবালাদি জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া যাইত না। শরভ জলের গন্ধ পাইয়া বুঝিলেন, উহা একটা গর্ত্ত; তিনি একটু পাশ কাটিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা কিন্তু সোজাসুজি ছুটিয়া ঐ গর্ত্তে পড়িলেন। রাজার পদশব্দ শুনিতে না পাইয়া শরভ মুখ ফিরাইলেন এবং তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া বুঝিলেন, তিনি ঐ নরকসদৃশ গর্ত্তে পড়িয়াছেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, রাজা গর্ত্তের মধ্যে গভীর জলে দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। তখন তিনি রাজার অপরাধের কথা আর ভাবিলেন না; তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইল, তিনি স্থির করিলেন, 'আমার চক্ষুর সম্মুখে রাজা মারা যাইবেন, ইহা হইতে পারে না; আমি ইঁহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব।' তিনি গর্ত্তের ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহারাজ, ভয় নাই, আমি আপনাকে উদ্ধার করিতেছি।" অনন্তর, লোকে যেমন নিজের পুত্রের উদ্ধার করে, সেইরূপ উৎসাহের সহিত তিনি শিলার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন * এবং যে রাজা তাঁহার বধের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে ষষ্টিহস্ত গভীর সেই নরক হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি রাজাকে আশ্বাস দিয়া নিজের পৃষ্ঠে বসাইলেন, বনের বাহিরে লইয়া গেলেন, তাঁহার সেনার অবিদূরে নামাইয়া দিলেন, এবং উপদেশ দিয়া তাঁহাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু মহাসত্বকে ছাড়িয়া যাইতে রাজার তখন সাধ্য হইল না; তিনি বলিলেন, "প্রভু শরভরাজ, আপনি আমার সঙ্গে বারাণসীতে চলুন; আমি আপনাকে দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীর রাজত্ব দান করিব। আপনি সেখানে রাজত্ব করিবেন।" শরভ বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম হইয়াছে; রাজ্যে আমাদের কি প্রয়োজন? আমার প্রতি আপনার যদি স্নেহ হইয়া থাকে, তবে আমি আপনাকে যে শীল শিক্ষা দিলাম, তাহা রক্ষা করিবেন, রাজ্যবাসীদিগের দ্বারাও শীল পালন করাইবেন।" রাজাকে এই উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজা সাশ্রুনয়নে মহাসত্ত্বের গুণ স্মরণ করিতে করিতে সেনাকটকে উপনীত হইলেন এবং সেনাপরিবৃত হইয়া নগরে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি ধর্ম্মভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিলেন, "এখন হইতে রাজ্যবাসী সকলেই যেন পঞ্চশীল পালন করে"। কিন্তু মহাসত্ত্ব তাঁহার যে উপকার করিয়াছেন, তিনি কাহাকেও সে কথা জানাইলেন না। তিনি নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য খাইয়া অলঙ্কৃত শয্যায় শয়নপূর্ব্বক প্রত্যূষ সময়ে মহাসত্ত্বের গুণ স্মরণ করিলেন এবং উত্থান করিয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ছয়টী গাথায় উদান গান করিলেন:—

১। ছাড়িওনা আশা, নর; অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন;
ছিল যাহা অভিলাষ, পেয়ে পরিতুষ্ট মোর মন।
২। ছাড়িওনা আশা, নর; অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন;
দেখ না, উদক হ'তে স্থলে উঠি লভিনু জীবন।
৩। উদ্যোগী হও হে নর; অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন;
ছিল যাহা অভিলাষ, পেয়ে পরিতুষ্ট মোর মন।
৪। উদ্যোগী হও হে নর; অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন,
দেখ না উদক হ'তে স্থলে উঠি লভিনু জীবন।

* মূলে 'তস্স উদ্ধারণত্থায় সিলায় যোগ্গং কত্বা' আছে। ইহার অর্থ এরূপও হইতে পারে—তাঁহার উদ্ধারের জন্য অগ্রে পাথর লইয়া কিরূপে উদ্ধার করিতে হইবে তাহা অভ্যাস করিলেন।

৫। যদিও পতিত হয় দুঃখ-পারাবারে, তথাপি সুখের আশা পণ্ডিত না ছাড়ে।
সুখের, দুঃখের চিন্তা কত্ই প্রকার নিয়ত উদিত হয় চিত্তে সবাকার;
অতর্কিত ভাবে মৃত্যু উপস্থিত হয়, তবে বল আশাত্যাগে কি বা ফলোদয়?

৬। ভাবি নাই কভু যাহা তাহাও ঘটিয়া থাকে, আবার নিশ্চয়
ঘটিবে বলিয়া স্থির করিনু যা মনে মনে, তাহা নাহি হয়।
ভাবনা বিফল, তাই, নরনারী সকলের সুখের কারণ;
হৃদয়ে আশায় পুষি নিয়ত উদ্যমশীল হও সর্ব্বজন।

রাজার উদানগান শেষ হইতে না হইতে অরুণোদয় হইল। তাঁহার পুরোহিত প্রাতঃকালেই তাঁহার সুখশয়ন জিজ্ঞাসার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি দ্বারে দাঁড়াইয়া সেই উদানগীত-শব্দ শুনিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'রাজা কাল মৃগয়ায় গিয়াছিলেন; সেখানে, বোধ, হয় তিনি শরভ মৃগ বিদ্ধ করিতে পারেন নাই, তাহাতে অমাত্যেরা পরিহাস করিয়াছিলেন; এই জন্য তাঁহার ক্ষত্রিয়াভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল, তিনি "মৃগ মারিয়া আনয়ন করিতেছি" বলিয়া মৃগের অনুধাবন করিয়াছিলেন, তাহা করিতে গিয়া যষ্টিহস্ত গভীর নরকসদৃশ গর্ত্তে পড়িয়াছিলেন, তখন শরভরাজ দয়ার্দ্র হইয়া রাজার অপরাধের কথা মনে না স্থান দিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; এই জন্যই বোধ হয় রাজা উদান গান করিতেছেন।' ব্রাহ্মণ রাজার শয়নদ্বারে উদানগুলি আদ্যন্ত শ্রবণ করিলেন; রাজার ও শরভের কৃতকার্য্য সুমার্জিত দর্পণে পতিত প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহার মানসপটে প্রকট হইল। তিনি নখাগ্রদ্বারা দ্বারে আঘাত করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" পুরোহিত উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার পুরোহিত।" তখন রাজা দ্বার খুলিয়া বলিলেন, "আসিতে আজ্ঞা হউক, আচার্য্য।" পুরোহিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক; আপনি অরণ্যে যাহা যাহা করিয়াছেন, আমি সে সব জানিতে পারিয়াছি। আপনি এক শরভমৃগের অনুধাবন করিতে করিতে নরকে পতিত হইয়াছিলেন, সেই শরভ শিলার উপর ভর দিয়া আপনাকে উদ্ধার করিয়াছিল; আপনি এখন তাহার গুণ স্মরণ করিয়া উদান গান করিতেছেন।

৭। একা তুমি পদব্রজে দুর্গম পর্ব্বত মাঝে শরভের পশ্চাতে ছুটিলা;
প্রতিহিংসা-বৃত্তি, দ্বেষ, ছিল না ক চিত্তে তার, তাই তুমি জীবন লভিলা।

৮। শিলার উপর ভর দিয়া যেই মৃগবর উর্দ্ধারিল তোমায়, রাজন্,
ভীষণ নরক হতে যার গুণে উঠি স্থলে পুনঃ তুমি পাইলে জীবন,
মৃত্যু-মুখ হতে টানি উত্তোলিয়া যে, নৃমণি, করিল তোমায় প্রাণ দান,
হিংসা-দ্বেষহীন সেই মৃগের মহিমা তুমি বর্ণি এবে করিতেছ গান।

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি আমার সঙ্গে মৃগয়ায় যান নাই; অথচ সমস্ত ঘটনাই জানিতে পারিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কি রূপে জানিলেন।' এই উদ্দেশ্যে তিনি নবম গাথা বলিলেন:—

৯। সেখানে কি ছিলে তুমি, হে বিপ্র, তখন? বলিল এ কথা কিংবা অন্য কোন জন?
কিংবা সর্ব্বদর্শী তুমি; কিছুই গোপন না থাকে তোমার কাছে? বল হে, ব্রাহ্মণ।
অপার তোমার জ্ঞান দেখি ভয় পায়; কিরূপে জানিলা, খুলি বল হে আমায়।

* এই গাথা গুলির কোন কোন অংশ ১ম খণ্ডের মহাশীলবজ্জাতকে (৫১) এবং আম্র-জাতকেও (১২৪) দেখা যায়।

পুরোহিত বলিলেন, "আমি সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ নই, আপনি যে গাথাগুলি গান করিলেন তাহাদের শব্দসমূহ মনোযোগসহকারে শুনিয়া আমি এই অর্থগ্রহণ করিয়াছি।" নিজের মনের ভাব আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য পুরোহিত দশম গাথা বলিলেন :—

১০। না ছিনু সেখানে আমি তখন, রাজন্, করি নাই কারো মুখে একথা শ্রবণ,
গাথা যাহা, নরনাথ, করিয়াছ গান, তাহাই বুঝিয়া সুধী এই অর্থ পান।

ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা পুরোহিতকে বহু ধন দিলেন, এবং ঐ সময় হইতে দানাদি পুণ্যকর্ম্মে নিরত হইলেন, তাঁহার প্রজাগণও পুণ্যাভিরত হইয়া মৃত্যুর পরেই স্বর্গলোক পূর্ণ করিতে লাগিল। অতঃপর এক দিন রাজা লক্ষ্য বেধ করিবার জন্য পুরোহিতকে লইয়া উদ্যানে গমন করিলেন। ঐ সময়ে দেবরাজ শক্র বহু নূতন দেব ও দেবকন্যা দেখিয়া ভাবিলেন, ইহার কারণ কি? তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, শরভমৃগ রাজাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে শীলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন রাজার অনুভাব-বলে বহু লোকে পুণ্য কর্ম্ম করিতেছে; সেই জন্যই দেবলোক পূর্ণ হইতেছে। রাজা লক্ষ্য বেধ করিতে গিয়াছেন দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'রাজার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া আমি সিংহনাদে শরভমৃগের গুণকীর্ত্তন করিব; তাহার পর আমি যে শক্র, তাহা জানাইব, আকাশে আসীন হইয়া ধর্ম্মদেশন করিব এবং মৈত্রীর ও পঞ্চশীলের মহিমা শুনাইয়া আসিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি সেই উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রাজাও লক্ষ্য বেধ করিবার অভিপ্রায়ে শরাসনে জ্যা আরোপণপূর্ব্বক শর সন্ধান করিলেন। তখন শক্র রাজা ও লক্ষ্যের অন্তরে নিজের অনুভাববলে সেই শরভমৃগকে দেখাইলেন। তাহা দেখিয়া রাজা শর নিক্ষেপ করিলেন না, শক্র পুরোহিতের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন,

১১। পরবীর্য্যঘাতী তব পত্রযুক্তশর, সন্ধানি ধনুতে, বল কেন, নরেশ্বর,
করিতেছ ইতস্ততঃ নিক্ষেপিতে বাণ হান উহা, বধ শীঘ্র শরভের প্রাণ।
জান তুমি, মতিমান্ একথা নিশ্চয়,— রাজারই প্রকৃষ্ট খাদ্য মৃগমাংস হয়।

তখন রাজা বলিলেন,

১২। জানি বটে, হে ব্রাহ্মণ, একথা নিশ্চয়— রাজারই প্রকৃষ্ট খাদ্য মৃগমাংস হয়,
পূর্ব্বকৃত উপকার করিয়া স্মরণ, শরভে বধিতে কিন্তু পারি না এখন।

অনন্তর শক্র দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৩। এ নয় শরভ মৃগ, অসুর এ হয়, মারি এরে স্বর্গরাজ্য লভিবে নিশ্চয়।
১৪। বিরত যদ্যপি হও মারিতে ইহারে মিত্র ভাবি, তবে তুমি যাবে যমদ্বারে,
দারাপুত্রসহ সেথা বৈতরণী-নীরে ডুবিয়া ভীষণ জ্বালা পাইবে শরীরে।

ইহার উত্তরে রাজা দুইটী গাথা বলিলেন।

১৫। যাব আমি যমদ্বারে, যাব বৈতরণী-তীরে, দারাসুতমিত্রপ্রজাসহ,
ডুবি তার তপ্ত জলে দারুণ যন্ত্রণা মোরা পাইব সেখানে অহরহ,
সেও ভাল বলি মানি, তথাপি শরভে আমি বধিতে না পারিব কখন,
যে আমার দিল প্রাণ, কোন্ প্রাণে, আমি বল, বিনাশিব তাহার জীবন?
১৬। একাকী ভীষণ বনে বিপন্ন হইনু যবে, মৃগ মোরে করিল উদ্ধার,
কেমনে বধিব তারে, বল তুমি, বিপ্রবর, পূর্ব্বকৃত স্মরি উপকার?

অনন্তর শক্র পুরোহিতের শরীর হইতে নির্গত হইয়া শক্রভাব ধারণপূর্ব্বক আকাশে আসীন হইলেন এবং দুইটী গাথায় রাজার গুণকীর্ত্তন করিলেন :—

১৭। হে মিত্রবৎসল, তুমি হও চিরজীবী, যথাধর্ম্ম কর তুমি পালন পৃথিবী,
দেহান্তে ইন্দ্রত্ব লভি হও সুরপতি, দিব্যাঙ্গনাসহ সুখে করহ বসতি।
১৮। হও ক্রোধহীন, সদা সুপ্রসন্নমন, সর্ব্ব অতিথির কর প্রার্থনা পূরণ,
যথাসাধ্য করি দান, সাধি নিজ কাজ, অর্জিবা সুযশ লভ অমরসমাজ।

দেবরাজ শক্র আবার বলিলেন, "মহারাজ, আমি তোমায় পরীক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে ধরা দিলে না। তুমি অপ্রমত্ত ভাবে চলিও।" রাজাকে এই উপদেশ দিয়া শক্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও সারিপুত্র সংক্ষেপে উক্ত কথার বিস্তৃত অর্থ জানিতেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই পুরোহিত এবং আমি ছিলাম সেই শরভমৃগ।]

জাতক

প্রকীর্ণক নিপাত

৪৮৪—শালিকেদার-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক মাতৃপোষক ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বস্তু শ্যাম-জাতকে (৫৪০) সবিস্তর বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি গৃহিজনকে পোষণ কর এ কথা সত্য কি ?" ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, "সত্যই ভদন্ত ?" "তাহারা তোমার কে ?" "মাতা ও পিতা।" "বেশ করিতেছ ! প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগ্‌যোনিতে শুকরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াও বৃদ্ধ মাতাপিতাকে কুলায়ে রাখিয়া চঞ্চুতে পুরিয়া আহার আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের পোষণ করিতেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে রাজগৃহনগরে মগধরাজ-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তখন ঐ নগরের বাহিরে পূর্ব্বোত্তরকোণে শালিন্দিক নামে এক ব্রাহ্মণগ্রাম ছিল। ইহার আবার পূর্ব্বোত্তর কোণে ছিল মগধক্ষেত্র। * সেখানে শালিন্দিকবাসী কৌশিকগোত্রজ এক ব্রাহ্মণ সহস্রকরীষ † পরিমিত ক্ষেত্র লইয়া তাহাতে ধান্য বপন করাইয়াছিলেন। যখন শস্য জন্মিল, তখন ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃঢ় বৃতি নির্ম্মাণ করাইলেন এবং নিজের লোকজনের উপর, কাহাকেও পঞ্চাশ করীষের, কাহাকেও ষষ্টি করীষের, এইরূপে পঞ্চশত করীষের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। অবশিষ্ট পঞ্চশত করীষের রক্ষার ভার তিনি একজন ভৃতিভুক্ লোক নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে ব্যক্তি সেখানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিবারাত্র অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই ধান্যক্ষেত্রের পূর্ব্বোত্তর কোণে পর্ব্বতের সানুদেশে এক বৃহৎ শাল্মলিবন ছিল, তাহাতে বহু শুকপক্ষী বাস করিত।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব উক্ত শুকসঙ্ঘের মধ্যে শুকরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুরূপ ও বলবান্ হইলে তাঁহার দেহ শকটনাভিপ্রমাণ হইল। তাঁহার পিতা তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমি এখন দূরে যাইতে অক্ষম ; তুমিই এই শুকসঙ্ঘের রক্ষণাবেক্ষণ কর।" ইহা বলিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে শুকরাজ্য দান করিলেন। এই ঘটনার পরদিন হইতেই বোধিসত্ত্ব তাঁহার মাতাপিতাকে আর আহারসংগ্রহার্থ বাহিরে যাইতে দিলেন না, তিনি নিজে শুকগণে পরিবৃত হইয়া হিমালয়ে যাইতেন, সেখানে স্বয়ংজাত শালিবনে প্রয়োজনমত শালি ভক্ষণ করিয়া ফিরিবার কালে মাতাপিতার জন্য পর্য্যাপ্ত-পরিমাণ শালি লইয়া আসিতেন। এইরূপে তিনি মাতাপিতার পোষণ করিতে লাগিলেন।

এক দিন শুকেরা বোধিসত্ত্বকে বলিল, "পূর্ব্বে এই সময়ে মগধক্ষেত্রে শালি পাকিত। এখন জন্মে কি ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "জানিয়া এস।" অনন্তর তিনি ইহা জানিবার

---

* 'মগধক্ষেত্র' বলিলে কি বুঝাইবে ? ইহা কি শস্যোৎপাদনের ভূমি—যেখানে রাজগৃহের ও শালিন্দিকের লোকে চাষ করিত ?

† করীষ—প্রায় ৮ একার।

জন্য দুইটী শুক প্রেরণ করিলেন। ইহারা মগধক্ষেত্রে গেল এবং যে অংশ সেই ভূতিভুক্ ব্যক্তি রক্ষা করিতেছিল, তাহাতেই অবতরণ করিল। তাহারা সেখানে শালি খাইল, একটা শীষ লইয়া শাল্মলিবনে ফিরিয়া গেল এবং উহা মহাসত্ত্বের পাদমূলে রাখিয়া বলিল, "মগধক্ষেত্রে এইরূপ শালি জন্মিয়াছে।" মহাসত্ত্ব পরদিন শুকগণে পরিবৃত হইয়া মগধক্ষেত্রে গিয়া ঐ স্থানে অবতরণ করিলেন। শুকে শালি খাইতেছে দেখিয়া সেই লোকটা ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া তাড়া দিতে লাগিল; কিন্তু খাওয়া বন্ধ করিতে পারিল না। অন্যান্য শুক শালি খাইয়া খালিমুখে ফিরিয়া গেল; কিন্তু শুকরাজ অনেকগুলি শীষ মুখে লইয়া গেলেন এবং মাতা পিতাকে দিলেন। ইহার পরদিন হইতে শুকেরা ঐ ক্ষেত্রে গিয়াই শালি ভক্ষণ করিতে লাগিল। তখন সেই লোকটা ভাবিল, 'ইহারা যদি এইভাবে আরও কিছুদিন খায়, তাহা হইলে সমস্তই ত নিঃশেষ হইবে। ব্রাহ্মণ তখন শালির দাম ধরিয়া আমাকে দায়ী করিবেন। যাই, তাঁহাকে গিয়া এ কথা জানাইয়া রাখি।' সে এক মুষ্টি শালি এবং উপযুক্ত উপঢৌকন লইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গেল, তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিল এবং একান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে বাপু! ক্ষেত্রে বেশ শালি জন্মিয়াছে ত?" "হাঁ, ঠাকুর, বেশ জন্মিয়াছে" এই উত্তর দিয়া সে দুইটী গাথা বলিল:—

১। জন্মিয়াছে শালি ভাল, কিন্তু মহাশয়, শুকগণ আসি তাহা প্রতিদিন খায়।
হইলাম অসমর্থ ইহা নিবারিতে, নিবেদন করি তাই সময় থাকিতে।
২। সব চেয়ে যে শুকটা দেখিতে সুন্দর, হেরি তার কাণ্ড মোর লাগে চমৎকার।
খেয়ে যায় পেট পুরে, আরও যায় নিয়ে চঞ্চুতে পুরিয়া শালি; দেখি সবিস্ময়ে।

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মনে শুকরাজের প্রতি স্নেহ সঞ্চার হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি ফাঁদ পাতিতে জান কি?" "হাঁ, ঠাকুর, জানি।" ব্রাহ্মণ তখন তাহাকে এই গাথায় বলিলেন,

৩। যে ফাঁদ প্রস্তুত হয় অশ্বপুচ্ছলোমে, তাই পাতি ধর গিয়া সেই বিহঙ্গমে।
মারিওনা প্রাণে তারে, জীবিতাবস্থায় আনিয়া এখানে তারে দাও হে আমায়।

ব্রাহ্মণ যে শালির দাম ধরিয়া তাহাকে ঋণী করিলেন না, ইহাতে লোকটা বড় সন্তুষ্ট হইল। সে গিয়া অশ্বলোম পাকাইয়া ফাঁদ প্রস্তুত করিল, এবং শুকেরা কোন্ দিন কোন্ খানে সম্ভবতঃ অবতরণ করিবে ইহা জানিয়া এবং শুকরাজের অবতরণের স্থান লক্ষ্য করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই চাটিপ্রমাণ পঞ্জর প্রস্তুত করিল, এবং ফাঁদ পাতিয়া ও কুটীরে বসিয়া শুকদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শুকরাজও শুকগণসহ উপস্থিত হইলেন। তিনি লোভী ছিলেন না, এজন্য পূর্ব্বদিন যেখানে চরিয়াছিলেন, আজও সেখানে অবতরণ করিয়া ফাঁদে পা দিলেন। নিজে পাশে বদ্ধ হইয়াছেন ইহা বুঝিয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমি বদ্ধ হইয়াছি, ইহা যদি বদ্ধরাব * দ্বারা ব্যক্ত করি, তবে আমার জ্ঞাতিগণ ভয়বিহ্বল হইয়া আহার গ্রহণ না করিয়াই পলাইয়া যাইবে। অতএব যতক্ষণ ইহাদের আহার শেষ না হয়, ততক্ষণ আমাকে নীরবে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।' অনন্তর যখন বুঝিলেন, তাহারা পর্য্যাপ্তপরিমাণে আহার করিয়াছে, তখন মরণভয়ে তিনি তিন বার বদ্ধরব করিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার অনুচরেরা সকলেই পলায়ন করিল। শুকরাজ ভাবিলেন, 'আমার এত জ্ঞাতির মধ্যে একটী

* বদ্ধরাব—বদ্ধ হইলে প্রাণীরা যে রব করে।

প্রাণীও মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে তাকাইল না। আমি কি পাপ করিয়াছি?' তিনি বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন,

৪। খেয়ে, পিয়ে যথাসুখে বিহঙ্গমগণ যে যাহার স্থানে দেখ করিল গমন।
একা আমি পাশে বদ্ধ রয়েছি হেথায়, কি পাপে পড়িনু হায় হেন দুর্দ্দশায়?

এদিকে ক্ষেত্রপাল শুকরাজের বন্ধরব এবং আকাশে পলায়নপর বিহঙ্গগণের পক্ষধ্বনি শুনিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য কুটীর হইতে অবতরণ করিল এবং যেখানে ফাঁদ পাতিয়াছিল, সেখানে গিয়া শুকরাজকে দেখিতে পাইল। যাহার উদ্দেশ্যে ফাঁদ পাতিয়াছিল, সেই ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া সে বড় খুসী হইল; শুকরাজকে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার পদদ্বয় একসঙ্গে বান্ধিল এবং তাঁহাকে লইয়া গিয়া শালিন্দিক গ্রামে সেই ব্রাহ্মণকে দিল। ব্রাহ্মণ গাঢ় স্নেহবশে উভয় হস্তে মহাসত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে ধরিলেন এবং ক্রোড়ে বসাইয়া দুইটী গাথায় তাঁহার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন:—

৫। উদর সবারি আছে, কিন্তু মহোদর, বোধ হয়, একমাত্র আছে হে তোমার।
খেয়ে যাও যত ইচ্ছা, আরো যাও নিয়ে ভুক্তে পূরি শালি তুমি, শুনি সবিস্ময়ে।
৬। গোলাঘর পূর কি হে? কিংবা সঙ্গে মোর জন্মিয়াছে শুক, তব, বৈরভাব ঘোর?
বল, সৌম্য, সত্য করি, জিজ্ঞাসি তোমায়; শালি লয়ে যাও তুমি রাখিতে কোথায়?

ইহা শুনিয়া শুকরাজ মনুষ্যভাষায় মধুরস্বরে সপ্তম গাথা বলিলেন:—

৭। নাই মোর গোলাঘর, না করি পোষণ শত্রুতা তোমার প্রতি, শুন, হে ব্রাহ্মণ।
ঋণ শোধ গিয়া করি শাল্মলি কাননে, ঋণ দান করি, আর রাখি সযতনে
সঞ্চয় করিয়া কিছু ধন, ভবিষ্যতে যাহা হতে উপকার পারিব লভিতে।

তখন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন:—

৮। ঋণদান, ঋণমুক্তি কীদৃশ তোমার? কীদৃশ সঞ্চয় তব বল শুনি আর।
বল সত্য কথা, কিছু না করি গোপন; এখনি এ পাশ হতে লভিবে মোচন।

ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাসত্ত্ব চারিটী গাথায় তাঁহার অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন:—

৯। আমার অজাতপক্ষ যে সব সন্তান, তাদের(ই) পোষণে আমি করি ঋণ দান।
১০। মাতাপিতা জরাজীর্ণ, বিগতযৌবন, তাঁহাদের ঋণ শোধ করি হে এখন
আহরিয়া শালি ভুক্তে যত আমি পারি; ঋণশোধ এর নাম, দেখ হে বিচারি।
১১। ক্ষীণপক্ষ, বলহীন পক্ষী বহুতর বহু কষ্টে আছে সেই বনের ভিতর;
তা' সবায় পূরি পুণ্য করিতে অর্জ্জন। প্রকৃত সঞ্চয় ইহা বলে সুধীজন।
১২। ঋণদান, ঋণশোধ ঈদৃশ আমার; ঈদৃশ সঞ্চয় আমি করি, দ্বিজবর।

ব্রাহ্মণ মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথা শুনিয়া প্রসন্নচিত্ত হইলেন এবং দুইটী গাথা বলিলেন:—

১৩। ভদ্র এই পক্ষী, এর চরিত্র সুন্দর; পরম ধার্ম্মিক এই বিহঙ্গমবর।
মানুষের মধ্যে, হায়, বল কত জন এমন উত্তম ধর্ম্ম করে আচরণ?
১৪। অদ্য হ'তে নির্ভয়েতে সহ জ্ঞাতিগণ যত ইচ্ছা শালি তুমি করহ ভক্ষণ।
দেখা দিও পুনর্ব্বার, হে প্রিয়দর্শন; শুনি তব কথা আজি হৃষ্ট হল মন।

ব্রাহ্মণ এইরূপে মহাসত্ত্বের নিকট নিজের প্রার্থনা জানাইলেন; লোকে যেমন প্রিয় পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেইরূপ সস্নেহে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার পাদ হইতে বন্ধন খুলিয়া দিলেন, ক্ষতস্থানে শতপাক তৈল * মাখাইলেন, তাঁহাকে ভদ্র

* শতপাক তৈল, যে তৈল শতবার পাক করা হইয়াছে। মহাভারত এবং বৈদ্যকগ্রন্থেও এইরূপ তৈলের উল্লেখ আছে।

পীঠে বসাইয়া কাঞ্চনপাত্রে * মধুমিশ্রিত লাজ ভক্ষণ করাইলেন এবং শর্করোদক পান করাইলেন। অনন্তর শুকরাজ তাঁহাকে অপ্রমত্ত থাকিতে উপদেশ দিবার সময় নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

১৫। করিনু ভোজন পান আগারে তোমার; শ্রদ্ধা, প্রীতি তব প্রতি জন্মিল অপার;
নিরীহ ধার্ম্মিকে † দান করহ সতত; হও সদা বৃদ্ধ মাতাপিতৃ-সেবারত।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং মনের আবেগে নিম্নলিখিত উদানটী গান করিলেন :—

১৬। অহো কি সৌভাগ্য আজি হইল ঘটন! পাইলাম বিহঙ্গমবরের দর্শন।
শুকের সুমিষ্ট বাণী করিয়া শ্রবণ করিব প্রচুর এবে পুণ্যের অর্জ্জন।

ব্রাহ্মণ মহাসত্ত্বকে সেই সহস্রকরীষ প্রমাণ শস্যক্ষেত্র দান করিতে চাহিলেন; কিন্তু মহাসত্ত্ব তাহা না লইয়া অষ্ট করীষ মাত্র গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ সীমানির্দ্দেশক স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া তাঁহাকে সেই অষ্ট করীষ ক্ষেত্র দান করিলেন এবং তাঁহাকে বিদায় দিবার কালে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "প্রভো, আপনি স্বচ্ছন্দে প্রস্থান করিয়া সাশ্রুনয়ন মাতাপিতাকে আশ্বস্ত করুন।" মহাসত্ত্ব হৃষ্টমনে শালির শীষ মুখে লইয়া চলিয়া গেলেন এবং মাতাপিতার সম্মুখে উহা নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন, "মা, বাবা, আপনারা উঠুন।" এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের অশ্রুপ্লাবিতমুখেও হাস্য দেখা দিল, ‡ তাঁহারা উঠিয়া বসিলেন। এদিকে শুকগণ সেখানে সমবেত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভো আপনি কিরূপে মুক্তি লাভ করিলেন?" মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে সবিস্তর সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। কৌশিকও শুকরাজের উপদেশ মত চলিয়া § ঐ সময় হইতে ধার্ম্মিক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগকে মহাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই ভাব সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা শেষের গাথাটী বলিলেন :—

১৭। কৌশিক প্রহৃষ্টমনে প্রচুর প্রমাণ প্রস্তুত করান অভ্যন্তরে অন্নপান।
অন্নপান করি দান সুপ্রসন্ন মনে তুষিতেন সদা তিনি শ্রমণব্রাহ্মণে।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, মাতাপিতার ভরণ পোষণ পণ্ডিতজনের চিরন্তন কার্য্য।" অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন। (সত্যব্যাখ্যাবসানে সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই সকল শুকপক্ষী, মহারাজের বংশীয় দুই ব্যক্তি ছিলেন সেই শুকমাতা ও শুকপিতা; ছন্ন ¶ ছিলেন সেই ক্ষেত্রপাল, আনন্দ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই শুকরাজ।)

---

* মূলে 'কাঞ্চন তট্টকে' আছে। তট্টক (বাঙ্গালা) টাট। শব্দটী স্থা ধাতুজ কি?

† মূলে নিক্‌খিত্তদণ্ডেসু দদাহি দানং' আছে। নিক্‌খিত্তদণ্ড বলিলে যাঁহারা সর্ব্বাবিধ অনিষ্টাচার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে (অর্থাৎ শ্রমণ প্রভৃতিকে) বুঝায়।

‡ এখানে আমি 'হসমানে' পাঠই গ্রহণ করিলাম।

§ মূলে 'দত্বা' আছে। বোধ হয় ইহা মুদ্রাকরের ভ্রম। 'কত্বা' এই পাঠ ধরিলে অর্থবিরোধ ঘটে না।

¶ ছন্ন বা ছন্দক মহাভিনিষ্ক্রমণের রাত্রিতে রাজভবন হ'তে বুদ্ধদেবের সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর কপিলবস্তুতে ফিরিয়াছিলেন।

৪৮৫—চন্দ্রকিন্নর-জাতক

(শাস্তা কপিলপুরের নিকটবর্ত্তী ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি-কালে রাজভবনে গিয়া রাহুলমাতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই জাতক দূরেনিদান* হইতে আরম্ভ করিয়া বলিতে হইবে। লট্‌ঠিবনে উরুবিল্বকাশ্যপকে শাস্তা সিংহনাদে যাহা বলিয়াছিলেন, তৎপর্য্যন্ত নিদানকথা অপণ্ণক-জাতকে বলা হইয়াছে। তাহার পর কপিলবস্তু-গমন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট বৃত্তান্ত বিশ্বন্তর-জাতকে (৫৪৭) প্রদত্ত হইবে।

শাস্তা পিতৃভবনে বসিয়া আহার করিবার কালে মহাধর্ম্মপাল-জাতক (৪৪৭) বলিলেন, অনন্তর আহারান্তে তিনি স্থির করিলেন যে, রাহুলমাতার বাসগৃহে উপবেশনপূর্ব্বক তদীয় গুণবর্ণনার্থ চন্দ্রকিন্নর-জাতক বলিবেন। তিনি রাজার হস্তে পাত্র প্রদানপূর্ব্বক অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সঙ্গে রাহুলমাতার ভবনে গমন করিলেন। তখন রাহুলমাতার নিকটে চল্লিশ হাজার নর্ত্তকী বাস করিত; তাহাদের মধ্যে এক হাজার নব্বই জন ছিল ক্ষত্রিয়-কন্যা। শাস্তা আগমন করিয়াছেন জানিয়া রাহুলমাতা নর্ত্তকীদিগকে কাষায়বস্ত্র পরিধান করিতে বলিলেন; নর্ত্তকীরা তাহাই করিল। শাস্তা গিয়া, তাঁহার জন্য যে আসন সজ্জিত হইয়াছিল, তাহাতে উপবেশন করিলেন তখন রমণীরা সকলে একসঙ্গে কাঁদিয়া উঠিলেন, গৃহের মধ্যে মহা পরিদেবন-শব্দ উত্থিত হইল। রাহুলমাতা পরিদেবনান্তে শোকাপনোদনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণাম করিলেন, এবং লোকে রাজার সম্মুখে যেমন সসম্মানে অবস্থিত থাকে, সেইভাবে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর রাজা তাঁহার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত, আমার পুত্রবধূ যখন শুনিলেন যে, আপনি কাষায় বসন ধারণ করিয়াছেন, তখন ইনিও নিজে কাষায় বস্ত্র পরিতে লাগিলেন: আপনি মাল্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া ইনিও মাল্যাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভূমিশয়ন আরম্ভ করিলেন। আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে ইনি বিধবা হইলেন; কিন্তু অন্যান্য রাজারা ইঁহাকে যে সমস্ত উপহার প্রেরণ করিলেন, ইনি সেগুলি গ্রহণ করিলেন না। ইনি আপনার প্রতি এমনই নিবদ্ধচিত্তা!" রাজা এই রূপে নানা ভাবে যশোধরার গুণকীর্ত্তন করিলে শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, আমার শেষ জন্মে ইনি যে আমার সম্বন্ধে স্নেহশীলা, নিবদ্ধচিত্তা এবং অনন্যনেয়া হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, পূর্ব্বে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ইনি আমার সম্বন্ধে নিবদ্ধচিত্তা ও অনন্যনেয়া হইয়াছিলেন।" অনন্তর শুদ্ধোদনের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—)

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে মহাসত্ত্ব হিমালয় পর্ব্বতে কিন্নরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।† তদীয় ভার্য্যার নাম ছিল চন্দ্রা। তাঁহারা উভয়ে চন্দ্রনামক রজত পর্ব্বতে বাস করিতেন।

একদা বারাণসীরাজ অমাত্যদিগের উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পঞ্চায়ুধে‡ সুসজ্জিত হইয়া একাকী হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন। তিনি মৃগমাংস খাইতে খাইতে একটী ক্ষুদ্র নদীর পথ অনুসরণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে অধিরোহণ করিলেন। চন্দ্রা পর্ব্বতবাসী কিন্নরগণ বর্ষাকালে সেখানেই অবস্থিতি করে; কিন্তু গ্রীষ্মকালে অধোদিকে অবতরণ করিয়া থাকে। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন চন্দ্র কিন্নর নিজের ভার্য্যার সহিত অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গাত্রে গন্ধ বিলেপন করিয়া পুষ্পপটের§ অন্তর্ব্বাস ও

---

* নিদান কথা ও উরুবিল্বকাশ্যপ-সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকার ১৮ ও ২৯৩ চিহ্নিত পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

† কিন্নর বা কিম্পুরুষ—সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্নরগণ দেবযোনিবিশেষ—তুরঙ্গবদন এবং সঙ্গীতনিপুণ। পালিতে ইহারা ইতর জীব (তির্য্যক্‌) বলিয়া বর্ণিত।

‡ পঞ্চায়ুধ—তরবারি, শক্তি, ধনুঃ, পরশু ও বর্ম্ম।

§ পুষ্পপট—ফুল-তোলা কাপড় অর্থাৎ যে কাপড়ে সূচী দ্বারা নানারকমের ফুল তোলা থাকে। কিন্তু এখানে, বোধ হয়, পুষ্পনির্ম্মিত বস্ত্র, এই অর্থই সুসঙ্গত।

ও বহির্ব্বাস পরিয়া এবং পুষ্পরেণু খাইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন, এবং লতায় লতায় দোল খাইতেন। তাঁহারা সে দিনও মধুরস্বরে গান করিতে করিতে সেই ক্ষুদ্র নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, উহার এক নিবর্ত্তন-স্থানে * জলে নামিয়া ফুল ছড়াইয়া জলকেলি করিলেন, পুষ্পপটের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিলেন এবং রজতপট্টনিভ বালুকার উপর পুষ্পশয্যা রচনা করিলেন। চন্দ্রকিন্নর একটী বেণুদণ্ড † হস্তে লইয়া ঐ শয্যায় উপবেশন করিলেন, উহা বাজাইয়া মধুরস্বরে গান আরম্ভ করিলেন, নিকটে তাঁহার ভার্য্যা চন্দ্রা কুসুমসুকুমার বাহুদ্বয় সঞ্চালন করিতে করিতে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন।

কিন্নরদ্বয়ের গীতধ্বনি শুনিয়া রাজা মৃদুপাদবিক্ষেপে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং কোন প্রতিচ্ছন্ন স্থানে থাকিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি কিন্নরীর রূপে মোহিত হইয়া স্থির করিলেন, 'শরাঘাতে কিন্নরের জীবনান্ত করিব এবং কিন্নরীকে নিজের কলত্র করিয়া লইব।' এই সংকল্পে তিনি কিন্নরকে শরবিদ্ধ করিলেন, চন্দ্র দারুণ ব্যথায় অভিভূত হইয়া চারিটী গাথায় নিজের দুঃখ জানাইলেন :—

১। বুঝি বা বিচ্ছেদ, চন্দ্রে, চিরতরে ঘটিল এবার
রক্তস্রাবে প্রাণ, প্রিয়ে, ওষ্ঠাগত হইল আমার,
২। অবসন্ন হ'ল দেহ, সর্ব্ব অঙ্গে অসহ্য বেদনা।
জ্বলে পুড়ে গেল বুক, কিন্তু আমি সে কথা ভাবি না।
এই বড় দুঃখ মনে, যবে আমি যাইব চলিয়া
শোকে মোর তুমি, চন্দ্রে কতই না বেড়াবে কান্দিয়া।
৩। ছিন্ন তৃণ, ছিন্নমূল তরু, কিংবা নদী জলহীনা—
সেই মত বুক মোর শুকাইল, সে কথা ভাবি না :—
এই বড় দুঃখ মনে, যবে আমি যাইব চলিয়া
শোকে মোর তুমি, চন্দ্রে, কতই না বেড়াবে কান্দিয়া।
৪। ঝরিতেছে অশ্রু মোর, গিরি-পাদে বৃষ্টিধারা যথা.
এ অশ্রুর হেতু কিন্তু নয়, প্রিয়ে, শরাঘাত-ব্যথা।
নাই অন্য দুঃখ মোর, কান্দি শুধু এ কথা ভাবিয়া
শোকে মোর তুমি, চন্দ্রে, কতই না বেড়াবে কান্দিয়া।

মহাসত্ত্ব এই চারিটী গাথায় পরিদেবন করিয়া পুষ্পশয্যায় শুইয়া পড়িলেন এবং সংজ্ঞাহীন হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। রাজা সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। চন্দ্রা নৃত্যগীতে মত্ত হইয়াছিলেন, মহাসত্ত্ব যখন পরিদেবন করিলেন, তখনও তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার প্রাণেশ্বর শরবিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু যখন মহাসত্ত্ব নিঃসংজ্ঞ হইয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিলেন, তখন চন্দ্রা স্বামীর কষ্টের কারণ জানিতে ব্যগ্র হইলেন। তিনি দেখিলেন, ক্ষতমুখ হইতে শোণিতস্রাব হইতেছে। প্রিয় পতির এই দারুণ বিপত্তিতে তিনি ধৈর্য্য হারাইয়া মহাশব্দে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা ভাবিলেন, কিন্নর মরিয়াছে, তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেখানে দর্শন দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চন্দ্রা বুঝিলেন 'এই চোরই আমার প্রিয় পতির প্রাণান্ত করিয়াছে।' তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন

* নিবত্তট্ঠান—বিশ্রামস্থান। নদীর সম্বন্ধে ইহা 'বাঁকের মাথা' (অর্থাৎ যেখান হইতে স্রোত দিগন্তরে গিয়াছে) বুঝায়।

† বেণুদণ্ড—এখানে এই শব্দটী, বাঁশের বাঁশী, এই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

করিলেন এবং একটা পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর দাঁড়াইয়া রাজাকে পাঁচটী গাথায় অভিশাপ দিলেন :—

৫। ওরে দুরাচার রাজকুলাঙ্গার,
কি হেতু বিন্ধিলি প্রাণেশে আমার?
শরাঘাতে তোর বনতরু-মূলে
অনাথার পতি পতিত ভূতলে।

৬। কিন্নরবিরহে যে দুঃখে আমার
ফাটি যায় বুক, ওরে দুরাচার,
পায় যেন সদ্যঃ জননী রে তোর
ঠিক এই মত দুঃখ মহাঘোর।

৭। কিন্নরবিরহে যে দুঃখে আমার
ফাটি যায় বুক, ওরে দুরাচার,
পায় যেন জায়া অচিরে রে তোর
ঠিক সেই মত দুঃখ মহাঘোর।

৮। হলি কামাসক্ত দেখিয়া আমারে,
বিনা দোষে তাই বধিলি কিন্নরে,
এই পাপে, পাপী, মা যেন রে তোর
পতিপুত্রশোক পায় মহাঘোর।

৯। হলি কামাসক্ত দেখিয়া আমারে,
বিনাদোষে তাই বধিলি কিন্নরে
এই পাপে, পাপী, জায়া যেন তোর
পতিপুত্রশোক পায় মহাঘোর।

পর্ব্বতমস্তকোপবিষ্টা কিন্নরী উক্ত পাঁচটী গাথায় পরিদেবন করিলে রাজা তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন :—

১০। কান্দিওনা আর, ওলো সুলোচনে *
কি সুখ পাইবে থাকি এই বনে?
ভার্য্যা হবে তুমি আমার, ললনে,
পাবে পূজা সদা রাজার ভবনে।

এই কথা শুনিয়া চন্দ্রা, বলিলেন, "তুই আমায় কি বলিলি?" তিনি সিংহনাদে গর্জ্জন করিয়া এই গাথা বলিলেন :—

১১। ত্যজিব পরাণ, রাজকুলাধম,
তবু ভার্য্যা তোর না হব কখন।
হলি কামাসক্ত দেখিয়া আমারে,
বিনা দোষে তাই বধিলি কিন্নরে।

চন্দ্রার ভর্ৎসনায় রাজার অনুরাগ বিলুপ্ত হইল। তিনি বলিলেন :—

* মূলে 'বনতিমিরমত্তক্‌খি' এই পদ আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন 'বনতিমির পুপ্ফসমানক্‌খী।' বনতিমির পুষ্প কি? পঞ্চম খণ্ডের খুল্লসুতসোম-জাতকের পঞ্চদশ গাথাতেও এই বিশেষণটী দেখা যায়। সেখানে টীকাকার বলেন, 'বনতিমির=গিরিকর্ণিকা' তিনি কোবিদারতম্বক্‌খী, এই পাঠান্তরও দিয়াছেন। কোবিদার=আবলুশ। আমার বোধ হয়, এই পাঠই সমীচীন। ইতঃপূর্ব্বে কাকবতী-জাতকেও তিমির পুষ্পের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।

১২। রাখিতে পরাণ যদি ভীরু চাও,
গিয়া হিমালয়ে যথেচ্ছা বেড়াও।
তালতগরের পাতা যারা খায়,
হেন মৃগ শুধু বনে সুখ পায়। *

ইহ বলিয়া রাজা বীতানুরাগ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি গিয়াছেন দেখিয়া চন্দ্রা পর্ব্বতশিখর হইতে অবতরণ করিলেন, পতিকে কোলে লইয়া আবার সেখানে আরোহণ করিলেন, তাঁহাকে শিলাতলে রাখিয়া দিলেন, এবং নিজের উরুর উপরি তাঁহার মস্তক রাখিয়া দ্বাদশটী গাথায় মহা পরিদেবন করিলেন :—

১৩। এই মহীধর, এ সব কন্দর, গুহা মনোহর, সকলি রহিবে ;
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
১৪। শ্বাপদ-সেবিত, † পল্লবে আবৃত, রম্য বনস্থলী, সকলি রহিবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
১৫। শ্বাপদ-সেবিত কুসুমে আবৃত রম্য বনস্থলী সকলি রহিবে ;
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
১৬। প্রসন্নসলিলা গিরিনদীগণ কমল কুমুদে এমনি শোভিবে ;
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
১৭। নীল কূটরাজি পরিয়া মাথায় এই হিমালয় সদা বিরাজিবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
১৮। অরুণউদয়ে হিমাদ্রিশিখর কাঞ্চনের মত যখন ভাতিবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
১৯। দিবা অবসানে রক্তিম বরণে হিমাদ্রিশিখর যখন সাজিবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
২০। তুঙ্গ শৃঙ্গরাজি অতি মনোহর দৃষ্টিপথে, হায়, যখন পড়িবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
২১। তুষারমণ্ডিত শুভ্র কূটরাজি দৃষ্টিপথে, হায়, যখন পড়িবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
২২। হিমাদ্রির শোভা অতি মনোলোভা দৃষ্টিপথে, হায়, যখন পড়িবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে ?
২৩। ওষধি-শোভিত যক্ষপ্রিয়ভূমি গন্ধমাদনের দিকে তাকাইয়া
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথা কেমনে থাকিবে বাঁচিয়া ?
২৪। ওষধি-শোভিত কিন্নরসেবিত গন্ধমাদনের দিকে তাকাইয়া,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথা কেমনে থাকিবে বাঁচিয়া ?

দ্বাদশটী গাথায় এইরূপ বিলাপের পর চন্দ্রা হস্ত দ্বারা মহাসত্ত্বের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, উহা তখনও গরম আছে। ইহাতে তিনি বুঝিলেন, 'চন্দ্র এখনও জীবিত আছেন।' তিনি ভাবিলেন, 'আমি এখন দেবতাদিগকে অবিচারের জন্য ভর্ৎসনা করিয়া ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিব।' এই উদ্দেশ্যে তিনি বলিতে লাগিলেন, "এখন কি কোন লোকপাল নাই, অথবা তাঁহারা প্রবাসে গিয়াছেন, কি মারা গিয়াছেন, যে তাঁহারা আমার প্রিয় পতিকে রক্ষা করিতেছেন না ?" চন্দ্রা দেবতাদিগকে এইরূপ উপহাস করিলে তাঁহার শোকতাপে শক্রাসন উত্তপ্ত হইল, শক্র চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং ব্রাহ্মণের বেশে আবির্ভূত

* অর্থাৎ তোমাদের বন্য স্বভাব ; তোমরা রাজভবনের সুখের মর্ম্ম বুঝিবে কেন ?
† শ্বাপদসেবিত হইলে কি রম্য হইতে পারে ?

হইয়া কমণ্ডলু হইতে জল গ্রহণপূর্ব্বক উহা মহাসত্ত্বের দেহে প্রোক্ষণ করিলেন। অমনই বিষ অন্তর্হিত * হইল, দেহের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসিল, কোন স্থানে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত আর বুঝিতে পারা গেল না। মহাসত্ত্ব স্বচ্ছন্দে শয্যা হইতে উঠিলেন; তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া চন্দ্রার অপার আনন্দ জন্মিল, তিনি শক্রের চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন:—

২৫। প্রণমি চরণে তব দ্বিজোত্তম; প্রিয় পতি তুমি দিলে অনাথায়;
অমৃত-সেচনে বাঁচাইলা তাঁরে; ঘটিল মিলন তোমার কৃপায়।

শক্র কিন্নরদম্পতিকে উপদেশ দিলেন, "তোমরা এখন হইতে চন্দ্র পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিও না, মনুষ্যপথেও যাইও না। চন্দ্রপর্ব্বতেই সর্ব্বদা অবস্থান করিও"। তিনি আরও একবার এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। তখন চন্দ্রা বলিলেন, "স্বামিন্, আমাদিগের এইরূপ বিঘ্নসঙ্কুল স্থানে থাকিবার কি প্রয়োজন? চলুন, আমরা চন্দ্রপর্ব্বতেই ফিরিয়া যাই।"

২৬। কমলকুসুমে সুশোভিত কত বহে স্রোতস্বতী সেই গিরিবরে;
তরুরাজি তুলি মলয়হিল্লোলে জুড়ায় শ্রবণ সুমধুর স্বরে;
চল দুইজনে বিহরি সেখানে, মানুষের পথ করিয়া বর্জ্জন;
যাপিব জীবন সুখে অনুক্ষণ, করি পরস্পর প্রিয়সম্ভাষণ।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক শাস্তা বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ইনি আমার সম্বন্ধে নিষ্ঠ চিত্তা ও অনন্যনেয়া ছিলেন।"

সমবধান—তখন রাহুলমাতা ছিলেন চন্দ্রা এবং আমি ছিলাম চন্দ্রকিন্নর।]

৪৮৬—মহোৎক্রোশ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মিত্রগন্ধক-নামক জনৈক উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তী নগরের কোন জীর্ণধন ভদ্রবংশের সন্তান। শুনা যায়, ইনি না কি কোন কুলকন্যার সহিত নিজের বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য এক বন্ধুকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ কন্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোন বিপদ্ ঘটিলে তাহা হইতে উদ্ধার করিতে পারে, ইঁহার এমন কোন সহায় আছে কি?" যখন তিনি শুনিয়াছিলেন, ঐ কুলপুত্রের এমন কোন সহায় নাই, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "তবে তাঁহাকে অগ্রে মিত্র লাভ করিতে বলিবেন।"

কুলপুত্র এই উপদেশ মত চলিযা সর্ব্বপ্রথম চারি জন দ্বারবানের সহিত বন্ধুত্ব করিলেন। অতঃপর তিনি ক্রমান্বয়ে নগরপাল, গণক, মহামাত্র প্রভৃতির, এমন কি সেনাপতি ও উপরাজের সহিতও মৈত্রীস্থাপন করিলেন এবং নিয়ত ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া রাজারও প্রিয়পাত্র হইলেন। পরিশেষে তিনি অশীতি মহাস্থবিরের এবং স্থবির আনন্দের প্রীতিভাজন হইয়া তাঁহাদের সাহায্যে তথাগতেরও মিত্র হইলেন। তথাগত তাঁহাকে বুদ্ধশাসনে ও শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, রাজা তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য দিলেন, লোকে তাঁহাকে মিত্রগন্ধক এই নাম দিল।

রাজা মিত্রগন্ধককে একটী বৃহৎ অট্টালিকা দান করিয়া সেখানে তাঁহার বিবাহোৎসব সম্পাদন করাইলেন। এতদুপলক্ষ্যে, রাজা হইতে সামান্য নগরবাসী পর্য্যন্ত অনেকেই নানাবিধ উপহার পাঠাইলেন। তাঁহার ভার্য্যা রাজপ্রেরিত উপহার, উপরাজ-প্রেরিত উপহার, সেনাপতি-প্রেরিত উপহার ইত্যাদি ক্রমে সকল নগরবাসীরই উপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ করিলেন। বিবাহের সপ্তম দিনে নবদম্পতী মহাসমাদরে দশবলকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ পঞ্চশতপরিমিত ভিক্ষু-

* ইহাতে বুঝিতে হইবে যে রাজার শর বিষাক্ত ছিল।

সঙ্ঘকে বহুবিধ দ্রব্য দান করিলেন। আহার শেষ হইলে শাস্তা যে অনুমোদন করিলেন, তাহা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ধর্ম্মসভায় ভিক্ষুদের মধ্যে এই সম্বন্ধে কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, মিত্রগন্ধক তাঁহার ভার্য্যার উপদেশমত সকলের সঙ্গে সখ্যস্থাপনপূর্ব্বক রাজার নিকট মহাসম্মান পাইয়াছেন, শাস্তার সহিত মিত্রতা করিয়া এখন স্বামিস্ত্রী উভয়েই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও এ ব্যক্তি এই রমণীর পরামর্শমত চলিয়া মহাসম্মান লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে এ যখন তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখনও এই রমণীর পরামর্শে বহু প্রাণীর সহিত মৈত্রী করিয়া পুত্রশোকভয় হইতে মুক্তি পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কতিপয় প্রত্যন্তবাসী যেখানে যেখানে প্রচুর মাংস পাওয়া যাইত, সেখানে সেখানে (কিয়দ্দিনের জন্য) ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিত। তাহারা বনে বনে বিচরণ করিয়া মৃগাদি মারিত এবং মাংস আহরণ করিয়া পুত্রদারাদি পোষণ করিত। তাহাদের গ্রামের অবিদূরে একটা প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল। ঐ হ্রদের দক্ষিণ তীরে এক শ্যেনপক্ষী, পশ্চিম তীরে এক শ্যেনপক্ষিণী, উত্তর তীরে এক পশুরাজ সিংহ এবং পূর্ব্ব তীরে পক্ষীদিগের রাজস্থানীয় এক উৎক্রোশ * থাকিত। উহার মধ্যভাগে এক দ্বীপে বাস করিত একটা কচ্ছপ।

একদা শ্যেন শ্যেনীকে বলিল, "তুমি আমার ভার্য্যা হও।" শ্যেনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কোন মিত্র আছে কি?" "না, ভদ্রে, আমার কোন মিত্র নাই।" "এমন কোন্ মিত্র লাভ করা আবশ্যক, যিনি আমাদের ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে বা বিপদ্ ঘটিলে তাহা হরণ করিতে সমর্থ। অতএব অগ্রে মিত্র লাভ কর।" "কাহার সঙ্গে মিত্রতা করিব, ভদ্রে?" "পূর্ব্বতীরবাসী উৎক্রোশরাজের, উত্তরতীরবাসী সিংহের এবং হ্রদমধ্যবাসী কচ্ছপের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন কর।"

শ্যেনীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শ্যেন তাহাই করিল। অনন্তর তাহারা পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইল, এবং হ্রদমধ্যস্থ একটা দ্বীপে চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত কোন কদম্ববৃক্ষে কুলায়নির্ম্মাণপূর্ব্বক একত্র বাস করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে তাহাদের দুইটী শাবক জন্মিল। শাবকদ্বয়ের পক্ষ সঞ্জাত হইবার পূর্ব্বেই একদা ঐ জনপদের কয়েকজন লোক দিবাভাগে সমস্তবনে ঘুরিয়া ঘুরিয়াও কিছু সংগ্রহ করিতে পারিল না। তাহারা ভাবিল, 'খালি হাতেও ত ঘরে ফিরিতে পারি না, মাছ হউক, কাছিম হউক, একটা কিছু ধরিতেই হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা সরোবরে অবতরণপূর্ব্বক ঐ দ্বীপে গমন করিল এবং সেই কদম্ববৃক্ষের মূলে শয়ন করিল। এখানে মশকাদির দংশনে উৎকৃত হইয়া উহাদিগকে তাড়াইবার জন্য তাহারা অরণিঘর্ষণ করিয়া আগুন জ্বালিল এবং তাহা হইতে ধূম উৎপাদন করিল। ধূম উত্থিত হইয়া পক্ষীদিগকে উদ্বোধিত করিল;

---

* এক প্রকার শিকারী পক্ষী। ইহারা eagle জাতীয়। পরে দেখা যায়, ইহার আর একটা নাম ছিল 'কুবর।'

মূলে "মিলাচা" এই পদ আছে। ইহা 'ম্লেচ্ছ' নয় কি? টীকাকার কিন্তু ইহার অর্থ করিয়াছেন 'জনপদবাসী'।

শাবক দুইটী আর্ত্তরব করিতে লাগিল। জনপদবাসীরা তাহা শুনিয়া বলিল, "এ যে পক্ষীশাবকের শব্দ! উঠ, উল্কা বান্ধ; এত ক্ষুধা পেটে রাখিয়া কি শুইয়া থাকিতে পারা যায়? পাখীর মাংস খাইয়া শোওয়া যাইবে।" ইহা বলিয়া তাহারা আগুন জ্বালিল, ও উল্কা বান্ধিল। তাহাদের শব্দ শুনিয়া শ্যেনী ভাবিল, 'ইহারা আমাদের শাবক দুইটীকে খাইতে চায়; এইরূপ ভয়ের হরণার্থই আমরা বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছি; আমার স্বামীকে উৎক্রোশরাজের নিকট পাঠাইতেছি।' সে বলিল, "স্বামিন্, যাও, উৎক্রোশরাজকে উপস্থিত বিপদের কথা বল গিয়া।

১। দ্বীপে আসি, উল্কা বান্ধি জানপদগণ
শাবক দুইটী চায় করিতে ভক্ষণ।
মিত্রের নিকটে যাও, তাঁরে এ সংবাদ দাও,
পড়েছে বিপদে পক্ষীদের জ্ঞাতিগণ;
না রক্ষিলে তিনি, হবে এদের মরণ।"

শ্যেন দ্রুতবেগে উৎক্রোশের বাসস্থানে গেল, শ্যেনরবে আপনার আগমনবার্ত্তা জানাইল এবং অনুমতি পাইয়া উৎক্রোশের নিকটে গিয়া তাহাকে বন্দনা করিল। উৎক্রোশ জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি জন্য আসিয়াছ?" শ্যেন উত্তর দিল,

২। পক্ষিকুলে রাজা তুমি, হে বিহগবর; লইনু, উৎক্রোশরাজ, শরণ তোমার।
লোভবশে খেতে চায় জানপদগণ আমার শাবক দুটী; রক্ষ, হে রাজন্।

উৎক্রোশরাজ শ্যেনকে বলিল, "কোন ভয় নাই।" সে তৃতীয় গাথায় তাহাকে আশ্বাস দিল:—

৩। সুখের আশায় কালে, অকালে সতত সুধীগণ হয় মিত্রবন্ধুলাভে রত।
সাধিব নিশ্চয়, শ্যেন, এ কার্য্য তোমার, সাধু যে, সাধুর সেই করে উপকার।

অনন্তর উৎক্রোশ জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, জানপদেরা কি গাছে উঠিয়াছে?" শ্যেন বলিল, "এখনও উঠে নাই; উল্কা বান্ধিতেছে।" "তবে তুমি শীঘ্র গিয়া আমার সখীকে আশ্বাস দাও; বল যে আমি আসিতেছি।" শ্যেন তাহাই করিল। উৎক্রোশরাজ গিয়া, জানপদেরা কখন আরোহণ করে তাহা দেখিবার জন্য ঐ কদম্ববৃক্ষের অবিদূরে অন্য একটা বৃক্ষের উপর বসিল এবং যখন একজন আরোহণ করিয়া কুলায়ের নিকটে গেল, তখনই সরোবরে ডুব দিয়া মুখে ও পক্ষে যত পারিল জল লইয়া উল্কার উপর বর্ষণ করিল। তাহাতে উল্কাটা নিবিয়া গেল। জানপদেরা বলিল, "এটাকেও খাইব, বাজটার ছানা দুটাকেও খাইব।" তাহারা বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া আবার উল্কা জ্বালিল; আবার আরোহণ করিল এবং উৎক্রোশ তাহা আবার নিবাইল। জানপদেরা এক এক বার উল্কা বান্ধিয়া আগুন জ্বালে, আর উৎক্রোশ তাহা নির্ব্বাণ করে,—এইরূপে অর্দ্ধরাত্রি গত হইল। তখন উৎক্রোশ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল; অগ্নির উত্তাপে তাহার উদরের অধোভাগস্থ ক্লোম * তন্তুমাত্রসার হইল; চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া শ্যেনী তাহার স্বামীকে বলিল, "স্বামিন্ উৎক্রোশরাজ অতিক্লান্ত হইয়াছেন, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম দিবার জন্য তুমি কচ্ছপরাজকে গিয়া বল।" তাহার কথা শুনিয়া শ্যেন উৎক্রোশরাজের নিকটে গিয়া বলিল,

৪। সাধুর হিতার্থে সাধু করে যেই কাজ, দয়াবশে তুমি তাহা করিয়াছ আজ।
আত্মরক্ষা কর এবে, করিওনা আর উল্কানলে দগ্ধ নিজ শরীর তোমার।
শাবক আবার পাব, কিন্তু তোমা সম মিত্রলাভ ভাগ্যে আর ঘটিবে না মম।
বেঁচে থাক, এ কামনা করি আমি ভাই; মরুক শাবকএবে, দুঃখ তার নাই।

* ক্লোম (পালি 'কিলোমকং'), বহিস্ত্বকের নিম্নে এবং মাংসের উপরে যে পর্দ্দা থাকে।

এই কথা শুনিয়া উৎক্রোশরাজ সিংহনাদে পঞ্চম গাথা বলিল :—

৫। রক্ষিতে শাবক তব দেহপাত যদি হয়,
তথাপি তাহাতে আমি পাইব না কোন ভয়।
সাধুর ইহাই ধর্ম্ম, সখার হিতের তরে
অম্লানবদনে সেই নিজ প্রাণ ত্যাগ করে।

শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া ষষ্ঠ গাথায় উৎক্রোশের গুণ বর্ণনা করিলেন :—

৬। উৎক্রোশ বিহঙ্গমাত্র; অণ্ডে জন্ম তার; করিল দুষ্কর কার্য্য কিন্তু চমৎকার;
যতক্ষণ নিশীথ না হল সমাগত, শ্যেনের শাবক সেই রক্ষে এই মত।

শ্যেন বলিল, "উৎক্রোশ, তুমি, ভাই, একটু বিশ্রাম কর।" অনন্তর সে কচ্ছপের নিকট গিয়া তাহাকে তুলিল এবং কচ্ছপ তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বিপদের কথা জানাইল। সে বলিল, "উৎক্রোশরাজ প্রথম যাম হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এখন তিনি ক্লান্ত হইয়াছেন দেখিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি।

৭। কর্ম্মদোষে ধন, যশ যদি কারো যায়, পুনঃ সে প্রতিষ্ঠা লভে মিত্রের কৃপায়।
শাবক বিপন্ন মোর, লইনু শরণ, মিত্রকৃত্য, জলচর, কর সম্পাদন।"

ইহা শুনিয়া কচ্ছপ একটী গাথা বলিল :—

৮। দিয়া ধন, দিয়া ধান্য, দিয়া নিজ প্রাণ মিত্রের সাহায্য সদা করে মতিমান্।
সাধিব নিশ্চয়, শ্যেন, এ কার্য্য তোমার; সাধুরে, সাধুর সেই করে উপকার।

কচ্ছপের পুত্র নিকটে শুইয়া পিতার কথা শুনিয়াছিল। সে ভাবিল, 'বাবাকে কষ্ট পাইতে হইবে না; আমিই তাঁহার কৃত্য সম্পাদন করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে নবম গাথা বলিল :—

৯। থাকুন নিশ্চিন্ত হেথা জনক আমার;
পুত্রের কর্ত্তব্য পিতৃতুষ্টি সম্পাদন;
আমিই সাধিব এই কার্য্য আপনার,
শ্যেনের শাবক আমি করিব রক্ষণ।

তাহার পিতা তাহাকে এই গাথা বলিল :—

১০। করিবে পিতার কার্য্য পুত্রে সম্পাদন,
সাধুদের ধর্ম্ম, বৎস, ইহাই নিশ্চয়
কিন্তু জানপদগণ করিলে দর্শন
আমার বিশাল বপু পেতে পারে ভয়।
না বধি শাবক ছুটি যেতে তারা পারে,
সে কারণ যেতে হবে নিজেই আমারে।

অনন্তর মহাকচ্ছপ শ্যেনকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভাই, ভয় নাই, তুমি অগ্রে চল; আমি এখনই তোমার অনুগমন করিতেছি"। শ্যেনকে প্রেরণ করিয়া সে জলে পড়িল, কিছু কর্দ্দম একত্র করিয়া সঙ্গে লইল এবং সেই দ্বীপে গিয়া আগুন নিবাইয়া স্থির হইয়া রহিল। জানপদেরা বলিল, "শ্যেনশাবকে প্রয়োজন কি? এই কৃষ্ণবর্ণ কচ্ছপটাকে উল্টাইয়া মারা যাউক; ইহার মাংসেই আমাদের সকলের পর্য্যাপ্ত ভোজন হইবে।" তাহারা কতকগুলি লতা ছিঁড়িয়া আনিয়া তাহাতে রজ্জু প্রস্তুত করিল, কেহ কেহ নিজের কাপড় ছিঁড়িয়া কচ্ছপের শরীরের নানা

স্থান বান্ধিল, কিন্তু তাহাকে উঠাইতে পারিল না। বরং কচ্ছপই তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া গেল এবং গভীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। জানপদেরাও কচ্ছপমাংসের লোভে তাহার সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িল, কিন্তু হাবুডুবু খাইয়া তাহাদের উদর জলপূর্ণ হইল। তাহারা ক্লান্ত-দেহে উপরে উঠিল এবং বলিতে লাগিল, "দেখ্‌লি, ভাই, উৎক্রোশটা অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের উল্কা বার বার নিবাইল; এখন আবার এই কচ্ছপটা আমাদিগকে জলে ফেলিল, জল খাইয়া আমাদের পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে। আয়, আমরা আবার আগুন জ্বা'লি; যখন সূর্য্য উঠিবে, তখন শ্যেনের ছানাগুলির মাংস খাওয়া যাইবে।" অনন্তর তাহারা আবার আগুন জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া শ্যেনী বলিল, "স্বামিন্, লোকগুলা, যত বেলাই হউক না কেন, আমাদের শাবক দুইটী না খাইয়া যাইবে না। তুমি একবার আমাদের বন্ধু সিংহের নিকট যাও"।

শ্যেন তখনই সিংহের নিকট গেল। সিংহ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এমন অসময়ে আসিলে কেন?" শ্যেন তাহার নিকট আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া একাদশ গাথা বলিল:—

১১। মৃগকুলে শ্রেষ্ঠ তুমি নিজ বীর্য্যবলে; পশু, নর ভয় করে তোমায় সকলে।
শ্রেষ্ঠ যেই, তা'রি করে আশ্রয় গ্রহণ; আসিনু তোমার ঠাঁই আমি সে কারণ।
শাবক বিপন্ন মোর, লইনু শরণ, রাজা তুমি, কর সুখী মিত্রকে এখন।

ইহা শুনিয়া সিংহ বলিল:—

১২। "সাধিব এ কার্য্য, শ্যেন, নিশ্চয় তোমার; চল, করি গিয়া তব শত্রুর সংহার।
মিত্রের বিপদ্ জানি, উদ্ধারিতে তা'কে বিজ্ঞ ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট কি কোন কালে থাকে?

সিংহ, শ্যেনকে অগ্রে গিয়া শাবক দুইটীকে আশ্বাস দিতে বলিল এবং তাহাকে পাঠাইয়া স্বয়ং স্ফটিকস্বচ্ছ জল মর্দ্দন করিতে করিতে যাইতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া জানপদেরা ভাবিল, "উৎক্রোশ আমাদের উল্কা নিবাইয়াছে; কচ্ছপ আমাদের পরিহিত বস্ত্র পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে, এখন দেখিতেছি আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইব, সিংহ আমাদের জীবনান্ত করিবে।" ইহা ভাবিয়া তাঁহারা মরণভয়ে যে, যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল। সিংহ বৃক্ষমূলে গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

অনন্তর উৎক্রোশ, কচ্ছপ ও শ্যেন সিংহের নিকটে গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল; সিংহ তাহাদিগকে মিত্রতার উপযোগিতা বুঝাইয়া বলিল, "তোমরা এখন হইতে অপ্রমত্তভাবে মিত্রধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবে।" এই উপদেশ দিয়া সিংহ প্রস্থান ক'রল। তাহারাও স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

শ্যেনী নিজের শাবকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বন্ধুদিগের সাহায্যেই আমরা পুত্রদ্বয়ের জীবন লাভ করিলাম।" সে এই সুখের সময়ে শ্যেনের সহিত আলাপ করিতে করিতে মিত্রধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া ছয়টী গাথা বলিল:—

১৩। লভ মিত্র সযতনে, লয়ে বন্ধুগণ
থাক হে নিঃশঙ্কচিত্তে নিজের আলয়ে;
লভ তাঁরে মিত্ররূপে, মহৎ যে জন,
পাইবে নিশ্চয় সুখ তাঁহার আশ্রয়ে।
বর্ম্মে যথা সর্ব্বঅঙ্গ করি আচ্ছাদন
প্রতিহত করে লোকে অরাতির বাণ,
মিত্রের সাহায্য পেয়ে আমরা তেমন
আছি সুখে, রক্ষি দুটী শাবকের প্রাণ।

১৪। করিছে অজাতপক্ষ একটী শাবক
মধুর কূজন, অতি হৃদয়গ্রাহক,
প্রতিকূজনের দ্বারা, শুন পরে তার
অপরটী করে ব্যক্ত সুখ আপনার—
বন্ধুদের গুণ যেন করিয়া স্মরণ,
রক্ষিলেন যাঁহারা, না করি পলায়ন।

১৫। বিপদে মিত্রের কাছে সাহায্য যে পায়,
ধন, পুত্র, পশু সেই ভুঞ্জে নিরন্তর।
হের কি সৌভাগ্য মোর মিত্রের কৃপায়,
পতিপুত্রসহ আমি করিতেছি ঘর।

১৬। রাজা, আর বীর চাই করিতে রক্ষণ।
প্রকৃত মিত্রতা লাভ করে যেই জন
পায় সে এঁদের দয়া পড়িলে শঙ্কটে,
ইহ লোকে সদা তার সৌভাগ্য প্রকটে।
চাও যদি সুখী হতে, হও মিত্রবান্;
হিতকারী নহে কেহ মিত্রের সমান।

১৭। দরিদ্র যে, সেও, শ্যেন, মিত্র লাভ করে যেন
যথাসাধ্য করিয়া যতন
মিত্রের দয়ায় আজ লভিয়া শাবক দুটী
সুখী মোরা হইনু কেমন।

১৮। শূরের, বলীর সনে সখ্যসূত্রে বদ্ধ যেই হয়,
যে সুখে আমরা সুখী, সে সুখ সে পাইবে নিশ্চয়।

শ্যেনী এই রূপে ছয়টী গাথায় মিত্রধর্ম্মের গুণ বর্ণনা করিল। সেই মিত্রতাবদ্ধ প্রাণিচতুষ্টয় মিত্রধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চিরজীবন সেখানে বাস করিল এবং তাহার পর কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তি কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তাহার বুদ্ধির গুণে সুখ পাইয়াছিল।"

সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই শ্যেন ও সেই শ্যেনী, রাহুল ছিল সেই কচ্ছপপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই মহাকচ্ছপ, সারিপুত্র ছিলেন সেই উৎক্রোশ এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

৪৮৭—উদ্দালক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক প্রতারকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও ভিক্ষুজন-ব্যবহার্য্য চতুর্ব্বিধ প্রত্যয় জন্য * ত্রিবিধ প্রতারণায় † আসক্ত

* চতুষ্প্রত্যয় অর্থাৎ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যা ও ভৈষজ্য।

† ত্রিবিধ প্রতারণা, অর্থাৎ (১) 'পচ্চয়পটিসেধনং (নিজের নির্লোভতা দেখাইয়া অন্যের নিকট বেশী উপহার পাইবার অভিপ্রায়ে চীবরাদি প্রত্যয় গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রদর্শন, (২) সামন্তজপ্পনং (পরোক্ষভাবে অর্থাৎ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন ভাবে কথা বলা যে, তাহাতে নিজের গুণই প্রকাশ পায়), (৩) ইরিয়াপথেন বিংহাপনং (চালচলনে অন্যের তাক লাগাইয়া দেওয়া)।

ছিল। অনন্তর, একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় ইহার অগুণ প্রকাশ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, ভাই, অমুক ভিক্ষু এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও প্রতারণা অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই লোকটা প্রতারক ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত এবং বহুশাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। এক দিন তিনি আমোদপ্রমোদের জন্য উদ্যানে গমন করিয়া সেখানে এক রূপবতী গণিকা দেখিতে পাইলেন এবং তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া তাহারই সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বের ঔরসে ঐ রমণী গর্ভবতী হইল। গর্ভধারণ করিয়াছে বুঝিয়া সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, "স্বামিন্, আমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে যখন তাহার নামকরণের সময় আসিবে, তখন আমি তাহাকে তাহার পিতামহের নাম দিব।" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, বর্ণদাসীর গর্ভজাত সন্তান সৎকুলের নাম ধারণ করিবে, ইহা হইতে পারে না। তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, ঐ যে বাতঘাতক বৃক্ষ * দেখিতেছ, উহার আর একটী নাম উদ্দাল। এখানে গর্ভস্থ হইয়াছে বলিয়া তোমার ঐ সন্তানটীর উদ্দালক নাম রাখিবে। অনন্তর তিনি ঐ রমণীকে নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দিয়া বলিলেন, "যদি সন্তানটী কন্যা হয়, তবে এই অঙ্গুরীয়ক বিক্রয় করিয়া তাহার পোষণ করিবে, আর যদি পুত্র হয়, তবে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে আমার নিকট লইয়া যাইবে।"

রমণী যথাকালে একটী পুত্র প্রসব করিল এবং উহার 'উদ্দালক' এই নাম রাখিল। উদ্দালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার বাবা কে?" রমণী বলিল, "রাজপুরোহিত তোমার জনক।" বালক ভাবিল, 'যদি তাহাই হয়, তবে আমি বেদসমূহ অধ্যয়ন করিব।' সে মাতার হস্ত হইতে সেই মুদ্রা ও আচার্য্যকে দিবার জন্য দক্ষিণা লইয়া তক্ষশিলায় গমন করিল, এবং সেখানে কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিল। অধ্যয়নকালে এক দল তপস্বী দেখিয়া সে ভাবিল, 'ইহারা নিশ্চিত কোন উৎকৃষ্ট বিদ্যার অধিকারী। আমাকে তাহাও শিখিতে হইবে।' সে বিদ্যার লোভে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ঐ যোগীদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল এবং প্রার্থনা করিল, "আচার্য্যগণ, আপনারা যে বিদ্যা জানেন, দয়া করিয়া আমায় তাহা দান করুন।" তপস্বীরা তাহাকে যথাজ্ঞান শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ পঞ্চশত তপস্বীর মধ্যে কেহই উদ্দালক অপেক্ষা অধিকতর প্রাজ্ঞ ছিলেন না। উদ্দালকই তখন সেই সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় হইল, ইহা দেখিয়া তপস্বীরা সমবেত হইয়া তাহাকেই আচার্য্যের পদে বরণ করিলেন।

এক দিন উদ্দালক তপস্বীদিগকে বলিল, "মারিষগণ, আপনারা বন্যফলমূল আহার করিয়া চিরদিনই বনে বাস করিতেছেন। আপনারা লোকসমাজে যান না কেন?" তপস্বীরা উত্তর দিলেন, "মারিষ, লোকে দান করিয়া অনুমোদন প্রত্যাশা করে, ধর্ম্মকথা বলাইতে চায়, নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। আমরা সেই ভয়ে লোকালয়ে যাই না।" "মারিষগণ, আপনারা যদি আমাকে লইয়া যান, তবে চক্রবর্ত্তী রাজা হউন না কেন, তাঁহার সঙ্গেও আলাপের ভার আমার; আপনারা ভয় পাইবেন না।" ইহা বলিয়া উদ্দালক ঐ সকল

---

* বাতঘাতক=কর্ণিকার, সোণালি।

তপস্বীর সঙ্গে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে অবশেষে বারাণসী নগরে উপস্থিত হইল এবং রাজোদ্যানে অবস্থিতি করিয়া পরদিন সমস্ত অনুচরসহ নগরদ্বারসন্নিহিত গ্রামে ভিক্ষা করিল। লোকে তাহাদিগকে প্রচুর দান করিল। ইহার পরদিন তাঁহারা নগরে ভিক্ষা করিলেন। সে দিনও লোকে তাঁহাদিগকে প্রচুর ভিক্ষা দিল। ভিক্ষালাভের সময়ে উদ্দালক অনুমোদন করিত, দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিত এবং তাহাদিগের প্রশ্নের উত্তর দিত। ইহাতে লোকে প্রসন্ন হইয়া রাশি রাশি ভিক্ষুব্যবহার্য্য দ্রব্য দান করিত। সমস্ত নগরে প্রচার হইল যে, একজন গণশাস্তা, মহাপণ্ডিত, ধার্ম্মিক তপস্বী আসিয়াছেন। এ কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি থাকেন কোথা ?" লোকে বলিল "উদ্যানে।" তখন রাজা বলিলেন, "বেশ, আমি আজ ঐ তপস্বীদিগকে দেখিতে যাইব।" এক ব্যক্তি গিয়া উদ্দালককে জানাইল, "শুনিতেছি, রাজা না কি আজ আপনাদিগকে দেখিতে আসিবেন।" উদ্দালক তাপসগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মারিষগণ, রাজা আসিবেন, এক দিন মাত্র বড় লোকের আরাধনা করিতে পারিলে যাবজ্জীবন নিশ্চিন্ত থাকা যায়।" তপস্বীরা বলিলেন, "আচার্য্য, আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" উদ্দালক উত্তর দিল, "আপনারা কেহ কেহ বল্গুলিব্রত গ্রহণ করিয়া অধঃশিরে ঝুলিতে থাকুন, কেহ কেহ উৎকটুক আসনে ধ্যাননিরত হউন, কেহ কেহ কণ্টকশয্যায় শয়ন করুন, কেহ কেহ পঞ্চতপের * অনুষ্ঠান করুন, কেহ কেহ জলে নামিয়া জপ করিতে থাকুন, কেহ কেহ বা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেদ মন্ত্র আবৃত্তি করুন।" উদ্দালক যাহা যাহা বলিল, তপস্বীরা সমস্তই করিলেন। সে নিজে আট দশ জন তর্ককুশল পণ্ডিতসহ উপধানযুক্ত † সুরচিত আসনে উপবেশন করিল, তাহার সম্মুখে মনোহর আধারে একখানি সুন্দর পুস্তক রহিল এবং অন্তেবাসিগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। ঐ সময়ে রাজা পুরোহিতকে লইয়া অনুচরবৃন্দসহ উদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং তপস্বীদিগের মিথ্যাতপস্যা দেখিয়া ভাবিলেন, 'অহো! ইঁহারাই অগতির ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন।' তিনি প্রসন্ন হইয়া উদ্দালকের নিকট গমন করিয়া তাহাকে অভিনন্দন করিলেন এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া মনের আনন্দে পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করিবার কালে প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। কর্কশ অজিন বাস, মস্তকে জটার ভার,
যত্নাভাবে পঙ্কে লিপ্ত দন্ত,
রুক্ষবেশ, রুক্ষকেশ,— এত কষ্ট সহি এঁরা
যপতপে আছেন নিরত।
মানুষের কার্য্য যাহা সমস্তই সাবধানে
করিছেন সদা সম্পাদন
অগতি হইতে মুক্তি, বল, কি আচার্য্যবর,
পাইবেন এঁরা সে কারণ ‡

* উপরে সূর্য্য, চারিদিকে প্রজ্জলিত অগ্নি। ইহার মধ্যে বসিয়া তপস্যার নাম পঞ্চতপ। সাধারণতঃ তপস্বীরা যে সকল অনুষ্ঠান করিয়া লোকের মন ভুলায়, উদ্দালক অনুচরদিগকে সেই সমস্ত করিতে বলিতেছে। তৃতীয় খণ্ডে ১৩৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। বল্গুলি=বাদুড়। বল্গুলিব্রত বলিলে বাদুড়ের মত অধোমুখ হইয়া ঝুলা বুঝায়।

† মূলে 'সাপস্সয়ে' আছে। বোধ হয়, ইহা 'সপস্সয়ে' হইবে—সপস্সয় অর্থাৎ প্রশ্রয়যুক্ত, পা বা মাথা ঠেস দিবার জন্য বালিশ বা তাকিয়াকে বোধ হয় প্রশ্রয় বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে কণ্টকশয্যায় অপ্রশ্রয়ে শুইবার কথা আছে।

‡ প্রথম হইতে চতুর্থ গাথা তৃতীয় খণ্ডের শ্বেতকেতু-জাতকেও (৩৭৭) দেখা যায়।

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া পুরোহিত ভাবিলেন, 'রাজা অস্থানে প্রসন্ন হইয়াছেন, এ অবস্থায় আমি নীরব থাকিলে চলিবে না' তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

২। সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী, অথচ যে জন পাপে রত ধর্ম্মপথে চরে না কখন,
সদাচার যেই জন না পারে পালিতে * সহস্র বেদেও তারে না পারে রক্ষিতে।

পুরোহিতের কথা শুনিয়া উদ্দালক ভাবিল, 'যে ভাবেই হউক, রাজা ঋষিগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, কিন্তু পুরোহিত দ্রুতগামী বৃষভের তুণ্ডে আঘাত করিতেছেন, বাড়া ভাতে ছাই ফেলিয়াছেন, ইঁহাকে কিছু বলিতে হইতেছে।' ইহা ভাবিয়া সে পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করিবার কালে তৃতীয় গাথা বলিল :—

৩। সহস্র বেদেও যদি না পারে রক্ষিতে সদাচার-ভ্রষ্টজনে অপায় হইতে,
বেদ-অধ্যয়ন তবে নিতান্ত নিষ্ফল। সত্য সদাচার আর সংযম কেবল।

ইহার উত্তরে পুরোহিত চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

৪। নিষ্ফল না হয় কভু বেদ-অধ্যয়ন,
সত্য যে সংযম, শীল, ইহাও নিশ্চয়
বেদ-অধ্যয়নে হয় কীর্ত্তির অর্জ্জন,
শীল-সংযমের ফলে শান্তি লোকে পায়।

ইহা শুনিয়া উদ্দালক ভাবিল, 'এই ব্যক্তির সহিত প্রতিপক্ষভাবে থাকা যুক্তিযুক্ত নহে, আমি ইঁহার পুত্র, এ কথা বলিলে ইনি আমাকে স্নেহ না করিয়া পারিবেন না। অতএব আমি ইঁহাকে নিজের পুত্রত্ব জানাইতেছি।' ইহা স্থির করিয়া সে পঞ্চম গাথা বলিল :—

৫। মাতা, পিতা, পুত্র, জ্ঞাতিবন্ধুগণ,
করিবে এঁদের যতনে পোষণ
অভেদাত্মা শুনি পুত্র ও জনক,
শ্রোত্রিয়বংশজ আমি উদ্দালক।

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই উদ্দালক?" উদ্দালক বলিল, "আমিই উদ্দালক।" "আমি তোমার গর্ভধারিণীকে একটী অভিজ্ঞান দিয়াছিলাম, তাহা কোথায়?" "আহা এই।" ইহা বলিয়া উদ্দালক সেই অঙ্গুরীয়কটী ব্রাহ্মণের হস্তে স্থাপন করিল। পুরোহিত উহা চিনিলেন এবং বলিলেন, "তুমিই প্রকৃতই ব্রাহ্মণ; কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম জান কি?" পুরোহিত ষষ্ঠ গাথায় ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন :—

৬। প্রকৃত ব্রাহ্মণ লোকে হয় কি প্রকারে? পূর্ণ মনুষ্যতা পেতে কি উপায়ে পারে?
কিরূপে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয় সংঘটন? প্রকৃত ধর্ম্মস্থ তুমি বল কোন্ জন?

উদ্দালক সপ্তম গাথায় ইহার উত্তর দিল :—

৭। অগ্নি সঙ্গে লয়ে যেই গৃহ ছাড়ি চলি যায়
নিত্য স্নানে সদা যার দেহমন শুদ্ধ হয়,
অশ্বমেধ-আদি মহাযজ্ঞ করি সম্পাদন
স্বর্ণযূপ সমুচ্ছ্রিত করে বহু যেই জন
প্রকৃত ধার্ম্মিক সেই, শুনি, সকলের মুখে,
করিলে এ সব কর্ম্ম ব্রাহ্মণ থাকেন সুখে।

* চরণঃ অপণ্ণা—ইন্দ্রিয়সংযম, মিতাচার ইত্যাদি পঞ্চদশবিধ সদাচার চরণ নামে বিদিত।

পুবোহিত উদ্দালক-বর্ণিত ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া অষ্টম গাথা বলিলেন :—

৮। বিশুদ্ধি, কৈবল্য, ক্ষান্তি, সৌরত্য, * নির্ব্বাণ— পায় কি এ সব লোকে করি নিত্যস্নান ?

ইহা শুনিয়া উদ্দালক বলিল, "যদি এই সব কবিলে ব্রাহ্মণ না হওয়া যায়, তবে ব্রাহ্মণ হইবাব কি উপায় আছে ?" সে নবম গাথায় এই প্রশ্ন কবিল।

৯। প্রকৃত ব্রাহ্মণ লোকে হয় কি প্রকারে ? পূর্ণ মনুষ্যত্ব পেতে কি উপায়ে পারে।
কি রূপে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয় সংঘটন ? প্রকৃত ধর্ম্মস্থ তুমি বল কোন জন ?

পুবোহিত এই প্রশ্নেব উত্তবে অপব একটী গাথা বলিলেন :—

১০। অকিঞ্চন, অবান্ধব, বাসনাবহিত, অমম, নির্লোভ, সর্ব্বপাপ-বিবর্জ্জিত,
বীত-অনুবাগ কি বা ধনে, কি জীবনে, প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাঁরে বলে সর্ব্বজনে।
তিনিই কুশলধর্ম্মে সদা প্রতিষ্ঠিত, কল্যাণভাজন তিনি, জানিবে নিশ্চিত।

অনন্তব উদ্দালক এই গাথা বলিল :—

১১। ক্ষত্রিয, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, এই চাবি জাতি
চণ্ডালাদি অন্ত্যজ যাহারা,
হয যদি ক্ষান্ত, দান্ত, নির্ব্বাণ লভিতে পারে
নিঃসংশয় সবাই তাহারা,
এরূপ অর্হন্ যাঁরা, তাঁহাদেব মধ্যে কোন
জাতিগত প্রভেদ কি আছে ?
কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, এরূপ মর্য্যাদাভেদ
আছে কিহে অহৎ-সমাজে ?

অর্হত্ত্বপ্রাপ্তিব পরে হীনতা বা উৎকৃষ্টতা থাকে না, ইহা বুঝাইবাব জন্য পুবোহিত দ্বাদশ গাথা বলিলেন :—

১২। ক্ষত্রিয, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, এই চাবি জাতি
চণ্ডালাদি অন্ত্যজ যাহারা,
হয় যদি ক্ষান্ত, দান্ত, নির্ব্বাণ লভিতে পারে
নিঃসংশয সবাই তাহাবা।
এরূপ অর্হন যাঁবা তাঁহাদের মধ্যে কভু
জাতিগত ভেদ কোন নাই
কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, এরূপ মর্য্যাদাভেদ
নাই কিছু অর্হণেব ঠাঁই।

উদ্দালক এই মতেব নিন্দা কবিয়া দুইটী গাথা বলিল :—

১৩। ক্ষত্রিয, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য শূদ্র, এই চারি জাতি,
চণ্ডালাদি অন্ত্যজ যাহারা,
হয যদি ক্ষান্ত, দান্ত, নির্ব্বাণ লভিতে পারে
নিঃসংশয় সবাই তাহারা।

১৪। এরূপ অর্হন্ যাঁরা, তাঁহাদের মধ্যে কভু
জাতিগত ভেদ কোন নাই,—
ব্রাহ্মণ হইয়া তুমি কোন মুখে হেন কথা
বলিলে যে, ভাবিয়া না পাই।

* পুরোহিত এই গাথায় উদ্দালক-বর্ণিত উপায়গুলির মধ্য কেবল একটীর দোষ দেখাইলেন, ইহাতে বুঝিতে হইবে, যে তাহার অনুমোদিত অন্য উপায়গুলিও দোষযুক্ত। সৌরত্য—(পালি সোরচ্চং) দয়া বা সহানুভূতি।

প্রণষ্ট ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হয়েছে তোমার, পিতঃ
দ্বিজকুলে জন্ম তব বৃথা,
অর্হত্বলাভের পর চণ্ডাল ব্রাহ্মণ সম,—
দ্বিজ হয়ে বল এই কথা।

পুরোহিত তখন উপমা প্রয়োগ দ্বারা উদ্দালককে বুঝাইবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৫। নীলপীতলোহিতাদি বিবিধবরণ বস্ত্র লয়ে করে লোক মণ্ডপ গঠন।
ছায়া কিন্তু মণ্ডপের এক বর্ণ হয়, বর্ণভেদ কিছুমাত্র তাহাতে না রয়।

১৬। চরিত্রের বলে লোকে শুদ্ধ যাঁরা হন, বর্ণভেদ তাঁহাদের থাকে না কখন।
গুণগ্রাম তাঁহাদের ভাবি মনে মনে কোন্ জাতি, এ প্রশ্ন না করে সুধীগণে। *

উদ্দালক ইহার প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া নীরব রহিল। তখন পুরোহিত রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, ইহারা সকলেই প্রতারক। ইহাদের ধূর্ত্ততায় সমস্ত জম্বুদ্বীপ বিনষ্ট হইবে। আপনি উদ্দালককে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করাইয়া উপপুরোহিতের পদে নিযুক্ত করুন, অন্যান্য ভণ্ডদিগকে প্রব্রজ্যা পরিহার করাইয়া অসিচর্ম্মাদি দিন এবং নিজের সেবকশ্রেণীভুক্ত করিয়া লউন। "উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছেন, আচার্য্য" ইহা বলিয়া রাজা তাহাই করিলেন। ধূর্ত্তগণ রাজার সেবায় জীবন যাপন করিল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এ ব্যক্তি কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ধূর্ত্ত ছিল।"

সমবধান—তখন এই ধূর্ত্ত ভিক্ষু ছিল উদ্দালক, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পুরোহিত।]

৪৮৮—বিস-জাতক।

শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু কুশ-জাতকে (৫৩১) বলা হইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, "হাঁ, ভগবান্।" "কি নিমিত্ত?" "রিপুবশে।" † "তুমি এরূপ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও রিপুবশে উৎকণ্ঠিত হইতেছ কেন? যখন বুদ্ধশাসনের উৎপত্তি হয় নাই, তখন প্রাচীন পণ্ডিতেরা বৌদ্ধেতর শাসনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াও যাহাতে বস্তুকামনা অর্থাৎ লোভরূপ ক্লেশের সম্ভাবনা আছে, কেবল ইঙ্গিতে ইহা বুঝিবামাত্র শপথ দ্বারা তাহা পরিহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

---

* মহাত্মা কবীরও বলিতেন,

সাধুর কি জাতি গোত্র, এ জিজ্ঞাসা করে মূঢ় জন,
আচণ্ডাল সকলেই জগদীশে করে অন্বেষণ।
তার সাক্ষী রুইদাস, চর্ম্মকারকুলে জন্ম যাঁর,
পবিত্র চরিত্রবলে ঋষিতুল্য পূজ্য সবাকার।
কি হিন্দু, কি মুসলমান, সবে যবে লভে তত্ত্বজ্ঞান,
থাকে না তখন ভেদ, সাধুজন সবাই সমান।

† পালিতে 'কিলেস' (ক্লেশ) শব্দ ষড়্‌রিপু অপেক্ষাও বেশী বুঝায়। যাহাতে নৈতিক অবনতি ঘটে এবং লোকে পাপ করে, তাহাই কিলেস। কিলেস দশবিধ—লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি (মিথ্যা ধর্ম্মে আস্থা) বিচিকিৎসা (সংশয়), স্ত্যান (থীনং) অর্থাৎ জাড্য, ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা (অহিরিকং) এবং অনৌত্তাপ্য অর্থাৎ নির্দ্দয়তা। উৎকণ্ঠিত বলিলে অসুখী বা বিমনা, এইরূপ অর্থ বুঝায়।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ মহাসারের* পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মহাকাঞ্চন কুমার। তিনি যখন হাঁটিতে শিখিলেন, তখন ঐ ব্রাহ্মণের আর একটী পুত্র জন্মিল। তাহার নাম হইল উপকাঞ্চন কুমার। এইরূপে একে একে ব্রাহ্মণের সাতটী পুত্র জন্মিল। তাঁহার সর্ব্ব-কনিষ্ঠ সন্তান হইল একটী কন্যা; ইহার নাম কাঞ্চনদেবী।

মহাকাঞ্চনকুমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইলেন এবং সেখান হইতে গৃহে ফিরিলেন। তখন তাঁহার মাতা পিতা তাঁহাকে গার্হস্থ্যবন্ধনে বদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "আমাদের সমান জাতি ও কুল হইতে কন্যা আনিব এবং তোমাকে গৃহস্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করিব"। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখুন, আমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মে রুচি নাই, আমার নিকট ভবত্রয়† অগ্নিবৎ ভীষণ, কারাগারবৎ বাধাদায়ক, মলভূমিবৎ ন্যক্কারজনক। আমি স্বপ্নেও এত কাল মিথুনধর্ম্ম অনুভব করি নাই। আপনাদের অন্য অনেক পুত্র আছে; তাহাদিগকে গৃহস্থধর্ম্ম-পালনের জন্য আদেশ দিন"। বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা পুনঃ পুনঃ তাঁহার সম্মতি যাচ্ঞা করিলেন, তাঁহার সখাদিগকে পাঠাইয়া তাহাদিগের দ্বারা অনুরোধ করাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করিলেন না। সখারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি কি চাও, বল ত, যে কাম ভোগ করিতে ইচ্ছা কর না?" তিনি তাহাদিগকে নিজের নিষ্ক্রমণের অভিপ্রায় জানাইলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার মাতা-পিতা অপর পুত্রদিগকে গৃহধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহারাও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এমন কি কাঞ্চনদেবীও মাতাপিতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

কালসহকারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী, দুইজনেরই মৃত্যু হইল। মহাকাঞ্চন পণ্ডিত তাঁহাদের ঊর্দ্ধদেহিক কৃত্য সমাপন করিলেন, মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া অশীতিকোটি ধন দরিদ্র ও পান্থদিগকে বিতরণ করিলেন, এবং ছয় ভাই, ভগিনী, এক দাস, এক দাসী ও এক সখা সঙ্গে লইয়া মহাভিনিষ্ক্রমণ-পূর্ব্বক হিমবন্তে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেখানে এক পদ্মসরোবরের তীরে রমণীয় ভূভাগে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। বনে প্রবেশ করিবার কালে তাঁহারা এক এক জনে এক এক দিকে যাইতেন, কেহ কোন ফল বা পত্র দেখিলে তিনি অপর সকলকে আহ্বান করিতেন এবং নিজে যাহা দেখিয়াছেন, বা শুনিয়াছেন, তাহা বলিতে বলিতে উহা চয়ন করিতেন। ইহাতে ঐ স্থান পল্লীগ্রামের বাজারের ন্যায় প্রতীয়মান হইত।

এক দিন আচার্য্য মহাকাঞ্চন পণ্ডিত চিন্তা করিলেন, 'আমরা অশীতি কোটি ধন ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছি। আমাদের পক্ষে বন্য ফলের জন্য এরূপ লোভবশে বিচরণ বড়ই বিসদৃশ। এখন হইতে কেবল আমিই ফলমূল আহরণ করিব।' তিনি আশ্রমে ফিরিয়া সায়ংকালে সকলকে এক স্থানে সমবেত করিলেন এবং নিজের সঙ্কল্প জানাইয়া বলিলেন, "তোমরা এখানে থাকিয়া শ্রামণ্য ধর্ম্ম পালন কর, আমি তোমাদের জন্য বন্যফল আহরণ করিব।" ইহা শুনিয়া উপকাঞ্চন এবং অন্য সকলে বলিলেন, "আচার্য্য, আমরা আপনার

---

* মহাসার বা মহাশাল—প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও গৃহপতি-ভেদে মহাসার তিন প্রকার। অশীতি কোটিবিভবসম্পন্ন বলিলে যখন মহাঢ্য বুঝায়, তখন মহাসার পদটী পুনরুক্তিমাত্র।

† কামভব, রূপভব, অরূপভব অর্থাৎ কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে সত্তা। অর্হৎেরা ভবপারগ অর্থাৎ তাঁহারা ভবসাগর পার হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আর জন্ম হইবে না।

আশ্রমেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আশ্রমে থাকিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করুন; আমাদের ভগিনীও এখানে থাকুন, দাসী তাঁহার সঙ্গে রহুক, আমরা আট জনেই পালা করিয়া বন হইতে ফল আনয়ন করিব, আপনারা তিন জন বারমুক্ত থাকিবেন।" মহাসত্ত্ব ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তখন হইতে আট জনের এক এক জন এক এক বারে ফল আনয়ন করিতে লাগিলেন। অপর সকলে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া আপনাদের বাসস্থানে যাইতেন এবং নিজ নিজ পর্ণকুটীরের মধ্যেই থাকিতেন, অকারণে সকলে এক স্থানে সমবেত হইতে পারিতেন না। আশ্রমে একটী স্থান বৃতি দ্বারা ঘেরা ছিল। যে দিন যাঁহার বার আসিত, তিনি ফল আহরণ করিয়া উহার মধ্যে একটা পাষাণফলকের উপর সেগুলি এগার ভাগ করিতেন, ঘণ্টা বাজাইয়া সকলকে জানাইতেন, * নিজের ভাগ লইয়া বাসস্থানে প্রবেশ করিতেন, অপর সকলে সংজ্ঞা শুনিয়া নিঃশব্দে বাহির হইতেন, ধীরভাবে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব কুটীরে ফিরিয়া যাইতেন এবং উহা আহার করিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তাঁহারা মৃণাল আহরণ করিয়া উহা ভোজন করিতে লাগিলেন, পঞ্চতপ ইত্যাদি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক কৃৎস্নপরিকর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

এই তপস্বীদিগের শীলতেজে শেষে শক্রভবন কম্পিত হইল। শক্র ভাবিলেন, "ইহারা কি প্রকৃতই কামবিমুক্ত, না সাধারণ ঋষিমাত্র? ইহাদিগকে এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।' তিনি নিজের অনুভাববলে উপর্য্যুপরি তিন দিন মহাসত্ত্বের ভাগের মৃণাল অন্তর্হিত করিলেন। মহাসত্ত্ব প্রথম দিন নিজের ভাগ দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'বোধ হয়, ভ্রমক্রমে আমার ভাগ রাখে নাই।' দ্বিতীয় দিনে তাঁহার মনে হইল, "হয় ত ইহা আমার দোষেই ঘটিয়াছে; আমি যে দোষ করিয়াছি, তাহার প্রমাণস্বরূপ, বোধ হয়, আমার ভাগে কিছু রাখে নাই।' তৃতীয় দিনে তিনি ভাবিলেন, 'কি কারণে আমার ভাগ রাখে না? যদি আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে ক্ষমা প্রার্থনা করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সায়ংকালে ঘণ্টাবাদ্যদ্বারা সংজ্ঞা দিলেন এবং উহা শুনিয়া অন্য সকলে সমবেত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সংজ্ঞা দিল?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "বৎসগণ, আমিই দিয়াছি।" "আচার্য্য, আপনি কি অভিপ্রায়ে সংজ্ঞা দিয়াছেন?" "বৎসগণ, অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে কে ফল আহরণ করিয়াছিল?" এক জন সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিলেন, "সে দিন আমিই ফল আনিয়াছিলাম।" "তুমি যখন ভাগ করিয়াছিলে, তখন আমার ভাগ রাখিয়াছিলে কি?" "নিশ্চয়, আচার্য্য। আমি জ্যেষ্ঠের ভাগ রাখিয়াছিলাম।" "কাল কে ফল আনিয়াছিলে, বল ত?" আর এক জন সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিলেন, "আমি আনিয়াছিলাম" "আমার কথা মনে ছিল কি?" "আমি আপনার জন্য জ্যেষ্ঠের ভাগ রাখিয়াছিলাম।" "আজ কে আনিয়াছ, বল।" তৃতীয় এক ব্যক্তি উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাগ করিবার কালে আমার কথা স্মরণ ছিল কি?" "আপনার জন্য প্রধান ভাগ রাখিয়াছিলাম।" "বৎসগণ, আমি একে একে এই তিন দিন কোন ভাগ পাই নাই। প্রথম দিন ভাগ দেখিতে না পাইয়া ভাবিয়াছিলাম,

* 'গণ্ডি সঞ্‌ঞাং দত্বা,' অর্থাৎ ঘণ্টা বাজাইয়া জানাইয়া।

হয় ত ভ্রমক্রমে উহা রাখা হয় নাই; দ্বিতীয় দিনে মনে হইল, হয় ত আমি কিছু দোষ করিয়াছি; আজ ভাবিলাম, যদি দোষ করিয়া থাকি, তবে ক্ষমা প্রার্থনা করিব। এই জন্যই ঘণ্টাসংজ্ঞা দ্বারা তোমাদিগকে সমবেত করিয়াছি। তোমরা বলিতেছ, আমার জন্য মৃণালের এই সকল ভাগ রাখিয়া দিয়াছিলে; আমি কিন্তু কিছুই পাই নাই। কে ঐ সকল ভাগ অপহরণ করিয়া আহার করিয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। মৃণাল অতি তুচ্ছ বস্তু। কিন্তু যাহারা বিষয়ভোগেচ্ছা পরিহারপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা অপহরণ করাও বড় বিসদৃশ।' মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "অহো! কি ভয়ানক কাজ!" তাঁহারা সকলেই নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন।

ঐ আশ্রমের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বনস্পতিতে এক দেবতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বকীয় বিমান হইতে অবতরণ করিয়া তপস্বীদিগের নিকটে উপবেশন করিলেন। একটা হস্তীকে বশ করিবার কালে সে দুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া আলান ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছিল; সে বনে প্রবেশ করিয়া কখনও কখনও ঋষিদিগকে বন্দনা করিত। সেও আসিয়া ঐ সময় সেখানে উপস্থিত হইল এবং একান্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল। একটা মর্কট সাপ লইয়া খেলা করিতে শিখিয়াছিল। সে অহিতুণ্ডিকের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ আশ্রমে বাস করিত, সেও ঐ দিন ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া একান্তে বসিয়া রহিল। শক্র ঋষিদিগের পরীক্ষার্থ অদৃশ্যমান দেহে তাঁহাদিগের নিকটে রহিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠ উপকাঞ্চন কুমার আসন হইতে উত্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করিলেন এবং অপর সকলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া বলিলেন, "আচার্য্য, অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমি নিজের নির্দোষভাব প্রতিপন্ন করিতে পারি কি?" "নিশ্চয় পার।" তখন উপকাঞ্চন কুমার ঋষিগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া 'আমি যদি মৃণাল খাইয়া থাকি, তবে আমি যেন এইরূপ এইরূপ হই,' এবংবিধ শপথ করিবার উদ্দেশ্যে প্রথম গাথা বলিলেন:—

> ১। অশ্ব, গো, রজত, স্বর্ণ, ভার্য্যা মনোমত, ধরাধামে আর প্রিয় বস্তু আছে যত,
> স্ত্রী পুত্র লইয়া ভোগ করুক সে জন, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ। *

ইহা শুনিয়া ঋষিরা কাণে হাত দিয়' বলিলেন, "মারিষ, আপনি এমন কথা বলিবেন না, আপনি অতি ভয়ানক শপথ করিয়াছেন। বোধিসত্ত্বও বলিলেন, "বৎস, তোমার শপথ অতি ভীষণ; তুমি নিশ্চয় আমার মৃণাল খাও নাই, তুমি তোমার পত্রাসনে উপবেশন কর।" উপকাঞ্চনকুমার শপথান্তে উপবিষ্ট হইলে দ্বিতীয় ভ্রাতা উঠিয়া মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিলেন এবং শপথ দ্বারা আত্মশুদ্ধির জন্য দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

> ২। মাল্য ও চন্দন, বস্ত্র বারাণসীজাত পরুক সে, হোক তার পুত্র শত শত,
> বিষয়-বাসনা তীব্র থাকে যেন তার, মৃণাল হরিল, দ্বিজ, যে জন তোমার।

তিনি উপবিষ্ট হইলে অপর সকলেও স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেকে এক একটী গাথা বলিলেন:—

---

* এইটী এবং পরবর্তী শপথগুলি স্থূল দৃষ্টিতে আশীর্ব্বাদ হইলেও প্রকৃতপক্ষে অভিশাপ; কারণ প্রিয়বস্তু যতই ভোগ করা যায়, তাহার বিপ্রয়োগে ততই দুঃখ ঘটে। এই গাথায় বস্তুকামনার নিন্দা করা হইয়াছে।

৩। "কৃষিলব্ধ ধান্যে পূর্ণ হোক গৃহ তার, ধনে, পুত্রে সর্ব্বকামে আনন্দ অপার
লভুক সে গৃহে থাকি ; আয়ুঃ যে ফুরায়, এ কথা তাহার যেন মনে নাহি লয় :
চিরদিন গৃহে বাস করুক সে জন, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

৪। "হয় যেন সে পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়প্রধান, যশস্বী, রাজাধিরাজ, মহাবলবান্,
সর্ব্বত্র পৃথিবী সেই করুক শাসন, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

৫। "হয় যেন সে ব্রাহ্মণ, বিষয়ে আসক্ত, নিপুণ গণিতে শুভ অশুভ মুহূর্ত্ত :
পূজুক তাহারে মহামহারাজগণ, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

৬। "সাঙ্গ সর্ব্ববেদে সেই হউক নিপুণ, সকলে করুক গান তার তপোগুণ,
পূজুক তাহারে যিনি জানপদগণ, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

৭। "সমৃদ্ধ, বাসবদত্ত গ্রাম সুবৃহৎ, সুপ্রচুর আছে যেথা চারিটী সম্পৎ,
ভুঞ্জুক সে, বিষয়ে আসক্ত আমরণ, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।" *

৮। "হো'ক সে গ্রামণী ; নর্ম্মসচিব-বেষ্টিত হইয়া করুক নিত্য নৃত্য আর গীত ;
রাজা যেন তার প্রতি বিমুখ না হন, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।" †

৯। "অদ্বিতীয় রাজা সসাগরা পৃথিবীর করিয়া বিবাহ যেন সেই রমণীর
যোড়শ সহস্র কলত্রের মধ্যে তারে অগ্রস্থান দিয়া সদা সমাদর করে ;
নারীমধ্যে সেই যেন পায় শ্রেষ্ঠাসন, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

১০। "চৌদিকে বেষ্টন করি আছে দাসীগণ, সে দিকে দৃক্‌পাত নাই ; করয় ভক্ষণ
একাকী মধুর খাদ্য যে নির্লজ্জা নারী, সদা বিকত্থন করে ভাগ্য আপনারি—
হয় যেন সে পাপিষ্ঠা রমণী এমন, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

১১। "কজঙ্গলপুরে আছে যে মহাবিহার, আবাসিক হয়ে তার করুক সংস্কার ;
সারাদিন খাটি যেন করে সে গঠন একটী গবাক্ষমাত্র, ভাঙ্গি পুরাতন ;
হেন দুঃখ পায় যেন সেই দুরাচার, হরণ করিল যেই মৃণাল তোমার।" ‡

১২। "ষট্‌অঙ্গে শতপাশে বদ্ধ করি তারে রম্য বনভূমি হ'তে, অঙ্কুশ-প্রহারে,
রাজদ্বারে লয় যেন করি বিতাড়ন, যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।" §

১৩। "রাঙের মাকড়ি কাণে, অর্কমালা গলে, সদা বদ্ধ থাকি পথে ভয়ে ভয়ে চলে ;
সাপের মুখের কাছে হতে অগ্রসর বার বার করে তারে যষ্টির প্রহার ;
হেন দুঃখ চিরদিন সেই যেন পায়, মৃণাল তোমার যেই চুরি করি খায়।" ¶

সেই তের জন এই রূপ শপথ করিলে মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি অনষ্টকে নষ্ট বলিতেছি, ইহারা হয়ত এরূপ সন্দেহ করিতে পারে। অতএব আমারও শপথ করা কর্ত্তব্য। তিনি চতুর্দ্দশ গাথায় শপথ করিলেন :—

* শক্র কিছু দান করিলে উহা যেমন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, সেইরূপ। এই গাথাটী তাপস বলিতেছেন। 'আছে যেথা চারিটী সম্পৎ'—মূলে 'চতুস্সদং' এই বিশেষণ আছে। যেখানে বহু লোক বাস করে, প্রচুর ধান্য জন্মে এবং জল ও কাষ্ঠের অভাব নাই এইরূপ। † ৮ম গাথাটী দাস ভাণসের, ৯ম গাথাটী কাঞ্চনকুমারীর এবং ১০ম এই গাথাটী দাসী তপস্বিনীর।

‡ এই গাথাটী বৃক্ষদেবতার। টীকাকার বলেন যে কজঙ্গল একটী নগরের নাম। কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে সেখানে একটী মহাবিহার ছিল। বৃক্ষ-দেবতা উহার আবাসিক ছিলেন। বিহারটী জীর্ণ হইলে উহার সংস্কারের জন্য তিনি মহাকষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, কেন না কজঙ্গলে হর্ম্যনির্ম্মাণোপাদন নিতান্ত সুলভ (দুর্লভ ?) ছিল। 'আবাসিক' বলিলে যাহার উপর বিহারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে (Caretaker) বুঝায়।

§ এই গাথাটী হস্তী বলিতেছে। মূলে 'তুত্তেহি সো হন্নতু পাচনেহি' আছে। তুত্ত—তোত্র (হস্তিচালনের জন্য দ্বিকণ্টক দীর্ঘ যষ্টি। পাচন—অঙ্কুশ। বাঙ্গালার 'পাচন' শব্দটী ঈষৎ ভিন্নার্থে এখনও চলিতেছে।

¶ এই গাথাটী মর্কটের। সে অহিতুণ্ডিকের বশে থাকিবার কালে যে যে দুঃখ পাইয়াছিল, এখন তাহা বর্ণনা করিতেছে।

১৪। অনষ্ট হয়েছে নষ্ট বলে যেই জন, হয় যেন চরিতার্থ তার রিপুগণ ;
আসক্ত বিষয়ভোগে থাকি আজীবন হয় যেন গৃহবাসে তাহার মরণ।
সত্য এ শপথ ; যদি মিথ্যা ভাব মনে, তোমরাও এ অগতি পাবে সর্ব্বজনে

ঋষি শপথ করিলে শক্র ভাবিলেন, 'ভয়ের কারণ নাই ; আমি ইঁহাদের পরীক্ষার নিমিত্ত মৃণালগুলি অন্তর্হিত করিয়াছিলাম। ইঁহারা কাম্যবস্তুসমূহ বহির্নিক্ষিপ্ত শ্লেষ্মাপিণ্ডবৎ ঘৃণার্হ মনে করিয়া এবং তাহাদের দোষ কীর্ত্তনপূর্ব্বক শপথ করিলেন। কাম্যবস্তুগুলি এত নিন্দনীয় কেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি দৃশ্যমান দেহ পরিগ্রহ করিয়া বোধিসত্ত্বকে বন্দনপূর্ব্বক একটী গাথায় প্রশ্ন করিলেন :—

১৫। ছুটাছুটি করে লোকে যাহা পাইবার তরে,
দেবতা, মনুষ্য যাহা ইষ্টবাস্তু মনে করে,
প্রিয়, মনোহর যাহা জীবলোকে, ঋষিগণ,
হেন কাম্য বস্তু সব কর নিন্দা কি কারণ।

মহাসত্ত্ব দুইটী গাথায় এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

১৬। কাম দণ্ডাঘাতে জীব সদা ব্যথা পায় ; কামপাশে বদ্ধ হয়ে সুগতি হারায়,
কামে দুঃখ, কামে ভয় ; হয়ে কামরত কয়ে জীব, ভূতনাথ, মহাপাপ কত। *
১৭। পাপে পাপ বৃদ্ধি পায়, দেহান্তে পাপীর নিশ্চয় হইবে প্রাপ্তি নরক গভীর।
কামের এ সব দোষ করি নিরীক্ষণ, কাম্যবস্তু প্রশংসা না করে সুধীজন।

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া শক্রের চিত্তোদ্বেগ জন্মিল এবং তিনি আর একটী গাথা বলিলেন :—

১৮। পরীক্ষিতে ঋষিদের চরিত কেমন, মৃণাল তোমার, ঋষি, করিনু হরণ।
সরোবরতীরে তাহা আছিল পড়িয়া, রেখেছি নিভৃত স্থানে আমি কুড়াইয়া।
নিষ্পাপ বিশুদ্ধমতি এই ঋষিগণ ; করহ তোমায় এই মৃণাল গ্রহণ।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

১৯। নহি মোরা নট—পাত্র ঠাট্টা তামাসায়, নহি মোরা বন্ধু কিংবা সখা হে তোমায় ;
কি সাহসে তবে বল, সহস্রনয়ন, ভাবিলে ঋষিরা পরিহাসের ভাজন ?

শক্র ক্ষমা পাইবার জন্য বিংশ গাথা বলিলেন,

২০। আচার্য্য আমার তুমি, পিতার স্থানীয়, সে হেতু আমার এই দোষ মার্জ্জনীয়।
করেছি, একটী দোষ আমি, মহাশয় ; কর ক্ষমা ; পণ্ডিতে না ক্রোধবশ হয়।

মহাসত্ত্ব দেবরাজ শক্রকে নিজে ক্ষমা করিয়া ঋষিদিগকেও ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন :—

২১। ঋষিরা সুখে এ নিশি করিল যাপন, ভূতপতি বাসবের পাইয়া দর্শন।
প্রসন্ন, ভদন্তগণ, হও সর্ব্বজন ; পাইলাম অপহৃত মৃণাল এখন।

শক্র ঋষিদিগকে বন্দনা করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন ; ঋষিরা ধ্যানসিদ্ধি ও অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[শাস্তা এই ধর্ম্মদেশন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, প্রাচীন পণ্ডিতেরা এইরূপ শপথ করিয়া পাপ পরিহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন ; তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই জাতকের সমবধানার্থ শাস্তা তিনটী গাথা বলিলেন :—

---

* 'ভূতনাথ' বৌদ্ধমতে ইন্দ্র বা শক্রের নামান্তর।

২২। ছিনু আমি, সারিপুত্র, শ্রীমৌদ্গল্যায়ন
কাশ্যপ, আনন্দ, পূর্ণ, অনিরুদ্ধ আর,
সেই সপ্তভ্রাতা।
২৩। সহোদরা আমাদের
ছিলেন উৎপলবর্ণা, দাসী কুজোত্তরা,
চিত্রগৃহপতি দাস ভদ্র সাতাগির
ছিলেন সে দেবপুত্র আশ্রমপাদপে।
২৪। পারিলেয্য হস্তী, মধুবাসিষ্ঠ বানর,
কালোদায়ী ছিলা শক্র দেবের প্রধান,
এইরূপে জাতকের কর অবধান।*

মহাভারতে (অনুশাসন পর্ব্ব, ৯৪ম অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ) মৃণালহরণবৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে। একদা শুক্র, অঙ্গিরা, কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, ভৃগু, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি গালব, অষ্টাবক্র, ভরদ্বাজ, অরুন্ধতী, বালখিল্যগণ এবং রাজর্ষি শিবি, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ, যযাতি, ধুন্ধুমার ও পুরু প্রভৃতি মহাত্মারা ভগবান্ শতক্রতুর সহিত তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে কৌশিকীতীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তত্রত্য ব্রহ্মসরোবর হইতে অগস্ত্য মৃণাল উত্তোলন করিয়া তীরভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাহা অপহরণ করেন। অগস্ত্য তাঁহার সঙ্গীদিগকে সন্দেহ করিলে তাঁহারা আত্মদোষ-স্খালনার্থ একে একে শপথ করিয়াছিলেন। এই সকল শপথের মধ্যে দুই একটীতে তৎকালীন সমাজের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়—যথা "যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন, ভার্য্যার উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ এবং নিয়ত শ্বশুরের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করুক," "সে গ্রামের অধ্যক্ষতা করুক," "সে দান করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুক" "সে একাকী উপাদেয় বস্তু ভোজন করুক" "সে নরপতির দৌত্যকার্য্য স্বীকার করুক," "সে বেতন গ্রহণ করিয়া বিদ্যা দান করুক," ইত্যাদি।

৪৮৯—সুরুচি-জাতক

[মহোপাসিকা বিশাখা তথাগতের নিকট আটটী বর লাভ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা শ্রাবস্তী-সন্নিহিত মৃগধর-মাতার † প্রাসাদে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন জেতবনে ধর্ম্মকথা শুনিয়া বিশাখা পরদিনের জন্য ভগবান্‌কে ভিক্ষুসঙ্ঘসহ নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিনই রাত্রিকালে মহামেঘ হইতে এমন বৃষ্টিপাত হইয়াছিল যে, তাহাতে চারিটী মহাদ্বীপই প্লাবিত হইয়াছিল। বর্ষণকালে ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'যেমন জেতবনে বর্ষণ হইতেছে, সেইরূপ চতুর্মহা-দ্বীপেও বর্ষণ হইতেছে। তোমরা স্ব স্ব দেহ জলার্দ্র কর, ইহার পর আর আমার সময়ে চতুর্মহাদ্বীপপ্লাবক এমন মহামেঘের ঘটা হইবে না।" ইহা বলিয়া জলার্দ্রদেহ ভিক্ষুদিগকে লইয়া তিনি ঋদ্ধিবলে জেতবন হইতে অন্তর্হিত এবং বিশাখার ভবনে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিশাখা বলিলেন, "অহো কি আশ্চর্য্য। কি অদ্ভুত ব্যাপার। জলস্রোত কোথাও জানুপ্রমাণ, কোথাও কটিপ্রমাণ হইয়াছে, অথচ তথাগতের মহর্দ্ধিবলে ও মহানুভাব-বলে ভিক্ষুদিগের পদ ও চীবর জলসিক্ত হইবে না।" তিনি আনন্দে পুলকিত হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে খাদ্য দ্রব্য পরিবেষণ করিলেন এবং ভগবানের ভোজন শেষ হইলে বলিলেন,

* পূর্ণ অশীতি মহাশ্রাবকের অন্যতম ইনি ধর্ম্মকথিকানং অগ্‌গো' বলিয়া বিদিত। চিত্রগৃহপতি একজন প্রসিদ্ধ উপাসক, ইনি ভিক্ষু না হইয়াও বুদ্ধদেবকর্তৃক 'ধর্ম্মকথিকানং অগ্‌গো,' এই নামে অভিহিত হইতেন। সাতাগির কুবেরের অষ্টাবিংশতি সেনাপতির অন্যতন, ইনি প্রথমে বুদ্ধবিরোধী ছিলেন, পরে উপাসক হইয়া-ছিলেন। শাস্তা যখন কৌশাম্বীতে ভিক্ষুদিগের কলহ মিটাইতে না পারিয়া পারিলেয্যক-নামক স্থানে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন তখন একটী আরণ্য হস্তী তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। কালুদায়ী বা কালোদায়ীর সম্বন্ধে ১ম খণ্ডের ২৮০ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। মধুবাসিষ্ঠ কে, তাহা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না।

† মিগার (বা মৃগধর)-নামক শ্রেষ্ঠী বিশাখার শ্বশুর। বিশাখার চেষ্টাতেই তিনি বুদ্ধশাসন গ্রহণ করেন। এইজন্য লোকে বিশাখাকে মিগারমাতা বলিত (প্রথম খণ্ডের ২৮৮-৮৯ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

"আমি এখন নিশ্চয় ভগবানের নিকট বর প্রার্থনা করিব।" ভগবান্ বলিলেন, "বিশাখে, তথাগতগণ অভিক্রান্তবর" (অর্থাৎ লোকে কি চায়, তাহা অগ্রে না জানিলে তাঁহারা বর দেন না)। "ভদন্ত, আমি সেই সকল বর চাই, যেগুলি ন্যায়সঙ্গত, যেগুলি অনিন্দনীয়।" "বল, তবে, কি চাও।" "ভগবন্, আমি চাই যে, যতদিন বাঁচিব, ভিক্ষুসঙ্ঘকে বর্ষাবাসোপযোগী বস্ত্র দিব, আগন্তুকদিগকে ভোজ্য দ্রব্য দিব, যাহারা কোথাও যাইবেন, তাঁহাদিগকে ভোজ্য দ্রব্য দিব, যাহারা পীড়িত, তাঁহাদিগকে পথ্য দিব, যাঁহারা পীড়িতদিগের সেবা করিবেন, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইব, পীড়িতদিগকে ঔষধ দিব, অবিরত যাগূ দান করিব এবং যাবজ্জীবন ভিক্ষুণীদিগকে স্নানবস্ত্র দিব।" ইহা শুনিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশাখে, তুমি কি ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়া তথাগতের নিকট এই আটটী বর প্রার্থনা করিতেছ?" বিশাখা তাহার নিকট আটটী বরের সুফল নিবেদন করিলেন। তখন শাস্তা বলিলেন, "সাধু, বিশাখে, সাধু! তুমি যে এই সুফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তথাগতের নিকট আটটী বর চাহিয়াছ, ইহা উত্তম হইয়াছে। আমি তোমাকে এই সকল বর দিলাম।" অনন্তর বিশাখাকে আটটী বর দিয়া এবং তাঁহার কৃতকর্ম্মের অনুমোদন করিয়া শাস্তা জেতবনে প্রতিগমন করিলেন।

শাস্তা যখন পূর্ব্বারামে বাস করিতেছিলেন, তখন এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, ভাই, মহোপাসিকা বিশাখা নারী হইয়াও দশবলের নিকটে আটটী বর লাভ করিয়াছেন। অহো! বিশাখা কি গুণবতী!" এই সময়ে শাস্তা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও বিশাখা আমার নিকট বর লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে মিথিলায় সুরুচি-নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্র লাভ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন সুরুচিকুমার। বয়ঃপ্রাপ্তির পর সুরুচিকুমার বিদ্যাশিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তক্ষশিলায় গমন করিলেন এবং নগরের দ্বারদেশস্থ পান্থশালায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে বারাণসীরাজপুত্র ব্রহ্মদত্তকুমারও সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সুরুচিকুমার যে ফলকাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহাতেই গিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল। তাঁহারা এক সঙ্গেই কোন আচার্য্যের নিকট গেলেন এবং আচার্য্যভাগ † প্রদানপূর্ব্বক বিদ্যার্থী হইলেন। তাঁহারা অচিরে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং আচার্য্যের অনুমতি লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর এক সঙ্গে গমন করিলেন, পরে যেখানে উপস্থিত হইলেন সেখানে পথ দুই-ভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহাদের দুই জনের রাজ্যাভিমুখে গিয়াছিল। তাঁহারা ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং যাহাতে তাঁহাদের মিত্রতা চিরস্থায়ী হয়, সে জন্য অঙ্গীকার করিলেন, 'যদি আমার পুত্র ও তোমার কন্যা জন্মে, অথবা আমার কন্যা এবং তোমার পুত্র জন্মে, তবে আমরা তাহাদিগকে পরস্পর পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিব।"

রাজকুমারদ্বয় যথাকালে রাজপদ পাইলেন। সুরুচি মহারাজের এক পুত্র জন্মিল, তাঁহার 'সুরুচিকুমার' এই নাম রাখা হইল। মহারাজ ব্রহ্মদত্তের জন্মিল এক কন্যা, তাহার নাম হইল সুমেধা। সুরুচিকুমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিলেন এবং রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। সুরুচি মহারাজ পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়া ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু বারাণসীরাজের নাকি একটী কন্যা আছে, তাহাকেই

---

* বুঝিতে হইবে যে শাস্তার জেতবনে যাইবার সময়েই ভিক্ষুদিগের চীবরাদি শুরু হইয়াছিল।

† আচার্য্যকে দক্ষিণাস্বরূপ অগ্রিম যাহা দেওয়া হইত, তাহার নাম ছিল আচার্য্যভাগ।

আমার পুত্রের অগ্রমহিষী করিতে হইবে।' তিনি ঐ কন্যা প্রার্থনা করিবার জন্য বহু উপঢৌকন সহ কতিপয় অমাত্য প্রেরণ করিলেন। ইঁহাদের পৌছিবার পূর্ব্বেই বারাণসীরাজ একদা তাঁহার অগ্রমহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে, স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ ঘটে কিসে?" মহিষী উত্তর দিলেন, "আর্য্যপুত্র, সপত্নীবিদ্বেষই নারীজাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের কারণ।" "যদি তাহাই হয়, তবে সুমেধা দেবীকে ত এই মহাদুঃখ হইতে ত্রাণ করিতে হইবে। সে আমাদের একমাত্র কন্যা। যে কেবল সুমেধাকেই বিবাহ করিবে এবং পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিবে না, তাহাকেই আমরা কন্যা দান করিব।"

অতঃপর মিথিলার অমাত্যেরা বারাণসীতে উপনীত হইয়া সুমেধার সঙ্গে সুরুচি কুমারের বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। বারাণসীরাজ বলিলেন, "ভদ্রগণ! পূর্ব্বেই কন্যা সম্প্রদান করিব বলিয়া আমার বন্ধুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছা নাই যে ইহাকে মহাবরোধের মধ্যে নিক্ষেপ করি। যিনি কেবল ইহাকে বিবাহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন, তাঁহাকেই আমি এই কন্যা সম্প্রদান করিব।"

অমাত্যেরা মিথিলায় গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইলেন। কিন্তু মিথিলার রাজা ইহা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমার এই রাজ্য বিশাল, মিথিলা নগরী সপ্তযোজনব্যাপিনী এবং মিথিলা রাজ্যের পরিধি ত্রিশতযোজনব্যাপিনী; এরূপ রাজ্যের অধীশ্বরের ন্যূনকল্পে ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা না থাকিলে চলিবে কেন?"

কিন্তু সুরুচি কুমার সুমেধার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়াছিলেন এবং কেবল শুনিয়াই তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মাতাপিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি কেবল সুমেধাকে বিবাহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব; আমার বহু পত্নীর প্রয়োজন নাই; আপনারা সুমেধাকেই আনয়ন করুন।" রাজা ও রাজমহিষী পুত্রের ইচ্ছায় বাধা দিলেন না; তাঁহারা বহু মণিমুক্তা উপহার দিয়া এবং বহু অনুচর পাঠাইয়া সুমেধাকে মিথিলায় আনাইলেন, তাঁহাকে কুমারের অগ্রমহিষী করিলেন এবং এক সঙ্গে উভয়ের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

অতঃপর কুমার সুরুচিমহারাজ এই নাম ধারণপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। সুমেধার সহবাসে তিনি পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুমেধা দশসহস্র বৎসর রাজভবনে অবস্থিতি করিয়াও পুত্র বা কন্যা লাভ করিলেন না। ইহাতে নগরবাসীরা বিচলিত হইয়া রাজাঙ্গণে সমবেত হইল এবং আপনাদের অসন্তোষ জানাইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" নাগরিকেরা বলিল, "মহারাজ, আপনার অন্য কোন দোষ নাই, কিন্তু আপনার পুত্র নাই যে, বংশ রক্ষা হইবে। আপনার একটী মাত্র পত্নী; কিন্তু রাজকুলে ন্যূনকল্পে ষোড়শ সহস্র রাজ্ঞী থাকা উচিত। আপনি বহু পত্নী গ্রহণ করুন; তাঁহাদের মধ্যে কোন না কোন পুণ্যবতী পুত্র লাভ করিবেন।" রাজা বলিলেন, "ভদ্রগণ, তোমরা এ কি কথা বলিতেছ? আমি পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সুমেধাকে আনিয়াছি, এখন আমি মিথ্যাবাদী হইতে পারিব না। আমার বহু পত্নীর প্রয়োজন নাই।" রাজা এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিলে নাগরিকেরা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিল।

সুমেধা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'রাজা সত্যপরায়ণ বলিয়াই অন্য স্ত্রী

গ্রহণ করিতেছেন না; কিন্তু আমিই তাঁহার জন্য বহুপত্নী আনয়ন করিতেছি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি যুগপৎ রাজার মাতৃস্থান ও পত্নীস্থান অধিকার করিলেন এবং সহস্র ক্ষত্রিয়কন্যা, সহস্র অমাত্য-কন্যা, সহস্র গৃহপতি-কন্যা এবং সহস্র সর্ব্ববিধ নর্ত্তকীকন্যা, সর্ব্বশুদ্ধ চতুঃসহস্র কন্যা আনয়ন করিলেন (এবং রাজার সহিত ইঁহাদের বিবাহ দিলেন।) ইঁহারাও দশসহস্র বৎসর রাজান্তঃপুরে বাস করিলেন, কিন্তু কেহই পুত্র বা কন্যা লাভ করিলেন না। ইহার পর উক্ত উপায়ে সুমেধা প্রতিবারে চতুঃসহস্র কন্যা আনাইয়া আরও তিন বার রাজাকে দান করিলেন; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও কাহারও পুত্র বা কন্যা জন্মিল না।

সুমেধা উক্তরূপে রাজাকে ষোড়শ সহস্র রমণী দিয়াছিলেন; এবং একে একে চল্লিশ হাজার বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল—কেবল সুমেধাকে লইয়া রাজা যে দশ হাজার বৎসর গৃহ-ধর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা ধরিলে ত পঞ্চাশ হাজার বৎসরই বলা যায়। রাজা এত কাল অপুত্রক থাকায় নাগরিকেরা আবার সমবেত হইয়া আপনাদের অসন্তোষ বিজ্ঞাপন করিল। রাজা ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, "মহারাজ, আপনি রাণীদিগকে পুত্র প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা দিন।"

রাজা বলিলেন, "বেশ, তাহারই ব্যবস্থা করিতেছি।" অনন্তর তিনি রাজ্ঞীদিগকে পুত্র প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তদবধি রাজ্ঞীরা পুত্রকামনায় নানা দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, নানা ব্রতের অনুষ্ঠানে নিরত হইলেন। কিন্তু কেহই পুত্রবতী হইলেন না। তখন রাজা সুমেধাকে বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি দেবতাগণের নিকট পুত্র প্রার্থনা কর।" সুমেধা "যে আজ্ঞা" বলিয়া পঞ্চদশীর দিন অষ্টাঙ্গ * পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে তৎকালোচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া শীল চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য রাণীরা কেহ ছাগবলি কেহ বা গোবলি দিবার জন্য † উদ্যানে গমন করিলেন। সুমেধার শীলতেজে শক্রভবন কম্পিত হইল। শক্র চিন্তা করিয়া দেখিলেন, সুমেধা পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি স্থির করিলেন, 'সুমেধাকে পুত্র দিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাকে যে সে পুত্র দিলে চলিবে না।' তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কোথায় পাওয়া যায়, ইহা অনুসন্ধান করিয়া শক্র নলকার দেবপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। এই পুণ্যাত্মা কোন পূর্ব্বজন্মে বারাণসীতে বাস করিতেন। একদা বীজবপনকালে ক্ষেত্রে যাইবার সময়ে তিনি কোন প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া দাস ও ভৃত্যদিগকে বপনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, নিজে প্রতিগমন পূর্ব্বক প্রত্যেকবুদ্ধকে গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পুনর্ব্বার গঙ্গাতীরে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ও তাঁহার পুত্র একটী পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহার ভিত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল উডুম্বরকাষ্ঠ দ্বারা এবং বৃতি প্রস্তুত হইয়াছিল নল দ্বারা। তিনি উহাতে একটী দ্বার যোগ করিয়া দিয়াছিলেন এবং চঙ্ক্রমণের জন্য একটী পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেকবুদ্ধকে এই পর্ণশালায় তিন মাস রাখিয়া বর্ষান্তে বিদায়ের সময়ে পিতাপুত্রে মিলিত হইয়া ত্রিচীবর দ্বারা তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। এই রূপে তাঁহারা ঐ পর্ণশালায় একে একে সাত জন প্রত্যেকবুদ্ধের সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে

---

* অর্থাৎ তিনি অষ্টশীল গ্রহণ করিলেন। সাধারণের পক্ষে পঞ্চশীলগ্রহণের বিধি আছে। প্রথম খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† পুরাকালে যজ্ঞার্থ গো-বলি দিবারও প্রথা ছিল।

ত্রিচীবর দান করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, পিতাপুত্র, উভয়েই নলকার ছিলেন এবং গঙ্গাতীরে বেণু সংগ্রহ করিবার কালে এক প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিতে পাইয়া ঐ রূপে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের পর তাঁহারা উভয়েই ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে জন্মান্তর লাভপূর্ব্বক ষট্ কামস্বর্গে অনুলোম-প্রতিলোমক্রমে দেবৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। * তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল যে, কামস্বর্গে দেবলীলা-সংবরণানন্তর তাঁহারা উর্দ্ধতন দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন। শক্র দেখিলেন, তাঁহাদের এক জন উত্তরকালে তথাগত হইবেন। তিনি ঐ দেবতার বিমানদ্বারে উপস্থিত হইলেন; দেবতা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। শক্র তাঁহাকে বলিলেন, "মারিষ, আপনাকে এখন মনুষ্যলোকে যাইতে হইবে।" ইহা শুনিয়া ঐ দেবতা বলিলেন, "মহারাজ, মনুষ্যলোক অতি ঘৃণার্হ ও অপবিত্র; যাহারা সেখানে থাকে, তাহারা দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া দেবলোকপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে; আমি সেখানে গিয়া কি করিব?" শক্র বলিলেন, "মারিষ, যে ঐশ্বর্য্য কেবল দেবলোকেই ভোগ করা যায়, আপনি মনুষ্যলোকেও তাহা ভোগ করিবেন; আপনি পঞ্চবিংশতি যোজন উচ্চ রত্নময় প্রাসাদে বাস করিবেন, আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিন।" এই কথায় দেবপুত্র সম্মত হইলেন।

দেবপুত্রের অঙ্গীকার লাভ করিয়া শক্র ঋষিবেশ ধারণপূর্ব্বক রাজার উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, এবং ঐ সকল নারীর উপরিস্থ আকাশে চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "কাহাকে পুত্রবর † দিব? কে পুত্রবর গ্রহণ করিবে?" ইহা শুনিয়া ঐ রমণীগণ, "ভদন্ত, আমায় দিন, আমায় দিন, বলিয়া একসঙ্গে সহস্র হস্ত উত্তোলন করিলেন। তখন শক্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাঁহারা শীলবতী, আমি কেবল তাঁহাদিগকে পুত্র দান করি; তোমাদের কাহার কি শীল, কাহার কি আচার, তাহা আমায় বল।" এই কথায় রাজ্ঞীরা তৎক্ষণাৎ সেই সহস্র হস্ত অবনত করিলেন, এবং শক্রকে বলিলেন, "যদি কোন শীলবতীকে বর দিতে চান, তবে সুমেধার নিকটে যান।" শক্র আকাশপথেই গমনপূর্ব্বক সুমেধার শয়নগৃহের বাতায়নের নিকটে উপস্থিত হইলেন। দাস দাসীরা গিয়া সুমেধাকে জানাইল, "চলুন, দেবি, দেখিবেন গিয়া, এক দেবপুত্র 'তোমাদিগকে পুত্রবর দিতে আসিয়াছি,' বার বার এই কথা বলিতে বলিতে আকাশ-পথে বিচরণ করিয়া এখন আপনার বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া সুমেধা সেখানে মহাসমারোহে গমন করিলেন এবং বাতায়ন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আপনি সত্যই কি শীলবতী নারীকে পুত্রবর দিবেন?" শক্র বলিলেন, 'হাঁ, আমি দিব।" "তবে আমাকে ঐ বরটী দিন।" "বল দেখি, তোমার শীল কি কি? যদি সে গুলি আমার প্রীতিজনক হয়, তবে তোমাকে পুত্রবর দান করিব।"

শক্রের কথা শুনিয়া সুমেধা উত্তর দিলেন, "তবে শ্রবণ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত পনরটী গাথায় নিজের শীলগুণের পরিচয় দিলেন:—

১। সর্ব্বাগ্রে মহিষী করি আনিলেন সুরুচি আমায়;
যাপিনু অযুতবর্ষ একেশ্বরী, তাঁহার সেবায়।

* অর্থাৎ কখনও উর্দ্ধতন দেবলোক হইতে অধস্তন দেবলোকে, কখনও বা তাহার বিপরীতক্রমে।
† যে বরে পুত্র লাভ করিতে পারা যায়।

২। বিদেহের প্রতি তিনি, মিথিলার তিনি নরোত্তম,
উদয় যে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব মনে মম
সমক্ষে, পরোক্ষ, কায়ে, মনে, বাক্যে হয়েছে কখন,
সত্য বলি, বিপ্রবর, হেন কথা না হয় স্মরণ।
৩। সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।
৪। শ্বশুর, শাশুড়ী মোর, প্রাণেশের পিতামাতা যাঁরা,
ছিলেন এ মর্ত্ত্য-ধামে যতদিন জীবিত তাঁহারা,
স্নেহভরে সযতনে শিখালেন বিনয় আমায়,
যা' কিছু আমাতে ভাল, সবই শুধু তাঁদের কৃপায়।
৫। অহিংসায় পাই সুখ, ভজি ধর্ম্ম আপন ইচ্ছায়,
দিবারাত্র সাবধানে রত ছিনু তাঁদের সেবায়।
৬। সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।
৭। ষোড়শ সহস্র মোর হইয়াছে সপত্নী এখনে,
কিন্তু কারো প্রতি কভু ঈর্ষা ক্রোধ জন্মেনিক মনে।
৮। সতত সপত্নীগণে আত্মবৎ করি আমি জ্ঞান
সবাই কৃপার পাত্র মোর কাছে সবাই সমান।
দেখিলে তাদের সুখ, বড় সুখ পাই আমি মনে
সকলেই প্রিয় মোর অপ্রিয় না ভাবি কোন জনে।
৯। সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।
১০। দাস, ভৃত্য প্রেষ্য * আদি আছে যত অনুজীবিগণ,
সহাস্য বদনে সদা যথাধর্ম্ম করি হে পোষণ।
১১। সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।
১২। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ আদি ভিক্ষা হেতু আসে যত জন
মুক্তহস্তে † অন্নপান দিয়া তুষি সকলের মন।
১৩। সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।
১৪। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি, পূর্ণিমা, অষ্টমী এই চার ‡
উপোসথ-দিনে পালি অষ্টশীল থাকি শুদ্ধাচার।
প্রাতিহার্য্যপক্ষে § আমি অষ্টশীল পালি সযতনে
শীলে সুরক্ষিত সদা থাকি, তাই পাপ নাই মনে।
১৫। সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি। **

* প্রেষ্য—যাহাদিগকে কোন চিঠি বা খবর দিয়া পাঠান যায় আবিন্দা।

† অথবা 'ধৌতহস্তে'।

‡ অষ্টমী—শুক্লা ও কৃষ্ণা।

§ প্রাতিহার্য্যপক্ষ—(১) বর্ষার তিনমাস। এই সময়ে নিয়ত অষ্টাঙ্গশীল পালন করিতে হয় (২) বর্ষাবসানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী মাস, (৩) ঐ মাসেরই ১৫ দিন। এই সকল সময়েও অষ্টাঙ্গশীল পালনীয়।

** সম্মেবার গুণাবলী শুনিলে পতিগৃহ-গমনোদ্যতা শকুন্তলার প্রতি কণ্বের উপদেশের কথা মনে পড়ে:—

'শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু সখীবৃত্তিঃ সপত্নীজনে' ইত্যাদি।

ফলতঃ এইরূপ শত কি সহস্র গাথা দ্বারাও সুমেধার গুণরাশির পরিমাণ পাওয়া যায় না। তিনি যখন কেবল পনরটী গাথায় আত্মগুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন, তখন শক্র নিজের করণীয় অন্য বহু বিষয় থাকিলেও তাঁহাকে বাধা দিলেন না। অনন্তর তিনি বলিলেন, "তোমার গুণগুলি অদ্ভুত ও অপ্রমেয়"। তিনি সুমেধার প্রশংসা করিয়া দুইটী গাথা বলিলেন:—

১৬। যশস্বিনি রাজপুত্রি, নিজমুখে করিলে কীর্ত্তন
যে সকল ধর্ম্মগুণ, সবই তব চরিত্রভূষণ।
১৭। পুত্র এক গুণবান্ বিশুদ্ধক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব
অচিরে করিবা লাভ মনস্কাম পূর্ণ হবে তব।
পালিবে বিদেহ রাজ্য যথাধর্ম্ম তনয় তোমার,
গাইবে ত্রিলোকে, ভদ্রে, কীর্ত্তিগাথা সকলে তাহার।

শক্রের কথা শুনিয়া সুমেধা অপার আনন্দ লাভ করিলেন এবং দুইটী গাথায় তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন:—

১৮। কে তুমি অক্লিষ্টশ্মশ্রু? অমুণ্ডিত শির তব,
ধূলি-পঙ্কাচ্ছন্ন কলেবর;
অথচ মধুর ভাষে তুষিলে আমার মন,
শুনি তৃপ্ত হইল অন্তর।
১৯। দেবতা কি তুমি, বল, স্বর্গ হ'তে এলে হেথা?
কিংবা ঋদ্ধিমান্ তপোধন?
দেহ নিজ পরিচয়, কে তুমি বল নিশ্চয়;
কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন।

শক্র ছয়টী গাথায় আত্মপরিচয় দিলেন:—

২০। সুধর্ম্মা প্রাসাদে হয়ে সমবেত দেবগণ
করে যাঁর সাদরে অর্চ্চন,
তোমার নিকটে আসি উপস্থিত এবে, ভদ্রে,
সেই শক্র সহস্রলোচন।*
২১। আচারে সতত শুদ্ধা, বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা,
শীলবতী যত আছে নারী,
সতত দেবরাজ্ঞানে সেবে যারা শ্বশ্রূজনে,
নারী তারা, ইহা না বিচারি,
২২। তাহাদের গুণে মুগ্ধ হন সদা দেবগণ,
সুচরিত্রবলে তারা পায়
মর্ত্ত্য হয়ে অমরের দরশন, রাজপুত্রি,
এই সত্য বলিনু নিশ্চয়।
২৩। জন্ম তব রাজকুলে হয়েছে এ ধরাধামে,
পূর্ব্বার্জ্জিত সুকর্ম্মের ফলে,
সর্ব্ব কামনার বস্তু এবে যে অধিগত তব,
সে কেবল পূর্ব্ব পুণ্যবলে।

* বৌদ্ধমতে 'সহস্রলোচন' শব্দের অর্থ, যিনি যুগপৎ সহস্র অর্থ বা বিষয় দেখিতে বা বুঝিতে পারেন।

১৩। তুমি সুচরিত-বলে, উত্তরত্র, রাজপুত্রি,
করিতেছ সুফল অর্জন;
ইহলোকে কীর্ত্তি পাও, দেবলোকে জন্ম পুনঃ
হবে যবে এ দেহ-পতন।

১৫। নিরত, সুমেধে, তুমি হও সুখী, এইরূপে
ধর্ম্মপথে করি বিচরণ;
দেখিয়া তোমায় আজ পাইনু অপার প্রীতি;
স্বর্গে আমি যাইব এখন।

"দেবলোকে আমায় এখন অনেক কাজ করিতে হইবে; সেই জন্য যাইতেছি। তুমি অপ্রমত্ত হইয়া চলিবে," সুমেধাকে এই উপদেশ দিয়া শক্র প্রস্থান করিলেন। নলকার দেব প্রত্যূষকালে দেবদেহ ত্যাগ করিয়া সুমেধার গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া সুমেধা রাজকে জানাইলেন। রাজা গর্ভরক্ষার্থ সংস্কারসমূহ যথারীতি সম্পাদন করিলেন। দশম মাসে সুমেধা একটী পুত্র প্রসব করিলেন; ঐ পুত্রের নাম হইল মহাপ্রণাদ। বিদেহ ও বারাণসী উভয় রাজ্যের অধিবাসীরাই, 'প্রভু আমরা আপনার পুত্রের জন্য দুগ্ধের মূল্য আনিয়াছি" বলিয়া প্রত্যেকে রাজাঙ্গণে এক একটী কার্ষাপণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল; ইহাতে সেখানে এক প্রকাণ্ড কার্ষাপণপুঞ্জ হইল। রাজা উহা গ্রহণ করিতে চাহিলেন না, কিন্তু প্রজারা উহা প্রতিগ্রহণ করিল না; "মহারাজ, আপনার পুত্র যখন বড় হইবেন, তখন এই ধনে তাঁহার শিক্ষাবিধানের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে," ইহা বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজকুমার মহাযত্নে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর অর্থাৎ যোড়শবর্ষ বয়সেই সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। পুত্রের বয়ঃক্রম দেখিয়া রাজা সুমেধাকে বলিলেন, "দেবি, আমার পুত্রের রাজ্যাভিষেক-কালে তাহার বাসের জন্য একটী রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইব; সেখানেই তাহার অভিষেক হইবে।" সুমেধা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তখন রাজা বাস্তুবিদ্যাচার্য্যদিগকে ডাকাইয়া আদেশ দিলেন, "বাপু সকল, একজন বর্দ্ধকী লইয়া* আমার বাসভবনের অবিদূরে আমাদের পুত্রের জন্য একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর; আমি তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।" তাঁহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রাসাদ-নির্ম্মাণের জন্য কোন্ ভূমি প্রশস্ত, তাহা দেখিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। ইহার কারণ বুঝিয়া শক্র বিশ্বকর্ম্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যাও, বৎস, মহাপ্রণাদের জন্য দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে অর্দ্ধযোজন-পরিমিত এবং পঞ্চবিংশতি যোজন উচ্চ এক রত্নময় প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর।' বিশ্বকর্ম্মা বর্দ্ধকীর বেশে বর্দ্ধকীদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমরা প্রাতরাশ সমাপন করিয়া আইস।" এইরূপে তাহাদিগকে সেখান হইতে পাঠাইয়া তিনি দণ্ডদ্বারা ভূমিতে আঘাত করিলেন, অমনি উক্তপ্রকার সপ্ত ভূমিক প্রাসাদ উত্থিত হইল।

মহাপ্রণাদের প্রাসাদ-প্রবেশোৎসব, রাজচ্ছত্র-গ্রহণোৎসব এবং পরিণয়োৎসব, এই তিন উৎসব একসঙ্গেই সম্পাদিত হইল। উৎসব-ক্ষেত্রে উভয় রাজ্যেরই অধিবাসীরা সমবেত হইয়া সপ্তবর্ষকাল আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করিল, তথাপি স্বরুচি তাহাদিগকে বিদায় দিলেন না। তাহাদের বস্ত্রাভরণ, খাদ্য ভোজ্য ইত্যাদি সমস্তই রাজসংসার হইতে প্রদত্ত

* এখানে 'বর্দ্ধকী' শব্দে বোধ হয় প্রধান স্থপতিকে বুঝাইতেছে।

হইতে লাগিল। সপ্তসংবৎসর অতীত হইলে তাহারা অসন্তোষের চিহ্ন দেখাইল, মহারাজ সুরুচি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, "মহারাজ, উৎসবে মগ্ন থাকিয়া আমরা সপ্তবৎসর অতিবাহিত করিলাম; কবে এ উৎসবের অবসান হইবে বলুন।" রাজা উত্তর দিলেন, 'বাপু সকল, এতকালের মধ্যে একবারও আমার পুত্রের মুখে হাস্য দেখা যায় নাই। যখন তিনি হাসিবেন, তখন তোমরা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিবে।"

তখন বহু লোকে ভেরী বাদন দ্বারা নটদিগকে সমবেত করিল। সহস্র সহস্র নট আসিল; তাহারা সাতটী দলে বিভক্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই রাজাকে হাসাইতে পারিল না। মহাপ্রণাদ পূর্ব্বজন্মে দিব্য নটদিগের নৃত্য দেখিয়াছিলেন; কাজেই ইহাদের নৃত্য তাঁহার মনোজ্ঞ হইল না। অনন্তর ভণ্ডুকর্ণ ও পাণ্ডুকর্ণ-নামক দুইজন সুনিপুণ নট বলিল, "আমরা রাজাকে হাসাইব।" ভণ্ডুকর্ণ রাজদ্বারে অতুলনামক এক বিশিষ্ট আম্রবৃক্ষ উৎপাদন পূর্ব্বক সূত্রগুটিকা নিক্ষেপ করিয়া তাহার শাখায় সংলগ্ন করিল এবং ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া অতুলাম্র বৃক্ষে আরোহণ করিল। অতুলাম্র নাকি বৈশ্রবণের বৃক্ষ। বৈশ্রবণের দাসেরা ভণ্ডুকর্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদনপূর্ব্বক নিম্নে নিক্ষেপ করিল, অন্য নটেরা ঐ সমস্ত যথাস্থানে সাজাইয়া সেগুলির উপর জল ছিটাইয়া দিল, অমনি ভণ্ডুকর্ণ পুষ্পবাস পরিধান করিয়া এবং পুষ্পাচ্ছাদনে দেহ আবৃত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে উত্থিত হইল। মহাপ্রণাদ এই কাণ্ড দেখিয়াও হাসিলেন না। পাণ্ডুকর্ণ রাজাঙ্গণে কাঠের চিতা প্রস্তুত করাইল এবং অনুচরদিগের সহিত সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিল। যখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল, তখন লোকে ভস্মরাশির উপর জল ছিটাইয়া দিল। অমনি পাণ্ডুকর্ণও পুষ্পময় অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া নৃত্য করিতে করিতে উত্থিত হইল। কিন্তু ইহাতেও রাজার মুখে হাস্য দেখা দিল না। লোকে যখন কিছুতেই মহাপ্রণাদকে হাসাইতে পারিলনা, তখন তাহারা অসন্তুষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া শক্র এক দেবনটকে বলিলেন, "যাও, বাপু, মহাপ্রণাদকে হাসাইয়া আইস।"

দেবনট আসিয়া রাজাঙ্গণে আকাশে অবস্থিতি করিলেন এবং উপার্দ্ধরঙ্গ * দেখাইলেন। তাঁহার এক খানি হস্ত, এক খানি পাদ, একটী চক্ষু ও একটী দন্ত নৃত্য করিতে, চলিতে ও স্পন্দন করিতে লাগিল, অবশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নিশ্চল রহিল। ইহা দেখিয়া মহাপ্রণাদ ঈষৎ হাস্য করিলেন। উপস্থিত অন্য সমস্ত দর্শক কিন্তু অবিরত হাস্য করিতে লাগিল, তাহারা কিছুতেই হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। হাস্যপ্রভাবে তাহারা উন্মত্তবৎ হইল, তাহাদের হাত পা শিথিল হইল, তাহারা রাজাঙ্গণে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। এইরূপে তখন উৎসবের অবসান হইল।

এ আখ্যায়িকার অবশিষ্ট অংশ,

' প্রণাদ-নামক ছিলেন ভূপতি,
প্রাসাদ যাঁহার সুবর্ণ-নির্ম্মিত,'' ইত্যাদি

মহাপ্রণাদ জাতকে (২৬৪) বর্ণিত হইয়াছে। রাজা মহাপ্রণাদ দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন।

---

* এক প্রকার নৃত্য—যাহাতে শরীরের অর্দ্ধাংশ মাত্র—এক হাত, এক পা, এক চোক ইত্যাদি নৃত্য করে, অপরার্দ্ধ নিস্পন্দ থাকে।

[ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, বিশাখা পূর্ব্বেও এইরূপে আমার নিকট বর লাভ করিয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন ভদ্রজিৎ ছিলেন মহাপ্রণাদ; বিশাখা ছিলেন সুমেধা দেবী; আনন্দ ছিলেন বিশ্বকর্ম্মা এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৪৯০—পঞ্চোপসথ-জাতক *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পঞ্চশত পোষধীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা শাস্তা ধর্ম্মসভায় চতুঃশ্রেণীর পরিষদের † মধ্যে অলঙ্কৃত বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া দয়ার্দ্রচিত্তে সভ্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, 'অদ্য, উপাসকদিগের কথা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মদেশন হইবে।' ইহা বুঝিয়া তিনি উপাসকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "উপাসকগণ, তোমরা পোষধ গ্রহণ করিয়াছ কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'হাঁ, ভদন্ত, আমরা অদ্য পোষধী।" "তোমরা অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ। পোষধ পুরাণপণ্ডিতদিগের কুলক্রমাগত ব্রত। তাঁহারা কামাদি রিপু দমন করিবার জন্য পোষধব্রত পালন করিতেন।" অনন্তর সভ্যদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে মগধ প্রভৃতি তিনটী রাজ্যের সাধারণ সীমায় একটী বন ছিল। বোধিসত্ত্ব মগধের এক আর্য্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং নিষ্ক্রমণানন্তর সেই বনে গিয়া আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতেছিলেন। তাঁহার আশ্রমের অদূরে কোন বেণুগুল্মে এক কপোত তাহার ভার্য্যাসহ বাস করিত, কোন বল্মীকে একটা সর্প, কোন গুল্মের ভিতর একটা শৃগাল এবং অপর কোন গুল্মের ভিতর একটা ভল্লুক থাকিত। এই প্রাণিচতুষ্টয় সময়ে সময়ে ঐ ঋষির নিকটে গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিত।

এক দিন কপোত তাহার ভার্য্যাকে লইয়া আহারান্বেষণের জন্য কুলায় হইতে বাহির হইল। কপোতী কপোতের পশ্চাতে যাইতেছিল; একটা শ্যেন তাহাকে ধরিয়া লইয়া পলায়ন করিল। তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া কপোত মুখ ফিরাইল এবং দেখিল শ্যেন তাহাকে লইয়া যাইতেছে। কপোতী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; শ্যেন সেই অবস্থাতেই তাহাকে মারিয়া উদরস্থ করিল। তাহার বিরহে কপোত কামানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। সে তখন চিন্তা করিল, 'এই কামরিপু আমাকে বড়ই যন্ত্রণা দিতেছে, এখন ইহাকে দমন না করিয়া আর চরিতে যাইব না।' অনন্তর সে চরা বন্ধ করিয়া তাপসের নিকটে গেল এবং কামদমনার্থ পোষধ গ্রহণ করিয়া এক পার্শে শুইয়া রহিল।

সর্পও খাদ্যান্বেষণে যাইবার জন্য ঐ দিন তাহার বল্মীক হইতে বাহির হইয়া কোন প্রত্যন্ত গ্রামে গোচারণ-ক্ষেত্রে খাবার খুঁজিতে লাগিল। ঐ সময়ে গ্রামভোজকের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বশ্বেতবর্ণ বৃষ ঘাস খাইয়া একটা বল্মীকের মূলে জানুর উপর ভর দিয়া শৃঙ্গদ্বারা মৃৎখনন-ক্রীড়া করিতেছিল। সর্প গরুগুলার পায়ের শব্দে ভীত হইয়া ঐ বল্মীকে প্রবেশ করিবার জন্য ছুটিয়াছিল; সে বল্মীকের মূলে উপস্থিত হইলে বৃষটা হঠাৎ তাহার গায়ে পাদপ্রহার করিল; ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সর্প তাহাকে দংশন করিল;

---

* অর্থাৎ কপোত, সর্প, শৃগাল, ভল্লুক ও ঋষি এই পঞ্চ প্রাণীর উপোসথের কথা।

† ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা।

বৃষটা সেখানেই তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। বৃষটা মারা গিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা সকলে এক সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হইল, কাঁদিতে লাগিল, গন্ধমাল্যাদি দ্বারা তাহার মৃতদেহ পূজা করিল এবং উহা একটা গর্ত্তে পুঁতিয়া চলিয়া গেল। তাহারা প্রস্থান করিলে সর্প বল্মীক হইতে বাহির হইয়া ভাবিল, 'আমি ক্রোধবশে ইহার প্রাণহানি করিয়া বহুলোককে শোকসন্তপ্ত করিলাম; এখন এই ক্রোধকে দমন না করিয়া আর চরিতে যাইব না।' ইহা স্থির করিয়া সে ফিরিল এবং আশ্রমে গিয়া ক্রোধদমনের জন্য পোষধ গ্রহণ-পূর্ব্বক এক পাশে শুইয়া রহিল।

শৃগালও খাদ্যান্বেষণে বাহির হইয়াছিল। সে একটা মৃত হস্তী দেখিয়া ভাবিল, * "অহো! আমি কি প্রচুর খাদ্যই লাভ করিলাম। সে হৃষ্টচিত্তে উহার নিকটে গিয়া প্রথমে শুণ্ডটা দংশন করিল, কিন্তু বোধ হইল, যেন সে স্তম্ভে দংশন করিতেছে। শুণ্ডে কোন আস্বাদ না পাইয়া সে দন্ত দংশন করিল; ইহাতে তাহার মনে হইল, যেন পাষাণে দংশন করিতেছে। তাহার পর সে কুক্ষি দংশন করিল; উহা শস্যভাণ্ডে দংশনের ন্যায় বোধ হইল; লাঙ্গুলে দংশন করিল; কিন্তু দেখিল, উহাও লৌহস্থালিতে দংশনের মত। সর্ব্বশেষে সে মলদ্বারে দংশন করিল—দেখিল, যেন সে ঘৃতপক্ব পিষ্টকে দংশন করিতেছে! তখন সে লোভবশে খাইতে খাইতে মৃত হস্তীটার কুক্ষির ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে সে ক্ষুধার সময় মাংস খায়, পিপাসার সময় রক্তপান করে, শুইবার সময় অন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের আস্তরণের উপর শুইয়া থাকে। সে ভাবিল, 'বেশ ত, এখানেই আমি অন্নপান পাইতেছি; এখানেই আমার শয়ন নির্ব্বাহ হইতেছে; অন্যত্র যাইয়া কি করিব?' ইহা স্থির করিয়া সে বাহিরে না গিয়া পরম প্রীতির সহিত গজকুক্ষির ভিতরেই অবস্থিতি করিল। কিয়ৎকাল পরে বাতাতপে হস্তীটার মৃতদেহ শুষ্ক হইল এবং মলদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। শৃগাল তখন কুক্ষির ভিতরে থাকিয়া মর্ম্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল—তাহার রক্তমাংস কমিয়া গেল, শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইল, সে নির্গমনের পথ পাইল না। অতঃপর এক দিন অকালে মেঘবর্ষণ হইল; হস্তীর মলদ্বার জলসিক্ত হইয়া কোমল হইল এবং সেখানে বিবর দেখা গেল। ছিদ্র দেখিয়া শৃগাল ভাবিল, 'বহুকাল কষ্ট পাইয়াছি। এখন এই বিবর দিয়া পলায়ন করিব।' সে মস্তকদ্বারা হস্তীর মলদ্বারে আঘাত করিল; কিন্তু ছিদ্রটী সঙ্কীর্ণ বলিয়া বেগে নির্গমনকালে তাহার ঘর্ম্মাক্ত শরীরের সমস্ত লোম সেখানে লাগিয়া থাকিল; সে যখন বাহির হইল, তখন তাহার দেহটা তালস্কন্ধের ন্যায় নির্লোম হইয়াছে। সে দেখিল, লোভবশেই তাহাকে এত দুঃখ পাইতে হইয়াছে। এজন্য সে স্থির করিল যে, লোভ দমন না করিয়া আর আহারান্বেষণে যাইবে না। সে আশ্রমে গিয়া লোভদমনার্থ পোষধ গ্রহণ-পূর্ব্বক এক পাশে শুইয়া রহিল।

ভল্লুকটাও বন হইতে বাহির হইয়া খাদ্যলোভে মলরাজ্যের † এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়াছিল। ভল্লুক আসিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা ধনুক, দণ্ড প্রভৃতি লইয়া বাহির হইল, এবং সে যে গুল্মে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, বহুলোকে তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে; এজন্য গুল্ম হইতে বাহির হইয়া পলায়নপর হইল। ঐ সময়ে

* ১ম খণ্ডের মৃগাল-জাতক (১৪৮) দ্রষ্টব্য।
† মল্লরাজ্য কি?

লোকে তাহাকে ধনুক ও লগুড় প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। তাহার মাথা ফাটিয়া গেল; সর্ব্বশরীর রক্তপ্লাবিত হইল। এইরূপে অতি কষ্টে নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া সে ভাবিল 'অতি লোভবশতঃ আমি এই দুঃখ পাইলাম। এখন এই লোভ দমন না করিয়া আর চরিতে যাইব না।' সেও ঐ আশ্রমে গিয়া অতিলোভ-দমনার্থ পোষধ গ্রহণ করিল এবং একপাশে শুইয়া রহিল।

পরিশেষে সেই তাপসের কথা বলা যাইতেছে। তিনি উচ্চ জাতিতে জন্মিয়াছেন, এই গর্ব্ববশতঃ ধ্যানসমাপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। অনন্তর এক প্রত্যেকবুদ্ধ তাঁহার গর্ব্বিত ভাব লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন, "এই ব্যক্তি সাধারণ প্রাণী নহেন, ইনি বুদ্ধাঙ্কুর, বর্ত্তমান কল্পেই ইনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিবেন; অতএব যাহাতে ইনি গর্ব্ব দমন-পূর্ব্বক সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।' এই উদ্দেশ্যে, বোধিসত্ত্ব যখন পর্ণশালায় উপবিষ্ট ছিলেন সেই সময়, উক্ত প্রত্যেকবুদ্ধ উত্তর হিমবন্ত হইতে সেখানে গমন করিলেন এবং বোধিসত্ত্বেরই পাষাণফলকে উপবেশন করিলেন। বোধিসত্ত্ব বাহিরে আসিয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে নিজের আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া গর্ব্বভরে আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রত্যেকবুদ্ধের নিকটে গিয়া অঙ্গুলি ছোটন করিতে করিতে বলিলেন, "নিপাত যা, বৃষল; অরে দুর্লক্ষণ, মুণ্ডিত-মস্তক শ্রমণক, তুই কি ভাবিয়া আমার বসিবার আসনে বসিয়াছিস?" প্রত্যেকবুদ্ধ উত্তর দিলেন, "হে সাধো! আপনি কি কারণে অহঙ্কারে এত মত্ত হইয়াছেন? আমি প্রত্যেকবোধি লাভ করিয়াছি।* আপনি এই কল্পেই সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ হইবেন: এখন আপনি বুদ্ধাঙ্কুর; পারমিতাসমূহ পূর্ণ করিয়া এত দিন (একটা নির্দ্দিষ্ট কাল; এখানে তাহার উল্লেখ নাই) অতিবাহিত করিলে আপনি বুদ্ধ হইবেন। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির জন্মে আপনার নাম হইবে সিদ্ধার্থ।" ইহার পর প্রত্যেক-বুদ্ধ ভাবী বুদ্ধের নাম, গোত্র, কুল, অগ্রশ্রাবকাদির নাম প্রভৃতি সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন, এবং তাপসকে উপদেশ দিলেন, "কেন আপনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এত রূঢ়স্বভাব হইয়াছেন? ইহা সর্ব্বতোভাবে আপনার অযোগ্য।" কিন্তু তিনি এইরূপ বলিলেও তাপস তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না, কখন বা কোথায় তিনি বুদ্ধ হইবেন, এরূপ কোন কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। তখন প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন, "দেখ, তোমার জাতিই বড়, না আমার গুণ বড়। যদি সাধ্য থাকে, তবে আমার মত আকাশে বিচরণ কর।" ইহা বলিয়া তিনি আকাশে উৎপতন পূর্ব্বক তাপসের জটামণ্ডলে নিজের পদধূলি বিকিরণ করিলেন এবং উত্তর হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে এইভাবে যাইতে দেখিয়া তাপসের মনে অনুতাপ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'এই শ্রমণ এমন গুরু শরীর লইয়া বায়ুমুখে তুলাখণ্ডের ন্যায় আকাশে বিচরণ করেন; আমি জাত্যভিমানে এতাদৃশ প্রত্যেকবুদ্ধের পাদবন্দনা করিলাম না। কখন যে আমি বুদ্ধ হইব, এ কথাও জিজ্ঞাসা করিলাম না। কিন্তু আমার জাতিতে কি লাভ? ইহলোকে শীলাচারই শ্রেষ্ঠ; আমার এই গর্ব্ব বৃদ্ধি পাইয়া শেষে আমাকে নিরয়গামী করিবে। এই অহঙ্কার দমন না করিয়া আমি আর বন্যফলমূল আহরণের জন্য যাইব না।' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং অহঙ্কারদমনের জন্য পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন। সেখানে এই মহাত্যাগী কুলপুত্র অহঙ্কার দমন

* অর্থাৎ যে জ্ঞান অর্জ্জন করিলে লোকে প্রত্যেকবুদ্ধ হয়, আমি তাহা পাইয়াছি।

করিয়া কৃৎস্ন ভাবনা করিলেন, অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়া কুটীরের বাহিরে আসিলেন এবং চঙ্ক্রমণ-প্রান্তস্থ পাষাণফলকে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কপোতাদি প্রাণিচতুষ্টয় তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিল ও এক পাশে বসিল। মহাসত্ব কপোতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত অন্য দিন এ সময়ে আস না; এ সময়ে তুমি খাদ্যান্বেষণে নিরত থাক। আজ কি তুমি পোষধী হইয়াছ?" কপোত বলিল, "হাঁ, ভদন্ত।" মহাসত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কারণ কি?

১। আজি যে নিশ্চেষ্ট তুমি রয়েছ, কপোত? হয়েছ যে, বিহঙ্গম, ভোজনে বিরত?
করিতেছ ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ কি কারণ? কি নিমিত্ত করিয়াছ পোষধ গ্রহণ?"

ইহার উত্তরে কপোত দুইটী গাথা বলিল:—

২। লোভবশে পূর্ব্বে হেথা কপোতীর সহ করিতাম বিহার কতই অহরহ;
শ্যেন আসি আশু তার হরিল জীবন; বিরহে তাহার আমি অকামী এখন।
৩। বিরহে তাহার আজ অন্তরে অন্তরে বিষম বেদনা পাই অশেষ প্রকারে;
তাই এবে করিলাম পোষধ গ্রহণ; কামবশ আর যেন হই না কখন।

কপোত নিজের পোষধকর্ম্মের কারণ বর্ণনা করিলে মহাসত্ত্ব সর্পাদিকেও একে একে পোষধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারাও যথাক্রমে উত্তর দিল:—

৪। "ভুজঙ্গ, উরগ, সর্প, ঘোরবিষধর, দ্বিজিহ্ব, দশনায়ুধ, অতি ভয়ঙ্কর;
করিতেছ ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ কি কারণ? কি নিমিত্ত করিয়াছ পোষধ গ্রহণ?"
৫। "গ্রামভোজকের ছিল বৃষ বলবান্, পরমসুন্দরদেহ চলৎককুদ্বান্,
দলিল আমার পায়ে; দংশিনু তাহার; তখনি সে ত্যজে প্রাণ বিষের জ্বালায়।
৬। পেয়ে সে সংবাদ লোকে কান্দিতে কান্দিতে গ্রামের বাহিরে এল বৃষকে দেখিতে।
তাই এবে করিলাম পোষধ গ্রহণ; ক্রোধবশ আর যেন হই না কখন।"
৭। "শ্মশানে মৃতের মাংস রয়েছে প্রচুর; শৃগালের পক্ষে তাই খাদ্য সুমধুর।
ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ তবে কর কি কারণ? কি নিমিত্ত করিয়াছ পোষধ গ্রহণ?"
৮। "ভালবাসি মাংস মৃত জীবের খাইতে; গেনু তাই মৃত মহাগজের কুক্ষিতে
গজমাংসলোভে, হায়! তপ্তবায়ু আর প্রচণ্ড সূর্য্যের কর রোধে মলদ্বার,
৯। নির্গমের ’থ কোন না পেয়ে সেথায় হইনু, ভদন্ত, পাণ্ডুবর্ণ, শীর্ণকায়;
অকস্মাৎ মহামেঘ করিল বর্ষণ; মলদ্বার সিক্ত হ'ল সে জলে তখন।
১০। রাহুর বদন হ'তে চন্দ্রমা যেমন, নিষ্ক্রান্ত, ভদন্ত, আমি হইনু তখন।
তাই এবে করিলাম পোষধ গ্রহণ; লোভবশ আর যেন হই না কখন।"
১১। "করিতে, ভল্লুক, তুমি স্তূপে বল্মীকের খেয়ে পিপীলিকা রক্ষা নিজ শরীরের;
করিতেছ ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ কি কারণ? কি নিমিত্ত করিয়াছ পোষধ গ্রহণ?"
১২। "অতি লোভে করিলাম ত্যাগ নিজালয়, মলন্তে * গেলাম আমি খাদ্যের আশায়;
বাহির হইল লোকে নানা অস্ত্র হাতে; চূর্ণমার হল দেহ কোদণ্ড-আঘাতে।
১৩। ভাঙ্গিল মাথার খুলি, শোণিতাক্ত কায়; অতি কষ্টে আসিলাম ফিরি নিজালয়;
তাই এবে করিয়াছি পোষধ গ্রহণ; অতি লোভ আর যেন হয় না কখন।"

এইরূপ চারিটী জন্তুই স্ব স্ব পোষধের হেতু বর্ণনা করিল এবং তাহারা আসন হইতে উঠিয়া মহাসত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, আপনিও ত অন্যান্য দিন এই বেলায় বন্য ফলাদি আহরণ করিবার জন্য বাহিরে গিয়া থাকেন। অদ্য না গিয়া পোষধী রহিয়াছেন কেন?

* মলন্ত বলিলে মলরাজ্য বুঝায় কি?

১৪। জানিতে চাহিলা তুমি যাহা মহাশয়, যথাজ্ঞান বলিলাম মোরা সমুদায়।
আমরাও শুধাই, ভদন্ত, কি কারণ নিজে উপোসথ-ব্রত করিলা গ্রহণ?"

মহাসত্ত্ব ইহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন,

১৫। আশ্রমে প্রত্যেকবুদ্ধ আসি একজন দিলেন মুহূর্ত্ত তরে মোরে দরশন;
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত, জ্ঞানবলে বলী, ভূত ভবিষ্যৎ মোর বলিলা সকলি—
কোন্ গোত্রে, কি নামে জন্মিব পুনর্ব্বার, কিরূপ চরিত্র পরে হইবে আমার।
১৬। তথাপি না বন্দিলাম চরণ তাঁহার না করিনু সম্ভাষণ—হেন অহঙ্কার!
তাই এবে করিয়াছি পোষধ গ্রহণ; অহঙ্কার আর যেন ঘটে না কখন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে নিজের পোষধের কারণ বলিলেন এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ দানপূর্ব্বক বিদায় দিয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। প্রাণী চারিটীও স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। অতঃপর মহাসত্ত্ব অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন; ইতর প্রাণী-কয়টীও তাঁহার উপদেশমত চলিয়া স্বর্গবাসের উপযুক্ত হইল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, পোষধপালন পুরাণ পণ্ডিতদিগের চিরাচরিত ব্রত। সকলেরই পোষধ পালন করা কর্ত্তব্য।"

সমবধান—তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন সেই কপোত, কশ্যপ ছিলেন সেই ভল্লুক; মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই শৃগাল; সারিপুত্র ছিলেন সেই সর্প এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৪৯১—মহামযূর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত; একথা মিথ্যা নহে।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "এই ইন্দ্রিয়সুখেচ্ছা তোমার মত লোককে বিচলিত না করিবে কেন? যে বায়ুপ্রবাহ সুমেরুকে উৎপাটন করিতে সমর্থ, তাহা কি কখনও শুষ্কপত্রের কাছে লজ্জা পায়? পুরাকালে যাঁহারা সপ্তসহস্র বৎসর মানসিক রিপুগণ দমন করিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই সকল বিশুদ্ধ সত্ত্বও কাম রিপুর প্রভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব প্রত্যন্ত প্রদেশে এক ময়ূরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ময়ূরীর যখন গর্ভপূর্ণ হইয়াছিল, তখন সে বিচরণক্ষেত্রে একটী অণ্ড পাত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। প্রসূতির যদি কোন রোগ না থাকে, তবে না কি (সর্পাদি কোন প্রাণী বিদ্যমান না থাকিলে) অণ্ড বিনষ্ট হয় না। এই নিমিত্ত সেই অণ্ড ক্রমে কর্ণিকার-মুকুলের ন্যায় সুবর্ণবর্ণ হইয়া যথাকালে আপনা হইতেই ভিন্ন হইল এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে সুবর্ণবর্ণের এক ময়ূরশাবক নির্গত হইল। ইহার চক্ষু দুইটী হইল গুঞ্জা ফলের মত, তুণ্ড হইল প্রবালবর্ণ, এবং তিনটী রক্তবর্ণ রেখা ইহার গ্রীবাদেশ বেষ্টনপূর্ব্বক পৃষ্ঠের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিরাজ করিতে লাগিল। শাবকটী যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন তাহার সুন্দর দেহটী পণ্যবাহিশকট-পরিমিত হইল। নীল ময়ূর সকল এই সময়ে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রাজপদে বরণ করিল।

এক দিন ময়ূররূপী বোধিসত্ত্ব নির্ঝরে জলপান করিবার কালে নিজের রূপলাবণ্য দেখিয়া

ভাবিলেন, 'আমি অন্য সকল ময়ূর অপেক্ষা বহুগুণে রূপবান্; আমি যদি ইহাদের সহিত মনুষ্যপথে বাস করি, তাহা হইলে আমার বিপদ্ ঘটিবে। আমি হিমবন্তে গিয়া সেখানে কোন মনোরম স্থানে একাকী বাস করিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাত্রিকালে যখন অন্য ময়ূরসকল স্ব স্ব কুলায়ে লীন হইয়াছিল সেই সময়ে, কাহাকেও না জানাইয়া তিনি হিমবন্তে প্রবেশ করিলেন এবং একে একে তিনটী পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া গেলেন। চতুর্থ পর্ব্বতশ্রেণীতে কোন অরণ্যে পদ্মশোভিত এক বৃহৎ হ্রদের অবিদূরে একটী পর্ব্বত ছিল। ঐ পর্ব্বতের নিকটে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের শাখায় তিনি অবতরণ করিলেন। উক্ত পর্ব্বতের মধ্যভাগে একটী সুন্দর গুহা ছিল। বোধিসত্ত্ব অতঃপর তাহার মধ্যে বাস করিবার ইচ্ছায় ঐ গুহার পুরোভাগে পর্ব্বততলে গিয়া অবতরণ করিলেন। কাহারও সাধ্য ছিল না যে ঐ স্থানে নিম্নদেশ হইতে আরোহণ করিতে, কিংবা ঊর্দ্ধদেশ হইতে অবতরণ করিতে পারে। সেখানে পক্ষী, বিড়াল, সর্পাদি সরীসৃপ এবং মানুষ—কোন প্রাণী হইতেই ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, আমার বাসের জন্য এই স্থানটীই পরমসুখকর হইবে। তিনি সে দিন সেখানেই বাস করিলেন; পরদিন পর্ব্বতগুহা হইতে উত্থিত হইলেন এবং পর্ব্বতমস্তকে পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থানপূর্ব্বক উদীয়মান সূর্য্যমণ্ডল দেখিয়া দিবাভাগে আত্মরক্ষার জন্য "চক্ষুষ্মান্ একরাজ উদিলেন অই" ইত্যাদি গাথায় আপনাকে নিরাপদ্ করিলেন। * অতঃপর তিনি বিচরণ-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া চরিতে লাগিলেন এবং চরা শেষ হইলে সায়ংকালে সেই পর্ব্বতমস্তকে পশ্চিমাভিমুখে উপবেশনপূর্ব্বক অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যমণ্ডল দেখিয়া রাত্রিকালে আত্মরক্ষার্থ "চক্ষুষ্মান্ একরাজ অস্ত যান অই" ইত্যাদি গাথায় আপনাকে নিরাপদ্ করিলেন। তিনি এইরূপে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে এক দিন এক ব্যাধপুত্র অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে পর্ব্বতমস্তকে আসীন বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল। সে গৃহে ফিরিয়া মৃত্যুকালে পুত্রকে বলিল, "বৎস, হিমালয়ের চতুর্থ পর্ব্বতরাজিতে বনমধ্যে এক সুবর্ণবর্ণ ময়ূর আছে। রাজা কখনও এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে এই কথা জানাইবে।"

ইহার পর একদিন বারাণসীরাজের অগ্রমহিষী ক্ষেমা প্রত্যূষকালে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নটী এই:—এক সুবর্ণবর্ণ ময়ূর ধর্ম্ম দেশন করিল; তিনি সাধুকার প্রদান পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিলেন। অনন্তর, দেশনান্তে ময়ূর যখন যাইবার জন্য উঠিল, তখন তিনি বলিলেন, "ময়ূররাজ যাইতেছেন; উঁহাকে ধর।" এই কথা বলিতে বলিতেই তিনি জাগিয়া উঠিলেন; এবং জাগিবার পর বুঝিলেন যে তিনি স্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'আমি যদি বলি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তবে রাজা হয় ত ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু ইহা আমার দোহদ, এরূপ জানিলে তিনি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।' এইরূপ ভাবিয়া তিনি গর্ভিণীদিগের ন্যায় সাধের ভাব দেখাইয়া শুইয়া রহিলেন। রাজা তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?" ক্ষেমা বলিলেন, "নাথ, আমার দোহদ জন্মিয়াছে।" "তুমি কি চাও, বল ত?" "সুবর্ণবর্ণ ময়ূরের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে চাই।" "সেরূপ ময়ূর কোথায় পাইব, ভদ্রে?" "নাথ,

* দ্বিতীয় খণ্ডের ময়ূর-জাতক (১৫৯) দ্রষ্টব্য।

না পাইলে কিন্তু আমার জীবন রক্ষা হইবে না।" "ভদ্রে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যদি এরূপ ময়ূর কোথাও থাকে, তবে তুমি নিশ্চিত পাইবে।"

মহিষীকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া রাজা সভায় গমন করিলেন এবং সিংহাসনে উপবেশন করিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে, দেবী সুবর্ণবর্ণ ময়ূরের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে চান, ময়ূর কি সুবর্ণবর্ণের হয়?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, ব্রাহ্মণেরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।" রাজা তখন ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'মহারাজ, আমাদের লক্ষণশাস্ত্রে বলে যে, জলজ প্রাণীদিগের মধ্যে মৎস্য, কচ্ছপ ও কর্কট, স্থলজ প্রাণীদিগের মধ্যে মৃগ, হংস, ময়ূর ও তিত্তির—তির্য্যগ্জাতীয় এই কয়টী প্রাণী এবং মনুষ্য সুবর্ণবর্ণের হইতে পারে।"† ইহা শুনিয়া রাজা স্বীয় অধিকারস্থ ব্যাধদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কেহ কি সুবর্ণবর্ণ ময়ূর দেখিয়াছ?" একজন ব্যতীত আর সকলেই বলিল, "না, মহারাজ, আমরা কখনও দেখি নাই।" যে ব্যাধের পিতা সুবর্ণবর্ণের ময়ূরের কথা বলিয়া গিয়াছিল, সে উত্তর দিল, "আমিও দেখি নাই; কিন্তু বাবা বলিয়াছিলেন, অমুক স্থানে সুবর্ণবর্ণ ময়ূর আছে।" তখন রাজা বলিলেন "ভদ্র, উহা আনিতে পারিলে আমাকে ও দেবীকে প্রাণদান করা হইবে। তুমি গিয়া উহাকে ধরিয়া আন।" অনন্তর তিনি তাহাকে বহু ধন দিয়া ঐ ময়ূর আনয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন।

ব্যাধ তাহার স্ত্রীপুত্রকে ঐ ধন দিয়া হিমবন্তে গেল এবং মহাসত্ত্বকে দেখিয়া জাল পাতিল। সে প্রতিদিনই ভাবিত, আজ ধরা পড়িবে; কিন্তু মহাসত্ত্ব ধরা পড়িলেন না। এই ভাবে ব্যাধের সমস্ত জীবন কাটিয়া গেল। কালক্রমে মহিষীও অতৃপ্তবাসনা লইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, ইহাতে রাজার ক্রোধ জন্মিল, তিনি ভাবিলেন, ঐ ময়ূরটার জন্যই আমার প্রিয় পত্নীর প্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সুবর্ণপট্টে লেখাইলেন যে, হিমবন্তের চতুর্থ পর্ব্বতরাজিতে যে সুবর্ণবর্ণ ময়ূর বিচরণ করে, তাহার মাংস খাইলে লোকে অজর ও অমর হইবে। তিনি ঐ সুবর্ণপট্ট একটী দারুময় পেটিকার ভিতর রাখিয়া দিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে দেহত্যাগ করিলেন। ইহার পর আর এক ব্যক্তি রাজা হইলেন। তিনি ঐ সুবর্ণপট্টের লিপি পাঠ করিয়া অজরামর হইবার অভিলাষে উক্ত ময়ূর ধরিবার জন্য এক ব্যাধকে পাঠাইলেন। এই ব্যক্তিও হিমবন্তে গিয়া যাবজ্জীবন চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে একে একে ছয় জন রাজা রাজত্ব করিলেন এবং মানবলীলা সংবরণ করিলেন; ছয় জন ব্যাধও হিমবন্তে গিয়া মারা গেল। পরিশেষে সপ্তম রাজাও আবার এক ব্যাধ পাঠাইলেন। এই সপ্তম ব্যাধও আজ ধরিব, আজ ধরিব এই আশায় সাত বৎসর অতিবাহিত করিল, কিন্তু ধরিতে পারিল না। তখন সে ভাবিল, "এই ময়ূররাজের পা যে ফাঁদে পড়ে না, ইহার কারণ কি?" সে সাবধানে ঐ ময়ূরের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল; সে দেখিল, মহাসত্ত্ব প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে আত্মরক্ষার জন্য মন্ত্রপাঠ করেন, সে স্থির করিল, 'এখানে যখন অন্য ময়ূর নাই, তখন এ ময়ূর নিশ্চয় ব্রহ্মচারী, এই ব্রহ্মচর্য্যের এবং এই রক্ষামন্ত্রের প্রভাবেই ইহার পাদ পাশবদ্ধ হইতেছে না।'

† মহাহংস-জাতকে (৫৩৪) যে সকল সুবর্ণবর্ণ প্রাণীর উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে তিত্তিরের নাম নাই।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ব্যাধ প্রত্যন্ত জনপদে গিয়া একটা ময়ূরী ধরিল এবং তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিল যে, তুড়ি দিলেই সে কেকারব করিত এবং করতালি দিলেই নৃত্য করিত। এক দিন বোধিসত্ত্ব রক্ষামন্ত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বেই, সে ঐ ময়ূরী লইয়া সেখানে গেল এবং পাশ বিস্তার করিয়া তুড়ি দিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া ময়ূরীটাও কেকারব আরম্ভ করিল। বোধিসত্ত্ব ময়ূরীর স্বর শুনিলেন; অমনি প্রহৃত সর্প যেমন ফণ বিস্তার করে, সেইরূপ যে পাপপ্রবৃত্তি সপ্ত সহস্র বৎসর প্রসুপ্ত ছিল, তাহা এখন তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি কামাতুর হইলেন, রক্ষামন্ত্র পাঠ করিতে পারিলেন না; দ্রুতবেগে ময়ূরীর দিকে ধাবিত হইলেন এবং আকাশ হইতে অবতরণ করিবামাত্র ফাঁদে পা দিলেন। যে পাশ সপ্তসহস্র বৎসর তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই, আজ তাহাতেই তাঁহার পাদ বদ্ধ হইল। তিনি পাশদণ্ডের অগ্রভাগে ঝুলিতেছেন দেখিয়া ব্যাধ ভাবিল, "একে একে ছয় জন ব্যাধ এই ময়ূররাজকে ধরিতে পারে নাই; আমিও সাত বৎসর চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; আজ কিন্তু এই ময়ূরীর জন্য কামাতুর হইয়াছে বলিয়া এ রক্ষামন্ত্র পাঠ করিতে পারে নাই; কাজেই আসিয়া পাশবদ্ধ হইয়াছে এবং অধঃশিরে ঝুলিতেছে। হায়, আমি এইরূপে এক শীলসম্পন্ন সত্ত্বকে দুঃখ দিলাম! এরূপ পুণ্যাত্মাকে পুরস্কারলাভের আশায় অন্যের হস্তে সমর্পণ করা অবিধেয়। রাজা আমাকে পুরস্কার দিবেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। আমি ইহাকে ছাড়িয়া দিব।' সে আবার ভাবিল, 'এই ময়ূর বলিষ্ঠ—এ হস্তীর ন্যায় বলবান্; আমি ইহার নিকটে গেলে মনে করিবে, আমাকে মারিতে আসিয়াছে।' তখন মরণভয়ে পাশ ছিঁড়িবার জন্য চেষ্টা করিলে ইহার পাদ বা পক্ষ ভাঙ্গিতে পারে। অতএব ইহার নিকটে না গিয়া কোন প্রচ্ছন্ন স্থানে থাকিয়া শরনিক্ষেপপূর্ব্বক ইহার পাশ ছেদন করিব; তখন এ নিজের ইচ্ছামত উড়িয়া যাইতে পারিবে। ইহা স্থির করিয়া ব্যাধ প্রচ্ছন্ন স্থানে থাকিয়া ধনুকে ছিলা পরাইল এবং শরসন্ধান করিয়া জ্যা আকর্ষণ করিল।

এদিকে বোধিসত্ত্ব ভাবিতেছিলেন, 'এই ব্যাধ আমাকে কামাতুর করিয়াছে। আমি পাশে বদ্ধ হইয়াছি জানিলে এ কিছু নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। লোকটা এখন কোথায় আছে?' তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ব্যাধ ধনুকে শর যোজন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন তাঁহার মনে হইল, ব্যাধ বোধ হয় তাঁহাকে মারিয়া লইয়া যাইবে। এই বিশ্বাসে তিনি মরণভয়ে ভীত হইয়া প্রথম গাথায় নিজের প্রাণভিক্ষা করিলেন :—

> ১। ধন হেতু যদি তুমি ধরেছ আমায়, না মারিয়া ধর ভাই, জীবিতাবস্থায়।
> চল মোরে লয়ে তুমি নিকটে রাজার; জানি, সেথা পাবে তুমি বহু পুরস্কার।

ইহা শুনিয়া ব্যাধ ভাবিল, 'ময়ূররাজ বোধ হয় মনে করিয়াছেন, আমি তাঁহার প্রাণবধের জন্য শর সন্ধান করিয়াছি। ইহাকে আশ্বাস দেওয়া যাউক।' সে তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

> ২। করি নাই আজ তব বধিবারে প্রাণ এই চাপবরে আমি শরের সন্ধান।
> শরাঘাতে পাশ তব করিব ছেদন; যথা ইচ্ছা, শিখিরাজ, করিবে গমন।

তখন বোধিসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিলেন :—

> ৩। সপ্তবর্ষ দিবারাত্র, ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করি
> বসিলে এ বনে, ব্যাধ, তুমি মোরে অনুসরি;

এবে পাশে বদ্ধ আমি তবু বল, কি কারণ
করিবে এখন এই পাশ হতে বিমোচন?
৪। প্রাণিহত্যা হ'তে আজ হইয়াছ কি বিরত?
অভয় তোমার ঠাঁই পেল আজি প্রাণী যত?
কেন না—আবদ্ধ আমি— তবু তুমি দয়াবশে
করিয়াছ ইচ্ছা মোরে দিবে মুক্তি ছেদি পাশে।

ইহার পর তিনটী গাথায় উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইল:—

৫। "প্রাণিহত্যা হ'তে কেহ হইলে বিরত
সর্ব্বভূতে দান কেহ করিলে অভয়,
বল, শিখিরাজ, হ'লে পরলোকগত,
কি সুফল করি লাভ সুখী সেই হয়?"
৬। "প্রাণি-হত্যা যে জন করেছে পরিহার,
সর্ব্বভূতে অভয় যে করিয়াছে দান,
ইহলোকে করে সবে যশ তার গান,
দেহান্তে নিশ্চিত ঘটে স্বর্গপ্রাপ্তি তার।"

৭। 'অনেকের মুখে আমি শুনিবারে পাই, দেবতা কল্পনামাত্র,—পরলোক নাই;
জীবের যা' কিছু সুখ, ইহলোকে ঘটে; পাপপুণ্যফল সব হেথাই প্রকটে,
করি দান, ফলে তার হবে স্বর্গলাভ, একথা কেবল না কি মূর্খের প্রলাপ:—
শ্রমণ ব্রাহ্মণে যদি বলে হেন কথা হইতে কি পারে কভু তাহার অন্যথা?
এ উচ্ছেদবাদে শ্রদ্ধা করিয়া স্থাপন পাখী ধরি করি আমি জীবিকা অর্জ্জন।"

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব স্থির করিলেন, পরলোক যে আছে, ব্যাধকে এ কথা বলিতে হইবে। তিনি পাশদণ্ডে অধঃশির হইয়া প্রলম্বিত অবস্থাতেই বলিলেন

৮। রবি শশী কি সুন্দর! উজ্জ্বল প্রভায় অন্তরীক্ষপথে দেখ আসে আর যায়,
আছে কি এখানে তারা? কিংবা লোকান্তরে? এ সম্বন্ধে, বল, লোকে কি বিশ্বাস করে?

ব্যাধ বলিল,

৯। "রবি শশী সুদর্শন উজ্জ্বল প্রভায় অন্তরীক্ষ পথে দেখি আসে আর যায়,
লোকান্তরবাসী তারা, প্রত্যক্ষ দেবতা, মানুষের মুখে হেথা শুনি এই কথা।

তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন,—

১০। তবেই ত নিরুত্তর নাস্তিক তোমার। কর্ম্মের হেতুত্ব যারা করে অস্বীকার;
পাপপুণ্যফল শুধু ইহলোকে হয়, একথা বলিয়া যারা লোকেরে ভুলায়;
মূর্খেরাই দানশীল, এ শিক্ষা যাহারা দেয়, ব্যাধ, জেন তুমি মিথ্যাবাদী তারা।

মহাসত্ত্ব যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন ব্যাধ চিন্তা করিতেছিল। অনন্তর সে দুইটী গাথা বলিল:—

১১। বলিলে যা', শিখী তুমি, সত্য তা' নিশ্চয়; দান যে নিষ্ফল, ইহা বলা নাহি যায়।
শুধু ইহলোকে ঘটে পাপপুণ্যফল, ইহাই বা কি প্রকারে বলা যায়, বল?
দানধর্ম্মবলে লোকে করে স্বর্গলাভ, এ নয় কেবল মূর্খ জনের প্রলাপ।
১২। কি রূপে, কি করি, পালি কি রূপ আচার কি তপস্যাগুণে, কারে সেবিয়া আমার
না হবে নরকপ্রাপ্তি, দেহ পরিহরি যাব যবে, শিখিরাজ? বল দয়া করি।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন 'আমি যদি এই প্রশ্নের উত্তর দেই, তবে নরলোক

তুচ্ছ প্রতীয়মান হইবে। পৃথিবীতে যে ধার্ম্মিক শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন, ইহাকে সেই কথা বলা যাউক। ইহা স্থির করিয়া তিনি দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৩। পৃথিবীতে আছে হেন যে সব শ্রমণ, অনাগারী, পরিহিতকাষায়বসন,
প্রাতে করে পিণ্ডচর্য্যা যথাকালে যারা, কভু না বিকালে, জেন সাধু ভিক্ষু তারা।

১৪। যথাকালে তাহাদের গিয়া সন্নিধান
যে তোমার মনোমত, জিজ্ঞাসিও তাঁ'রে,
হৃষ্টমনে বুঝায়ে সে দিবে যথাজ্ঞান
ইহকাল-পরকালরহস্য তোমারে।

অনন্তর তিনি ব্যাধকে নরকের ভয় দেখাইয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই ব্যাধ প্রত্যেকবোধিসত্ত্ব ছিল, যেমন পরিণত পদ্মকোরক প্রস্ফুটিত হইবার জন্য সৌরকরস্পর্শ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, এই ব্যক্তিও সেইরূপ জ্ঞানের পরিণতিপ্রতীক্ষায় বিচরণ করিতেছিল। সে যেখানে দাঁড়াইয়া মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথা শুনিতেছিল, সেই খানেই সংস্কারতত্ত্ব বুঝিতে পারিল, সংস্কারসমূহের লক্ষণত্রয় (অনিত্যতা, দুঃখ ও অনাত্ম্য অর্থাৎ অসারতা) উপলব্ধি করিল এবং প্রত্যেকবোধি প্রাপ্ত হইল। ব্যাধের প্রত্যেকবোধি-লাভ এবং মহাসত্ত্বের পাশমুক্তি এক সময়েই সম্পাদিত হইল। প্রত্যেকবুদ্ধ সর্ব্বক্লেশ প্রদলনপূর্ব্বক জন্মের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া * এই উদান গান করিলেন :—

১৫। সর্প যথা জীর্ণত্বক্ করে পরিহার,
বিটপী বসন্তাগমে পাণ্ডুপত্র যথা,
ব্যাধভাব সেইরূপ ত্যজিনু আমার ;
ব্যাধের স্বভাব আজ ছাড়িনু সর্ব্বথা।

এই উদান গান করিবার পর প্রত্যেকবুদ্ধ ভাবিলেন, 'আমি ত সর্ব্ববিধ ক্লেশবন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম। গৃহে যে আমি বহু পক্ষী বন্ধন করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদিগকে কিরূপে মুক্তি দেওয়া যায়?' তিনি মহাসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ময়ূররাজ, আমার গৃহে বহু পক্ষী আবদ্ধ রহিয়াছে; তাহাদিগকে কিরূপে মুক্তি দিব বলুন ত?" সর্ব্বজ্ঞ বোধিসত্ত্বেরা প্রত্যেকবুদ্ধদিগের অপেক্ষা অধিকতর উপায়প্রয়োগকুশল। সেই কারণে মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'তুমি যে পথে রিপু প্রদলনপূর্ব্বক প্রত্যেকবোধিসম্পন্ন হইলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া সত্যক্রিয়া কর; তাহা করিলে সমস্ত জম্বুদ্বীপে কোন প্রাণীই আবদ্ধ অবস্থায় থাকিবে না।" বোধিসত্ত্ব এইরূপে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধ তাহাতেই প্রবেশপূর্ব্বক সত্যক্রিয়া করিলেন এবং এই গাথা বলিলেন :—

১৬। আছে মম গৃহে বদ্ধ পক্ষী শত শত, একটীও তাহাদের না হইবে হত।
দিনু মুক্তি তা' সবায়, কাননে আবার প্রবেশি লভুক তারা আনন্দ অপার।

প্রত্যেকবুদ্ধ যেমন সত্যক্রিয়া করিলেন, অমনি সমস্ত পক্ষী পাশমুক্ত হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। তখনি সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহারও গৃহে বিড়ালাদি কোন প্রাণীই আবদ্ধ অবস্থায় রহিল না। অতঃপর প্রত্যেকবুদ্ধ হাত তুলিয়া নিজের মাথায় বুলাইতে লাগিলেন; অমনি তাঁহার গৃহিচিহ্ন অন্তর্হিত হইল; তাঁহার দেহে প্রব্রাজকচিহ্ন আবির্ভূত হইল। তিনি ষষ্টিবর্ষবয়স্ক প্রব্রাজকোচিত-বেশী অষ্টপরিষ্কারধারী স্থবিরের

* অর্থাৎ এই জন্মের পরেই তাহার নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হইবে।

আকার প্রাপ্ত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ময়ূররাজকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আকাশে উৎপতন করিয়া নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেলেন। ময়ূররাজও পাশযষ্টির অগ্রভাগ হইতে উড্ডয়ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ চরিবার পর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ব্যাধ সাত বৎসর পাশহস্তে বিচরণ করিয়া অবশেষে ময়ূররাজের দয়ায় দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এই বিষয় সুন্দর রূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা শেষ গাথাটী বলিলেন :—

১৭। পাশহস্তে করে ব্যাধ বনে বিচরণ বর্হযী ময়ূররাজে করিতে বন্ধন।
ধরি তারে দিল ছাড়ি, দুঃখ হতে ত্রাণ অমনি লভিল নিজে; আত্মজ্ঞান
লভিয়া, করিল ভববন্ধন ছেদন, আমি যথা দুঃখমুক্ত হয়েছি এখন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই ময়ূররাজ।]

৪৯২—তচ্ছকশূকর-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দুইজন বৃদ্ধ স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন মহাকোশল যখন বিম্বিসারের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন না কি কন্যার স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কাশীগ্রাম দান করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিলে প্রসেনজিৎ ঐ গ্রাম কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তজ্জন্য উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ ঘটে এবং প্রথমে অজাতশত্রুই জয় লাভ করেন। কোশলরাজ পরাজিত হইয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপায়ে অজাতশত্রুকে বন্দী করা যায়?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, ভিক্ষুরা, শুনিয়াছি, মন্ত্রকুশল। আপনি চর পাঠাইয়া, ভিক্ষুরা বিহারে এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা জানিলে ভাল হয়।" রাজা তাঁহাদের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া চর পাঠাইবার কালে বলিয়া দিলেন "তোমরা বিহারে গিয়া অন্তরালে থাকিবে এবং স্থবিরেরা কি বলেন তাহা জানিবে।"

তখন বহু রাজপুরুষ জেতবনে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন বৃদ্ধ স্থবির জেতবনের প্রত্যন্তে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতেন:—তাঁহাদের এক জনের নাম স্থবির ধনুর্গ্রহ তিষ্য; আর একজনের নাম স্থবির মন্ত্রিদত্ত। সে দিন তাঁহারা সমস্ত রাত্রি নিদ্রা গিয়া প্রত্যূষ সময়ে জাগিয়াছিলেন। ধনুর্গ্রহ তিষ্য আগুন জ্বালিয়া ভদন্ত দত্তস্থবিরকে ডাকিলেন। দত্তস্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিতেছেন ভদন্ত?" "আপনি ঘুমাইতেছেন কি?" "আমি এখন ঘুমাইতেছি না, কি করিতে হইবে বলুন।" "দেখুন, ভদন্ত, আমাদের এই কোশলরাজ অতি জড়বুদ্ধি, তিনি কেবল চাটি † চাটি খাদ্য উদরস্থ করিতে জানেন।" এরূপ বলিবার কারণ কি ভদন্ত?" "অজাতশত্রু তাঁহার উদরজাত কৃমিবৎ হেয়; অথচ এই অজাতশত্রুই তাঁহাকে পরাজিত করিল।" "এখন তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য"। "ভদন্ত দত্তস্থবির, শকটব্যূহ, চক্রব্যূহ ও পদ্মব্যূহ, এই ত্রিবিধ ব্যূহরচনাভেদে যুদ্ধও ত্রিবিধ। অজাতশত্রুকে বন্দী করিতে হইলে শকটব্যূহ রচনা করিতে হইবে। কোশলরাজ অমুক পর্ব্বতের স্কন্ধে নিজের উভয়পার্শ্বে শৌর্য্যসম্পন্ন যোদ্ধাদিগকে স্থাপন করুন, এবং বলপূর্ব্বক সম্মুখ দিকে অগ্রসর হউন। যখন বুঝিবেন যে, তিনি অজাতশত্রুর কটকে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন ভীষণ নিনাদ করিতে করিতে ধাবিত হইবেন। মাছ ফাঁদে পড়িলে লোকে যেমন তাহাকে মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া ফেলে, এই উপায়ে তিনিও অজাতশত্রুকে সেইরূপে ধরিতে পারিবেন।' কোশলরাজ যে সকল চর পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা এই কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইল এবং তাঁহাকে গিয়া জানাইল। প্রসেনজিৎ মহতী সেনা লইয়া যাত্রা করিলেন, উক্ত কৌশল প্রয়োগ করিয়া অজাতশত্রুকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাকে কয়েকদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিয়া কষ্ট দিলেন। ‡ ইহার

* দ্বিতীয় খণ্ডের বর্দ্ধকিশূকর-জাতক (২৮৩) দ্রষ্টব্য। উপাখ্যানাংশে উভয় জাতকই এক।
† চাটি বা চাড়ি, নাদা।
‡ পাঠ 'নিম্মদ্দনং'; পাঠান্তর 'নিম্মথং।' ইহার অর্থ হইবে—তাঁহার দর্প চূর্ণ করিলেন।

পর "তিনি আর কখনও একপ করিওনা" বলিয়া অজাতশত্রুকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং তাঁহার সান্ত্বনার জন্য বজ্রকুমারীনাম্নী নিজের কন্যাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদানপূর্ব্বক বহুদাসদাসীসহ মহাড়ম্বরে বিদায় দিলেন।

স্থবির ধনুগ্রহতিষ্য যে সঙ্কেত বলিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই কোশলরাজ অজাতশত্রুকে বন্দী করিয়াছিলেন, ভিক্ষুদিগের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল। ধর্ম্মসভাতেও তৎসম্বন্ধে একদিন আলোচনা হইল। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া ইহা জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ধনুর্গ্রহতিষ্য যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে সুনিপুণ ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসী নগরের দ্বারগ্রামবাসী কোন সূত্রধর কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য বনে গিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, একটা শূকরশাবক গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছে। সে উহাকে নিজের গৃহে লইয়া গেল এবং উহাকে 'তচ্ছক শূকর' এই নাম দিয়া পুষিতে লাগিল। শূকরশাবক এই সূত্রধরের বহু উপকার করিত; সে তুণ্ড দ্বারা গাছ উল্টাইয়া দিত, সে দাঁতে কালো সুতা বান্ধিয়া উহা টানিয়া লইয়া যাইত, মুখে করিয়া বাশী, বাটালি, মুগুর প্রভৃতি আনিয়া দিত।

শূকরশাবক ক্রমে বড় হইয়া মহাবল ও মহাকায় হইল। সূত্রধর তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিত। সে ভাবিল 'এই শূকর এখানে থাকিলে, না জানি, কখন কে ইহার প্রাণ বধ করিবে।' এই জন্য সে তাহাকে লইয়া বনে ছাড়িয়া দিল। শূকরশাবক মনে করিল, 'আমি এই বনে একাকী বাস করিতে পারিব না; আমার জ্ঞাতিগণকে অনুসন্ধান করা যাউক, আমি জ্ঞাতিগণপরিবৃত হইয়া বাস করিব।" ইহা স্থির করিয়া সে বনে বনে শূকর খুঁজিতে খুঁজিতে একস্থানে বহু শূকর দেখিতে পাইল এবং পরম সন্তোষ লাভ করিয়া তিনটী গাথা বলিল :—

১। পর্ব্বতে, অরণ্যে কত বিচরিনু জ্ঞাতিগণে করি অন্বেষণ;
লভি সেই জ্ঞাতিগণে ধন্য আমি; হ'ল আজি সার্থক জীবন।
২। আছে হেথা সুপ্রচুর ফলমূল, শূকরের আর খাদ্য যত;
রম্য গিরিনদীগণ, করি বাস এই স্থানে সুখ পাব কত!
৩। জ্ঞাতিগণসহ হেথা করিব বসতি আমি নিরুদ্বেগচিতে,
নির্ভয়ে, নিঃশঙ্কমনে; শোকতাপ আর কভু হবে না ভুঞ্জিতে।*

তাহার কথা শুনিয়া শূকরেরা চতুর্থ গাথা বলিল :—

৪। অন্যত্র আশ্রয় খোঁজ; শত্রু তব আছে হেথা অতি দুরাচার,
আসি সে তচ্ছক, করে বাছি বাছি বড় বড় শূকর সংহার।

(ইহার পরবর্ত্তী চারিটী গাথা তচ্ছক শূকরের ও অন্য সকল শূকরের প্রশ্নোত্তর)

৫। "শত্রু কে মোদের হেথা? একসঙ্গে মিলি যদি থাকে জ্ঞাতিগণ,
অজেয় তাহারা, তবু বিনাশ তাদের, বল, করে কোন্ জন?"
৬। "ঊর্দ্ধ হতে অধোদিকে বিচিত্র রোমের রাজি দেহে আছে তার;
মৃগরাজ, মহাবল, দংষ্ট্রায়ুধ, তীক্ষ্ণনখ সেই দুরাচার।
আসি সে, তচ্ছক, করে, বাছি বাছি, বড় বড় শূকর সংহার।"
৭। "নাই কি শরীরে বল? নাই কি হে বজ্রসম দন্ত আমাদের?
একসঙ্গে মিলে সবে হরিব দমন মোরা সেই পামরের।"

---

* চক্রবাক-জাতকেও (৪৫১) এই গাথার শেষার্দ্ধ দেখা যায়।

৮। "মনোহর বাক্য তব শুনিয়া জুড়াল কাণ, যদি পলায়ন
করিবে শূকর কোন, আমরাই শেষে তার বধিব জীবন।"

তক্ষক শূকর সকল শূকরকে একচিত্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাঘ্র কখন আসিবে?" অন্য শূকরেরা উত্তর দিল, "আজ সকাল বেলা একটা লইয়া গিয়াছে; কাল সকালবেলা, বোধ হয়, আবার আসিবে।" তক্ষক শূকর যুদ্ধকুশল ছিল; কোন্ স্থানে থাকিলে জয়লাভ করা যাইতে পারে, তাহা সে জানিত। সে একটী সুবিধাকর ভূভাগ দেখিতে পাইয়া রাত্রিকালেই শূকরদিগকে আহার করাইল এবং পরদিন অতি প্রত্যূষ সময় হইতে তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল, শকটাদিব্যূহরচনাভেদে যুদ্ধ তিন প্রকার। অনন্তর সে পদ্মব্যূহ রচনা করিল। যে সকল শূকরশাবক মাতৃস্তন্য পান করিত, সে তাহাদিগকে ঐ ব্যূহের মধ্যভাগে রাখিয়া দিল; তাহাদের প্রসূতিরা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিল; বন্ধ্যা শূকরীরা আবার প্রসূতিদিগের চতুর্দ্দিকে থাকিল। বন্ধ্যাদিগের বাহিরে থাকিল অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক শূকরশাবকগণ; তাহাদের বাহিরে তরুণ শূকরসমূহ—যাহাদের দন্ত কেবল উদ্গত হইয়াছে, তাহাদের বাহিরে বড় বড় দাঁতাল শূকর এবং সকলের বাহিরে বৃদ্ধশূকরগণ। ইহা ছাড়া সে কোথাও দশটী, কোথাও বিশটী, কোথাও ত্রিশটী করিয়া বাছা বাছা শূকরের গুল্ম রাখিয়া দিল, নিজের অবস্থানের জন্য একটী গর্ত্ত এবং ব্যাঘ্রের পতনার্থ একটী শূর্পাকার গর্ত্ত খনন করাইল এবং এই গর্ত্তদ্বয়ের মধ্যে নিজে দাঁড়াইবার জন্য একটা পীঠ প্রস্তুত করাইল। ইহার পর সে বলবান্ যুদ্ধক্ষম শূকরদিগকে লইয়া ইতস্ততঃ গিয়া শূকরদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিল।

তক্ষক শূকর যতক্ষণ এই সকল কাজ করিয়াছিল, ততক্ষণে সূর্য্য উদিত হইল। ব্যাঘ্র এক ধূর্ত্ত জটিল তপস্বীর আশ্রমে থাকিত। সে বাহির হইয়া একটা শৈলশিখরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া শূকরেরা বলিল, "ভদন্ত, ঐ আমাদের শত্রু আসিয়াছে।" তক্ষক শূকর বলিল, "ভয় পাইও না; বাঘ যাহা করিবে, তোমরাও ঠিক ঠিক তাহাই করিও।" বাঘ গা-ঝাড়া দিল এবং যেন চলিয়া যাইতেছে এই ভাব দেখাইয়া প্রস্রাব করিল; শূকরেরাও তাহাই করিল। বাঘ শূকরদিগের দিকে তাকাইয়া মহাগর্জ্জন করিল; শূকরেরাও সেইরূপ করিল। শূকরদিগের কাণ্ড দেখিয়া বাঘ ভাবিল, 'এই শূকরগুলা ত আর পূর্ব্বের মত নাই; আজ ইহারা প্রতিশত্রু হইয়া গুল্মে গুল্মে অবস্থান করিতেছে; ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য সেনানায়কও আছে, আজ উহাদিগের কাছে যাওয়া বুদ্ধির কাজ হইবে না।' সে এইরূপে মরণভয়ে ভীত হইয়া প্রতিবর্ত্তনপূর্ব্বক সেই কূটজটিলের নিকটে গেল। তাহাকে রিক্তমুখে ফিরিতে দেখিয়া কূট তপস্বী নয়ম গাথা বলিল:—

৯। প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিয়াছ তুমি কি হে আজ?
অভয় করিলে দান সর্ব্বভূতে কিংবা, মৃগরাজ?
পেয়ে শূকরের দল রিক্তমুখে এলে কি কারণ?
নাই কি হে দন্তে বল? তাই বসি ভাবিছ এখন?

ইহার উত্তরে ব্যাঘ্র তিনটী গাথা বলিল:—

১০। দংশে না দশন আজ, দেহে নাই বল। একসঙ্গে মিশিয়াছে শূকর সকল।
দেখি এ নূতন কাণ্ড ভাবি বসি মনে, তারা বহু, আমি একা; যুঝিব কেমনে?

১১। দেখি মোরে ভয়ে যারা চৌদিকে ছুটিয়া স্ব স্ব বাসস্থানে পুকো যেত পলাইয়া,
এবে তারা এক সঙ্গে করিয়াছে জোট, তাকাইয়া মোর পানে করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ।
বুঝিতে এদের সঙ্গে সাধ্য মোর নাই; রিক্তমুখে হেথা আজ ফিরিলাম তাই।

১২। পেয়েছে ইহারা পরিনায়ক এখন, একবাক্যে আজ্ঞা তার করিছে পালন।
সবে মিলি পারে মোর জীবন বধিতে, চাই না শূকর-মাংস এখন খাইতে।

ইহা শুনিয়া কূট জটাধর বলিল,

১৩। একেশ্বর পুরন্দর করেন অসুর জয়,
একাকী শ্যেনের বীর্য্যে শতপক্ষিধ্বংস হয়;
একা ব্যাঘ্র করে বধ, দেখিলে হরিণ-দল,
বাছি বাছি বড় বড়; দেহে তার এত বল।

তখন ব্যাঘ্র বলিল,

১৪। জ্ঞাতিগণ একমনে মিলিত যগুপি সবে হয়,
ইন্দ্র, শ্যেন, ব্যাঘ্র,—কেহ তুল্যকক্ষ তাদের নয়।

জটিল তাহাকে উৎসাহ দিবার জন্য আবার দুইটী গাথা বলিল :—

১৫। "চটকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহঙ্গমগণ, একসঙ্গে বহু তারা করে বিচরণ;
উড়ে, বসে একসঙ্গে, আনন্দে কেমন। ভীত কি হইবে শ্যেন, বল, সে কারণ?
১৬। উড়িবার কালে পাখী একটী যেমন গণচ্যুত হয়, শ্যেন আসিয়া তখন
ছোঁ মারি ধরিয়া তারে নিজস্থানে যায়; বাঘেও শিকার করে ধরি এ উপায়।

দেখ, ব্যাঘ্ররাজ, তুমি নিজের বল জান না। ভয় কি? তোমাকে কেবল গর্জন করিয়া লম্ফ দিতে হইবে, তখন দুইটা শূকরও যে এক সঙ্গে থাকিবে, ইহা মনে হয় না।" জটিলের উৎসাহে ব্যাঘ্র তাহাই করিল।

এই ভাব প্রকটিত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১৭। নয়নে লোলুপদৃষ্টি লোভী জটাধর এরূপে উৎসাহ ব্যাঘ্রে দিল বার বার।
ভাবে ব্যাঘ্র, পূর্ব্ববৎ জয়ী হব রণে, দংষ্ট্রায়ুধ আক্রমিল দংষ্ট্রায়ুধগণে।

ব্যাঘ্র ফিরিয়া কিয়ৎক্ষণ পর্ব্বততলে অবস্থিতি করিল। শূকরেরা তক্ষক শূকরকে বলিল, "স্বামীন্, সেই চোর আবার আসিয়াছে।" তক্ষক শূকর তাহাদিগকে 'ভয় নাই' বলিয়া আশ্বাস দিল এবং নিজে উঠিয়া গর্ত্তদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সেই পীঠের উপর দাঁড়াইল। ব্যাঘ্র সবেগে তক্ষক শূকরের অভিমুখে লম্ফ দিল, তক্ষক নিজের দেহ বিপর্য্যস্ত করিয়া অধঃশিরে প্রথম গর্ত্তটীর মধ্যে পড়িল; বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া ব্যাঘ্রটাও সেই শূর্পাকার গর্ত্তে অস্থিমাংসপুঞ্জবৎ পতিত হইল। তক্ষক শূকর অমনি সবেগে উত্থিত হইল, ব্যাঘ্রের ঊরুদেশে নিজের দন্ত প্রবেশ করাইল, তাহার হৃদয় পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া মাংস খাইল, দংশনে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিল এবং তাহাকে গর্ত্তের বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তোমরা এই দাস ব্যাটাকে ধর।" যে সকল শূকর প্রথমে ব্যাঘ্রটার কাছে যাইতে পারিল, তাহারা এক এক গ্রাস মাংস পাইল; যাহারা পশ্চাতে গেল, তাহারা বলিতে লাগিল, "হাঁ গা, বাঘের মাংস কেমন?"

তক্ষকশূকর গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া শূকরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিল, "কেমন হে, তোমরা খুব খুসী হও নাই কি?" শূকরেরা বলিল, "স্বামীন্, ব্যাটাকে ত নিকাশ করিলেন, কিন্তু এই দাসীপুত্রের যে এক জন নায়ক আছে।" "কে সে?" "বাঘ সময় সময় যে মাংস লইয়া যাইত, সেই মাংসের খাদক এক কূট তপস্বী।" "তবে এস, সে

ব্যাটাকেও ধরা যাউক," ইহা বলিয়া তক্ষক শূকর তাহাদিগকে লইয়া লম্ফ দিতে দিতে চলিল।

এদিকে কূট তপস্বী ব্যাঘ্রের বিলম্ব দেখিয়া তাহার আগমনপথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সে শূকরদিগকে আসিতে দেখিয়া ভাবিল, "ইহারা বাঘটাকে মারিয়া, বোধ হয়, এখন আমাকে মারিতে আসিতেছে।" সে পলায়ন করিয়া এক উডুম্বর বৃক্ষে আরোহণ করিল। শূকরেরা বলিয়া উঠিল, "ভণ্ডব্যাটা একটা গাছে উঠিয়াছে।" "কোন্ গাছে?" "উডুম্বর গাছে।" "তবে চিন্তার কোন কারণ নাই। উহাকে এখনই ধরিতেছি।" ইহা বলিয়া তক্ষক তরুণ শূকরদিগকে ডাকিয়া ঐ বৃক্ষের মূল হইতে ধূলি মাটি খোঁড়াইয়া সরাইল, শূকরদিগের দ্বারা মুখ পূর্ণ করাইয়া জল আনাইল, এইরূপে কিয়ৎক্ষণের মধ্যে গাছটার সমস্ত শিকড়গুলি বাহির হইল; দেখা গেল গাছটা ঐ শিকড়গুলির উপর সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তখন তক্ষক অবশিষ্ট শূকরদিগকে দূরে যাইতে বলিল, নিজে জানুর উপর ভর দিয়া বসিল এবং বৃক্ষটার মূলে দন্তাঘাত করিল। যেন উহাতে কেহ কুঠারাঘাত করিয়াছিল, এই ভাবে মূল ছিন্ন হইল, গাছটা উল্টিয়া পড়িয়া গেল। কূট তপস্বী ভূতলে পতিত হইবার কালেই শূকরেরা তাহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিল এবং তাহার মাংস খাইয়া ফেলিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া বৃক্ষদেবতা বলিলেন।

১৮। বনজ বিটপিগণ একসঙ্গে রহে, মহাবাত-বেগ তাই অনায়াসে সহে।
সেইরূপ জ্ঞাতিগণ থাকিলে মিলিত, অরাতির ভয়ে কভু নাহি হয় ভীত।
একতার গুণে, হের, শূকরসকল একাঘাতে বিনাশিল ব্যাঘ্র মহাবল।

ব্যাঘ্র ও তাপস, এই উভয়ের বধবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা আর একটী গাথা বলিলেন :—

১৯। ব্রাহ্মণ, শার্দ্দূল আর, উভয়ের বধিয়া জীবন
মহানন্দে হৃষ্টচিত্তে শূকরেরা করিল গমন।

তক্ষক শূকর আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের আর কোন শত্রু আছে কি?" শূকরেরা বলিল, "না, প্রভু, আমাদের আর কোন শত্রু নাই।" অনন্তর তাহারা তক্ষক শূকরকে অভিষিক্ত করিয়া আপনাদের রাজা করিবার উদ্দেশ্যে জল অন্বেষণ করিতে গেল। তাহারা জটিলের পানীয় শঙ্খ দেখিতে পাইল। উহা দক্ষিণাবর্ত্ত ছিল। তাহারা ঐ শঙ্খবরে পূর্ণ করিয়া জল আনিয়া সেই উডুম্বর বৃক্ষের মূলেই তক্ষকের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিল। তাহারা তক্ষকের মস্তকোপরি অভিষেকোদক ঢালিয়া দিল এবং একটী শূকরীকে তাহার অগ্রমহিষী করিল। রাজাদিগকে উডুম্বর কাষ্ঠের পীঠে বসাইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খের জলে অভিষেক করিবার যে প্রথা আছে, তাহা এই সময় হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এই ব্যাপার বর্ণনা করিবার কালে শাস্তা শেষ গাথাটী বলিলেন :—

২০। উডুম্বর বৃক্ষমূলে সমবেত হয় আসি সকল শূকরে;
"রাজা তুমি আমাদের," বলি তারা তক্ষকের অভিষেক করে।

[এই ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ধনুর্গ্রহতিষ্য বুদ্ধি-কৌশলে সুনিপুণ ছিলেন।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই কূট জটিল, ধনুর্গ্রহতিষ্য ছিলেন তক্ষকশূকর এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

৪৯৩—মহাবাণিজ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসী কতিপয় বণিক্‌কে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহারা না কি বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিবার কালে শাস্তাকে মহাদান দিয়া ত্রিশরণে ও শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বলিয়াছিল, "ভদন্ত, আমরা সুস্থদেহে ফিরিতে পারিলে, আবার আসিয়া আপনার পায়ের ধূলা লইব।" অনন্তর তাহারা পঞ্চশত শকট লইয়া যাত্রা করিল এবং কিয়দ্দিন পরে এক কান্তারে প্রবেশ করিয়া পথ হারাইল। দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকেরা তখন জলহীন, খাদ্যহীন অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে নাগপরিরক্ষিত একটা ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখিতে পাইল। তাহারা গাড়ী খুলিয়া ঐ বৃক্ষের তলে উপবেশন করিল এবং উহার পত্র দেখিয়া মনে করিল, সে গুলি যেন জলসিক্ত হইয়াছে; শাখাগুলিও জলপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাহারা ভাবিল, 'এই বৃক্ষের মধ্যে বোধ হয় জলসঞ্চার হইতেছে, ইহার পূর্ব্বদিকের একখানি শাখা ছেদন করিয়া দেখা যাউক, বোধ হয়, আমরা তাহা হইতে পানার্থ জল পাইব।' তখন একজন বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক একটি শাখা ছেদন করিল; অমনি ছিন্ন স্থান হইতে তালস্কন্ধপ্রমাণ জলধারা নিঃসৃত হইল। বণিকেরা উহাতে স্নান করিল; জলপান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইল এবং তাহার পর দক্ষিণ দিকের একটী শাখা ছেদন করিল। তখন নানাবিধ সুরস খাদ্য বাহির হইল। উহা ভোজন করিয়া তাহারা পশ্চিমদিকের একটী শাখা ছেদন করিল, সেখান হইতে সালঙ্কারা রমণীগণ নির্গত হইল। তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া বণিকেরা উত্তরদিকের একটী শাখা ছেদন করিল। সেখান হইতে সপ্তরত্ন বর্ষণ হইল। বণিকেরা ঐ সকল রত্নে পঞ্চশত শকট পূর্ণ করিয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিল, যথাস্থানে ধন রক্ষা করিয়া গন্ধমালাদিহস্তে জেতবনে গমন করিল এবং শাস্তার বন্দনা ও অর্চ্চনা করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিল। পর দিন তাহারা মহাদান করিয়া বলিল, "ভদন্ত, যে বৃক্ষদেবতা আমাদিগকে ধন দিয়াছেন, এই দানের ফলপ্রাপ্তি তাঁহাকে অর্পণ করিব।" ইহা বলিয়া তাহারা সেই বৃক্ষদেবতাকে দানফল প্রদান করিল। আহারান্তে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ বৃক্ষদেবতাকে তোমরা দানফল প্রদান করিলে?" বণিকেরা তখন তথাগতের নিকট সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষ হইতে ধনলাভবৃত্তান্ত বলিল। শাস্তা বলিলেন, "তোমরা মাত্রাজ্ঞ; তৃষ্ণার বশ হও নাই বলিয়া ধন লাভ করিয়াছ, পূর্ব্বে কিন্তু মাত্রানভিজ্ঞ তৃষ্ণাবশ ব্যক্তিরা ধন ও জীবন উভয়ই হারাইয়াছিল।" অনন্তর তাহাদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসী নগরের নিকটে এই কান্তার ও এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। বণিকেরা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঐ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়াছিল।

অনন্তর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথাগুলিতে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রকট করিলেন:—

১। নানা রাজ্য হতে আসি মিলিয়া বণিজগণ
নেতৃপদে এক জনে করিল বরণ
শকট পুরিয়া পণ্যে যায় সবে এক সঙ্গে
করিতে বাণিজ্য যাহা ধন আহরণ।

২। পশে সে কান্তারে তারা; অন্ন জল নাই সেথা,
কোন্ পথে যাবে তাহা বুঝিতে না পারে,
দেখিতে পাইল শেষে সুন্দর ন্যগ্রোধ এক,
সুশীতল ছায়া তার সন্তাপ নিবারে।

৩। পর্ণাচ্ছদ তলে তার বসিল বাণিজগণ
পথশ্রান্তি ক্ষণকাল নিবারণতরে,
কিন্তু হায় মূর্খ তারা! মোহবশে পরস্পর
বসি সেথা এইরূপ বলা বলি করে:—

৪। "জলসিক্ত এই তরু, দেখি ভাই মনে লয়
হইতেছে মধ্যে এর জলের সঞ্চার,
কাটিয়া পূর্ব্বের শাখা দেখি মোরা পাই কি না
স্বাদুবারি, নিবারণ করিতে তৃষার।"

৫। কাটিল পূর্ব্বের শাখা, স্বচ্ছ অনাবিল জল
ধারাকারে সেথা হতে হইল নিঃসৃত,
সে জলে করিয়া স্নান, সে জল করিয়া পান
যত ইচ্ছা, বণিকেরা হল পুলকিত।

৬। কিন্তু, হায়, মূর্খ তারা! মোহবশে পরস্পর
এইরূপ বলা বলি করে পুনর্ব্বার:—
"এস, মোরা কাটি গিয়া দক্ষিণের শাখা এবে,
দেখা যাক লভি কিনা অন্য পুরস্কার।"

৭। কাটিল দক্ষিণ শাখা, অমনি নির্গত হ'ল
শালিতণ্ডুলের অন্ন, মাংস সুপ্রচুর,
আর্দ্রক, কুল্মাষ, গাঢ় নির্ম্মল পায়সসম,
মুদ্গসূপ-আদি আর দ্রব্য সুমধুর।

৮। দেখি এই সব দ্রব্য বণিকেরা হৃষ্টমনে
খাইল, করিল পান ইচ্ছা যত যার;
কিন্তু, হায়, মূর্খ তারা! মোহবশীভূত হয়ে
নূতন সঙ্কল্প এক করিল আবার।

৯। "পশ্চিমের শাখা এর চল, ভাই, কাটি এবে"
বলি তা'রা সেই শাখা করিল ছেদন,
অমনি সেখান হতে বাহির হইয়া এল
বিদ্যাধরীসমা সালঙ্কারা নারীগণ।

১০। আমৃষ্টকুণ্ডলা তারা, বিচিত্র বসন পরা,
শত শত নারী হেন দিল দরশন;
প্রত্যেক বণিকে পায় ভোগহেতু নারী এক,
নেতা পায় পঁচিশটী রমণীরতন।

১১। লয়ে এ রমণীগণ, ন্যগ্রোধে করি বেষ্টন
বণিকেরা করে কেলি শীতল ছায়ায়;
মনের উল্লাসে সবে, যতক্ষণ ছিল ইচ্ছা,
পূর্ণাহুতি দেয় তা'রা ভোগের তৃষ্ণায়।

১২। কিন্তু, হায়, মূর্খতারা! মোহবশে পরস্পর
এইরূপ বলা বলি করে পুনর্ব্বার:—
"চল, মোরা কাটি গিয়া উত্তরের শাখা এবে,
দেখা যা'ক পাই কিনা অন্য পুরস্কার।"

১৩। ছিন্ন হল সেই শাখা ; অমনি সেথান হতে
নিঃসরে বৈদূর্য্য, মুক্তা, রজত, কাঞ্চন ;
গালিচা কম্বল আদি * বহুমূল্য দ্রব্য কত
পড়িল যে তরুতলে, না যায় গণন।

১৪। পড়িল কাশিক বস্ত্র, উদ্রলোমজাত আর [১]
কম্বল পড়িল সেথা বহু স্তূপাকারে ;
দেখিয়া বণিকগণ বান্ধিতে লাগিল সবে
বোঝাই করিতে গাড়ী যে জন যা পারে।

১৫। কিন্তু, হায়, মূর্খ তারা। মোহবশে পরস্পর
বলা বলি এইরূপ করে আর বার :—
"এস, কাটি মূল এর ; কাটিলে সমূলে এরে
নিশ্চিত প্রভূত লাভ হবে সবাকার।"

১৬। শুনি এ দারুণ কথা সার্থবাহ পায় ব্যথা ;
উঠি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল সবায়,
"কল্যাণ ভাজন হও, তোমরা বণিক্‌গণ ;
কি দোষ করিল তরু বল ত আমায় ?

১৭। পূর্ব্বশাখা দিল স্বচ্ছ সলিল প্রচুর, দক্ষিণ করিল দান খাদ্য সুমধুর ;
পশ্চিম রমণী দিয়া তুষিল অন্তর ; সর্ব্বকাম্য বস্তু দান করিল উত্তর।
ন্যগ্রোধ কি অপরাধ করিয়াছে, বল ? সুখী হও, লভি সবে কল্যাণ সকল।

১৮। শোও, বসো যে তরুর শীতল ছায়ায়, শাখাচ্ছেদ তাহার কি উপযুক্ত হয় ?
এমন তরুর শাখা যে করে ছেদন, অকৃতজ্ঞ মিত্রদ্রোহী হয় সেই জন।"

১৯। সার্থবাহ একা, বণিকেরা বহু জন, না মানিল কেহ তারা তাহার বারণ।
লইল সকলে হস্তে নিশিত কুঠার ; আরম্ভিল বৃক্ষমূলে করিতে প্রহার।

বণিকেরা ছেদনের জন্য বৃক্ষমূলে গিয়াছে, দেখিয়াই নাগরাজ চিন্তা করিয়াছিলেন, 'ইহারা তৃষ্ণাতুর হইলে আমি জল দেওয়াইয়াছি, তাহার পর দিবাভোজন, শয়ন ও পরিচারিকা দিয়াছি ; শেষে পঞ্চশত শকট পূর্ণ করিয়া বহু বস্তুও দিয়াছি, এখন ইহারা বলে কি না যে, আমার এই গাছটীকে সমূলে ছেদন করিবে! ইহারা অতিলোভী ; এক সার্থবাহ বিনা অন্য সকলেই প্রাণদণ্ডার্হ।' ইহা ভাবিয়া তিনি, "এত জন বর্ম্মধারী যোদ্ধা, এত জন তীরন্দাজ, এত জন অসিচর্ম্মধর ছুটিয়া যাও" বলিয়া সেনা সমবেত করিলেন।

এই বৃত্তান্ত শাস্তা নিম্নলিখিত গাথায় আরও বিশদ করিলেন :—

২০। আসিল ধাইয়া নাগ পঁচিশটী, বর্ম্মাবৃত কায় ;
তিন শত তীরন্দাজ, অসিচর্ম্মধর শত ছয়।

অতঃপর নাগরা ভাক্ত গাথা :—

* মূলে 'কুত্তিয়ো পটিযানি চ' আছে। টীকাকার বলেন, "কুত্তিযো হত্থত্থরাদয়ো, পটিযানি উণ্ণাময় পচ্চত্থরণানি সেত কম্বলানি পি বদন্তি।" বোধ হয়, ইহাতে শাল বা তাহার মত অন্য কোন বহুমূল্য পশমী বস্ত্র বুঝিতে হইবে।

১ মূলে "উদ্দিয়ানেচ কম্বলে" আছে। টীকাকার বলেন, 'উদ্দিয়া নাম কম্বলা অত্থি।' কিন্তু ইহাতে দ্রব্যটী যে কি, তাহা বুঝা যায় না। "উদ্দিয়" শব্দটী সংস্কৃত উদ্র শব্দজ কি ? উদ্র বলিলে উদ্‌বিড়াল কিংবা তৎসদৃশ দীর্ঘলোমবিশিষ্ট জন্তু বুঝা যাইতে পারে।

২১। বান্ধ, মার দুষ্টগণে, ফিরি যেন নাহি যায় প্রাণ লয়ে কেহ,
সার্থবাহ বিনা আর কর অন্য সবাকার ভস্মীভূত দেহ।

নাগগণ তাহাই করিল। অনন্তর তাহারা উত্তর শাখা হইতে পতিত কম্বলাদি পঞ্চশত শকটে স্থাপন করিয়া সার্থবাহকে সঙ্গে লইল, নিজেরাই সে সমস্ত বারাণসীতে লইয়া গেল, তাঁহার গৃহে সে গুলি রাখিয়া দিল এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া নাগলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অনন্তর শাস্তা উপদেশ দিবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন :—

২২। এ কারণ সুধীজন আত্মহিত লক্ষ্য করি
লোভবশীভূত যেন হয় না কখন;
করি লোভ সংবরণ চলুক সে অনুক্ষণ;
হবে না প্রফুল্ল তার অরাতির মন।

২৩। দুঃখের জননী তৃষ্ণা; দেখি তার হেন দোষ
বীততৃষ্ণ, অনাসক্ত হও, ভিক্ষুগণ,
হও ধ্যানপরায়ণ; পালিলে এ ভিক্ষুধর্ম্ম
নিশ্চয় করিবে ভববন্ধন ছেদন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, পূর্ব্বে লোভপরায়ণ বণিকেরা মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, অতএব কাহারও লোভপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।"

অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই বণিকেরা স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

[সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই নাগরাজ এবং আমি ছিলাম সেই সার্থবাহ।)

৪৯৪—স্বাধীন-জাতক।

[কতিপয় উপাসক পোষধব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা বলিয়াছিলেন, "উপাসকগণ, প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্বীয় পোষধকর্ম্মের বলে মানবদেহেই দেবলোকে গমনপূর্ব্বক সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন।" অনন্তর উপাসকদিগের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছেন :—]

পুরাকালে মিথিলায় স্বাধীন-নামক এক ব্যক্তি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। তিনি চতুর্দ্বারে, নগরমধ্যে ও প্রাসাদদ্বারে ছয়টী দানশালা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এমন মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে, সমস্ত জম্বুদ্বীপে আর কৃষিদ্বারা ধান্যোৎপাদনের প্রয়োজন ছিল না। এই দানে তিনি প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেন। তিনি পঞ্চশীল রক্ষা করিতেন এবং পোষধ পালন করিতেন, রাষ্ট্রবাসীরাও তাঁহার উপদেশমত চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিত এবং মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মলাভ করিত। ইহাতে দেবরাজের সুধর্ম্ম-নামক দেবসভা পরিপূর্ণ হইল। দেবপুত্রেরা সেখানে আসীন হইয়া দেবরাজের নিকট মিথিলারাজের শীলাচারাদি গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া অন্য দেবতারা মিথিলারাজকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। দেবরাজ শক্র তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা স্বাধীন রাজাকে দেখিতে চাও কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "হাঁ, দেবরাজ।"

"তখন শক্র মাতলিকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, বৈজয়ন্ত রথ যোজন করিয়া স্বাধীনকে এখানে আনয়ন কর।" মাতলি "যে আজ্ঞা" বলিয়া রথ যোজনপূর্ব্বক মিথিলা রাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

সে দিন পূর্ণিমা তিথি। লোকে সায়মাশ সমাপনপূর্ব্বক আরামের জন্য স্ব স্ব দ্বারদেশে বসিয়া আছে, এমন সময়ে মাতলি চন্দ্রমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে রথ চালাইতে লাগিলেন। লোকে প্রথমে মনে করিল, বুঝি দুইটী চন্দ্র উদিত হইয়াছে। কিন্তু যখন রথখানি চন্দ্রমণ্ডল অতিক্রম করিয়া আসিতে লাগিল, তখন তাহারা বলিল, "এত চন্দ্র নয়! এ রথ, ইহাতে এক জন দেবপুত্র আছেন বলিয়া মনে হয়। ইনি কাহার জন্য এই স্বপ্নকল্পিতবৎ সৈন্ধবযুক্ত দিব্য রথ আনয়ন করিতেছেন? বোধ হয়, আমাদের রাজার জন্যই; অন্যের জন্য নহে। আমাদের রাজা ধার্ম্মিক; তিনি ধর্ম্মরাজ।" ইহা বলিতে বলিতে তাহারা আনন্দে পুলকিত হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইয়া প্রথম গাথা বলিল:—

১। অহো কি অদ্ভুত দৃশ্য! সর্ব্ব অঙ্গ আনন্দে শিহরে;
দিব্যরথ-প্রাদুর্ভূত যশস্বী মিথিলারাজ তরে!

মাতলি রথখানি ভূতলের আরও নিকটে আনয়ন করিলেন; লোকে গন্ধমালাদি দ্বারা পূজা করিতে লাগিল; মাতলি মিথিলা নগরী তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া রাজভবনের দ্বারদেশে গিয়া রথ ফিরাইলেন এবং পশ্চিমদিকের বাতায়ন-দেহলীর নিকটে স্বর্গারোহণ-সজ্জায় অবস্থিত হইলেন। ঐ দিন রাজা দানশালাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, কি নিয়মে দান করিতে হইবে, কর্ম্মচারীদিগকে তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন এবং পোষধগ্রহণান্তে সমস্ত দিবাভাগ অতিবাহনপূর্ব্বক অমাত্যগণসহ অলঙ্কৃত মহাবেদিতে পূর্ব্বদিকের বাতায়নাভিমুখে আসীন হইয়া ধর্ম্মযুক্ত কথোপকথন করিতেছিলেন। এই সময়ে মাতলি তাঁহাকে রথারোহণের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং অনুরোধান্তে তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন:—

২। দেবপুত্র, ঋদ্ধিমান্, দেবেন্দ্রের সারথি মাতলি
করিলেন নিমন্ত্রণ বিদেহরাজেরে এই বলি:—
৩। "এই রথে আরোহণ কর তুমি, নৃপতিপ্রধান;
সেন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেব দেখিতে তোমায় সবে চান।
স্মরেন তোমারে তাঁরা; রয়েছেন তব প্রতীক্ষায়
সমবেত হয়ে সবে মহেন্দ্রের সুধর্ম্ম-সভায়।"
৪। ফিরাইয়া মুখ ভূপ মাতলিরে করিয়া দর্শন
সহস্র তুরঙ্গযুক্ত দেবরথে করে আরোহণ;
আরোহি সে দিব্যরথে দেবলোকে করিলা গমন।
৫। উপস্থিত দেখি তাঁরে দেবপুত্রগণ হৃষ্টমনে
করিলা অভিনন্দন সুমধুর স্বাগত-বচনে:—
"এস, হে রাজর্ষে, মোরা বড় সুখ পাইলাম আজ;
আসন গ্রহণ কর দেবেন্দ্রের পাশে, মহারাজ।"
৬। শক্র নিজে অভ্যর্থনা করিলেন মিথিলারাজের,
দিলেন আসন তাঁরে, আর যত সামগ্রী ভোগের।

৭। বলেন দেবেন্দ্র তাঁরে, "দেবলোকে তব আগমন
হয়েছে, রাজর্ষে, আজ সাতিশয় সুখের কারণ।
যত কাম্য বস্তু আছে, সমস্তই দেবের আয়ত্ত;
ত্রয়স্ত্রিংশ লোকে থাকি কর ভোগ দিব্য সুখ নিত্য।"

দেবরাজ শক্র দশসহস্র যোজনব্যাপী দেবনগর, সার্দ্ধ দ্বিকোটি অপ্সরা এবং বৈজয়ন্ত প্রাসাদ, ঠিক দুই সমান ভাগ করিয়া মিথিলারাজকে এক ভাগ দান করিলেন। এই দেবসম্পত্তি ভোগ করিতে করিতে রাজা স্বাধীন মনুষ্যগণনায় সপ্তশত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু দেবলোকে এই ভাবে অবস্থিতি করিতে করিতে ক্রমে তিনি ক্ষীণপুণ্য হইলেন, তিনি দিব্য সুখে আর প্রীতি পাইলেন না। এই জন্য একদিন তিনি শক্রের সঙ্গে আলাপ করিবার কালে বলিলেন,

৮। স্বর্গে আমি এত দিন নৃত্যবাদ্যগীতে পরম আনন্দ আমি পাইতাম চিতে,
এবে কিন্তু এ সকলে হই না প্রসন্ন হইল কি আয়ুঃক্ষয়? মরণ আসন্ন?
অথবা কি মূঢ় আমি হয়েছি এখন? এ দশা, দেবেশ, মোর হল কি কারণ?

শক্র উত্তর দিলেন:—

৯। হয় নাই আয়ুঃক্ষয়; সুদূর মরণ তব,
হও নাই মূঢ় তুমি অথবা, বীরপুঙ্গব।
পুণ্য ও পরিত্রা * তব হয়েছে নিঃশেষ এবে,
সুফল তাহার আর কেমনে পাইবে তবে?

১০। তথাপি এখানে থাকি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবসহ
ভুঞ্জ মম অনুগ্রহে দিব্য সুখ অহরহ।

শক্রের অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন:—

১১। যাচ্ঞা লব্ধ যান, কিংবা যাচ্ঞা লব্ধ ধন—অপরের দত্ত সুখ তাহারই মতন।

১২। পরদত্ত সুখ আমি ভুঞ্জিতে না চাই; নিজকৃত পুণ্যফলে সুখ যেন পাই।
তাহাই প্রকৃত সুখ, নিজস্ব আমার, পর অনুগ্রহ বিনা প্রাপ্তি ঘটে যার।

১৩। তাই আমি নরলোকে ফিরিয়া এখন করিব কুশলকর্ম্ম বহু সম্পাদন।
হইব সংযমী, দান্ত, দানশীল আর, সেই সুখী, হয় যেই হেন সদাচার।
ধরে না এমন কার্য্য সে যেন কখন, অনুতাপানলে দগ্ধ হয় যাতে মন।

রাজার কথা শুনিয়া শক্র মাতলিকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, রাজা স্বাধীনকে মিথিলায় লইয়া তত্রত্য উদ্যানে রাখিয়া আইস।" মাতলি তাহাই করিলেন। রাজা উদ্যানে পাদবিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উদ্যানপাল পরিচয় লইল এবং নারদ রাজাকে গিয়া সংবাদ দিল। স্বাধীন আসিয়াছেন শুনিয়া নারদ উদ্যানপালকে বলিলেন, "তুমি অগ্রে গিয়া তাঁহার এবং আমার জন্য দুই খানি আসন সাজাইয়া রাখ।" উদ্যানপাল ফিরিয়া গিয়া তাহাই করিল। স্বাধীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার জন্য দুই খানি আসন সজ্জিত করিলে?" উদ্যানপাল উত্তর দিল, "এক খানি আপনার জন্য এবং একখানি আমাদের রাজার জন্য।" ইহা শুনিয়া স্বাধীন বলিলেন, "এমন কোন্ প্রাণী আছে যে, আমার সম্মুখে আসনে বসিতে পারে।" অনন্তর তিনি এক খানি আসনে উপবেশন করিয়া অপর

* পরিত্রা— (পালি 'পরিত্তা') যাহা রক্ষা করে অর্থাৎ অপায় বা বিপদ্ হইতে ত্রাণ করে।

খানির উপর পাদ স্থাপন করিলেন। এই সময়ে রাজা নারদ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বাধীনকে বন্দনা করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শুনা যায় যে, এই নারদ স্বাধীনের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তখন নাকি লোকের পরমায়ুঃ একশত বৎসর ছিল। মহাসত্ত্ব নিজপুণ্যবলেই এত কাল জীবন ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নারদের হাত ধরিয়া উদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে তিনটী গাথা বলিলেন :—

১৪। এই কৃষিক্ষেত্র সব, এই জলনালি,
সুন্দর নির্গমপথ রয়েছে তাহার
জল-নিঃসরণ তরে; দুই পাশে তার
সবুজ তৃণের রাজি শোভে মনোহর।
এই স্রোতস্বতীগণ কুল কুল তানে
বহিতেছে, পূর্ব্বে তারা বহিত যেমন।

১৫। অতি রমণীয় এই পুষ্করিণী সব,
পদ্মোৎপলসমাচ্ছন্ন জল নিরমল।
চক্রবাক-মিথুনের মধুর কূজনে
সদা মুখরিত; হের শোভে তটদেশে
মন্দার তরুর রাজি মনোহর বেশে।

১৬। সেই ক্ষেত্র, সেই স্থান, সেই উপবন,
সেই নদী, পুষ্করিণী রয়েছে সকলি'
কিন্তু যারা পরিচিত আছিল আমার,
কোথা তারা? এক জন(ও) দেখিতে না পাই।
চিনে না আমায় কেহ এখানে এখন,
শূন্যবৎ চক্ষে সব, নারদ, আমার।

নারদ বলিলেন, "আপনি দেবলোকে প্রস্থান করিবার পর সপ্তশত বৎসর অতীত হইয়াছে; আমি আপনার অধস্তন সপ্তম পুরুষ। আপনার সেবকগণ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই আপনার কুলক্রমাগত রাজ্য; আপনি ইহা ভোগ করুন।" ইহার উত্তরে স্বাধীন বলিলেন, "বৎস নারদ, আমি এখানে রাজ্যলাভের জন্য আসি নাই। আমি এখন পুণ্যানুষ্ঠান করিব।

১৭। দেখিয়াছি কত আমি দেবতা-ভবন,
চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত প্রভায় যাহার,
যাপিয়াছি কত কাল দেবতা সমাজে,
দেখিয়াছি দেবরাজে বসিয়া সম্মুখে।

১৮। দেবলোকে দীর্ঘকাল যাপিয়াছি আমি,
দিব্যসুখ সর্ব্ববিধ করিয়াছি ভোগ।
সর্ব্বকাম্যবস্তুভোগী ত্রয়স্ত্রিংশ দেব;
তাঁহাদের সঙ্গে সুখ পেয়েছি প্রচুর।

১৯। দেখি এ সকল, ভুলি এ স্বর্গ সুখ,
ফিরিনু হেথায় পুণ্য উপার্জন তরে,
চলিব ধর্ম্মের পথে বাঁচি যত দিন।
ইচ্ছা মোর নাই আর রাজত্ব করিতে।

২০। যে পথে চরিলে জীব দণ্ড নাহি পায়,
বুদ্ধ-প্রদর্শিত সেই সুপথে এখন
চরিতে সংকল্প মম—তথাগতগণ
সে পথে চরিয়া লাভ করেন নির্ব্বাণ।"

মহাসত্ত্ব নিজের সর্ব্বজ্ঞতা-বলে এই গাথা কয়েকটীতে সমস্ত সংক্ষেপে বলিলেন। তখন নারদ বলিলেন, "দেব, আপনি রাজ্য শাসন করুন।" স্বাধীন বলিলেন, "বৎস, রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। এই সপ্তশত বৎসরে আমি যে দান করিতাম, এখন এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তাহা দান করিতে ইচ্ছা করি।" নারদ বলিলেন, "ইহা অতি উত্তম সঙ্কল্প।" তিনি মহাসত্ত্বের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মহাদানের আয়োজন করিলেন। স্বাধীন সপ্তাহ কাল দান করিয়া সপ্তম দিবসে দেহত্যাগপূর্ব্বক ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

[ধর্ম্মদেশনান্তে শাস্তা বলিলেন, "পোষধব্রত এই রূপেই পালন করিতে হয়।" অতঃপর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া উপাসকদিগের কেহ কেহ স্রোতাপত্তি-ফল, কেহ কেহ বা সকৃদাগামী ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন নারদ রাজা, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম স্বাধীন রাজা।]

৪৯৫–দশব্রাহ্মণ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অসদৃশ দানসম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত অষ্টনিপাতে সুচির-জাতকে † বলা হইয়াছে। শুনা যায়, এই দান করিবার কালে রাজ বুদ্ধপ্রমুখ এমন পঞ্চশত ভিক্ষু বাছিয়া লইয়াছিলেন, যাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে পাপক্ষয় ‡ হইয়াছিল। তিনি কেবল তাঁহাদিগকেই দান দিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মশালায় এই দানের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছিলেন, "দেখ ভাই, রাজা এই অসদৃশ দানের জন্য এমন ভাবে পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন যে, যাঁহাদিগকে দিলে দাতার মহাফল-প্রাপ্তি হইবে, কেবল তাঁহারাই দান পাইয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার ন্যায় বুদ্ধের সেবক হইয়া কোশলরাজ যে পাত্রাপাত্র স্থির করিয়া দান করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা ঔচিত্যানৌচিত্য-বিচারপূর্ব্বক দান করিতেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে যুধিষ্ঠির-গোত্রজ কৌরব্য নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। বিদুর-নামক এক ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্মার্থানুশাসক ছিলেন। কৌরব্য এমন মহাদান করিতেন যে, তাহাতে সমস্ত জম্বুদ্বীপের অধিবাসী বিস্মিত হইয়াছিল।§ কিন্তু যাহারা এই দান লাভ করিয়া ভোগ করিত, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও, অন্যকথা দূরে থাকুক, পঞ্চশীল পর্য্যন্ত পালন করিত না। তাহারা সকলেই দুঃশীল ছিল, কাজেই রাজা

* যে দানের তুলনা নাই অর্থাৎ যাহা অসাধারণ।

† এনামে কোন জাতক দেখা যায় না। আদীপ্ত-জাতকের (৪২৪) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে ইহার উল্লেখ আছে, কিন্তু সেখানেও ইহা অতি সংক্ষেপেই বর্ণিত হইয়াছে। সবিস্তর বিবরণের জন্য মহাগোবিন্দ-সূত্রের অর্থকথা দ্রষ্টব্য।

‡ যাঁহারা মহাক্ষীণাস্রব ছিলেন অর্থাৎ যাঁহাদের কাম, জীবনাকাঙ্ক্ষা ও অবিদ্যা লোপ পাইয়াছিল।

§ আক্ষরিক অনুবাদ করিলে বলিতে হয় "বিক্ষুব্ধ" হইয়াছিল।

এত দান করিয়াও পরিতোষ লাভ করিতে পারিতেন না। অনন্তর তিনি ভাবিলেন, বিচারপূর্ব্বক দান করিলেই তাহা মহাফলপ্রদ হয়। যে সকল ব্যক্তি শীলবান্ তিনি তাঁহাদিগকেই দান করিবার অভিলাষী হইয়া বিদুর পণ্ডিতের সহিত মন্ত্রণা করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং বিদুর যখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন, তখন তাঁহাকে আসনে বসাইয়া প্রশ্ন করিলেন।

ইহা বিশদ করিবার জন্য শাস্তা অর্দ্ধগাথা বলিলেন, অবশিষ্ট গাথাগুলি রাজা ও বিদুরের বচন-প্রতিবচন।

১। বলিলেন বিদুরকে ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির,
"শীলবান্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ কর খুঁজি ব্রাহ্মণ বাহির।
২। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"
৩। "শীলবান্, শাস্ত্রাভিজ্ঞ, বীতকাম ব্রাহ্মণ দুর্লভ;
অন্বেষণ করে, ভূপ, হেন পাত্র পাওয়া অসম্ভব।
৪। ব্রাহ্মণ, লক্ষণভেদে, দশবিধ করি দরশন;
একে একে পরিচয় সবাকার দিতেছি, রাজন্।
৫। শিকড়ে পুরিয়া থলি ঔষধের মোড়ক বান্ধিয়া,
স্নান করি, মন্ত্র পড়ি বাড়ী বাড়ী বেড়ায় ঘুরিয়া,
৬। বৈদ্য ব্যবসায়ী, তবু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত।
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"
৭। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান,
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।
বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন,
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"
"ধনীদের আগে আগে করতাল বাজাইয়া যায়,
রথশিল্পে পটু কেহ, * কেহ বা সংবাদ লয়ে ধায়;
১০। পরসেবা-রত, তবু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত।
জানি এ লক্ষণ; ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"
১১। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান,
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।
১২। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"
১৩। 'কমণ্ডলু, বক্রদণ্ড করে লয়ে নিগমে বা গ্রামে
রাজার পশ্চাতে ছুটে, ধর্ণা দেয় ধনীদের ধামে,
১৪। স্পর্দ্ধা করে, 'ছাড়ি, নাক ভিক্ষা না পাইলে কোন স্থান,
কি বা গ্রামে, কি বা বনে নড়ি মোরা সর্ব্বত্রই যান।'
করগ্রাহী রাজদূত্য করাদায় না করি যেমন
ছাড়ে না, এরাও ঠিক সেই মত করয়ে পীড়ন।
অথচ ব্রাহ্মণ নামে সমাজে ইহারা পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

---

* রথকার-বৃত্তি অতি হেয় ছিল।

১৫। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান
১৬। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
'সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"
১৭। ১৮। "হস্তে, পদে দীর্ঘ নখ, মুখ, আর কক্ষ রোমাবৃত,
মলে আচ্ছাদিত দন্ত, মস্তকটী ধূলি ধূসরিত;
ধূলিভস্মে অঙ্গ মাখা— হঠাৎ দেখিলে মনে হয়,
যেন কোন কাঠুরিয়া কোথা হতে হইল উদয়।
অথচ সমাজে এরা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত।
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"
১৯। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান,
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান?
২০। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"
২১। "হরীতকি, আমলকি, আম, জাম, বহেড়া, লকুচ,
দাঁতন, বদরি, বেল, পিয়ালের ফল সুমধুর,
২২। ইক্ষুপুট, ধূমনেত্র,* পদ্মমধুমিশ্রিত অঞ্জন,
এরূপ বিবিধ পণ্য বেচি যারা করে অর্থার্জ্জন,
২৩। বণিক্‌সমান তারা, তবু বিপ্র নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"
২৪। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান,
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।
২৫। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"
২৬। "কৃষি ও বাণিজ্য করে, ছাগমেষ অর্থ-হেতু পালে,
কন্যা বেচে, কন্যা কেনে তনয়ের বিবাহের কালে,—
২৭। বৈশ্য বা অম্বষ্ঠসম; তবু বিপ্র নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"
২৮। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান,
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।
২৯। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
সুপাত্রে করিয়া দান বহুপুণ্য করিব অর্জ্জন।"
৩০। ৩১। গ্রাম্য পুরোহিত সাজি যজমানদত্ত ভোজ্য খায়;
শুভক্ষণ নির্দ্ধারিতে কত লোক সদা আসে যায়;
খাসী করে, দাগা দেয় গো মহিষে অর্থের কারণে;
মহিষ, শূকর, ছাগ বধি মাংস বেচে সংগোপনে;
গো-ঘাতক সম এরা, তবু বিপ্র নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"
৩২। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।

* 'ধূমনেত্র' এক প্রকার নালিকা। আগুনে ঔষধ নিক্ষেপ করিয়া শ্বাসের সহিত তাহার ধূম টানিয়া লইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত।

৩৩। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন,
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"

৩৪। "অসিচর্ম্মশক্তি লয়ে বৈশ্যদের যাতায়াত পথে
সার্থবাহগণে যারা রক্ষা করে দস্যুহস্ত হতে;

৩৫। গোপ বা নিষাদসম— তবু বিপ্র নামে পরিচিত।
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

৩৬। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান,
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।

৩৭। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন,
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"

৩৮। অরণ্যে কুটীর বান্ধি, ফাঁদ পাতি করয়ে বন্ধন
শশক, বিড়াল, গোধা মৎস্য, কূর্ম্ম আদি জীবগণ,

৩৯। ব্যাধবৃত্তিধারী এরা, তবু বিপ্র নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

৪০। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।

৪১। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"

৪২। সোমযজ্ঞ-অন্তে যবে রত্নাসনে নরপতিগণ
তীর্থজল ঢালি দেহে করে নিজ পাপ প্রক্ষালন,
আসনের নিম্নে থাকে ধনলোভে কেহ সে সময়,

৪৩। নাপিতের বৃত্তি ইহা বিচারিয়া দেখ, মহাশয়,
তথাপি সমাজে সেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

৪৪। "ইহারা ব্রাহ্মণ্যহীন যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।

৪৫। বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন,
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।"

যাহারা কেবল সমাজের ব্যবহারানুসারে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য, এইরূপে তাহাদের প্রকৃতি প্রদর্শন করিয়া, যাঁহারা প্রকৃতই ব্রাহ্মণপদবাচ্য, নিম্নের গাথাদ্বয়ে বিদুর তাঁহাদের চরিত্র বর্ণন করিলেন;—

৪৬। শীলবান্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ আছে, দেব, অনেক ব্রাহ্মণ
বীতকাম; যোগ্য যারা অন্ন তব করিতে ভোজন।

৪৭। একাহারী; সুরা তারা ভ্রমেও না পরশে কখন;
ঈদৃশ ব্রাহ্মণ, ভূপ, আনিব করিয়া নিমন্ত্রণ।

বিদুরের কথা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য বিদুর, এবংবিধ অগ্রদানার্হ ব্রাহ্মণেরা কোথায় থাকেন?" বিদুর উত্তর দিলেন, "মহারাজ, তাঁহারা উত্তর হিমবন্তে নন্দমূল গুহায় অবস্থিতি করেন।" "পণ্ডিতবর, যদি এইরূপ হয়, তবে তুমি নিজের প্রভাববলে তাঁহাদিগের সন্ধান কর।" অনন্তর রাজা মনের আনন্দে বলিলেন,

৪৮। প্রকৃত ব্রাহ্মণ যাঁরা, শাস্ত্রাভিজ্ঞ যাঁরা শীলবান্;
নিমন্ত্রিয়া আন হেথা অতিশীঘ্র করিয়া সন্ধান।

[illegible] তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতে সম্মত হইয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা মহারাজ।

আপনি ভেরী বাজাইয়া নগরবাসীদিগকে বলুন যে, তাহারা সমস্ত নগর সুসজ্জিত করুক, দান দিউক, পোষধ পালন করুক, এবং শীলপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউক। আপনি নিজেও পরিজনসহ পোষধপালনে রত হউন।" অনন্তর, প্রত্যূষে ভোজনসমাপনান্তে শীলগ্রহণ-পূর্ব্বক তিনি একটী জাতীপুষ্পপূর্ণ করণ্ড আনাইলেন এবং রাজার সহিত পঞ্চাঙ্গে* প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রত্যেকবুদ্ধদিগের গুণ স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন, "যে পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধ উত্তর হিমবন্তে নন্দমূলগুহায় বাস করেন, তাঁহারা যেন আগামী কল্য আমাদের ভিক্ষা গ্রহণ করেন।" এইরূপে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি আকাশে অষ্ট মুষ্টি পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধ যেখানে বাস করিতেন, পুষ্পগুলি সেখানে গিয়া তাঁহাদের গায়ে পড়িল। তাঁহারা ধ্যানবলে ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং বলাবলি করিতে লাগিলেন, "মারিষগণ, বিদূরপণ্ডিত আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইনি যে সে লোক নহেন, স্বয়ং বুদ্ধাঙ্কুর;—এই কল্পেই বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। ইঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে।" এই বলিয়া তাঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। পুষ্পগুলি ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিলেন যে, নিমন্ত্রণ গৃহীত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, প্রত্যেকবুদ্ধগণ আগামী কল্য আগমন করিবেন। তাঁহাদের সৎকার ও সম্মানের আয়োজন করুন।"

পরদিন রাজা মহাসৎকারের আয়োজন করিয়া মহাবেদীর উপর মহার্হ আসন সজ্জিত করাইয়া রাখিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ অনবতপ্ত হ্রদে স্নানাদি করিয়া যখন দেখিলেন, প্রাণরক্ষার জন্য আহারাদির বেলা উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা আকাশপথে গমন-পূর্ব্বক রাজাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা ও বোধিসত্ত্ব প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের হস্ত হইতে পাত্রগুলি গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকে প্রাসাদের উপরি তলে লইয়া গেলেন এবং উপবেশন করাইয়া দক্ষিণোদক-প্রদানান্তে খাদ্য ও ভোজ্য পরিবেষণ করিতে লাগিলেন।

প্রত্যেকবুদ্ধদিগের ভোজন শেষ হইলে রাজা তাঁহাদিগকে পর দিনের জন্যও নিমন্ত্রণ করিলেন। এইরূপে উপর্য্যুপরি সাতদিন মহাদান চলিল। সপ্তম দিনে রাজা সর্ব্বপরিষ্কার দান করিলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধগণ রাজার দান অনুমোদনপূর্ব্বক আকাশপথেই স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন, পরিষ্কারগুলিও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল।

[এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কোশলরাজ আমার ভক্ত; তিনি যে পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া দান করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা এইরূপ দান করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম বিদূর পণ্ডিত।]

৪৯৬—ভিক্ষাপারম্পর্য্য-জাতক।

শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভূস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি না কি এক জন শ্রদ্ধাবান্ ও নিষ্ঠাবান্ উপাসক ছিলেন। তিনি নিয়ত তথাগতের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের মহাসৎকার

---

* কপাল, কটিদেশ, কনুই, জানু ও পা, এই পঞ্চ অঙ্গ দ্বারা মাটি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কহে। "সাষ্টাঙ্গ প্রণাম" বলিলে কপাল, দুই হাত, বুক, দুই জানু ও দুই পা দ্বারা মাটি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করা বুঝায়।

করিতেন। তিনি এক দিন ভাবিলেন, 'আমি প্রত্যহ উৎকৃষ্ট ভোজ্য এবং দুক্লবস্ত্র দিয়া বুদ্ধরত্নের ও সঙ্ঘরত্নের সৎকার করিয়া থাকি, ইদানীং ধর্ম্মরত্নেরও সৎকার করিব; কিন্তু ধর্ম্মরত্নের সৎকার করিবার জন্য কি অনুষ্ঠান আবশ্যক?" অনন্তর তিনি প্রচুর গন্ধমাল্যাদি লইয়া জেতবনে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, ধর্ম্মরত্নের সৎকার করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, এই সৎকারের জন্য কি কর্ত্তব্য, দয়া করিয়া বলুন।" শাস্তা বলিলেন, "যদি ধর্ম্মরত্নের সৎকার করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে আনন্দের সৎকার কর, কারণ তিনি ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক।" ভূস্বামী "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাহাই অঙ্গীকার করিলেন এবং পরদিন আনন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরমসমাদরে নিজের গৃহে লইয়া গেলেন। তিনি স্থবিরকে মহার্ঘ আসনে উপবেশন করাইলেন, গন্ধমাল্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন, তাঁহার ভোজনের জন্য নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য এবং পরিধানের জন্য ত্রিচীবর প্রস্তুত হইতে পারে, এই পরিমাণ বহুমূল্য বস্ত্র দান করিলেন। স্থবির ভাবিলেন, 'এই সৎকার ধর্ম্মরত্নের জন্য, আমি ইহার উপযুক্ত নহি, অগ্রশ্রাবক ধর্ম্মসেনাপতিই ইহা পাইবার যোগ্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ভূস্বামিদত্ত অন্ন ও বস্ত্র বিহারে আনিয়া স্থবির সারিপুত্রকে দান করিলেন। সারিপুত্র ভাবিলেন, 'এই সৎকার ধর্ম্মরত্নের জন্য; যিনি ধর্ম্মস্বামী, কেবল সেই সম্যক্‌সম্বুদ্ধই ইহা পাইবার যোগ্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ঐ সমস্ত উপহার দশবলকে দান করিলেন। শাস্তা নিজের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পাত্র দেখিতে পাইলেন না, কাজেই তিনি সেই অন্ন ভোজন করিলেন, চীবরশাটকও গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষুরা এই সম্বন্ধে ধর্ম্মসভায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভূস্বামী ধর্ম্মরত্নের সৎকার করিবার জন্য ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির আনন্দকে অনেক দান করিয়াছিলেন; কিন্তু আনন্দ ভাবিয়াছিলেন, তিনি এই দানের যোগ্য পাত্র নন, একারণ তিনি সমস্ত দ্রব্য ধর্ম্মসেনাপতিকে দিয়াছিলেন। তিনিও আপনাকে ইহার অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সে সমুদায় তথাগতকে দান করিয়াছিলেন। তথাগত দেখিলেন, তাঁহা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি নাই; তিনি ধর্ম্মস্বামী, অতএব তিনিই এ দানের উপযুক্ত পাত্র। কাজেই তিনি সেই উপাসকদত্ত অন্ন ভোজন করিয়াছেন, চীবরশাটকও গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে সেই অন্ন যিনি উহার উপযুক্ত তাঁহারই ভোগ্য বলিয়া স্বামীর পাদমূলেই পতিত হইয়াছে।" ভিক্ষুরা এইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, ভিক্ষুগণ, কেবল এখনই যে পিণ্ডপাত পারম্পর্য্যবশতঃ উপযুক্ত পাত্রের ভোগ্য হইয়াছে, এমন নহে; যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও এইরূপ ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পূর্ব্বকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তনামক এক রাজা সর্ব্ববিধ পাপাচার হইতে বিরত থাকিয়া দশবিধ রাজধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিতেন। রাজার সুশাসনে বিচারালয় একপ্রকার জনহীন হইল। ব্রহ্মদত্ত নিজের দোষান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিত, একে একে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কি অন্তঃপুরে, কি নগরের মধ্যে, কি নগরদ্বারসন্নিহিত গ্রামসমূহে, কুত্রাপি তাঁহার অগুণবাদী দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর, জনপদবাসীরা তাঁহার সম্বন্ধে কি বলে, ইহা জানিবার জন্য তিনি অমাত্যদিগের উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া পুরোহিতের সঙ্গে অজ্ঞাতবেশে কাশীরাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দোষের কথা বলে, কোথাও এমন লোক দেখিতে পাইলেন না।

একদিন ব্রহ্মদত্ত সীমান্তস্থিত কোন গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহার দ্বারের বহিঃস্থিত ধর্ম্মশালায় বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে তত্রত্য অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন জনৈক ভূস্বামী বহু অনুচরসহ স্নান করিতে যাইতেছিলেন। ধর্ম্মশালাস্থিত সুবর্ণবর্ণ সুকুমারদেহ রাজাকে দেখিয়া তাঁহার মনে স্নেহের উদ্রেক হইল; তিনি ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিয়া রাজাকে

বলিলেন, "আপনি এখানেই কিছুক্ষণ অবস্থিতি করুন।" অনন্তর তিনি গৃহে গিয়া নানাবিধ সুস্বাদ খাদ্য প্রস্তুত করাইলেন এবং বহু লোকের দ্বারা অন্নব্যঞ্জনাদির পাত্র বহন করাইয়া ঐ স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে হিমালয়বাসী পঞ্চাভিজ্ঞাসম্পন্ন জনৈক তাপস এবং নন্দমূলগুহা হইতে জনৈক প্রত্যেকবুদ্ধও আগমন করিয়া ঐ স্থানে উপবেশন করিলেন। ভূস্বামী রাজাকে হস্তপ্রক্ষালনের জল দিয়া নানাবিধ সুস্বাদ সূপব্যঞ্জনাদিসহ অন্নপাত্রগুলি সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত করিলেন। রাজা সে সমস্ত গ্রহণ করিয়া নিজের পুরোহিত ব্রাহ্মণকে দান করিলেন, ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিয়া সে গুলি তাপসকে দিলেন, তাপস প্রত্যেকবুদ্ধের নিকটে গিয়া বাম হস্তে অন্নপাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণোদক দিলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্রে অন্ন নিক্ষেপ করিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ কাহাকেও নিমন্ত্রণ না করিয়া এবং কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভোজন শেষ হইলে ভূস্বামী চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি যাহা রাজাকে দিলাম, তিনি তাহা ব্রাহ্মণকে দান করিলেন; ব্রাহ্মণ দিলেন তাহা তাপসকে, আবার তাপস দিলেন প্রত্যেকবুদ্ধকে। প্রত্যেকবুদ্ধ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া এই সমস্ত আহার করিলেন। এ সকল ব্যক্তির এরূপ ভাবে দান করিবার হেতু কি? প্রত্যেকবুদ্ধই বা কেন কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভোজন করিলেন? জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ব্যাপার কি?' অনন্তর তিনি এক এক জনের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাঁহারাও একে একে উত্তর দিলেন :—

১। "সুরম্য হর্ম্ম্যেতে বাস, শয্যা যাঁর সুকোমল, দেহ যাঁর অতি সুকুমার,
এমন পুরুষ এক দেখিলাম, এই বনে এসেছেন রাজ্য ছেড়ে তাঁর।
২। দেখি উপজিল প্রেম; উৎকৃষ্ট তণ্ডুলে রান্ধি অন্ন দিনু ভোজনের তরে;
সুপক্ব মাংসের সূপ, ব্যঞ্জনাদি নানারূপ দিনু আমি যত্নসহকারে।
৩। করিলে গ্রহণ বটে; কিন্তু নিজে না খাইয়া ব্রাহ্মণে করিলা দান সব।
কারণ ইহার মোরে দাও তুমি বুঝাইয়া; কোটি নমস্কার পদে তব।"
৪। "একে ত ব্রাহ্মণ ইনি, তাহাতে আচার্য্য মম, সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যে নিপুণ;
গুরু, আমন্ত্রণ-যোগ্য— তিনিই দানের পাত্র, একাধারে এত যাঁর গুণ।"
৫। "গৌতমগোত্রজ বিপ্র! পূজেন নৃপতি যাঁরে, শুধাই তোমায় এই বার,
রাজা করিলেন দান উৎকৃষ্ট অন্নব্যঞ্জন, সুপক্ব মাংসের সূপ আর;
৬। করিলে গ্রহণ বটে; পাত্রাপাত্র না বিচারি কিন্তু দিলা তাপসেরে সব।
কারণ ইহার মোরে দাও তুমি বুঝাইয়া, কোটি নমস্কার পদে তব।"
৭। "থাকি আমি গৃহাশ্রমে, পুষি দারাসুতগণে, উপদেশ দেই বটে ভূপে,
প্রাকৃত জনের সম কিন্তু কামসেবারত, আছি আমি অজ্ঞানান্ধকূপে।
৮। ইনি ঋষি বনবাসী তপস্যায় দিবা নিশি দীর্ঘকাল আছেন নিরত;
ধার্ম্মিক, পরমজ্ঞানী; দানের সুপাত্র ইনি; আর কেহ নয় এঁর মত।"
৯। "কৃশাঙ্গ—ধমনী যাঁর বাহির হইতে সব পারা যায় করিতে গণন,
কেশে ধূলি, দন্তে মল, অতি দীর্ঘ নখ, লোম— ঋষিবরে শুধাই এখন :—
১০। একাকী বিচর বনে, মায়া কি নাই জীবনে? হেন খাদ্য দিলা তুমি যাঁরে,
বল দেখি বুঝাইয়া কি কারণে, কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ বলি মানিলা তাঁহারে।"
১১। "কন্দমূল নখে খনি, নীবার কুড়ায়ে আনি, ঝাড়ি, বাছি, রৌদ্রেতে শুকাই,
রাখি তুলি যত্ন করি নিজের ভোজন তরে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা যায় নাই।
১২। শাক, বিসকিশলয়, মধু, মাংস, আমলকি, বদরিকা আদি বনফল
আনি ভোজনের তরে, এই মোর নিত্য কর্ম্ম; এই সব আমার সম্বল।

১৩। আসক্ত পার্থিব সুখে,   স্বাদোষে * লিপ্ত আমি,   দেহরক্ষা হেতু সকিঞ্চন ,
ইনি কিন্তু অনাসক্ত,   অপাকী, মমত্বহীন ;   পাত্র এঁরে দিনু সে কারণ।"
১৪। "নীরবে আছেন বসি   সুব্রত যে ভিক্ষুবর,   করি তাঁরে জিজ্ঞাসা এখন,
তাপস করিলা দান   বিশুদ্ধ ভোজন দ্রব্য—   অন্ন, মাংস, বিবিধ ব্যঞ্জন ,
১৫। নীরবে খাইলা একা,   বলিলে না কাহাকেও   লইতে একটী কণা তার।
এ কেমন ব্যবহার   বল দেখি বুঝাইয়া ?   পদে তব কোটি নমস্কার।"
১৬। "না করি রন্ধন নিজে ;   বলি না অপরে কভু   মোর তরে করিতে রন্ধন ,
নিজে নাহি করি হিংসা ,   অন্য কোন জনে আমি   হিংসায় না করি প্রবর্ত্তন ,
১৭। নিরন্তর অকিঞ্চন ,   সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্ত   হেরি মোরে ঋষি সাধুশীল
ল'য়ে বাম হস্তে ভিক্ষা,   অন্য হস্তে কমণ্ডলু,   মাংসযুক্ত অন্ন আনি দিল।
১৮। ইঁহারা বিষয়ী, ধনী ,   পাত্রাপাত্র বুঝি দান   কর্ত্তব্য এঁদের সে কারণ ,
সাধে সে, আমার মতে   শত্রুতা উভয় পক্ষে,   দাতারে যে করে নিমন্ত্রণ।" †

প্রত্যেকবুদ্ধের কথা শুনিয়া ভূস্বামী শেষের দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৯। শুভক্ষণে, ঋষিবর,   আসিলাম হেথা আমি।   হয়েছিল আজ সুপ্রভাত ;
পূর্ব্বে নাহি জানিতাম,   করিলে কিরূপ দান   মহাফল হয় হস্তগত।
২০। রাজ্যগৃধ্নু রাজগণ ;   স্বস্ত্যয়ন-আদি কৃত্যে   অর্থগৃধ্নু যাজক ব্রাহ্মণ ,
ফলমূলগৃধ্নু ঋষি ;   সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্ত   কেবল সতত ভিক্ষুগণ।

প্রত্যেকবুদ্ধ ভূস্বামীকে ধর্ম্মতত্ত্ব বলিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। রাজাও তাঁহার নিকটে কতিপয় দিন অতিবাহনপূর্ব্বক বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পিণ্ডপাত যে কেবল এখনই উপযুক্ত পাত্রে অধিগত হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ হইয়াছিল।

সমবধান—তখন এই ধর্ম্মযজ্ঞ-সেবক ভূস্বামী ছিলেন সেই ভূস্বামী ; আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই পুরোহিত এবং আমি ছিলাম সেই হিমবন্তবাসী ঋষি।]

জাতক

বিংশতি নিপাত

৪৯৭—মাতঙ্গ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বৎস (বংশ)-রাজ উদয়নের সম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎকালে আয়ুষ্মান্ পিণ্ডোল ভারদ্বাজ জেতবন হইতে আকাশপথে গিয়া সচরাচর দিবাবিহারার্থ† কৌশাম্বী নগরে উদয়ন রাজার উদ্যানে অবস্থিতি করিতেন। এই স্থবির না কি পূর্ব্বজন্মে রাজা ছিলেন এবং ঐ উদ্যানেই দীর্ঘকাল বহু পরিজনের সহিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেন। তিনি পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যবলে সাধারণতঃ সেখানেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্তিরূপ ফলের সুখাস্বাদন করিতে করিতে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত করিতেন।

একদিন পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ঐ উদ্যানে গিয়া একটী সুপুষ্পিত শাল বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় উদয়ন উদ্যান-কেলি করিবার জন্য বহু পরিজনসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। উদয়ন সপ্তাহকাল অবিরত প্রচুর মদ্যপান করিতেছিলেন। তিনি মঙ্গল-শিলাপট্টে এক রমণীর অঙ্কে শয়ন করিয়া সুরামদমত্ততা-বশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। রাজার নিকটে বসিয়া যে সকল রমণী গান করিতেছিল, তাহারা তখন বাদ্যযন্ত্রগুলি ছাড়িয়া উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক পুষ্পমাল্যাদি চয়ন করিতে করিতে স্থবিরকে দেখিতে পাইল এবং নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক উপবেশন করিল। স্থবির বসিয়া বসিয়া ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। এদিকে অপর রমণী অঙ্গ চালন করিয়া রাজাকে জাগাইল; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃষলীরা কোথা গেল ?" সে উত্তর দিল, "তাহারা এক শ্রমণকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে।" ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন, স্থবিরের নিকট গিয়া তাঁহাকে গালি দিলেন ও তিরস্কার করিলেন এবং 'মজা দেখাইতেছি, শ্রমণটাকে তাম্র পিপীলিকা দ্বারা‡ খাওয়াইতেছি,' ক্রোধবশে এইরূপ স্থির করিয়া স্থবিরের শরীরে তাম্রপিপীলিকার একটা বাসা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন স্থবির আকাশে উত্থান করিয়া রাজাকে উপদেশ দিলেন এবং জেতবনে গিয়া গন্ধকুটীরের দ্বারদেশে অবতরণ করিলেন। তথাগত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?" তখন স্থবির সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভারদ্বাজ, উদয়ন যে এবারই প্রব্রাজকের পীড়ন করিলেন, তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ পীড়ন করিয়াছিলেন।" অনন্তর পিণ্ডোল ভারদ্বাজের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে মহাসত্ত্ব নগরের বহির্ভাগে চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহার নাম রাখিয়াছিল মাতঙ্গ।§ উত্তরকালে যখন তিনি জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন, তখন তিনি মাতঙ্গ পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে বারাণসীশ্রেষ্ঠীর কন্যা দৃষ্টমঙ্গলিকা কখনও প্রতিমাসে, কখনও দুই মাস অন্তর বহু অনুচর

---

* মূলে 'উদেনবংসরাজানং' আছে। পালি সাহিত্যে দেখা যায় 'বৎস' দেশ কোথাও কোথাও 'বংস' দেশ বলিয়াও অভিহিত আছে।

† দিবাবিহার—মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম।

‡ 'তাম্বকিপ্পিল্লকপুটং।' লাল পিপড়াগুলি গাছের পাতা যুড়িয়া তাহার মধ্যে থাকে। এই বাসাকে একরূপ পত্রপুট বলা যাইতে পারে।

§ 'মাতঙ্গ' শব্দের একটী অর্থও চণ্ডাল।

সঙ্গে লইয়া উদ্যানকেলি করিতে যাইতেন। এক দিন মহাসত্ত্ব কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তোরণের মধ্যে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি একটু পাশ কাটিয়া একান্তে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকাও পর্দ্দার অন্তরাল হইতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও লোকটা কে?" তাঁহার সঙ্গীরা বলিল, "আর্য্যে, ও এক জন চণ্ডাল।" "বল কি? যাহা পূর্ব্বে দেখি নাই এবং যাহা দেখিতে নাই, তাহাই দেখিলাম!" অনন্তর তিনি গন্ধোদকদ্বারা চক্ষু ধুইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। যাহারা তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল, তাহারা বলিল, "অরে দুষ্ট চণ্ডাল, আজ তোর জন্য আমাদের বিনামূল্যে লভ্য সুরা ও অন্ন নষ্ট হইল।" ইহা বলিয়া তাহারা ক্রোধবশে বোধিসত্ত্বকে লাথি, কিল ও চড়ে অচেতন করিয়া ফেলিয়া গেল।

মুহূর্ত্তপরে মাতঙ্গের সংজ্ঞা সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'দৃষ্টমঙ্গলিকার সহচরেরা আমাকে বিনা অপরাধে প্রহার করিল; আমি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে লাভ করিতে পারি ত উঠিব, নচেৎ যে শুইলাম সেই শুইলাম।' ইহা স্থির করিয়া তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকার পিতার গৃহদ্বারে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। কেন শুইয়া আছেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন "আমি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে চাই, অন্য কোন হেতু ধর্ণা দেই নাই।" এইরূপে এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, চারি দিন, পাঁচ দিন, ছয় দিন কাটিয়া গেল। বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় না কি অসিদ্ধ থাকে না। এই জন্য সপ্তম দিনে লোকে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, "স্বামিন্‌, উঠুন, চলুন আপনার গৃহে যাই।" মাতঙ্গ বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার সহচরেরা আমাকে এমন দারুণ প্রহার করিয়াছে যে, আমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে তুলিয়া তোমার পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া চল।" দৃষ্টমঙ্গলিকা তাহাই করিলেন। নগরবাসীরা সকলে ঐ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। তিনি মহাসত্ত্বকে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং চণ্ডালগ্রামে গমন করিলেন।

মহাসত্ত্ব জাতিভেদ বিতর্ক না করিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকাকে কয়েক দিন গৃহে রাখিলেন, তাহার পর তিনি ভাবিলেন, 'একমাত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণদ্বারাই আমি এই রমণীকে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বিনী ও লাভবতী করিতে পারি; অন্য উপায়ে নহে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে, অরণ্য হইতে কিছু আহরণ না করিলে আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের সম্ভাবনা নাই। আমি অরণ্যে চলিলাম; যত দিন না ফিরি, তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না।" তিনি পরিজনবর্গকে বলিলেন, সকলে যেন সাবধানে দৃষ্টমঙ্গলিকার তত্ত্বাবধান করে। অনন্তর তিনি বনে গিয়া শ্রমণক-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং এমন অপ্রমত্তভাবে তপস্যা করিলেন যে, সপ্তম দিবসেই অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার প্রতীতি হইল যে, তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে আশ্রয় দিবার শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি ঋদ্ধিবলে সেই চণ্ডালগ্রামে অবতরণপূর্ব্বক দৃষ্টমঙ্গলিকার গৃহদ্বারে গমন করিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা বাহিরে আসিলেন এবং "আমাকে অনাথা করিয়া আপনি কেন প্রব্রজ্যা লইলেন?" এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গ বলিলেন, "ভদ্রে, চিন্তা করিও না; তোমাকে এখন পূর্ব্বাপেক্ষাও সম্মানার্হা করিব। কিন্তু তুমি কি সকলের সমক্ষে বলিতে পারিবে যে, মাতঙ্গ তোমার স্বামী নহেন; তোমার স্বামী মহাব্রহ্মা?" দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, "নিশ্চয় পারিব।" "তবে এখন, তোমার স্বামী কোথায়, কেহ

জাতক

বিংশতি নিপাত

৪৯৭—মাতঙ্গ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বৎস(বংশ)-রাজ উদয়নের সম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎকালে আয়ুষ্মান্ পিণ্ডোল ভারদ্বাজ জেতবন হইতে আকাশপথে গিয়া সচরাচর দিবাবিহারার্থ† কৌশাম্বী নগরে উদয়ন রাজার উদ্যানে অবস্থিতি করিতেন। এই স্থবির না কি পূর্ব্বজন্মে রাজা ছিলেন এবং ঐ উদ্যানেই দীর্ঘকাল বহু পরিজনের সহিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেন। তিনি পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যবলে সাধারণতঃ সেখানেই অর্হত্বপ্রাপ্তিরূপ ফলের সুখাস্বাদন করিতে করিতে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত করিতেন।

একদিন পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ঐ উদ্যানে গিয়া একটী সুপুষ্পিত শাল বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় উদয়ন উদ্যান-কেলি করিবার জন্য বহু পরিজনসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। উদয়ন সপ্তাহকাল অবিরত প্রচুর মদ্যপান করিতেছিলেন। তিনি মঙ্গল-শিলাপট্টে এক রমণীর অঙ্কে শয়ন করিয়া সুরামদমত্ততা-বশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। রাজার নিকটে বসিয়া যে সকল রমণী গান করিতেছিল, তাহারা তখন বাদ্যযন্ত্রগুলি ছাড়িয়া উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক পুষ্পমাল্যাদি চয়ন করিতে করিতে স্থবিরকে দেখিতে পাইল এবং নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক উপবেশন করিল। স্থবির বসিয়া বসিয়া ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। এদিকে অপর রমণী অঙ্গ চালন করিয়া রাজাকে জাগাইল; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃষলীরা কোথা গেল?" সে উত্তর দিল, "তাহারা এক শ্রমণকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে।" ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন, স্থবিরের নিকট গিয়া তাঁহাকে গালি দিলেন ও তিরস্কার করিলেন এবং 'মজা দেখাইতেছি, শ্রমণটাকে তাম্র পিপীলিকা দ্বারা‡ খাওয়াইতেছি,' ক্রোধবশে এইরূপ স্থির করিয়া স্থবিরের শরীরে তাম্রপিপীলিকার একটা বাসা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন স্থবির আকাশে উত্থান করিয়া রাজাকে উপদেশ দিলেন এবং জেতবনে গিয়া গন্ধকুটীরের দ্বারদেশে অবতরণ করিলেন। তথাগত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" তখন স্থবির সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভারদ্বাজ, উদয়ন যে এবারই প্রব্রাজকের পীড়ন করিলেন, তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ পীড়ন করিয়াছিলেন।" অনন্তর পিণ্ডোল ভারদ্বাজের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে মহাসত্ত্ব নগরের বহির্ভাগে চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহার নাম রাখিয়াছিল মাতঙ্গ।§ উত্তরকালে যখন তিনি জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন, তখন তিনি মাতঙ্গ পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে বারাণসীশ্রেষ্ঠীর কন্যা দৃষ্টমঙ্গলিকা কখনও প্রতিমাসে, কখনও দুই মাস অন্তর বহু অনুচর

---

* মূলে 'উদেনবংসরাজানং' আছে। পালি সাহিত্যে দেখা যায় 'বৎস' দেশ কোথাও কোথাও 'বংস' দেশ বলিয়াও অভিহিত আছে।

† দিবাবিহার—মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম।

‡ 'তাম্বকিপিল্লকপুটং।' লাল পিপড়াগুলি গাছের পাতা যুড়িয়া তাহার মধ্যে থাকে। এই বাসাকে একরূপ পত্রপুট বলা যাইতে পারে।

§ 'মাতঙ্গ' শব্দের একটী অর্থও চণ্ডাল।

সঙ্গে লইয়া উদ্যানকেলি করিতে যাইতেন। এক দিন মহাসত্ত্ব কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তোরণের মধ্যে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি একটু পাশ কাটিয়া একান্তে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকাও পর্দার অন্তরাল হইতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও লোকটা কে?" তাঁহার সঙ্গীরা বলিল, "আর্য্যে, ও এক জন চণ্ডাল।" "বল কি? যাহা পূর্ব্বে দেখি নাই এবং যাহা দেখিতে নাই, তাহাই দেখিলাম!" অনন্তর তিনি গন্ধোদকদ্বারা চক্ষু ধুইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। যাহারা তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল, তাহারা বলিল, "অরে দুষ্ট চণ্ডাল, আজ তোর জন্য আমাদের বিনামূল্যে লভ্য সুরা ও অন্ন নষ্ট হইল।" ইহা বলিয়া তাহারা ক্রোধবশে বোধিসত্ত্বকে লাথি, কিল ও চড়ে অচেতন করিয়া ফেলিয়া গেল।

মুহূর্ত্তপরে মাতঙ্গের সংজ্ঞা সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'দৃষ্টমঙ্গলিকার সহচরেরা আমাকে বিনা অপরাধে প্রহার করিল; আমি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে লাভ করিতে পারি ত উঠিব, নচেৎ যে শুইলাম সেই শুইলাম।' ইহা স্থির করিয়া তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকার পিতার গৃহদ্বারে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। কেন শুইয়া আছেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন "আমি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে চাই, অন্য কোন হেতু ধর্ণা দেই নাই।" এইরূপে এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, চারি দিন, পাঁচ দিন, ছয় দিন কাটিয়া গেল। বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় না কি অসিদ্ধ থাকে না। এই জন্য সপ্তম দিনে লোকে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, "স্বামিন্, উঠুন, চলুন আপনার গৃহে যাই।" মাতঙ্গ বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার সহচরেরা আমাকে এমন দারুণ প্রহার করিয়াছে যে, আমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে তুলিয়া তোমার পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া চল।" দৃষ্টমঙ্গলিকা তাহাই করিলেন। নগরবাসীরা সকলে ঐ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। তিনি মহাসত্ত্বকে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং চণ্ডালগ্রামে গমন করিলেন।

মহাসত্ত্ব জাতিভেদ বিতর্ক না করিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকাকে কয়েক দিন গৃহে রাখিলেন, তাহার পর তিনি ভাবিলেন, 'একমাত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণদ্বারাই আমি এই রমণীকে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বিনী ও লাভবতী করিতে পারি; অন্য উপায়ে নহে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে, অরণ্য হইতে কিছু আহরণ না করিলে আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের সম্ভাবনা নাই। আমি অরণ্যে চলিলাম; যত দিন না ফিরি, তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না।" তিনি পরিজনবর্গকে বলিলেন, সকলে যেন সাবধানে দৃষ্টমঙ্গলিকার তত্ত্বাবধান করে। অনন্তর তিনি বনে গিয়া শ্রমণক-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং এমন অপ্রমত্তভাবে তপস্যা করিলেন যে, সপ্তম দিবসেই অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার প্রতীতি হইল যে, তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে আশ্রয় দিবার শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি ঋদ্ধিবলে সেই চণ্ডালগ্রামে অবতরণপূর্ব্বক দৃষ্টমঙ্গলিকার গৃহদ্বারে গমন করিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা বাহিরে আসিলেন এবং "আমাকে অনাথা করিয়া আপনি কেন প্রব্রজ্যা লইলেন?" এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গ বলিলেন, "ভদ্রে, চিন্তা করিও না; তোমাকে এখন পূর্ব্বাপেক্ষাও সম্মানার্হা করিব। কিন্তু তুমি কি সকলের সমক্ষে বলিতে পারিবে যে, মাতঙ্গ তোমার স্বামী নহেন; তোমার স্বামী মহাব্রহ্মা?" দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, "নিশ্চয় পারিব।" "তবে এখন, তোমার স্বামী কোথায়, কেহ

ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি উত্তর দিবে যে, তিনি ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন। যদি কেহ আবার জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি কবে ফিরিবেন, তবে তুমি বলিবে, অদ্য হইতে সপ্তম দিনে পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিয়া আগমন করিবেন।' দৃষ্টমঙ্গলিকাকে এই উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব হিমবন্তেই ফিরিয়া গেলেন।

দৃষ্টমঙ্গলিকা বারাণসীর নানাস্থানে বহু লোকের নিকট এইরূপ বলিলেন। এই কথা বিশ্বাস করিয়া লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "তিনি মহাব্রহ্মা কি না, সেই জন্য দৃষ্টমঙ্গলিকার সংবাস করেন না। দৃষ্টমঙ্গলিকা যাহা বলিতেছে, তাহা হইতে পারে।"

অতঃপর, পূর্ণিমাতিথিতে যখন পূর্ণচন্দ্র আকাশের মধ্যভাগে উপস্থিত হইল, তখন বোধিসত্ত্ব মহাব্রহ্মার বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক চন্দ্রলোক ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং সমস্ত কাশীরাজ্য ও দ্বাদশযোজন বিস্তৃত বারাণসীপুরী যুগপৎ উদ্ভাসিত করিয়া বারাণসীর উপরিভাগে তিন বার পরিভ্রমণ করিলেন। অসংখ্যলোকে তাঁহাকে গন্ধমাল্যাদিদ্বারা পূজা করিতে লাগিল, তিনি এইরূপে পূজিত হইতে হইতে চণ্ডাল-গ্রামের অভিমুখে গমন করিলেন। যাহারা ব্রহ্মভক্ত, তাহারাও সমবেত হইয়া চণ্ডালগ্রামে গেল, শুদ্ধবস্ত্রদ্বারা দৃষ্টমঙ্গলিকার গৃহ আচ্ছাদিত করিল, চতুর্জ্জাতীয় গন্ধদ্বারা* উহার ভূমি বিলেপন করিল, সর্ব্বত্র পুষ্প বিকিরণ করিল, ধূপগুগ্গুলাদির ধূম দিল, চন্দ্রাতপ খাটাইল, তাহার অধোভাগে উৎকৃষ্ট শয্যা রচনা করিল, সুগন্ধ তৈলের দীপ জ্বালিল, দ্বারদেশে রজতপট্টনিভ বালুকাস্তরণ নির্ম্মাণ করিল, তাহার উপর ফুল ছড়াইল এবং ধ্বজ উত্তোলন করিল। মহাসত্ত্ব এই অলঙ্কৃত গৃহে অবতরণ করিলেন এবং অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক অল্পক্ষণের জন্য সেই শয্যায় উপবিষ্ট হইলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকা ঐ সময়ে ঋতুমতী ছিলেন। মহাসত্ত্ব অঙ্গুষ্ঠদ্বারা তাঁহার নাভি স্পর্শ করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি এক পুত্র প্রসব করিবে; তুমি ও তোমার পুত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী ও লাভবান্ হইবে; তোমার পাদোদকদ্বারা সমস্ত জম্বুদ্বীপের ভূপতিগণের অভিষেক সম্পাদিত হইবে, তোমার স্নানোদক অমৃতকল্প ঔষধ হইবে, ইহা মস্তকে অভিসেচন করিলে লোকে সর্ব্বদা নীরোগ থাকিবে, কালকর্ণী দূরে পলায়ন করিবে, যাহারা তোমার পাদপীঠে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক বন্দনা করিবে, তাহারা তোমাকে সহস্র মুদ্রা প্রণামী দিবে, যাহারা তোমার শ্রবণগোচরে থাকিয়া বন্দনা করিবে, তাহারা তোমাকে শত মুদ্রা দিবে, যাহারা তোমার দৃষ্টিপথে থাকিয়া বন্দনা করিবে তাহারা তোমাকে এক কার্ষাপণ দিবে। তুমি অপ্রমত্তভাবে থাকিও।" দৃষ্টমঙ্গলিকাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং সেই সমবেত জনসঙ্ঘের সম্মুখেই আকাশে উত্থিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন।

ব্রহ্মভক্তগণ সমবেত হইয়া সমস্ত রাত্রি সেখানে অবস্থিতি করিল এবং প্রাতঃকালে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে সুবর্ণশিবিকায় আরোহণ করাইয়া মস্তকোপরি বহন করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিল। তিনি মহাব্রহ্মার ভার্য্যা, এই বিশ্বাসে বহুলোক দৃষ্টমঙ্গলিকার নিকটে গিয়া গন্ধমাল্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। যাহারা তাঁহার পাদপীঠে মস্তক রাখিয়া বন্দনা করিতে পারিত, তাহারা প্রত্যেকে সহস্র মুদ্রা প্রণামী দিত; যাহারা শ্রবণপথে থাকিয়া বন্দনা

* কুঙ্কুম, জাতীপুষ্প, তুরুষ্ক, (তুর্কদেশীয় গন্ধদ্রব্য বিশেষ—myrh ?) এবং যাবন (গ্রীস্ দেশজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ), এই চারিটী মিশাইয়া যে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইত, তাহাকে চতুর্জ্জাতীয় গন্ধ বলা যাইত।

করিত, তাহারা শত মুদ্রা দিত; যাহারা কেবল দৃষ্টিগোচরে থাকিয়া বন্দনা করিত, তাহারা এক এক কার্ষাপণ দিত। দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণ বারাণসীপুরীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা এইরূপে অষ্টাদশ কোটি ধন প্রাপ্ত হইলেন।

নগর পরিভ্রমণান্তে ভক্তগণ দৃষ্টমঙ্গলিকাকে নগরমধ্যে আনয়ন করিল এবং এক অতি উৎকৃষ্ট মণ্ডপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক চারিদিকে পর্দ্দা খাটাইয়া তাঁহাকে সেই খানে মহাঘটার সহিত বাস করাইল। তাহারা মণ্ডপের নিকট সাতটী তোরণযুক্ত এক সপ্তভূমিক প্রাসাদনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল; এই নূতন কর্ম্ম মহা ঘটার সহিত চলিতে লাগিল।

দৃষ্টমঙ্গলিকা মণ্ডপেই পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুর নামকরণ-দিবসে ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইয়া বলিলেন, "এ যখন মণ্ডপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তখন ইহার নাম হইল মাণ্ডব্য কুমার।"* এদিকে দশ মাসে সেই প্রাসাদেরও নির্ম্মাণ শেষ হইল এবং দৃষ্টমঙ্গলিকা সেখানে গিয়া মহাসম্মানের ও আড়ম্বরের সহিত বাস করিলেন। মাণ্ডব্য কুমারও অতি যত্নের ও ঐশ্বর্য্যলভ্য ভোগের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়স্ সাত, কি আট বৎসর হইল, তখন জম্বুদ্বীপতলে যে সকল উত্তম আচার্য্য ছিলেন, তাঁহারা সমবেত হইয়া তাঁহাকে বেদত্রয় শিক্ষা দিলেন ষোল বৎসর বয়সে মাণ্ডব্যকুমার ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিদিন ষোড়শ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন; চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠকে ব্রাহ্মণদিগকে দান দিবার ব্যবস্থা হইল।

একদিন কোন মহাপর্ব্বোপলক্ষ্যে দৃষ্টমঙ্গলিকার গৃহে বহু পায়স প্রস্তুত হইল। চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠকের নিকটে ষোড়শ সহস্র ব্রাহ্মণ সুবর্ণরসের ন্যায় পীতবর্ণ নবঘৃত, পক্কমধু† ও শর্করাচূর্ণসহযোগে ঐ পায়স ভোজন করিতে বসিল এবং মাণ্ডব্যকুমার সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, সুবর্ণপাদুকা পরিধান করিয়া এবং সুবর্ণযষ্টি হস্তে লইয়া 'এখানে ঘি দাও', 'এখানে মধু দাও' বলিতে বলিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মাতঙ্গ পণ্ডিত হিমবন্তে নিজের আশ্রমে বসিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকার পুত্রের বিষয় ভাবিতেছিলেন। কুমার বিপথে চলিতেছেন দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'আমি আজই গিয়া কুমারকে দমনপূর্ব্বক, যেখানে দান করিলে মহাফল পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা সেখানে দান করাইব।' অনন্তর তিনি আকাশ-পথে অনবতপ্ত হ্রদে গমন করিলেন, সেখানে মুখধোবনাদি শেষ করিয়া মনঃশিলাতলে উপবেশন করিলেন, রক্তবর্ণ দ্বিপট্ট ও কায়বন্ধন পরিলেন, তদুপরি পাংশুকূল-সংঘাটি‡ দিয়া দেহ আচ্ছাদিত করিলেন, এবং মৃন্ময় পাত্র হস্তে লইয়া আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠকের সন্নিহিত সেই দানশালায় অবতরণ করিয়া একান্তে অবস্থান করিলেন। মাণ্ডব্য ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "কে হে তুমি? তোমার এমনই বিকট আকার যে, দেখিলে মনে হয়, তুমি কোন পাংশুপিশাচ বা যক্ষ,

* মণ্ড, মণ্ডপ, নামটির এইরূপ ব্যাখ্যা ব্যাকরণবিরুদ্ধ।
† মধু জ্বাল দিয়া রাখিলে গাঢ় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।
‡ আবর্জ্জনাস্তূপে যে সকল বস্ত্রখণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়, সেই সকল দিয়া প্রস্তুত সংঘাটি। এরূপ সংঘাটি ব্যবহার করা একপ্রকার ধুতাঙ্গ (১ম খণ্ডের ৩৯শ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।
§ সঙ্কারযক্ষ—'সঙ্কার' শব্দের অর্থ ধূলি বা আবর্জ্জনা। একপ্রকার পিশাচ মলপূর্ণ স্থানে বাস করে বলিয়া পাংশুপিশাচ নামে অভিহিত হয়। এখানে 'সঙ্কারযক্ষ' শব্দেও তাহাই বুঝাইতেছে।

তুমি কোথা হইতে আসিলে?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার কালে কুমার প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। পাংশুপিশাচের মত রূপ তব দেখি ঘৃণা পায়;
মলিন সংঘাটি এক শতছিন্ন পরিয়াছ গায়।
অবকর-স্তূপলব্ধ ছিন্নবস্ত্র কণ্ঠে প্রলম্বিত;
অপাত্রে, তোমার মত, দান করা অতি অবিহিত।

মহাসত্ত্ব এই সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি মৃদুচিত্তে কুমারের সহিত দ্বিতীয় গাথায় আলাপ করিলেন :—

২। আহারের আয়োজন হয়েছে প্রচুর হেথা, কেহ খায়, কেহ করে পান,
জান তুমি, হে যশস্বী, পরদত্ত অন্ন খেয়ে রক্ষা মোরা করি নিজ প্রাণ।
কর ক্রোধ সংবরণ, উঠি ভিক্ষা দাও তুমি; চণ্ডালের-ক্ষুধা কর নাশ;
ঘৃণাবশে তুমি যদি দেও মোরে তাড়াইয়া, বল তবে যাব কার পাশ।

তখন মাণ্ডব্য বলিলেন,

৩। নিজের মঙ্গল তরে শ্রদ্ধাসহকারে
করেছি প্রস্তুত অন্ন দিতে বিপ্রগণে।
দূর হও, জাল্ম, কভু লভিতে না পারে
মাদৃশ ব্যক্তির দান তোমা সম জনে।
বৃথা কেন দাঁড়াইয়া রয়েছ এখানে?
এখনি চলিয়া যাও অন্য কোন স্থানে।

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৪। উচ্চ, নীচ, অনুপ—ত্রিবিধ ক্ষেত্র আছে; উপেক্ষিত কোনটী কি কৃষকের কাছে?
কত পরিমাণে বৃষ্টি হবে কোন্ বার, পূর্ব্ব হ'তে সাধ্য তার নাহি জানিবার।
তাই সে সর্ব্বত্র বীজ বপে সযতনে, পাইবে কিছু না কিছু, এ বিশ্বাস মনে।
তুমিও হৃদয়ে ধরি একরূপ বিশ্বাস উচ্চ নীচ সকলের পূর্ণ কর আশ।
নিশ্চয় সার্থক দান লভিবার তরে থাকিবে কেহ না কেহ তাদের ভিতরে।

তখন মাণ্ডব্য বলিলেন,

৫। চিনি আমি ক্ষেত্র, জানি বপিলে কোথায় ঘটিবে সুফলপ্রাপ্তি আমার নিশ্চয়।
ভদ্রকুলে জাত বেদবিৎ বিপ্রগণ— তাঁরাই প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, বলে সর্ব্বজন।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিলেন :—

৬। জাতিগত অহঙ্কারে, অভিমানে আর লোভ দ্বেষ-মদ-মোহে পূর্ণ মন যার;—
একাধারে, এত দোষ দেখা যদি যায় কেমনে প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র বলিবে তাহায়?
৭। জাতিগত অহঙ্কারে, অভিমানে আর লোভ-দ্বেষ-মদ মোহে পূর্ণ মন যার,
কুক্ষেত্র সে; এ সকল দোষ না থাকিলে দানের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র লোকে তারে বলে।

মহাসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিলে মাণ্ডব্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ লোকটা অতিমাত্রায় প্রলাপ করিতেছে, দৌবারিকেরা কোথায় গেল, এখনও এ চণ্ডালটাকে দূর করিয়া দিল না?

৮। কোথা গেলি ভাণ্ডকুক্ষি? কোথা উপাধ্যায়? কোথা উপজ্যোতিঃ? সবে ছুটি হেথা আয়।*
মার্, কাট্, শাস্তি এরে দে ত আচ্ছা করে, গলাধাক্কা দিয়া দূর কর ত ব্যাটারে।

* ভাণ্ডকুক্ষি, উপাধ্যায় ও উপজ্যোতিঃ দৌবারিকদিগের নাম।

মাণ্ডব্যের চীৎকার শুনিয়া দৌবারিকেরা ছুটিয়া আসিল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "প্রভু, আমাদিগকে কি করিতে হইবে?"

"ঐ চণ্ডালাধমটাকে আসিতে দেখিয়াছিস্?" "না প্রভু, ও কোন্ পথে আসিয়াছিল, তাহা দেখি নাই। ব্যাটা হয় কোন বাজীকর, নয় মায়াবী।" "দাঁড়াইয়া রহিলি যে?" "কি করিব, আজ্ঞা করুন।" "ব্যাটার মুখে ঘা কত মার, গালের হাড় ভাঙ্, লাঠি ও বাঁশের বাখারির চোটে পিঠের চামড়া উল্টাইয়া দে, আধমরা কর্, গলাধাক্কা দিয়ে ফেলে দে এবং এখান থেকে বাহির কর্।" কিন্তু দৌবারিকেরা তাঁহার নিকটে যাইবার পূর্ব্বেই মহাসত্ত্ব উৎপতনপূর্ব্বক আকাশে অবস্থিত হইয়া এই গাথা বলিলেন:—

৯। কার সাধ্য ঋষিজনে কটু বাক্য বলে? গিলিতে কি পারে কেহ জ্বলন্ত অনলে?
নখ বিলিখনে গিরিখনন না হয়, দন্তের পেষণে লৌহ খাওয়া নাহি যায়।

এই গাথা বলিবার পরেই মহাসত্ত্ব ঊর্দ্ধাকাশে উঠিয়া গেলেন; মাণ্ডব্য কুমার ও ব্রাহ্মণেরা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

এই ঘটনা বর্ণনা করিবার কালে শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন:—

১০। বলি এই কথা তখন(ই) মাতঙ্গ ঋষি সত্যপরাক্রম
উঠেন আকাশে, সবিস্ময়ে তাহা দেখিল ব্রাহ্মণগণ।

মহাসত্ত্ব পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন এবং একটী বীথিতে অবতরণপূর্ব্বক, যাহাতে লোকে তাঁহার পদচিহ্ন দেখিতে পাবে এই উদ্দেশ্যে, পূর্ব্বদ্বারের নিকটে ভিক্ষাচর্য্যা করিলেন। এইরূপে কিয়ৎপরিমাণ মিশ্রখাদ্য* সংগ্রহপূর্ব্বক তিনি একটী গৃহে উপবেশন করিয়া উহা ভোজন করিতে লাগিলেন।

'কুমার আমাদের পূজনীয় ঋষিকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া অপমানিত করিয়াছে; ইহা সহ্য করা অসম্ভব'; এইরূপ ভাবিয়া নগর-দেবতারা† সমবেত হইল। ইহাদের মধ্যে যে প্রধান যক্ষ, সে কুমারের গলা মোচড়াইল, অপর যক্ষেরা ব্রাহ্মণদিগের গলা মোচড়াইল। বোধিসত্ত্বের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ তাহারা তাঁহার পুত্রকে প্রাণে মারিল না, কেবল যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাহারা মাণ্ডব্যের মাথাটা এমন ভাবে মোচড়াইল যে, মুখখানি ঘুরিয়া পিঠের দিকে আসিল। তাঁহার হাত পা কাঠের মত শক্ত হইল, চক্ষু দুইটী মড়ার চোখের মত বিস্ফারিত হইল; তিনি নিশ্চেষ্ট শরীরে পড়িয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণেরাও পরস্পরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে লালা বমন করিতে লাগিল। লোকে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে গিয়া জানাইল, "আর্য্যে, আপনার পুত্রের যেন কি অসুখ হইয়াছে।" তিনি ছুটিয়া পুত্রের নিকটে গেলেন এবং তাঁহার দশা দেখিয়া বলিলেন, "হায়, এ কি হইল?

১১। ব্যাবৃত্ত পৃষ্ঠাভিমুখে শিরঃ, বাহুদ্বয় নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে দুলিতেছে, হায়!
স্থিরচক্ষু শ্বেতবর্ণ মৃতের মতন, এ দুর্দ্দশা বাছার করিল কোন্ জন?"

---

* 'মিস্‌সক ভত্তং'—ভিক্ষুদিগের পাত্রে লোকে নানাপ্রকার অন্ন ব্যঞ্জন ইত্যাদি দেয়। সমস্ত মিশিয়া এক অদ্ভুত খাদ্য প্রস্তুত হয়। ভিক্ষুরা তাহাই আহার করেন।

† এখানে যক্ষেরা নগর দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

সেখানে যে সকল লোক ছিল, তাহারা দৃষ্টমঙ্গলিকাকে জানাইল :—

১২। পাংশুপিশাচের মত এসেছিল ভিক্ষু একজন।
দেখিলে উপজে ঘৃণা, ছিন্ন তার মলিন বসন।
অবস্কর-স্তূপলব্ধ চীর কণ্ঠে বিলম্বিত তার,
করি গেল সেই, দেবি, এ দুর্দ্দশা পুত্রের তোমার।

তাঁহাদের কথা শুনিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা ভাবিলেন, 'অন্য কাহারও এমন ক্ষমতা নাই, ইহা নিঃশংসয় মাতঙ্গ পণ্ডিতের কাজ। কিন্তু যিনি ধীর ও মৈত্রীভাবসম্পন্ন, তিনি এই সকল ব্যক্তিকে এরূপ যন্ত্রণায় ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারেন না। দেখা যাউক, তিনি কোন্ স্থানে গিয়াছেন।' তিনি উপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

১৩। কোন্ দিকে গিয়াছেন সেই প্রাজ্ঞবর, বল, মাণবক সব, বলহ সত্বর।
পায়ে পড়ি, অপরাধ করিয়া স্বীকার, মাগিয়া লইব প্রাণ বাছার আমার:

উপস্থিত মাণবকেরা উত্তর দিল :—

১৪। গেলেন আকাশপথে সেই প্রাজ্ঞবর, যায় যথা মধ্যাকাশে পূর্ণ শশধর।
সত্যব্রত, সাধুশীল ঋষি পরক্ষণে চলিলেন পূর্ব্বমুখে, এই পড়ে মনে।

মাণবকদিগের কথা শুনিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা তাঁহার স্বামীর অনুসন্ধান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি দাসীদিগকে সুবর্ণকলস ও সুবর্ণ শরাব লইয়া আসিতে বলিলেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, যেখানে ভূতলে মহাসত্ত্বের পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছিল, সেখানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই চিহ্ন অনুসরণপূর্ব্বক যাইতে যাইতে তিনি দেখিতে পাইলেন, মহাসত্ত্ব পীঠিকায় উপবেশন করিয়া ভোজন করিতেছেন। তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া একান্তে অবস্থিতি করিলেন। মহাসত্ত্ব দৃষ্টমঙ্গলিকাকে দেখিয়া পাত্রে কিছু অন্ন রাখিয়া দিলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকা তখন সুবর্ণ কলস হইতে তাঁহাকে জল দিলেন, তিনি সেখানেই হাত ধুইয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন। তখন দৃষ্টমঙ্গলিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমার পুত্রের প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে?

১৫। ব্যাবৃত্ত পৃষ্ঠাভিমুখে শিরঃ, বাহুদ্বয় নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে দুলিতেছে, হায়।
শিবচক্ষু শ্বেতবর্ণ মৃতের মতন, এ দুর্দ্দশা বাছার করিল কোন জন?"

ইহার পর যে চারিটী গাথা আছে, সে গুলি উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর :—

১৬। "মহা অনুভাব যক্ষ থাকে শত শত সাধুশীল ঋষিদের সদা অনুগত।
দুষ্টচিত্ত, ক্রুদ্ধ দেখি তনয়ে তোমার যক্ষোরাজ এ দুর্দ্দশা করেছে তাহার।"
১৭। "যক্ষোরাজ এ দুর্দ্দশা করেছে বাছার, তুমি মোর প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না আর।
তব পাদপদ্মে, ভিক্ষু, লইনু শরণ, পুত্রশোকাতুরা মাগে পুত্রের জীবন।"
১৮। "যবে সে বলিয়াছিল দুর্ব্বাক্য আমায়, যবে তুমি শরণ লইলে মোর পায়,
না ছিল, না আছে কোন দ্বেষ মনে মম। কিন্তু তনয়ের তব বড় মতিভ্রম।
জানি বেদ, ভাবি ইহা অহঙ্কারে মত্ত; পড়িয়াছে বটে, কিন্তু নাহি বুঝে অর্থ।"
১৯। "মোহবশে মানুষের নিমেষে বিভ্রম কখন(ও) কখন(ও), ভিক্ষু, মতিভ্রম হয়।
এক অপরাধ তার ক্ষম, তপোধন, পণ্ডিতেরা ক্রোধবশ হন না কখন।"

দৃষ্টমঙ্গলিকা এইরূপে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আচ্ছা, আমি সেই যক্ষদিগের পলায়নার্থ অমৃতোপম ঔষধ দিতেছি।

২০। আমার উচ্ছিষ্ট এই অন্ন লয়ে যাও; মূর্খ মাণ্ডব্যেরে গিয়া এখন(ই) খাওয়াও।
যক্ষে না করিবে আর অনিষ্ট তাহার, অচিরে নীরোগ তব হইবে কুমার।"

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা, "স্বামীন্, অমৃতৌষধ দান করুন" বলিয়া তাঁহার সম্মুখে সুবর্ণশরাব ধরিলেন। মহাসত্ত্ব তাহাতে একটু উচ্ছিষ্ট কাঞ্জিক সেচন করিয়া বলিলেন, "প্রথমে তোমার পুত্রের মুখে ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ দিবে, তাহার পর, অবশিষ্ট কাঞ্জিক একটা চাটিতে * জলের সঙ্গে মিশাইয়া ব্রাহ্মণদিগের মুখে দিবে। ইহাতে তাহারা সকলেই রোগমুক্ত হইবে।" এই ব্যবস্থা দিবার পর তিনি আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন

দৃষ্টমঙ্গলিকা সেই শরাবখানি মস্তকে রাখিয়া, "আমি অমৃতৌষধ পাইয়াছি" বলিতে বলিতে নিজের আলয়ে ফিরিলেন এবং প্রথমে পুত্রের মুখে কাঞ্জিক দিলেন। যক্ষ পলায়ন করিল; কুমার গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিলেন এবং দৃষ্টমঙ্গলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি হইয়াছে, মা?" দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, "তোমার কাজ তুমিই জান, বাবা। এস, তুমি যাহাদিগকে দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া ভাবিয়াছিলে, এক বার তাহাদের দুর্গতি দেখ।" কুমার তাহাদিগকে দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, "বৎস মাণ্ডব্য, তুমি নির্ব্বোধ; কাহাকে দান করিলে মহাফল পাওয়া যায়, তাহা তুমি জান না। এরূপ লোক কখনও দানের উপযুক্ত পাত্র নহে, যাহারা মাতঙ্গ পণ্ডিতের ন্যায়, তাহারাই দানের সুপাত্র। তুমি এখন হইতে এই দুঃশীল লোকগুলাকে দান দিও না, যাঁহারা শীলবান্, তাহাদিগকেই দান দিও।

২১। মাণ্ডব্য, বড়ই তুমি অল্প বুদ্ধি ধর, পুণ্যক্ষেত্র কি যে, তাহা বিচার না কর।
মহাপাপলিপ্ত, আর অসংযমী যারা, তোমার নিকটে দান পায় শুধু তারা।
২২। মাথায় জটার ভার, অজিন বসন, তৃণাচ্ছন্ন জলহীন কূপের মতন
মুখখানি—অরঞ্জিত রূক্ষ বাস গায়, ধর্ম্মধ্বজী হয়ে লোকে এ ভাবে বেড়ায়।
ঈদৃশ ঘৃণার্হ লোকে, বল ত কেমনে তারিবে তোমার মত হীনমতি জনে?
২৩। অনাসক্ত, দ্বেষহীন, হয়েছে আস্রবা ক্ষীণ;
অবিদ্যা হয়েছে বিদূরিত,—
এমন অর্হদ্‌গণে দেয় দান যেই জনে,
মহাফল লভে সে নিশ্চিত।

অতএব, বাছা, তুমি এখন হইতে এইরূপ দুঃশীলদিগকে কিছু না দিয়া, যাঁহারা ইহলোকে অষ্টসমাপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা পঞ্চবিধ অভিজ্ঞাসম্পন্ন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও প্রত্যেকবুদ্ধ, তাঁহাদিগকেই দান দিবে। এস বৎস, এখন আমাদের আশ্রিত এই লোকগুলিকে অমৃতৌষধ পান করাইয়া রোগমুক্ত করি।" ইহা বলিয়া তিনি সেই উচ্ছিষ্ট কাঞ্জিক লইয়া জলপূর্ণ চাটিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং ষোড়শ সহস্র ব্রাহ্মণের মুখে একটু একটু দেওয়াইলেন। তাহারা একে একে গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিল। তাহারা চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট পান করিয়াছে বলিয়া অন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অব্রাহ্মণ করিল। ইহাতে লজ্জিত হইয়া সেই ষোড়শ সহস্র ব্রাহ্মণ বারাণসী ত্যাগ করিয়া মেধ্য রাজ্যে‡

* চাটি—জালা বা "চাড়ি"।

† আসব (আস্রব)—পাপ, রিপু।

‡ মেধ্যরাজ্য (মেজ্ঝরট্‌ঠং) কি, তাহা বুঝা গেল না। "মেজ্ঝ" না হইয়া 'মজ্ঝ' (মধ্য) হইবে কি? মধ্যরাজ্য বলিলে মধ্যদেশ বুঝা যাইতে পারে। পঞ্চাল ব্রহ্মর্ষি দেশে। আচার-সম্বন্ধে মধ্যদেশ, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি অপেক্ষা হীনতর ছিল। সদাচারসম্পন্ন বলিয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশবাসীরা গর্ব্ব করিতেন। মনু বলেন "এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।"

গমন করিল এবং মেধ্যরাজের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। মাণ্ডব্য কিন্তু নিজের দেশেই রহিলেন।

ঐ সময়ে বেত্রবতী নগরের নিকটে বেত্রবতী নদীর তীরে জাতিমন্ত-নামক একজন ব্রাহ্মণ প্রব্রাজক ছিলেন। তিনি জাতিসম্বন্ধে বড় গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেন। মহাসত্ত্ব তাঁহার দর্প চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ স্থানে গমন করিলেন, এবং তাঁহার অদূরে নদীর উপরিস্রোতে নিজের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি এক দিন দন্তধাবনান্তে দন্তকাষ্ঠখানি "জাতিমন্তের জটায় গিয়া লাগুক", এই উদ্দেশ্যে নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। জাতিমন্ত যখন আচমন করিতেছিলেন, তখন দন্তকাষ্ঠখানি তাঁহার জটায় সংলগ্ন হইল। তাহা দেখিয়া জাতিমন্ত বলিলেন, "নিপাত যাও, বৃষল।" অনন্তর এই কালকর্ণীরূপী কাষ্ঠখানি কোথা হইতে আসিল, ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি স্রোতের বিপরীত দিকে যাইতে যাইতে মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ জাতি?" মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন। "আমি চণ্ডাল।" "তুমি কি নদীতে দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়াছ?" "হাঁ, মহাশয়।" "নিপাত যা, নরাধম! ব্যাটা দুর্লক্ষণ চণ্ডাল! এখান হইতে উঠিয়া যা, অধোস্রোতে গিয়া থাক!" কিন্তু অধোস্রোতে গিয়া বোধিসত্ত্ব যে দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাও স্রোতের বিপরীত দিকে ভাসিতে ভাসিতে জাতিমন্তের জটাসংলগ্ন হইল। তখন জাতিমন্ত বলিলেন, "ব্যাটার মরণ নাই। যদি এখানে থাকিবি, তবে অদ্য হইতে সপ্তম দিনে তোর মস্তকটা সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে।" মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি যদি ইহার উপর ক্রুদ্ধ হই, তবে আমার শীল ভঙ্গ হইবে, কোন উপায় অবলম্বন করিয়া ইহার দর্প নাশ করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি সূর্য্যের উদয় বন্ধ করিলেন, লোকে উদ্বিগ্ন হইয়া জাতিমন্ত তপস্বীর নিকটে গেল এবং বলিল, 'আপনি কি সূর্য্য উঠিতে দিতেছেন না?' জাতিমন্ত বলিলেন, "ইহা আমার কর্ম্ম নহে; নদীতীরে একটা চণ্ডাল বাস করে, এ কাজটা বোধ হয় তাহারই।" তখন তাহারা মহাসত্ত্বের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, আপনিই কি সূর্য্যকে উঠিতে দিতেছেন না?" "হাঁ, ভাইসকল।" "ইহার কারণ কি?" তোমাদের আশ্রিত তাপস আমাকে নিরপরাধ জানিয়াও অভিশাপ দিয়াছেন; তিনি যদি আসিয়া ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আমার পায়ে পড়েন, তবেই আমি সূর্য্যকে মুক্তি দিব।" লোকে গিয়া তাপসকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিল, তাঁহাকে মহাসত্ত্বের পাদমূলে ফেলিয়া ক্ষমা করাইল এবং মহাসত্ত্বকে বলিল, "ভদন্ত, এখন সূর্য্যকে মুক্তি দিন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আমি মুক্তি দিতে পারিতেছি না, কারণ সূর্য্যকে মুক্তি দিলেই এই তাপসের মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে। "এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?" "তোমরা একটা মৃৎপিণ্ড লইয়া আইস।" তাহারা মৃৎপিণ্ড আনয়ন করিলে তিনি বলিলেন, "তোমরা এই মাটি তাপসের মাথায় রাখিয়া তাঁহাকে নামাইয়া জলের মধ্যে রাখ।" লোকে তাহাই করিল, মহাসত্ত্ব সূর্য্যকে মুক্তি দিলেন; সূর্য্য উদিত হইলে সেই মৃৎপিণ্ড সপ্তধা বিদীর্ণ হইল, তাপসও জলে ডুব দিলেন।

জাতিমন্তকে দমন করিবার পর মহাসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'সেই ষোল হাজার ব্রাহ্মণ এখন কোথায়?' তিনি ধ্যানবলে বুঝিতে পারিলেন, তাহারা মেধ্যরাজের আশ্রয়ে আছে। তখন তাহাদিগকেও দমন করিবার সঙ্কল্পে তিনি ঋদ্ধিবলে নগরের নিকটে অবতরণ

করিলেন এবং পাত্র লইয়া নগরের মধ্যে পিণ্ডচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'এ যদি এখানে দুই এক দিনও থাকে, তবে আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিবে।' তাহারা সত্বর রাজার নিকটে গিয়া বলিল, "মহারাজ, এক অতি দুষ্ট মায়াবী আসিয়াছে; আপনি তাহাকে ধরিয়া আনুন।" রাজা বলিলেন, "বেশ বলিয়াছ; আমি তাহাকে বন্দী করিতেছি।" মহাসত্ত্ব মিশ্রভক্ত লইয়া একটী প্রাচীরের নিকটে পীঠিকায় বসিয়া অন্যমনস্কভাবে ভোজন করিতেছিলেন, এক সময়ে রাজপ্রেরিত লোকে অসির আঘাতে তাঁহার জীবনান্ত করিল। মৃত্যুর পরে তিনি ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর লাভ করিলেন। এই জাতকে তিনি কোণ্ডদমক* ছিলেন এবং সেই কারণে পরাধীনভাবে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণবধে দেবতারা ক্রুদ্ধ হইয়া তপ্তভস্মবর্ষণে সমস্ত মেধ্য রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এই জন্য লোকে বলে,

৩৪। যশস্বী মাতঙ্গ যবে মেধ্যরাজ্যে এইরূপে হইলেন হত,
উচ্ছিন্ন হইল রাজা, আর তার পাত্র, মিত্র, প্রজা ছিল যত।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও উদয়ন প্রব্রাজকদিগের পীড়ন করিয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন উদয়ন ছিলেন মাণ্ডব্য এবং আমি ছিলাম মাতঙ্গ পণ্ডিত।

৪৯৮—চিত্রসম্ভূত-জাতক।

[আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপের দুইজন সার্দ্ধবিহারিক পরস্পর পরম সৌহার্দ্দের সহিত বাস করিতেন। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষুদ্বয় পরস্পরকে অবিচলিত ভাবে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা যাহা পাইতেন, ভাগবণ্টন না করিয়া দুই জনেই ভোগ করিতেন। ভিক্ষাচর্য্যার কালেও তাঁহারা এক সঙ্গে যাইতেন, এক সঙ্গে ফিরিতেন, একে অপরের সাহচর্য্য বিনা থাকিতে পারিতেন না। এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া তাঁহাদের পরস্পরের এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বসম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া উহা জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ইহারা যে এই এক জন্মে পরস্পরের প্রণয়ে একপ আবদ্ধ হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, পুরাণ পণ্ডিতেরা তিন চারি বার জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াও মিত্রতা পরিহার করেন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে অবন্তীরাজ্যে উজ্জয়িনী নগরে অবন্তীমহারাজ নামে এক রাজা ছিলেন। তখন উজ্জয়িনীর বাহিরে এক খানি চণ্ডালগ্রাম ছিল। মহাসত্ত্ব এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* 'কোণ্ডদমক' শব্দটীর অর্থ কি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। নূতন পালি-ইংরাজী অভিধানে শব্দটী ধরা হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন অর্থ দেওয়া নাই, কেবল 'কুণ্ড' শব্দের এবং (জাতক) দ্বিতীয় খণ্ডের ২০৯ম পৃষ্ঠের কোণ্ট' শব্দের উপর বরাত দেওয়া হইয়াছে। 'কুণ্ড' শব্দের অর্থ বক্র; কোণ্ট—ঘৃণার্হ বা জুগুপ্সিত অভ্যাস-বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইহার কোন অর্থই এখানে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয় না। ইংরাজী অনুবাদক 'কোণ্ড' শব্দের পরিবর্ত্তে 'কুণ্ড' শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার একটী অর্থ 'নকুল'। যদি বেজি ধরা ও বেজি পোষা চণ্ডালের ব্যবসায় বলিয়া মনে করা যায়, তবে এ অর্থ কষ্টকল্পনার বলে নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়। গরুড় গোস্বামী তাঁহার অমাবতুর (অমৃতোদক বা অমৃতপ্রবাহ)-নামক গ্রন্থে এই জাতকের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বোধিসত্ত্ব এই জন্মে মিথ্যাদৃষ্টি দমন করিয়াছিলেন। কিন্তু আখ্যায়িকার কোন অংশেই প্রত্যক্ষ-ভাবে মিথ্যাদৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

অপর একটী প্রাণী ও তাঁহার মাতার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম হইয়াছিল যথাক্রমে চিত্র ও সম্ভূত। তাঁহারা দুইজনেই বয়ঃপ্রাপ্তির পর চণ্ডালবংশ-ধোপন * নামক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক দিন তাঁহারা উজ্জয়িনী নগরের দ্বারদেশে আপনাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইবার উদ্দেশ্যে এক জন উত্তর দ্বারে এবং এক জন পূর্ব্ব দ্বারে গিয়া খেলা দেখাইতে লাগিলেন। এই দ্বারদ্বয়ের নিকটে দুই জন দৃষ্টমঙ্গলিকা† বাস করিতেন—একজন শ্রেষ্ঠীর কন্যা এবং এক জন পুরোহিতের কন্যা। তাঁহারা বহুখাদ্যভোজ্যমাল্যগন্ধাদি লইয়া উদ্যান-কেলি করিবার জন্য এক জন উত্তর দ্বারা দিয়া এবং এক জন পূর্ব্বদ্বার দিয়া যাত্রা করিলেন। চণ্ডালপুত্রেরা খেলা দেখাইতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরা কি জাতি?" লোকে যখন বলিল যে তাঁহারা চণ্ডালপুত্র, তখন তাঁহারা মনে করিলেন, 'যাহা দর্শনের অযোগ্য, তাহা দেখিলাম।' অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহারা গন্ধোদক দ্বারা স্ব স্ব চক্ষু ধৌত করিলেন এবং নগরে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাদের অনুচরগণ চণ্ডালপুত্রদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "অরে ধূর্ত্ত চণ্ডালগণ, তোদের জন্যই আমরা বিনামূল্যে লভ্য সুরাভক্ত্যাদি হইতে বঞ্চিত হইলাম।" তাহারা প্রহার করিয়া দুই সহোদরেরই দুর্দ্দশার একশেষ করিল। সংজ্ঞালাভের পর দুইজনেই পরস্পরের নিকটে যাইবার জন্য চলিলেন এবং এক স্থানে মিলিত হইয়া স্ব স্ব দুর্দ্দশার কথা বলিয়া রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর কি কর্ত্তব্য, ইহা চিন্তা করিয়া দুই জনেই স্থির করিলেন, 'জাতির নীচতাবশতঃ আমরা এই দুঃখ পাইলাম। আমরা আর চণ্ডালের কর্ম্ম করিতে পারিব না; চল, আমরা জাতি গোপন করিয়া ব্রাহ্মণের বেশে তক্ষশিলায় যাই এবং সেখানে গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা তক্ষশিলায় গেলেন এবং সেখানে কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের ধর্ম্মান্তেবাসিকভাবে‡ বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এদিকে সমস্ত জম্বুদ্বীপের লোকে বলাবলি করিতে লাগিল যে দুই জন চণ্ডাল নাকি জাতি গোপন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। চিত্র পণ্ডিতের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, কিন্তু সম্ভূতের শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল না।

এক দিন কোন গ্রামবাসী ব্রাহ্মণভোজন দিবার মানসে§ ঐ আচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করিল। ঘটনাক্রমে রাত্রিকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় পথের সমস্ত গর্ত্ত জলপূর্ণ হইল। আচার্য্য প্রত্যূষেই চিত্র পণ্ডিতকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'বৎস, আমি যাইতে পারিব না; তুমি ছাত্রদিগকে লইয়া যাও, সেখানে গিয়া মঙ্গলবাক্য বল (অর্থাৎ স্বস্তিবচন পাঠ কর বা আশীর্ব্বাদ কর) এবং নিজেরা যাহা পাইবে তাহা আহার করিয়া, আমাকে যাহা দিবে তাহা লইয়া আইস।" চিত্র

* 'চণ্ডালবংশধোপন' কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন, sweeping in the Chandala breed। কিন্তু এ অর্থের অর্থগ্রহ করা অসম্ভব 'বংশ' শব্দ এখানে 'কুল' বা 'গোত্র' অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, ইহা বাঁশ। বুদ্ধঘোষ বলেন, ইহা "বেণুং উস্‌সাপেত্বা কীলনং।" এই ক্রীড়ায় লোকে হাতের তলে বংশযষ্টি রাখিয়া এমন কৌশলে নৃত্য করে যে, বাঁশখানি লম্বভাবেই দাঁড়াইয়া থাকে। কাহারও কোমরে বাঁশ তুলিয়া তাহার উপরে উঠিয়া নানা রূপ কৌশলপ্রদর্শন এই ক্রীড়ার অঙ্গ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

† 'দৃষ্টমঙ্গলিক' শব্দের ব্যাখ্যা মহামঙ্গল-জাতকের (৪৫৩) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে প্রদত্ত হইয়াছে।

‡ মূলে "ধর্ম্মান্তেবাসিকা" আছে। ইংরাজী অনুবাদকের মতে ইহার অর্থ—তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রশিক্ষার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু আমার মনে হয়, যাহারা গুরুদক্ষিণা দিতে অসমর্থ, এমন দরিদ্র ছাত্রই ধর্ম্মান্তেবাসিক বা পুণ্যশিষ্য নামে অভিহিত হইত।

§ মূলে 'ব্রাহ্মণবাচনকং করিস্‌সামি' আছে। এ সম্বন্ধে পঞ্চম খণ্ডের ১৫০ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া শিষ্যগণসহ গমন করিলেন। সেখানে গিয়া ইঁহারা যখন মুখ ধুইতে ও স্নান করিতে লাগিলেন, তখন গ্রামবাসীরা পায়স বাড়িয়া জুড়াইবার জন্য রাখিয়া দিল। কিন্তু পায়স জুড়াইবার পূর্ব্বেই ছাত্রেরা আসিয়া আসনে বসিল। লোকে তাহাদিগকে দক্ষিণোদক দিয়া প্রত্যেকের সম্মুখে পায়সের পাত্রগুলি স্থাপন করিল। সম্ভূত যেন কেমন মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন; তিনি পায়স জুড়াইয়াছে ভাবিয়া এক গ্রাস মুখে দিলেন; উহা তপ্ত লৌহ-গোলকের ন্যায় তাহার মুখ দগ্ধ করিল। যন্ত্রণায় তিনি নিজের ছদ্মবেশের কথা ভুলিয়া গেলেন এবং চিত্র পণ্ডিতের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে চণ্ডালভাষায় বলিলেন, "এবং খলু" (বড় গরম)। চিত্রও ছদ্মবেশের কথা ভুলিয়া বলিলেন, "নিগ্‌গল, নিগ্‌গল" (থু করিয়া ফেল)।* ছাত্রেরা পরস্পরের দিকে অবলোকন করিয়া বলিল, "এ কি ভাষা?" অনন্তর চিত্র পণ্ডিত আশীর্ব্বচন পাঠ করিলেন।

আহারান্তে ছাত্রেরা সেখান হইতে বাহির হইয়া এক এক স্থানে এক এক দল বাঁধিয়া চিত্র ও সম্ভূতের ভাষা-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল, এবং যখন বুঝিল যে, তাঁহারা চণ্ডালভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন বলিল, "অরে দুষ্ট চণ্ডালগণ, তোরা এত দিন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছিস্।" তাহারা দুই জনকেই প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু এক জন ভদ্র লোক তাহাদিগকে বারণ করিয়া সরাইয়া দিলেন এবং "এ তোমাদের জাতিগত দোষ, তোমরা কোথাও গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক জীবন যাপন কর," ইহা বলিয়া চিত্র ও সম্ভূতকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা দুই জন যে চণ্ডাল, শিষ্যেরা গিয়া আচার্য্যকে তাহা জানাইল।

চিত্র ও সম্ভূত বনে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অচিরে দেহত্যাগ করিয়া নৈরঞ্জনা নদীর † তীরে এক মৃগীর গর্ভে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইবার পর হইতেই তাঁহারা উভয়ে এক সঙ্গে বিচরণ করিতেন, একে অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এক দিন তাঁহারা তৃণপত্রাদি ভোজন করিয়া এক বৃক্ষমূলে পরস্পরের মস্তকে মস্তক, শৃঙ্গে শৃঙ্গ, তুণ্ডে তুণ্ড সংলগ্ন করিয়া রোমন্থন করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া কোন ব্যাধ শক্তি নিক্ষেপপূর্ব্বক একাঘাতেই উভয়ের জীবনান্ত করিল।

মৃগদেহত্যাগের পর তাঁহারা নর্ম্মদাতীরে উৎক্রোশ-যোনিতে জন্মান্তর লাভ করিলেন। সেখানেও বড় হইয়া তাঁহারা এক দিন আহারান্তে পরস্পরের মস্তকে মস্তক ও তুণ্ডে তুণ্ড সংলগ্ন করিয়া অবস্থিত ছিলেন, এমন সময়ে এক ব্যাধ যষ্টি ও পাশের সাহায্যে একাঘাতেই তাঁহাদিগকে ধরিয়া ও মারিয়া ফেলিল।

উৎক্রোশজন্ম ত্যাগ করিবার পর চিত্র পণ্ডিত কৌশাম্বী নগরে পুরোহিতের পুত্ররূপে জন্মান্তর লাভ করিলেন। সম্ভূত পণ্ডিত উত্তরপঞ্চালরাজের পুত্র হইয়া জন্মিলেন। নাম-করণ দিন হইতেই তাঁহারা জাতিস্মর হইয়াছিলেন; কিন্তু সম্ভূত পণ্ডিত সমস্ত বৃত্তান্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে স্মরণ করিতে পারিতেন না; তাঁহার কেবল চতুর্থ অর্থাৎ চণ্ডাল জন্মের কথাই স্মরণ ছিল, চিত্র পণ্ডিত কিন্তু চারিটী জন্মের কথাই যথাক্রমে অনুস্মরণ করিতে

* বুঝিতে হইবে যে 'খলু' ও 'নিগ্‌গল' শব্দ তখন উল্লিখিত অর্থে চণ্ডালদিগের ভাষাতেই প্রচলিত ছিল।

† বুদ্ধগয়ার নিকটবর্ত্তী নদী।

পারিতেন। তিনি ষোড়শবর্ষ বয়সে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক হিমবন্তে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অভিজ্ঞালাভানন্তর ধ্যানসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পিতৃবিয়োগের পর সম্ভূত পণ্ডিত রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিলেন। ছত্রগ্রহণোৎসবের দিন তিনি সমবেত জনবৃন্দের মধ্যে মনের আবেগে মঙ্গলগীতরূপে দুইটী গাথা করিলেন। তাহা শুনিয়া অন্তঃপুরবাসিনীগণ ও গন্ধর্ব্বগণ মনে করিল, ইহা আমাদের রাজার মঙ্গলগীতি, এবং তাহারাও উহা গান করিল। ক্রমে নগরবাসীরাও ঐ গান গাইতে লাগিল, কারণ তাহারা ভাবিল, ইহা রাজার অতি প্রিয় গান।

এদিকে চিত্র পণ্ডিত এক দিন হিমালয়স্থ আশ্রমে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার ভ্রাতা সম্ভূত রাজচ্ছত্র লাভ করিলেন কি না?' তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, সম্ভূত রাজছত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'সম্ভূত নূতন রাজ্য পাইয়াছে, এখন তাহাকে বুঝাইতে পারিব না; যখন সে বৃদ্ধ হইবে, তখন তাহার নিকটে যাইব এবং ধর্ম্মকথা শুনাইয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত সম্ভূতের নিকট গেলেন না। অতঃপর যখন রাজার পুত্র ও কন্যাগণ বড় হইল, তখন চিত্র ঋদ্ধিবলে রাজোদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং মঙ্গলশিলাপট্টে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে একটী বালক রাজার সেই প্রিয় গীতটী গান করিতে করিতে কাষ্ঠসংগ্রহ করিতেছিল। চিত্র পণ্ডিত তাহাকে ডাকিলেন; সে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। চিত্র পণ্ডিত বলিলেন, "তুমি প্রাতঃকাল হইতে এই এক গানই গাইতেছ, অন্য গান কি জান না?" বালক বলিল, "ভদন্ত, আমি অনেক গান জানি; কিন্তু এই গানটী আমাদের রাজার বড় প্রিয়, এই জন্যই ইহা গান করি।" "কেহ কি রাজার গীতের প্রতিগীত * গান করিয়া থাকে?" "না ভদন্ত।" "তুমি প্রতিগীত গান করিতে পারিবে ত?" "জানিলে পারিব।" "বেশ, আমি তোমাকে একটী গাথা শিখাইতেছি। রাজা যখন গাথা দুইটী গাইবেন, তখন তুমি এইটীকে তৃতীয় গাথা করিয়া গাইবে।" ইহা বলিয়া চিত্র পণ্ডিত বালককে একটী গাথা শিখাইলেন, এবং তাহাকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন, "গিয়া রাজার নিকটে গান কর, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে প্রচুর ধন দিবেন।"

বালক যত শীঘ্র পারিল, তাহার মাতার নিকটে গিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণ পরিধান করিল এবং রাজদ্বারে গিয়া সংবাদ দিল, "এক বালক মহারাজের সঙ্গে প্রতিগীত গান করিবে।" রাজা তাহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলে, সে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, তুমি না কি প্রতিগীত গান করিবে?" বালক উত্তর দিল, "হাঁ, মহারাজ, আপনি সমস্ত রাজপুরুষদিগকে সমবেত হইতে আজ্ঞা দিন।" রাজার আদেশে রাজপুরুষগণ সমবেত হইলে বালক বলিল, "মহারাজ, আপনি নিজের গীতটী গান করুন; তাহার পর আমি প্রতিগীত গান করিব।" তখন রাজা দুইটী গাথা গান করিলেন:—

১। কর্ম্ম কভু হয় না বিফল, ভাই;
করলে যথাধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম, সুফল ফলে সন্দেহ নাই।
দেখ সুকৃতির বলে ভাগ্যে সম্ভূতের ফলে
রাজা আর ঐশ্বর্য্য কত, তুলনা না পাই!
আজ ধনে মানে বলে বীর্য্যে সবাই ছোট আমার ঠাঁই।

* পাল্টা গান।

২। কর্ম্ম কভু হয় না বিফল, ভাই।
করলে যথাধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম, সুফল ফলে সন্দেহ নাই।
চিত্র প্রাণের ভাই আমার, ছিল অসীম স্নেহ যাঁর,
আছেন কেমন, আছেন কোথা জান্‌তে আমি চাই।
আহা! সে সুখে কি সুখী তিনি, যামি যাহা সদাই পাই।

রাজার গান শেষ হইলে বালকটী তৃতীয় গাথা গান করিল:—

৩। কর্ম্ম কভু হয় না বিফল ভাই।
করলে যথাধর্ম্ম পুণ্য কর্ম্ম সুফল ফলে সন্দেহ নাই।
চিত্র প্রাণের ভাই তোমার ছিল অসীম স্নেহ যাঁর,
আছেন তিনি, নরমণি, সুখেতে সদাই।
ঠিক তোমার যেমন, তাঁরও তেমন, আনন্দের না অন্ত পাই।

ইহা শুনিয়া রাজা চতুর্থ গাথা বলিলেন:—

তুমিই কি চিত্র? কিংবা নিজ পরিচয় অন্যের নিকটে চিত্র দিয়া যে সময়,
করিয়াছ তুমি কি হে সে কথা শ্রবণ? অথবা অপর কেহ বলেছে এমন?
গাইলে যে গীত তুমি, বড়ই মধুর। শুনিয়া সন্দেহ মম হইয়াছে দূর।
শুনালে যে সুসংবাদ, উপযুক্ত তার এক শত গ্রাম আমি দিনু পুরস্কার।

ইহার পর সেই বালকটী পঞ্চম গাথা বলিল —

আজ্ঞা দিলা ঋষি এক আসিয়া এখানে গাইতে এ প্রতিগীত তব সন্নিধানে।
বলিলেন, "শুনি তুষ্ট হ'য়ে নৃপবর তুষিবেন দিয়া তোরে বহু পুরস্কার।"

বালকের কথায় রাজা ভাবিলেন, 'সেই ঋষিই আমার ভ্রাতা চিত্র। আমি এখনই গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নিম্নলিখিত দুইটী গাথায় ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন:—

৬। চিত্রআস্তরণযুত রাজরথে কর ত্বরা তুরগ যোজন;
গজের আঁটিয়া পেটি পরায়ে গলায় হার কর আনয়ন।
৭। বাজাও মৃদঙ্গভেরী; তার সঙ্গে ঘন ঘন হোক শঙ্খধ্বনি,
দ্রুতগামী যানবাহী অশ্ব আনি কর হেথা যোজন এখনি।
এখনি যাইব আমি রয়েছেন যে উদ্যানে সেই তপোধন,
পুণ্যদরশন তাঁর লভিয়া হইবে আজ সার্থক নয়ন।

ইহা বলিয়া রাজা রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর যাত্রা করিলেন, উদ্যানদ্বারে রথ রাখিয়া চিত্র পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দসহকারে অষ্টম গাথা বলিলেন:—

৮। অভিষেককালে গাথা গাইলাম সভামধ্যে, সার্থক তা হইল এক্ষণে,
শীলবান্ তাপসের লভি আজ দরশন বড় সুখ উপজিল মনে।

চিত্র পণ্ডিতকে দেখিবামাত্রই রাজার মনে পরমা প্রীতির সঞ্চার হইল। 'আমার ভ্রাতার জন্য পল্যঙ্ক আনয়ন কর' ইত্যাদি আজ্ঞা দিতে দিতে তিনি নবম গাথা বলিলেন:—

৯। দয়া করি যদি, ঋষে, করেছেন হেথা আগমন,
উদক, আসন, পাদ্য, অর্ঘ এই সকল গ্রহণ।

এইরূপে মধুর সম্ভাষণপূর্ব্বক রাজা নিজের রাজ্য দুই ভাগ করিয়া চিত্রকে তাহার এক ভাগ দান করিবার প্রস্তাব করিয়া দশম গাথা বলিলেন :—

১০। দিব তব বাসহেতু সুরম্য ভবন ; সযতনে সতত সেবিবে নারীগণ,
যে বাসনা আছে চিত্তে তোমার তুষিতে দয়া করি অবকাশ দাও পুরাইতে।
এস, দুই জনে মিলি ভুঞ্জি এ ঐশ্বর্য্য, মিলিয়া উভয়ে মোরা শাসিব এ রাজ্য

রাজার এই প্রস্তাব শুনিয়া চিত্র পণ্ডিত ছয়টী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন :—

১১। দেখিয়াছি দুষ্কৃতির ফল বিষময়, সুকৃতির বলে লোকে মহাফল পায়।*
রাখিব নিজেরে, তাই, সংযমে সদাই, পুত্রপশুধনে মোর প্রয়োজন নাই।
১২। দশ বর্ষে এক এক দশা নিরূপণ, দশদশাপরিমিত মানবজীবন।
দশম দশার পূর্ব্বে অনেকেই, হায়, ছিন্ন মৃণালের মত শুকাইয়া যায়।
১৩। আমোদ, প্রমোদ কিংবা ইন্দ্রিয়সেবন, অথবা ভোগের তরে ধন-অন্বেষণ,—
কিছুতেই প্রয়োজন নাই ত আমার, দারাসুত, পরিজন,—কে বল কাহার?
ছিঁড়িয়াছি সর্ব্ববিধ মায়ার বন্ধন ; রয়েছি পরম সুখে আমি সে কারণ।
১৪। ভুলিবে না যম মোরে, জানি বিলক্ষণ। মৃত্যুপাশ ছেদিতে না পারে কোন জন।
মৃত্যু আসি অভিভূত করিবে যাহারে, অর্থকামে কিবা সুখ দিতে তারে পারে?
১৫। দ্বিপদের মধ্যে, ভূপ, চণ্ডাল অধম ; সেই কুলে দুই জনে লভিনু জনম
স্ব স্ব কর্ম্মফলে, মোরা করিলাম বাস চণ্ডালিনী-গর্ভে, হায়, পূর্ণ দশমাস।
১৬। চণ্ডাল অবন্তী রাজ্যে ছিনু মোরা চতুর্থ জনমে,
নৈরঞ্জনাতীরে পরে মৃগরূপে জন্মিনু দুজনে।
তার পর উভয়েই নর্ম্মদার তীরে জন্মান্তর
তির্য্যগ যোনিতে লভি হইলাম উৎক্রোশ খেচর।
এখন ব্রাহ্মণ আমি, তুমি, ভূপ ক্ষত্রিয় এখন,
পর পর এই রূপ লভেছি জনম দুই জন।

এইরূপে অতীতের হীন জন্মগুলি প্রকটিত করিয়া বর্ত্তমান জন্মেও পরমায়ুর ক্ষণিকত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক পুণ্যকর্ম্মে উৎসাহ দিবার জন্য মহাসত্ত্ব আর চারিটী গাথা বলিলেন :—

১৭। মরণ আসন্ন সদা, ক্ষণস্থায়ী প্রাণ প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশিরসমান।
জরা যবে গ্রাসে, মুখ করিয়া ব্যাদান, পুত্র, কি কলত্র, বল, কে করিবে ত্রাণ?
শুন মোর বাক্য তুমি, পঞ্চালঈশ্বর। দুঃখবিবর্দ্ধক কর্ম্ম বর্জ নিরন্তর।
১৮। মরণ আসন্ন সদা, ক্ষণস্থায়ী প্রাণ প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশিরসমান।
জরা যবে গ্রাসে, মুখ করিয়া ব্যাদান, পুত্র, কি কলত্র, বল, কে করিবে ত্রাণ?
শুন মোর বাক্য তুমি, পঞ্চালপ্রধান! করো না সে কর্ম্ম, যাহা দুঃখের নিদান।
১৯। মরণ আসন্ন সদা, ক্ষণস্থায়ী প্রাণ প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশিরসমান।
জরা যবে গ্রাসে, মুখ করিয়া ব্যাদান, পুত্র, কি কলত্র, বল, কে করিবে ত্রাণ?
তাই বলি তোমায়, পঞ্চালমহারাজ! রিপুবশে করিও না কভু কোন কাজ।
২০। মরণ আসন্ন সদা, ক্ষণস্থায়ী প্রাণ প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশিরসমান।
জরা যবে দেখা দেয় দেহের ভিতরে, যৌবনের রূপ, বল নিমেষেতে হরে।
তাই করি সাবধান তোমায়, রাজন্! করো না যে কর্ম্মে ঘটে নিরয়গমন।

মহাসত্ত্বের কথায় রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তিনটী গাথা বলিলেন :—

* চণ্ডালকুলে জন্ম ইত্যাদি দুষ্কৃতির ফল ; ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, দেবত্বলাভ প্রভৃতি সুকৃতির পরিণাম।

২১। বলিলে যা, দেব, তাহা সত্য সুনিশ্চিত ; হিতকর বাক্য তব ঋষিজনোচিত।
ভোগাকাঙ্ক্ষা কিন্তু মোর এখন(ও) প্রবল, ত্যজিবে মাদৃশ জনে কেমনে তা বল ?
২২। সম্মুখে সুদৃঢ় স্থল, দেখিয়াও তায় পঙ্কমগ্ন করী নারে উঠিতে সেথায়।
কামপঙ্কে মগ্ন, হায়, আমিও তেমন। পারি না লইতে ভিক্ষুপথের শরণ।
২৩। মাতাপিতা তনয়ের হিতকামনায় হিত উপদেশ দান করেন তাহায়।
তেমতি আমারে শিক্ষা দাও, ঋষিবর, যার বলে সুখী আমি হব নিরন্তর।

তখন মহাসত্ত্ব রাজাকে বলিলেন,

২৪। কামভোগ মানুষের স্বভাবসুলভ, যদ্যপি ছাড়িতে ইহা ইচ্ছা নাই তব,
যথাধর্ম্ম কর, ভূপ, রাজস্ব গ্রহণ ; হয় না প্রজার যেন অযথা পীড়ন।
২৫। চতুর্দ্দিকে দূত এবে করিয়া প্রেরণ শ্রমণব্রাহ্মণগণে কর নিমন্ত্রণ ;
সেব সবে দিয়া অন্ন, বস্ত্র, শয্যা আর আসনাদি যে যে দ্রব্য আবশ্যক যার।
২৬। অন্নপান করি দান সুপ্রসন্নমনে পরিতুষ্ট কর সদা শ্রমণব্রাহ্মণে।
যথাসাধ্য করে দান যাচকে যে জন, যথাসাধ্য ধর্ম্মপথে করে বিচরণ,
কদাপি না হয় সেই নিন্দার ভাজন, দেহান্তে ত্রিদিবধামে করে সে গমন।
২৭। নারীগণ পরিচর্য্যা করিবে তোমার ; এতে যদি ঘটে তব মনের বিকার,—
শুন এই গাথা, ইহা করিয়া স্মরণ গাইবে সভার মধ্যে তখনি, রাজন্ :—
২৮। কুঁড়ে ঘরখানিও ছিল না তার, হায়।
কত রোদ বৃষ্টি দিবারাত্রি মাথার উপর চলে যায়।
তাহার মাতার দুর্দ্দশার কথা বল্‌ব কি হে আর ?
ছেলে কোলে কাঠ কুড়াত বনের মাঝার।
ছেলে কান্দত যখন শান্ত তখন কর্‌ত দিয়ে স্তন্য তার।
এমন ছেলের দুর্দ্দশার কথা বল্‌ব কিহে আর ?
খেলাধূলায় কুকুর কেবল সাথী ছিল তার।
আজ সেই চণ্ডালের শিরে দেখ রাজার মুকুট শোভা পায়।

মহাসত্ত্ব এইরূপ উপদেশ দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি উপদেশ দিলাম। এখন আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুন বা না করুন, আমি আমার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে চলিলাম।" অনন্তর তিনি আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক রাজার মস্তকোপরি পদরজঃ বিকিরণ করিয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে বিষয়বিতৃষ্ণা জন্মিল। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দান করিলেন এবং যোদ্ধাদিগকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া (বা তাহাদিগকে নূতন রাজার আজ্ঞাবহ হইতে বলিয়া) হিমালয়াভিমুখে চলিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহার আগমনবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ঋষিগণসহ প্রত্যুদ্গমন করিলেন, তাঁহাকে লইয়া গিয়া প্রব্রজ্যা দিলেন, এবং তাঁহাকে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। ইহাতে তিনি ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা দুই জনেই ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পুরাণ পণ্ডিতেরা এই রূপে উপর্য্যুপরি তিনি চারি জন্মেও পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ববন্ধনে বদ্ধ ছিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সম্ভূত পণ্ডিত এবং আমি ছিলাম চিত্র পণ্ডিত।]

☞ সঙ্গীতের সাহায্যে নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করা সাহিত্যে বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। চারণ ব্লণ্ডেল এই উপায়েই কারারুদ্ধ রিচার্ডের সন্ধান পাইয়াছিলেন, দময়ন্তী নলের অনুসন্ধানার্থ এক জন লোককে একটী গান শিখাইয়া দিয়াছিলেন। তৃতীয় খণ্ডের কণবের জাতকে (৩১৮) এবং পঞ্চম খণ্ডের শোণক জাতকেও (৫২৯) এই উপায়ের প্রয়োগ দেখা যায়।

৪৯৯—শিবি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অসদৃশ দানসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।* অষ্টনিপাতে সৌবীর জাতকে† ইহার বৃত্তান্ত সবিস্তর বলা হইয়াছে। তখন রাজা সমস্ত দিবস সর্বপরিষ্কার দান করিয়া অনুমোদন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শাস্তা অনুমোদন না করিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন।

পরদিন রাজা প্রাতরাশ সমাপনপূর্বক বিহারে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আপনি অনুমোদন করিলেন না কেন?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, লোকে এখন অশুদ্ধচিত্ত।" অনন্তর, "কৃপণের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে না কখন" এই গাথা বলিয়া‡ তিনি ধর্মদেশন করিলেন। ইহাতে রাজা প্রসন্ন হইয়া শত সহস্র মুদ্রা মূল্যের শিবিদেশজাত উত্তরাসঙ্গ দ্বারা শাস্তাকে পূজা করিলেন এবং নগরে ফিরিয়া গেলেন।

ইহার পর ধর্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন হইল। ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'দেখ ভাই, কোশলরাজ অসদৃশ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি তৃপ্তিলাভ করেন নাই। শাস্তা যখন তাঁহার নিকট ধর্মদেশন করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে শতসহস্র মুদ্রা মূল্যের শিবিদেশজাত বস্ত্র উপঢৌকন দিলেন। দেখিতেছ যে, রাজার দানের সাধ কিছুতেই মিটে না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, বাহ্যবস্তুর দান§ প্রশংসনীয় বটে, প্রাচীন পণ্ডিতেরা এমন দান করিয়াছিলেন যে, সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহাকেও আর ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে হইত না। তাঁহারা প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দান করিতেন, তথাপি কেবল বাহ্যবস্তুর দানে তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। "প্রিয় বস্তু দেয় যেই, প্রিয় ফল লভে সেই," এই মহাজনবাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহারা সমাগত যাচককে নিজের চক্ষুর উৎপাটনপূর্বক দান করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে শিবি রাজ্যে অরিষ্টপুর নগরে শিবি মহারাজ রাজত্ব করিতেন। মহাসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহার নাম রাখিয়াছিল শিবিকুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বক পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিয়া ঔপরাজ্য লাভ করেন। কালক্রমে শিবি মহারাজের মৃত্যু হইলে শিবিকুমার রাজা হইলেন এবং অগতিগমন পরিহার করিয়া দশবিধ রাজধর্ম প্রতিপালনপূর্বক যথাধর্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি নগরের চতুর্দ্বারে, নগরের মধ্যে এবং প্রাসাদের দ্বারে ছয়টী দানশালা নির্মাণ করাইয়া প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা বিতরণপূর্বক মহাদান করিতেন এবং অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় নিজে দানশালায় গিয়া বিতরণ পর্যবেক্ষণ করিতেন।

একদা পূর্ণিমা তিথিতে তিনি প্রাতঃকালে সমুচ্ছ্রিতশ্বেতচ্ছত্র রাজপর্যঙ্কে উপবেশনপূর্বক নিজের দানকর্মের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, এমন কোন বাহ্য বস্তুই নাই, যাহা তিনি দান করেন নাই। তখন তাঁহার মনে হইল, 'দান করি নাই, এমন কোন বস্তু ত দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু কেবল বাহ্য বস্তুর দানে আমার তৃপ্তি হইতেছে

---

* অসদৃশ দানসম্বন্ধে দশব্রাহ্মণ-জাতকের (৪৯৫) বর্তমানবস্তু দ্রষ্টব্য।

† সৌবীর-জাতক নামে কোন জাতক দেখা যায় না। সম্ভবতঃ ইহাদ্বারা আদীপ্ত-জাতক (৪২৪) বুঝিতে হইবে।

‡ ধর্মপদ, ১৭৭

§ যাহা দাতার শরীরের বাহিরে আছে—যেমন অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি, তাহা বাহ্য বস্তু।

না। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আধ্যাত্মিক* দান করি। অহো! আজ যদি আমার দানশালায় কোন যাচক উপস্থিত হইয়া বাহ্যবস্তু প্রার্থনা না করে এবং আধ্যাত্মিক বস্তুর নাম লয়। যদি কেহ আমার হৃদয়মাংস চায়, তবে শেল দ্বারা আমি বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব এবং লোকে যেমন নির্ম্মল জল হইতে সনাল পদ্ম উত্তোলন করে, সেই রূপে রক্তবিন্দুস্রাবী হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া তাহাকে দান করিব। যদি কেহ আমার দেহের মাংস চায়, লোকে যেমন বাটালি দিয়া কাঠ কাটে, আমিও সেই রূপ নিজের শরীর টুকরা টুকরা করিয়া দিব, যদি কেহ আমার রক্ত চায়, আমি তাহার মুখ, অথবা সে যে পাত্র আনিবে তাহা পূর্ণ করিয়া রক্ত দিব। যদি কেহ বলে যে, "আমার গৃহে কাজ কর্ম্ম চলিতেছে না, চল, আমার দাসত্ব কর গিয়া," আমি রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইব, আপনাকে দাস বলিয়া প্রচার করিব এবং দাসত্ব করিব। যদি কেহ আমার চক্ষু দুইটী চায়, লোকে যেমন তালশাঁস বাহির করে, আমিও সেই রূপ চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিয়া দিব।

মানুষের দেয় ; দেই না ক তবু— এমন কিছুই নাই,
চায় যদি কেহ চক্ষু দুটী মোর, অকাতরে দিব তাই।

এই রূপ চিন্তা করিয়া শিবিকুমার গন্ধোদকপূর্ণ ষোলটী কলসীতে স্নান করিলেন, সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইলেন এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য আহার করিয়া অলঙ্কৃত হস্তিবরের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক দানশালায় গমন করিলেন।

এদিকে দেবরাজ শক্র তাঁহার অধ্যাশয় জানিতে পারিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'শিবিরাজ স্থির করিয়াছেন যে, অদ্য কোন যাচক উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলে নিজের চক্ষু উৎপাটন-পূর্ব্বক তাহাকে দান করিবেন। কিন্তু তিনি এরূপ দুষ্কর কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন কি না?' এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ তিনি জরাগ্রস্ত অন্ধব্রাহ্মণের বেশে রাজার গমনপথে এক উন্নত প্রদেশে দাঁড়াইলেন এবং রাজা যখন সেখান দিয়া দানশালায় যাইতেছিলেন, তখন হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহার জয় ঘোষণা করিলেন। রাজা তাঁহার দিকে হস্তী চালাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনি কি বলিলেন?" শক্র উত্তর দিলেন "মহারাজ, আপনার দানশীলতাসম্ভূতা কীর্ত্তিঘোষণায় নিখিলভুবন পরিপূর্ণ, আমি অন্ধ, আপনি দ্বিচক্ষুষ্মান্।" অনন্তর ব্রাহ্মণ প্রথম গাথা বলিয়া চক্ষু যাচ্ঞা করিলেন :—

১। দূরদেশ হতে এ অন্ধ স্থবির
আসিয়াছে, ভূপ, যাচিতে নয়ন।
একটী নয়ন কর যদি দান
একনেত্র হব আমরা দুজন।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'অহো! আমার কি পরমলাভ হইল! আমি প্রাসাদে বসিয়া এই চিন্তাই করিয়া আসিতেছি। অদ্য আমার মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে। যাহা পূর্ব্বে দান করি নাই, আজ তাহাই দান করিব।' অনন্তর প্রফুল্লচিত্তে তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

* অর্থাৎ যাহা আত্মদেহের অংশ।

২। শিখায়াছে কে তোমায় আসিতে হেথায়?
বলিয়াছে কে তোমায় চক্ষু যাচিবারে?
উত্তমাঙ্গ বলি লোকে বাখানে যাহায়,
হেন চক্ষু সহজে কি দিতে কেহ পারে?

(অতঃপর যে সকল গাথা আছে, সে গুলি দুই দুইটী করিয়া শক্রের ও রাজার উত্তরপ্রত্যুত্তরস্বরূপে ধরিতে হইবে)

৩। "সুজম্পতি * নাম ত্রিদশের ধামে, নরলোকে খ্যাত মঘবা নামে;
আদেশে তাঁহার যাচিতে নয়ন করিয়াছি আমি হেথা আগমন।
৪। তোষ দিয়া মোরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; একটী নয়ন তব ভিক্ষা চাই।
নহে অন্য অঙ্গ চক্ষুর সমান, সুদুস্ত্যাজ্য ইহা, শুনি সব ঠাঁই।"
৫। "যে উদ্দেশ্যে তব হেথা আগমন, যে ইচ্ছা তোমার জাগিছে হৃদয়ে,
পূর্ণ হো'ক তাহা অচিরে, ব্রাহ্মণ; লভ চক্ষু মোর চক্ষু দুটী লয়ে।
৬। চেয়েছ একটী নয়ন আমার, দুটীই তোমায় করিলাম দান,
দেখুক সকলে সৌভাগ্য তোমার; যাও চলি তুমি হয়ে চক্ষুষ্মান্।"

ইহা বলিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এখানে চক্ষু উৎপাটন করা ভাল হইবে না।' এজন্য তিনি ব্রাহ্মণকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সীবক নামক বৈদ্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমার একটী চক্ষু তুলিয়া ফেল।"†

রাজা নাকি নিজের চক্ষু দুইটী তুলিয়া কোন ব্রাহ্মণকে দান করিবেন, এই সংবাদে অচিরে সমস্ত নগরে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। তখন সেনাপতি প্রভৃতি রাজার প্রিয়পাত্র, নগরবাসী এবং অন্তঃপুরবাসী সকলে সমবেত হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে রাজাকে বারণ করিতে লাগিলেন:—

৭। করিও না, দেব, চক্ষু তব দান, ছাড়ি আমা সবে করো না প্রস্থান। ‡
দাও যাচকেরে যত চায় ধন, অথবা বৈদূর্য্য, মুকুতা, রাজন্।
৮। উত্তমতুরগযুত, অলঙ্কৃত দাও রথ, মণিমুক্তাখচিত,
অথবা সাজায়ে সোণার সাজরে শত শত গজ দান কর এরে।
৯। হেনরূপ দান কর, নৃপবর, যেন শিবিবাসী থাকে নিরন্তর
লয়ে নিজ নিজ যান ও বাহন চৌদিকে তোমায় বিষ্টিয়া, রাজন্।

ইহার উত্তরে রাজা তিনটী গাথা বলিলেন:—

১০। দিব বলি পুনঃ না দিতে মনন
যে করে, তাহারে ধিক্ শতবার,
ভূমিতে পতিত পাশ উত্তোলন
করি পরে সেই গলে আপনার।
১১। দিব বলি পুনঃ না দিতে মনন
করিলে পাপের বৃদ্ধি হয় তার,
দেহান্তে বড়ই দুর্দ্দশা তাহার,
করে সে নিশ্চয় নিরয়ে গমন।

---

* সুজা ইন্দ্রের পত্নী। এই জন্য পালি সাহিত্যে সুজাম্পতি বলিলে ইন্দ্রকে বুঝায়।

† মূলে "সোধেহি" আছে। ইহার অর্থ শোধন কর বা কাঁট দিয়া ফেল। ব্রাহ্মণকে যাহা দিয়াছেন, নিজের শরীরে তাহা এখন আবর্জ্জনামাত্র শিবিরাজের মনে, বোধ হয়, এই ভাব হইয়াছিল।

‡ অন্ধ হইলে তিনি রাজত্ব করিতে পারিবেন না, অন্য কেহ রাজা হইবেন, এই ভাব।

১২। দাও তারে তাই, যা' চায় যে জন,
চায় না যা' তাহা দিও না কখন।
চেয়েছে ব্রাহ্মণ যাহা মোর ঠাঁই,
তুষিব তাহারে করি দান তাই।

অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কি কামনায় আপনার চক্ষু দান করিবেন?

১৩। সঙ্কল্প, নৃমণি, লভিতে কি ফল?— আয়ুঃ, কিংবা রূপ কিংবা সুখ, বল।
শিবিদেশে তুমি রাজা সর্ব্বোত্তম, ঐশ্বর্য্যে কেহই নহে তব সম.
পরলোক-হেতু ত্যজিবে এ সব। দিবে নিজ চক্ষু। একি বুদ্ধি তব?" *

ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন,

১৪। ধন, পুত্র, যশ, রাজত্ব-বিভব— দিব চক্ষু আমি না পেতে এ সব।
দান সাধুদের ধর্ম্ম চিরন্তন, তাই দানে তৃপ্তি পায় মোর মন। †

মহাসত্ত্বের কথায় অমাত্যেরা নিরুত্তর হইলেন। তখন মহাসত্ত্ব সীবক বৈদ্যকে বলিলেন,

১৫। সখা, মিত্র তুমি, সীবক আমার; বৈদ্যশাস্ত্রে তব আছে অধিকার।
রাখ মোর কথা, করি উৎপাটন চক্ষু দুটী কর যাচকে অর্পণ।
করিতে এ দান হইয়াছে সাধ, তোমার ইহাতে নাহি অপরাধ।

সীবক বলিলেন, "মহারাজ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, চক্ষু দান করা বড় কঠিন কাজ।" রাজা বলিলেন, "সীবক, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, তুমি বিলম্ব করিও না, আমার সঙ্গে বেশী কথা বলিও না।" তখন সীবক ভাবিলেন, 'আমার মত সুশিক্ষিত বৈদ্যের পক্ষে রাজার চক্ষুতে শস্ত্র প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে।' তিনি নানাবিধ ঔষধ চূর্ণ করিয়া একটা নীলপদ্মের উপর ছড়াইয়া দিলেন এবং ঐ পদ্ম রাজার দক্ষিণ চক্ষুতে বুলাইতে লাগিলেন। অমনি চক্ষুর গোলক ঘুরিয়া গেল এবং দারুণ বেদনা জন্মিল। সীবক বলিলেন, "মহারাজ, ভাবিয়া দেখুন, এখনও আমি প্রতিকার করিতে পারি।" রাজা উত্তর দিলেন 'না ভাই। বিলম্ব করিও না।"

সীবক আবার পদ্মটার উপর সেই গুঁড়া ছড়াইয়া রাজার চক্ষুতে বুলাইলেন, তখন চক্ষুটী কোটর হইতে বাহির আসিল; বেদনাও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল।" সীবক বলিলেন, "মহারাজ, এখনও ভাবিয়া দেখুন, এখনও আমি প্রতিকার করিতে পারিব।" রাজা বলিলেন, "না; বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ কেন?"

সীবক তৃতীয়বারে পদ্মটায় তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ মাখিয়া রাজার চক্ষুর নিকট ধরিলেন, ঔষধের প্রভাবে অক্ষি গোলক ঘুরিতে ঘুরিতে কোটর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কেবল একটী স্নায়ু-সূত্রাবলম্বনে ঝুলিতে লাগিল। এবারও সীবক বলিলেন, "নরনাথ, আরও একবার ভাবিয়া দেখুন এখনও প্রতিকার করা অসাধ্য নহে।" রাজা উত্তর দিলেন, "কেন বার বার প্রপঞ্চ

* অর্থাৎ আপনি ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দৃষ্টফল ত্যাগ করিয়া পরলোকে অদৃষ্ট ফললাভের আশায় চক্ষু দান করিতেছেন কেন?

† এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার চরিয়াপিটকের একটী গাথা তুলিয়াছেন:—

চক্ষু দুটি নয় মোর অপ্রীতিভাজন, নিজ দেহ দ্বেষ্য আমি ভাবি না কখন।
সর্ব্বজ্ঞতা সব চেয়ে কিন্তু প্রিয়তর, তাই চক্ষু দিতে আমি হই না কাতর।

করিতেছ?" তখন তিনি দুঃসহ বেদনা অনুভব করিতেছিলেন, ক্ষত হইতে রক্ত পড়িয়া পরিহিত বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছিল। রাজার অন্তঃপুরবাসিনী ও অমাত্যেরা তাঁহার পাদমূলে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, চক্ষু দান করিবেন না।" কিন্তু রাজা বেদনা সহ্য করিয়া সীবককে বলিলেন, "ভাই, আর বিলম্ব করিও না।" "যে আজ্ঞা, মহারাজ," এই কথা বলিয়া সীবক বাম হস্তে রাজার চক্ষুটী ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক স্নায়ুসূত্র ছেদন করিয়া রাজার হস্তে চক্ষুটী স্থাপন করিলেন। রাজা বাম চক্ষু দ্বারা দক্ষিণ চক্ষুটী দেখিলেন এবং বেদনা সহ্য করিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন, "আসুন, ঠাকুর, আমার নিকট সর্ব্বজ্ঞতারূপ চক্ষু এই চক্ষু অপেক্ষা শতগুণে, সহস্রগুণে প্রিয়তর। ইহাতেই বুঝিবেন, আমি কি বিশ্বাসে এই কার্য্য করিলাম।" অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে চক্ষুটী দিলেন, ব্রাহ্মণ তাহা তুলিয়া নিজের অক্ষিকোটরে স্থাপন করিলেন, দৈবানুভাববশতঃ উহা সেখানে বিকসিত নীলোৎপলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাসত্ত্ব বামচক্ষু দ্বারা সেই চক্ষু দেখিয়া ভাবিলেন, 'অহো! আমার অক্ষিদান সার্থক হইয়াছে!' তিনি মনে মনে পরমা প্রীতি লাভ করিয়া পুলকিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে অপর চক্ষুটীও দান করিলেন। শক্র সেটীও নিজের অক্ষিকোটরে স্থাপনপূর্ব্বক রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সমবেত জনসঙ্ঘ দেখিতে পাইল যে, তিনি নগরের বাহিরে গেলেন। অনন্তর তিনি দেবনগরে প্রস্থান করিলেন।

[এই ভাব প্রকট করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত সার্দ্ধ গাথা বলিলেন :—

১৬। শিবি নৃপতির আদেশ তখন ভিষক্ সীবক করিল পালন।
উপাড়িয়া দুটী রাজার নয়ন ব্রাহ্মণের করে করিল অর্পণ।
চক্ষুষ্মান্ দ্বিজ হইল অমনি; অন্ধ এবে, হায়, হলেন নৃমণি।

অল্পদিনের মধ্যেই রাজার অক্ষিকোটর পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পূরিবার কালে উহা পূর্ব্বের মত হইল না, ঊর্ণাপিণ্ড-সদৃশ একটা মাংসপিণ্ড উদ্গত হইয়া কোটর পূর্ণ করিল। তখন রাজার চক্ষু দুইটী চিত্রিত চক্ষুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু বেদনা দূর হইল।

মহাসত্ত্ব কিয়দ্দিন প্রাসাদে বাস করিয়া ভাবিলেন, 'যে অন্ধ, তাহার রাজ্যে কি প্রয়োজন? আমি অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক উদ্যানে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ ও শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি অমাত্যদিগকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাদিগকে নিজের অভিপ্রায় জানাইয়া বলিলেন, "মুখপ্রক্ষালন ও অন্যান্য আবশ্যক কাজে সাহায্য করিবার জন্য কেবল এক জন লোক আমার সঙ্গে থাকিবে, আর শৌচাগারাদিতে একগাছি রজ্জু এমন ভাবে বান্ধিবে (যেন আমি তাহা ধরিয়া যাতায়াত করিতে পারি)।" অনন্তর তিনি সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি রথ সজ্জিত কর।" অমাত্যেরা কিন্তু তাঁহাকে রথে যাইতে না দিয়া সুবর্ণশিবিকায় তুলিয়া দিলেন, পুষ্করিণীর তটে লইয়া গিয়া সেখানে উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

রাজা পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়া নিজের দানের কথা ভাবিতে লাগিলেন, অমনি শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। শক্র চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং 'মহারাজকে

বর দিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটী পূর্ব্বের মত করিব', এই সঙ্কল্প করিয়া সেই পুষ্করিণীর তটে গমনপূর্ব্বক মহাসত্ত্বের অবিদূরে বার বার চঙ্ক্রমণ করিতে লাগিলেন।

[এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত গাথা কয়টী বলিলেন :—

১৭। কিছু দিনে মাংসপিণ্ডে পূর্ণ হ'ল চক্ষুর কোটর,
আনিয়া তখন ডাকি সারথিরে শিবি নরেশ্বর।

১৮। "যোত রথ; লয়ে মোরে চল, সূত; যাইব যেথায়
উদ্যান, অরণ্য, আর সপদ্ম সরঃ শোভা পায়।"

১৯। পুষ্করিণী-তীরে রাজা পল্যঙ্কে বসিল গিয়া আজ;
আবির্ভূত হইলেন সম্মুখে তাঁহার দেবরাজ।

মহাসত্ত্ব শক্রের পাদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে?" শক্র বলিলেন,

২০। শক্র আমি দেবরাজ; এসেছি, রাজর্ষে, তব পাশ,
মাগ বর; যাহা চাও, দিয়া তব পূরাইব আশ।

ইহা শুনিয়া রাজা নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

২১। ধন, বল সুপ্রচুর, অক্ষয় ভাণ্ডার আছে শক্র; কিন্তু তাহে কি ফল আমার?
হইয়াছি অন্ধ এবে হারায়ে নয়ন; মরিতে বাসনা তাই কেবল এখন।

তখন শক্র বলিলেন, "শিবিরাজ, তুমি কি কেবল মৃত্যুকামনা করিয়াই মরিতে চাও, না অন্ধ হইয়াছ বলিয়া মরিতে চাও?" রাজা উত্তর দিলেন, "দেবেন্দ্র, আমি অন্ধ হইয়াছি বলিয়াই মরণ চাই।" "মহারাজ, কেবল দানকর্ম্মেই যে দানফল নিঃশেষ হয়, ইহা নহে। লোকে পারলৌকিক ফললাভের আশাতেও দান করিয়া থাকে। ঐহিক দৃষ্টফলপ্রাপ্তিও দানের অন্যতর উদ্দেশ্য। যাচক তোমার একটী চক্ষু চাহিয়াছিল; তুমি তাহাকে দুইটী দিয়াছিলে। এখন তুমি সত্যক্রিয়া কর।

২২। ক্ষত্রিয় নৃমণি, তুমি কর সত্যকার; সত্যের প্রভাবে চক্ষু লভিবে আবার।"

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "দেবরাজ, যদি প্রকৃতই আপনি আমাকে চক্ষু দান করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন, তবে অন্য কোন উপায় নির্দ্দেশ করিবেন না, মদীয় দানের ফলেই যেন আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়।" শক্র বলিলেন, "মহারাজ, আমি দেবরাজ শক্র, কিন্তু অন্যকে চক্ষু দিবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনি যে দান দিয়াছেন, তাহার ফলেই আপনার চক্ষু উৎপন্ন হইবে।" রাজা বলিলেন, "তবে আমার দান সুফলপ্রদ হইল।" অনন্তর তিনি বলিলেন,

২৩। 'উচ্চ, নীচ, যে যাচক আসে মোর ঠাঁই,
যে আসিয়া যাচ্ঞা করে, সেই মোর প্রিয়,—
এই সত্যক্রিয়া-বলে পুনঃ যেন পাই
চক্ষু আমি, বলে যারে প্রধান ইন্দ্রিয়।

ইহা বলিয়া রাজা সত্যক্রিয়া করিলেন। তাঁহার বচনাবসান হইবামাত্র প্রথম চক্ষুটী উৎপন্ন হইল। অনন্তর দ্বিতীয়টীর উৎপাদনের জন্য তিনি বলিলেন,

২৪। নয়ন একটী মোর যাচিতে ব্রাহ্মণ এসেছিল, দিয়াছিনু দুইটী নয়ন।

২৫। এ দানে পরমা প্রীতি, সন্তোষ অপার লভেছিনু,—এই সত্যপ্রভাবে আবার
পূর্ব্ববৎ হোক মোর দ্বিতীয় নয়ন; লভি চক্ষু হোক মোর সার্থক জীবন।

এই গাথা বলিবামাত্র দ্বিতীয় চক্ষুও উৎপন্ন হইল। কিন্তু এই চক্ষু দুইটী না হইল স্বাভাবিক, না হইল দিব্য। ব্রাহ্মণরূপী শক্র যে চক্ষু দান করিলেন, তাহা স্বাভাবিক হইতে পারে না; যে চক্ষু পূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছে, তাহা দিব্য চক্ষুও হইতে পারে না।* শিবি যে চক্ষু লাভ করিলেন, তাহাকে সত্যপারমিতা-চক্ষু বলা যায়। এই চক্ষু উৎপন্ন হইবামাত্র শক্রের অনুভাববলে রাজপুরুষগণ সকলে সেখানে উপস্থিত হইলেন। এই সমবেত মহাজনের সমক্ষে শক্র রাজার স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন,

২৬। ধর্ম্মানুসারে বাক্য, নৃমণি, তোমার; তাই দিব্য চক্ষু দুটী লভিলে আবার।
২৭। প্রাকার, পর্ব্বত, শৈল ভেদিয়া এখন পারিবে দেখিতে তুমি শতেক যোজন।

মহাজনের সম্মুখে আকাশে উপবেশনপূর্ব্বক এই গাথা দুইটী বলিবার পর শক্র রাজাকে অপ্রমত্ত হইতে উপদেশ দিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। রাজাও বহুজন-পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং চন্দ্রক-নামক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। তিনি যে পুনর্ব্বার চক্ষু লাভ করিয়াছেন, এই সংবাদ অচিরে সমস্ত শিবিরাজ্যে প্রচারিত হইল এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য প্রজারা নানাবিধ উপহার লইয়া আসিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব এই মহাজনের নিজের দানমাহাত্ম্য বর্ণন করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তিনি রাজদ্বারে এক প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া শ্বেতচ্ছত্রের তলে রাজপল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, এবং ভেরীবাদনদ্বারা নগরবাসী সকল ব্যবসায়িশ্রেণী আনয়নপূর্ব্বক বলিলেন, "ভো শিবিরাজ্যবাসিগণ, আমার এই দিব্য চক্ষুর্দ্বয় দেখিয়া এখন হইতে তোমরা দান না করিয়া ভোজন করিও না।" অনন্তর তিনি চারিটী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন:—

২৮। অতি প্রিয় ভাব যারে, যাহা তব অতি আদরের,
তাহাও চাহিলে দিবে তুষিবারে মন যাচকের।
শিবিবাসী সবে আসি দেখ আমি পেয়েছি কি ধন;
দানবলে লভিয়াছি দেখ দিব্য দুইটী নয়ন।
২৯। প্রাকার, পর্ব্বত, শৈল অন্তরায় নহে মোর কাছে;
পাই দেখিবারে যাহা যোজন শতেক দূরে আছে।
৩০। মনিব মরণশীল; জীবনে তাহার ত্যাগ হ'তে শ্রেষ্ঠ গুণ নাহি কিছু আর।
ব্রাহ্মণে মানুষ চক্ষু করিনু অর্পণ; অমানুষ চক্ষু তাই পাইনু এখন।
৩১। দেখি ইহা শিবিরাজ্যবাসী সর্ব্বজন, অগ্রে করি দান পরে করহ ভোজন।
ভোগ কর, যথাশক্তি করি আগে দান; পাইবে প্রশংসা হেথা, স্বর্গে পাবে স্থান।

রাজা এই চারিটী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন এবং সেই দিন হইতে প্রতি অর্দ্ধ মাসে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার পোষধ দিবসে, বহুলোককে আহ্বানপূর্ব্বক এই গাথাচতুষ্টয় বলিয়াই ধর্ম্মদেশন করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বহুলোকে দানাদি পুণ্যব্রতে রত হইল এবং দেবলোক পূর্ণ করিতে লাগিল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা দেখিলে, পুরাণ পণ্ডিতেরা বাহ্যদানে সন্তুষ্ট হন নাই; তাঁহাদের নিকট যে সকল যাচক উপস্থিত হইত, তাহাদিগকে নিজের চক্ষু পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া দান করিতেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সীবক বৈদ্য, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, বৌদ্ধগণ ছিলেন অন্যান্য লোক এবং আমি ছিলাম শিবিরাজ।]

* পরে কিন্তু এই নবজাত চক্ষু দুইটীকে দিব্য চক্ষুই বলা হইয়াছে।

☞ দান-পারমিতার মাহাত্ম্যসম্বন্ধে শিবিরাজের আখ্যান হিন্দু বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েরই সুপরিচিত। মহাভারতের (কালীপ্রসন্ন সিংহ) বনপর্ব্বে (১৩১ম অধ্যায়) এবং অনুশাসন পর্ব্বে (৩২শ অধ্যায়) এই আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থে চক্ষুর্দ্দানের, মহাভারতে আত্মমাংসদানের বিবরণ আছে।

৫০০—শ্রীমন্দ-জাতক

শ্রীমন্দপ্রশ্ন মহা-উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

৫০১—রোহন্তমৃগ-জাতক

[আয়ুষ্মান্ আনন্দ প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন, শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে তদুপলক্ষ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। আনন্দের প্রাণদানসঙ্কল্প অশীতিনিপাতে চুল্লহংস-জাতকে (৫৩৩) ধনপালদমন-প্রসঙ্গে বলা যাইবে। শাস্তার জন্য আয়ুষ্মান্ আনন্দ প্রাণদানের সঙ্কল্প করিলে এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলিতে লাগিলেন, "আয়ুষ্মান্ আনন্দ শৈক্ষ-প্রতিসম্ভিদা * লাভ করিয়া দশবলের জন্য নিজের প্রাণ দান করিতে গিয়াছিলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও ইনি আমার জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষীর নাম ছিল ক্ষেমা। তখন বোধিসত্ত্ব হিমবন্তপ্রদেশে মৃগযোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ অতি সুন্দর এবং বর্ণ সুবর্ণোপম ছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর চিত্রের এবং কনিষ্ঠা ভগিনী সুতনার দেহও সুবর্ণবর্ণ হইয়াছিল। বোধিসত্ত্বের নাম হইয়াছিল রোহন্ত। তিনি মৃগদিগের রাজা ছিলেন।

বোধিসত্ত্ব হিমবন্তের দুইটী পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক তৃতীয় শ্রেণীর অভ্যন্তরে রোহন্ত-নামক সরোবরের নিকটে অশীতি সহস্র মৃগসহ বাস করিতেন। তাঁহার মাতাপিতা অন্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগের পোষণ করিতেন।

বারাণসীর অবিদূরে এক নিষাদগ্রাম ছিল। সেখানকার এক নিষাদপুত্র হিমবন্তে প্রবেশ করিয়া বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে স্বগ্রামে প্রতিগমন করিয়া কালসহকারে প্রাণত্যাগ করিবার সময়ে নিজের পুত্রকে বলিয়াছিল, "বৎস, আমাদের মৃগয়াভূমির অমুকস্থানে এক সুবর্ণবর্ণ মৃগ বাস করে। যদি রাজা জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাঁহাকে এই কথা বলিবে।"

একদিন ক্ষেমাদেবী প্রত্যূষকালে একটী স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নটী এই :—এক সুবর্ণবর্ণ মৃগ কাঞ্চনপীঠে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে ধর্ম্মদেশন করিতেছে, তাহার স্বর এমন মধুর যে, বোধ হইতেছে যেন স্বর্ণকিঙ্কিণী ক্বণু ক্বণু ধ্বনি করিতেছে; তিনি সাধুকার দিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতেছেন; কিন্তু কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যেন ঐ মৃগ উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন তিনি 'মৃগকে ধর' বলিয়া চীৎকার করিলেন এবং তাহাতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

---

* প্রতিসম্ভিদা = কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, উচিত্যানৌচিত্য প্রভৃতি বিশ্লেষ করিবার ক্ষমতা। অর্থ ধর্ম্ম, নিরুক্তি এবং প্রতিভান-ভেদে ইহা চতুর্ব্বিধ। আনন্দ অর্হত্ত্ব লাভ করেন নাই; তিনি শৈক্ষ ছিলেন। কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি বুদ্ধের সমস্ত বাক্যের অর্থ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

পরিচারিকারা তাঁহার চীৎকার শুনিয়া হাসিতে লাগিল; তাহারা ভাবিল, 'ঘরের দ্বার ও বাতায়নগুলি সাবধানে রুদ্ধ আছে; ইহার মধ্যে বায়ুরও প্রবেশ করিবার অবসর নাই; অথচ আর্য্যা এতবেলায় মৃগ ধরিতে বলিতেছেন!' রাণীও তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি যদি বলি যে ইহা স্বপ্ন, তবে রাজা একথা অবহেলা করিবেন; কিন্তু যদি বলি যে, ইহা আমার দোহদ, তবে, বোধ হয়, তিনি আমার ইচ্ছা পূরণ করিতে যত্ন করিবেন।' ইহা স্থির করিয়া এবং সুবর্ণমৃগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিলেন। রাজা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?" ক্ষেমা বলিলেন, "অন্য কোন অসুখ নয়; আমার একটা সাধ হইয়াছে।" "কি সাধ, প্রিয়ে!" "সুবর্ণবর্ণ ধার্ম্মিক মৃগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিব।" "ভদ্রে, যাহা আদৌ নাই, তাহাতে তোমার সাধ জন্মিল! সুবর্ণবর্ণ মৃগ কোথাও নাই।" "এ ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে এখানেই আমি প্রাণত্যাগ করিব।" ইহা বলিয়া ক্ষেমা রাজার দিকে পিঠ ফিরাইয়া শুইয়া রহিলেন। "যদি থাকে, তবে নিশ্চয় পাইবে" বলিয়া রাজা সভায় গেলেন এবং [ইতঃপূর্ব্বে ময়ূর-জাতকে (১৫৯) যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইভাবে] অমাত্য ও ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক জানিতে পারিলেন, পৃথিবীতে সুবর্ণবর্ণের মৃগ আছে। তখন তিনি ব্যাধদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "কে এইরূপ মৃগ দেখিয়াছ বা এরূপ মৃগের কথা শুনিয়াছ, তাহা জানিতে চাই।" যে নিষাদপুত্র তাহার পিতার মুখে সুবর্ণবর্ণের মৃগের কথা শুনিয়াছিল, সে রাজার নিকট তাহা নিবেদন করিল। রাজা বলিলেন, "বাপু, তুমি এই মৃগ আনিতে পারিলে প্রচুর পুরস্কার পাইবে। যাও, তাহাকে আন গিয়া।" অনন্তর তিনি ঐ ব্যাধকে পাথেয় দিয়া মৃগের অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। যাইবার কালে নিষাদপুত্র বলিয়া গেল, "মহারাজ যদি সে মৃগকেও আনিতে না পারি, তবে তাহার চর্ম্ম, নিতান্ত পক্ষে, তাহার রোমও লইয়া আসিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" অনন্তর সে গৃহে গিয়া স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য অর্থ দিল এবং হিমবন্তে গিয়া সেই মৃগরাজকে দেখিতে পাইল। তখন সে ভাবিতে লাগিল, 'কোন্ স্থানে পাশ স্থাপন করিলে আমি এই মৃগকে ধরিতে পারিব?' সে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বুঝিতে পারিল, জলপান করিবার ঘাটে জালবিস্তার করিলে সুবিধা হইবে। সে চামড়া দিয়া এক শক্ত দড়ি পাকাইল এবং যেখানে বোধিসত্ত্ব জল পান করিতেন, সেই ঘাটে এক যষ্টি পুঁতিয়া তাহার সঙ্গে পাশ বান্ধিয়া রাখিল।

পরদিন বোধিসত্ত্ব অশীতি সহস্র অনুচরসহ চরা শেষ করিয়া অন্যান্যদিনের ন্যায় সেই ঘাটে জল পান করিতে গেলেন; কিন্তু যেমন অবতরণ করিতেছিলেন, অমনি পাশবদ্ধ হইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আমি এ সময়ে কোনরূপ শব্দ করিয়া, বদ্ধ হইয়াছি, ইহা জানাইলে, আমার জ্ঞাতিগণ ভয় পাইবে এবং জলপান না করিয়াই পলাইয়া যাইবে।' তিনি সেই প্রোথিত যষ্টির সঙ্গে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; তথাপি এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন, যেন স্বচ্ছন্দেই জল পান করিতেছেন। অনন্তর সেই অশীতি সহস্র মৃগ যখন জলপান করিয়া উপরে উঠিল, তখন পাশ ছিন্ন করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি তিন বার পা টানিলেন; প্রথম বারে তাঁহার চর্ম্ম কাটিয়া গেল; দ্বিতীয় বারে মাংস কাটিল; তৃতীয় বারে পাশরজ্জু স্নায়ু ভেদ করিয়া অস্থিতে গিয়া লাগিল। পাশ ছেদন করিতে অসমর্থ হইয়া

বোধিসত্ত্ব তখন বদ্ধরাব করিলেন অর্থাৎ এমনভাবে শব্দ করিলেন যে, তাহা শুনিয়া অন্য মৃগেরা বুঝিতে পারিল, তিনি বদ্ধ হইয়াছেন)। তাহা শুনিয়া মৃগেরা ভীত হইল, এবং তিন দলে বিভক্ত হইয়া পলায়ন করিল। ইহার কোন দলেই বোধিসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া চিত্রমৃগ ভাবিল, 'এই যে ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বোধ হয় আমার অগ্রজকেই বিপন্ন করিয়াছে।' সে ছুটিয়া বোধিসত্ত্বের নিকটে গেল এবং দেখিল, তিনিই পাশে বদ্ধ হইয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'ভাই, এখানে তিষ্ঠিও না; এখানে ভয়ের কারণ আছে।" অনন্তর তাহাকে পলায়নে উদ্যুক্ত করিবার জন্য তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। মৃগগণ পলায়ন করে লয়ে নিজ নিজ প্রাণ,
চিত্রক, তুমিও, ভাই, অবিলম্বে করহ প্রস্থান।
রক্ষ গিয়া সবাকারে, রক্ষিয়াছি আমি যে প্রকার,
তোমা বিনা ইহাদের বাঁচিবার গতি নাই আর

ইহার পর দুই ভাই পর পর তিনটী গাথা বলিলেন :—

২। "যাব না, রোহন্ত, আমি; আছি হেথা হৃদয়ের টানে,
যাব না তোমায় ছাড়ি, পরাণ ত্যজিব এইখানে।"
৩। "মাতাপিতা—অন্ধ তাঁরা— অসহায়ে ত্যজিবেন প্রাণ;
যাও ফিরি ত্বরা তুমি; তাঁহাদের কর প্রাণ দান।"
৪। "যাব না, রোহন্ত, আমি; আছি হেথা হৃদয়ের টানে,
বদ্ধ তুমি, যাব আমি? পরাণ ত্যজিব এই খানে।"

চিত্রক বোধিসত্ত্বের দক্ষিণ পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিল।

মৃগপোতিকা সুতনাও পলাইবার কালে মৃগদিগের মধ্যে দুই ভ্রাতাকেই দেখিতে না পাইয়া ভাবিল, 'এই ভয়ের কারণ, বোধ হয়, আমার দুই ভাইকেই বিপন্ন করিয়াছে।' অনন্তর সেও ফিরিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট গেল। তাহাকে দেখিয়া মহাসত্ত্ব পঞ্চম গাথা বলিলেন :-

৫। এখনি পলাও, ভীরু; লৌহময় কূট-পাশে আমি
হইয়াছি বদ্ধ হেথা, বিলম্বে কি ফল পাবে তুমি?
যাও শীঘ্র, মৃগদের কর গিয়া রক্ষণাবেক্ষণ,
করিয়াছি আমি যথা, এখানে রহিবে কি কারণ?

ইহার পর ভগিনী ও ভ্রাতার মধ্যে পূর্ব্ববৎ এই তিনটী গাথায় কথাবার্ত্তা হইল :—

৬। "যাব না, রোহন্ত, আমি, আছি হেথা হৃদয়ের টানে,
যাব না তোমায় ছাড়ি, পরাণ ত্যজিব এইখানে।"
৭। "মাতাপিতা—অন্ধ তাঁরা— অসহায়ে ত্যজিবেন প্রাণ;
যাও ফিরি ত্বরা তুমি, তাঁহাদের কর প্রাণ দান।"
৮। "যাব না, রোহন্ত, আমি, আছি হেথা হৃদয়ের টানে,
বদ্ধ তুমি, যাব আমি? পরাণ ত্যজিব এইখানে।"

এইরূপে সুতনাও যাইতে অসম্মত হইয়া মহাসত্ত্বের বামপার্শ্বে দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিল।

মৃগদিগকে পলাইতে দেখিয়া এবং বদ্ধরাব শুনিয়া ব্যাধ ভাবিল, মৃগরাজ পাশবদ্ধ হইয়াছে। সে মালকাছা আটিয়া মৃগমারণোপযুক্ত শক্তি হস্তে লইয়া ছুটিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া মহাসত্ত্ব নবম গাথা বলিলেন :—

৯। আসিছে আবুধহস্তে কৃতান্তরূপ ব্যাধের তনয়,
শর কিংবা শক্ত্যাঘাতে আমা সবে বধিবে নিশ্চয়।

ব্যাধকে দেখিয়াও চিত্র পলায়ন করিল না; সুতনা নিজের সাহসে নির্ভর করিয়া থাকিতে অসমর্থ হইল; সে মরণভয়ে কিছুদূর পলাইয়া গেল; কিন্তু তাহার পরেই ভাবিল, 'আমি সহোদর দুইটীকে বাখিয়া কোথায় পলাইব?' সে জীবিতাশা ত্যাগ করিয়া, মৃত্যুকে ললাটলিপি জ্ঞান করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং পুনর্ব্বার জ্যেষ্ঠের বামপার্শ্বে দাঁড়াইল।

[এই ব্যাপার বুঝাইবার কালে শাস্তা দশম গাথা বলিলেন:—

১০। পলায় ভয়ার্ত্তা ভীরু মুহূর্ত্তের তরে; বড়ই কঠিন কার্য্য শেষে কিন্তু করে।
পড়িতে মৃত্যুর মুখে আসিল ফিরিয়া ছিল যেথা ভ্রাতা পাশে আবদ্ধ হইয়া।

ব্যাধ গিয়া প্রাণী তিনটীকে তদবস্থায় একত্র দেখিতে পাইল। ইহাতে তাহার মনে মৈত্রীভাবের উদ্রেক হইল; সে অনুমান করিল যে, তাহারা এক জননীর গর্ভজাত। সে ভাবিল, 'মৃগরাজ পাশে আবদ্ধ; কিন্তু এই প্রাণী দুইটী অনার্য্যানুষ্ঠানভয়রূপ বন্ধনে আবদ্ধ।* মৃগরাজের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ কি?' অনন্তর নিম্নলিখিত গাথায় সে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল:-

১১। এই মৃগ দুটী বল কে তোমার হয়?
এরা মুক্ত, তুমি বদ্ধ, তবু বল, কি নিমিত্ত
দাঁড়াইয়া পাশে তব? ছাড়িতে না চায়,
নিজেরা যে যাবে মারা সে ভয় না পায়।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

১২। ভাই আর বোন্ মোর এরা দুই জন; এক মাতৃগর্ভে সবে লভেছি জনম।
তাই জীবনের মায়া করি পরিহার আছে দাঁড়াইয়া পাশে ইহারা আমার।

বোধিসত্ত্বের উত্তরে ব্যাধের মন আরও গলিয়া গেল। তাহার মনটা নরম হইয়াছে বুঝিয়া চিত্র বলিল, "ভাই নিষাদ, এই মৃগরাজ যে সাধারণ মৃগমাত্র, তুমি ইহা মনে করিও না। ইনি অশীতিসহস্র মৃগের অধিপতি। ইনি শীলাচারসম্পন্ন, সকল প্রাণীর প্রতি করুণাময় এবং মহাপ্রাজ্ঞ। ইনি জরাজীর্ণ অন্ধ মাতাপিতাকে পোষণ করিয়া থাকেন। এমন ধার্ম্মিকের প্রাণনাশ করিলে, পরোক্ষে আমাদের মাতাপিতা, আমি ও এই ভগিনী, সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ প্রাণীকেই বধ করা হইবে। তুমি আমার ভ্রাতার জীবন দান কর; তাহা করিলে পাঁচটী প্রাণীর জীবনদান-জনিত পুণ্য অর্জ্জন করিবে।

১৩। অন্ধ, অসহায় তাঁরা পুত্রশোকে ত্যজিবেন প্রাণ।
দাদারে মুকতি দাও, পঞ্চ জীবে কর প্রাণ দান।"

চিত্রের কথায় প্রসন্নচিত্ত হইয়া ব্যাধ আশ্বাস দিল, "স্বামিন্, কোন ভয় নাই।" অনন্তর সে এই গাথা বলিল:—

১৪। মাতাপিতৃপোষকেরে মুক্তি আমি দিলাম এখন;
মুক্ত দেখি মহামৃগে হোক সুখী সেই দুই জন।

ইহা বলিয়া সে ভাবিতে লাগিল, 'রাজদত্ত পুরস্কারে আমার কি উপকার হইবে? আমি এই মৃগরাজকে বধ করিলে, হয় পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া আমাকে রসাতলে লইয়া যাইবে,

* অর্থাৎ পলাইলে অতি অনার্য্য কর্ম্ম করা হইবে এই ভয়ে।

নয় বজ্রাঘাতে আমার মস্তক চূর্ণ হইবে। অতএব আমি ইহাকে ছাড়িয়া দিব।' ইহা স্থির করিয়া সে মহাসত্ত্বের নিকটে গেল, যষ্টিখানি তুলিয়া ফেলিল, চর্ম্মবন্ধন ছিঁড়িল, মহাসত্ত্বকে আলিঙ্গন করিল, তাঁহাকে জলের নিকটে লইয়া শোওয়াইল; অতি সন্তর্পণে পাশ খুলিয়া দিল; ক্ষতস্থানের স্নায়ুর মুখে স্নায়ু, মাংসের মুখে মাংস, চর্ম্মের মুখে চর্ম্ম লাগাইয়া দিল; জল দিয়া রক্ত ধুইল এবং মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে তাঁহার গাত্র পরিমার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার মৈত্রীভাব এবং মহাসত্ত্বের পারমিতার প্রভাবে স্নায়ুমাংসচর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই সুন্দররূপে বুজিয়া গেল; পা খানি পূর্ব্ববৎ লোমে এবং চর্ম্মে এমন আবৃত হইল যে, উহার কোন্ অংশে যে তিনি বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আর বুঝা গেল না। ইহাতে মহাসত্ত্ব বড় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া চিত্র পরম প্রীতিলাভ করিল এবং ব্যাধের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য বলিল,

১৫। মুক্ত দেখি মহামৃগে যে আনন্দ উপজিল মনে,
সে আনন্দ লভ, ব্যাধ, লয়ে তব জ্ঞাতিবন্ধুজনে।

এদিকে মহাসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'এ ব্যাধ নিজের কার্য্যানুরোধে আমাকে ধরিল, না অন্য কাহারও আজ্ঞায় এ কাজ করিল?' তিনি ব্যাধকে প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাধ উত্তর দিল, "আপনাকে ধরিতে আমার নিজের কোন প্রয়োজন ছিল না। রাজার অগ্রমহিষী ক্ষেমা আপনার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে চাহিয়াছিলেন, সেইজন্য রাজার আজ্ঞায় আমি আপনাকে ধরিয়াছি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যদি তাহা হয়, তবে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া ত তোমার পক্ষে অতি দুঃসাহসের কাজ হইতেছে। চল, আমায় লইয়া গিয়া রাজাকে দাও। আমি দেবীকে ধর্ম্মকথা শুনাইব।" ব্যাধ কহিল, "স্বামিন্, রাজারা বড় নিষ্ঠুর। আপনাকে লইয়া গেলে কি হইবে কে জানে?" আপনি যেখানে সুখী হইবেন, সেইখানে চলিয়া যান।" মহাসত্ত্ব দেখিলেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যাধ অতি দুষ্কর কার্য্য করিল; অতএব যাহাতে সে রাজার অঙ্গীকৃত পুরস্কার পায়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ব্যাধকে বলিলেন, "ভাই, তুমি আমার পিঠে হাত বুলাও।" ব্যাধ হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল; তাহার হাতখানি সুবর্ণবর্ণ লোমে পূর্ণ হইল। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামিন্, আমি এ লোমগুলা দিয়া কি করিব?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি এগুলি লইয়া রাজা ও রাণীকে দেখাও, এবং বল গিয়া যে, এগুলা সুবর্ণবর্ণ মৃগের লোম। অনন্তর, যে গাথাগুলি বলিতেছি, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া সেই সকল গাথায় দেবীর নিকট ধর্ম্মদেশন কর। তাহা শুনিলেই মহিষীর দোহদ নিবৃত্ত হইবে।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব ব্যাধকে "ধম্মং চর মহারাজ" ইত্যাদি দশটী ধর্ম্মচর্য্যা-গাথা শিক্ষা দিলেন, পঞ্চশীল দান করিলেন এবং "অপ্রমত্ত হও" এই উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। তাঁহারা তিন ভ্রাতা ভগিনীই কিয়দ্দূর ব্যাধের অনুগমন করিলেন এবং পানাহার শেষ করিয়া মাতাপিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাদের মাতাপিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস রোহন্ত, তুমি না কি ধরা পড়িয়াছিলে? কিরূপে মুক্তিলাভ করিলে বল।

১৬। কিরূপে লভিলে মুক্তি, জীবন যখন গতপ্রায়?
কূট পাশ হতে ব্যাধ মুক্তি কেন দিয়াছে তোমায়?"

ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব তিনটী গাথা বলিলেন :—

১৭। মিষ্ট, শ্রুতিসুখকর মর্ম্মস্পর্শী মনোহর
বাক্যে ব্যাধে করি অনুনয়
চিত্রক প্রাণের ভাই তুষিল ব্যাধেরে, তাই
পাশ হতে মুক্তি মোর হয়।

১৮। মিষ্ট, শ্রুতিসুখকর মর্ম্মস্পর্শী মনোহর
বাক্যে ব্যাধে করি অনুনয়
তুষিল ব্যাধের মন সুতনা ভগিনী মম,
পাশ হতে মুক্তি তাই হয়।

১৯। মিষ্ট, শ্রুতিসুখকর মর্ম্মস্পর্শী মনোহর
বাক্য শুনি ব্যাধের অন্তরে
উপজিল দয়ারস, হইয়া তাহার বশ,
ব্যাধ আজ মুক্তি দিল মোরে।

তখন তাঁহার মাতাপিতা ব্যাধের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য বলিলেন,

২০। রোহন্তে দেখিয়া আজ যে মহা আনন্দ মনে ভোগ করি আমরা দুজন,
লুব্ধক, সদার তুমি ভুঞ্জ নিত্য সে আনন্দ সহ সর্ব্ব আত্মীয়স্বজন।

এদিকে ব্যাধ বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজভবনে উপস্থিত হইল এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন,

২১। মৃগ কিংবা চর্ম্ম তার করি আহরণ আনিবে বলিয়াছিলে; তবে কি কারণ
না মৃগ, না চর্ম্মলোম, কিছুমাত্র লয়ে ফিরিয়া আসিলে তুমি রিক্তহস্ত হয়ে?

ইহা শুনিয়া ব্যাধ বলিল,

২২। সে মৃগ হইয়াছিল করতলগত মম কূটপাশে আবদ্ধ হইয়া;
আশ্বাস করিতে দান বিমুক্ত দুইটী মৃগ ছিল তার কাছে দাঁড়াইয়া।

২৩। দেখি এ অপূর্ব্ব দৃশ্য অপূর্ব্ব আবেগবশে শিহরিল সর্ব্ব কলেবর;
ভাবিনু মারিলে এরে, সে মহাপাপের ফলে যাবে সদ্যঃ জীবন আমার।

ইহা শুনিয়া রাজা বিস্ময়ভরে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,

২৪। কিরূপ দেখিতে বল সেই মৃগগণ? কোন্ ধর্ম্ম, বল, তারা করে আচরণ?
কেমন দেহের বর্ণ, চরিত্র কেমন? এত যে প্রশংসা তুমি কর কি কারণ?

ব্যাধ বলিল,

২৫। রোমগুলি সুনির্ম্মল, পৃষ্ঠগুলি রজতধবল,
সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্মের ভাতি সুবর্ণের সমান উজ্জ্বল;
সুন্দর পায়ের খুর সুলোহিত প্রবাল-উপম;
অয়নে রঞ্জিতপ্রাণ নয়নের শোভা মনোরম।

ইহা বলিতে বলিতে ব্যাধ মহাসত্ত্বের সেই সুবর্ণবর্ণের রোমগুলি রাজার হস্তে স্থাপন করিল এবং নিম্নলিখিত গাথায় সেই মৃগদিগের রূপগুণ ব্যাখ্যা করিল:—

২৬। এরূপ তাদের রূপ, গুণেও তেমন; সযতনে করে মাতাপিতার পোষণ।
এ কারণে, নরবর, শক্তি মোর নাই আনিতে সে মৃগরাজে বান্ধি তব ঠাঁই।

উল্লিখিত গাথাগুলি দ্বারা ব্যাধ মহাসত্ত্বের, চিত্রের ও সুতনার গুণ কীর্ত্তনপূর্ব্বক বলিল, দেব, সেই মৃগরাজ আমাকে নিজের লোম দিয়া আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি যেন তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া দেবীকে দশধর্ম্মচর্য্যা-গাথা দ্বারা ধর্ম্মকথা শুনাই।*"

* ব্রহ্মদেশীয় পুস্তকে লিখিত আছে:—

ইহা বলিয়া সে কাঞ্চনপীঠে উপবেশনপূর্ব্বক ঐ গাথাগুলি দ্বারা ধর্ম্মদেশন করিল। তাহা শুনিয়া দেবীর দোহদ নিবৃত্ত হইল। রাজাও পরিতুষ্ট হইয়া ব্যাধপুত্রকে বহু পুরস্কার দিলেন। তিনি বলিলেন :—

"তিনি আমাকে দশ ধর্ম্মচর্য্যাগাথা শিখাইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে, আমি যেন তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া দেবীকে ধর্ম্মকথা শুনাই।"

ইহা শুনিয়া রাজা ব্যাধকে সপ্তরত্নখচিত পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন, দেবীর সহিত নিজে এক নীচাসনে একান্তে উপবিষ্ট রহিলেন এবং ধর্ম্মদেশন করিবার জন্য তাহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে অনুরোধ করিলেন। ব্যাধ এই গাথাগুলি বলিয়া ধর্ম্ম দেশন করিল :—

১। মাতার পিতার সেবা যথাধর্ম্ম কর তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
২। তব দারাসুতগণে— যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৩। মিত্রামাত্যগণে তব যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৪। যুদ্ধ-যাত্রা-আদি তব হয় যেন যথাধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৫। কি নগরে, কিবা গ্রামে যথাধর্ম্ম রক্ষ প্রজা, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৬। পৌরজানপদগণে যথাধর্ম্ম পাল তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৭। শ্রমণব্রাহ্মণগণে যথাধর্ম্ম কর শ্রদ্ধা, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৮। ইতর জীবের প্রতি যথাধর্ম্ম কর দয়া, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৯। ধর্ম্মচর্য্যা কর, দেব; সুচরিত ধর্ম্ম হয় সুখের নিদান,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে প্রয়াণ।
১০। ধর্ম্মচর্য্যা কর, দেব, প্রমাদ ইহাতে যেন হয় না কখন।
ধর্ম্মবলে স্বর্গলাভ করিলেন ইন্দ্র-আদি দেবব্রহ্মগণ।
১১। জানিবে এ সব, ভূপ, কর্ত্তব্য-সোপান, অনুশাসনের মধ্যে এরাই প্রধান।
সুপ্রাজ্ঞের উপদেশ করিয়া পালন, কল্যাণী করিয়াছিল ত্রিদিবে গমন।*

মহাসত্ত্ব যে পদ্ধতি দেখাইয়াছিলেন, নিষাদপুত্র তাহার অনুসরণ করিয়া বুদ্ধলীলায় এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিল; বোধ হইল যেন সে আকাশগঙ্গাকে অবতরণ করাইল। সমবেত বিশাল জনসঙ্ঘ তাহাকে সহস্র সহস্র সাধুবাদ দিতে লাগিল। ধর্ম্মকথা-শ্রবণান্তে দেবীরও দোহদ নিবৃত্ত হইল।

---

* একাদশ গাথাটির অর্থ দুর্ব্বোধ্য। ইংরাজী অনুবাদক 'কল্যাণী' পদটিকে কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-বাচক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা, বোধ হয়, কোন ধর্ম্মপরায়ণা নারীর নাম। হয় ত তিনি কোন সাধুর সঙ্গলাভ করিয়া তদীয় উপদেশমত চলিতেন। গাথাকার এই কিংবদন্তী স্মরণ করিয়া গাথাটি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর। ব্যাধ ক্ষেমার দোহদনিবৃত্তির জন্য বোধিসত্ত্বের উপদেশ শুনাইতেছে, এস্থলে কোন নারীর সদুপদেশশ্রবণের বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া সুসঙ্গত। কিন্তু ইহাতেও 'এতাঁ' পদের কোন অর্থ থাকে না।

২৭। শত নিষ্ক, * মণিময় প্রকাণ্ড কুণ্ডল,
খট্ট এই চতুরস্র, † অতসীপুষ্পের
নীল আভা মনোলোভা রাজতে যাহার,— ‡
দিলাম নিষাদপুত্র এ সব তোমায়।
২৮। দিনু আরও ভার্য্যাদ্বয় § তুল্য রূপে গুণে,
বলিষ্ঠ বৃষভ এক ধেনু শতসহ
দিলাম তোমায়, ব্যাধ। বহু উপকার
করিলে আমার তুমি। ধর্ম্মপথে চলি
করিব রাজত্ব এই প্রতিজ্ঞা আমার।
২৯। কৃষি ও বাণিজ্য, ঋণদান, উঞ্ছবৃত্তি, করে লোকে এই চারি বৃত্তির সুখ্যাতি।
এ সকল বৃত্তিদ্বারা পোষ দারাসুতে, দিওনা যাইতে মন পুনঃ পাপপথে।

রাজার কথা শুনিয়া ব্যাধ বলিল, "মহারাজ, আমার আর গৃহে থাকিবার প্রয়োজন নাই। আপনি আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অনুমতি দিন।" অনন্তর সে রাজার অনুমোদন গ্রহণ করিল, রাজদত্ত পুরস্কার দারাপুত্রদিগকে দান করিল, হিমবন্তে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল এবং অষ্টসমাপত্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইল। রাজাও মহাসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া স্বর্গবাসীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গেলেন। মহাসত্ত্বের এই উপদেশগুলি সহস্রবর্ষ স্থায়ী হইয়াছিল।

[ধর্ম্মদেশনান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও আনন্দ এইরূপে আমার জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন ছন্দক ছিলেন সেই ব্যাধ, সারিপুত্র ছিলেন সেই রাজা, একজন ভিক্ষুণী ছিলেন ক্ষেমাদেবী, মহারাজকুলের কেহ কেহ ছিলেন সেই মৃগরাজমাতা ও মৃগরাজপিতা, উৎপলবর্ণা ছিলেন সুতনা, আনন্দ ছিলেন চিত্রমৃগ, শাক্যগণ ছিল সেই অশীতিসহস্র মৃগ এবং আমি ছিলাম রোহন্ত মৃগরাজ।

৫০২—হংস-জাতক

[স্থবির আনন্দ নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। এ সময়েও এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া স্থবিরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া যখন প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আনন্দ আমার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে বহুপুত্রক-নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষীর

* নিষ্ক—স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষ, অথবা ৩২০ রতি ওজনের সোণা। দ্বিতীয় খণ্ডের ২৮/০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

† চতুরস্র—মূলে 'চতুস্সদং' এই পদ আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন :—'চতুরস্সদং চতুউস্সিসকং।' 'চতুরস্সং' এই পাঠান্তরও দেখা যায়। ইংরাজী অনুবাদকের মতে ইহা 'চতুউস্সদং' অর্থাৎ চারিটী আস্তরণযুক্ত। এ অর্থও অসঙ্গত নহে।

‡ 'উম্মাপুপ্ফসিরিন্নিভং'—টীকাকার এই বিশেষণের অর্থ করিয়াছেন 'নীলপচ্চথরণতায় উম্মাপুপ্ফসদিসায় নিভায় ওভাসেন সমন্নাগতং কালবণ্ণদারুসারময়ং', অর্থাৎ হয় নীলবর্ণের আস্তরণযুক্ত বলিয়া অতসী পুষ্পনিভ, নয় কৃষ্ণসারময় কাষ্ঠ-(যেমন আবলুশ) নির্ম্মিত।

§ ভার্য্যাদ্বয়—ব্যাধের পূর্ব্বেও স্ত্রীপুত্র ছিল, তাহার উপর আবার একটী নয়, দুইটী ভার্য্যালাভ!

নাম ছিল ক্ষেমা। তখন মহাসত্ত্ব সুবর্ণ হংসযোনিতে জন্মান্তরলাভপূর্ব্বক নবতিসহস্র হংস-পরিবৃত হইয়া চিত্রকূটে বাস করিতেন।

রোহন্তমৃগ-জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে, এক্ষেত্রেও মহিষী সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া রাজাকে জানাইলেন যে, সুবর্ণবর্ণের হংসের মুখে ধর্ম্মদেশন শুনিবার জন্য তাঁহার দোহদ জন্মিয়াছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, সুবর্ণবর্ণের হংসেরা নাকি চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করে। তিনি ক্ষেম-নামক একটী সরোবর খনন করাইলেন, তাহার ধারে নানাপ্রকার নিবাপধান্যাদি রোপণ করাইলেন, প্রতিদিন চতুর্দ্দিকে অভয়ঘোষণা (অর্থাৎ কেহ কোন প্রাণী মারিতে পারিবে না, এই আদেশ প্রচার) করিতে লাগিলেন এবং হংস ধরিবার নিমিত্ত এক জন ব্যাধ নিযুক্ত করিলেন। ব্যাধের নিয়োগ, ব্যাধকর্ত্তৃক পক্ষীদিগের প্রতীক্ষায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি, সুবর্ণহংসগণ উপস্থিত হইলে রাজাকে সেই সংবাদজ্ঞাপন, তদনন্তর জালবিস্তার, মহাসত্ত্বের পাশবন্ধন, হংসদিগের তিন ঝাঁকেই তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া হংস-সেনাপতি সুমুখের নিবর্ত্তন, এ সমস্ত মহাহংস-জাতকে (৫৩৪) বলা হইবে।* যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন মহাসত্ত্ব যষ্টিসংলগ্ন পাশে বদ্ধ হইয়া যষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক ঝুলিতে ঝুলিতে গ্রীবা বিস্তার করিয়া হংসদিগের পলায়ন-পথ দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে সুমুখ ফিরিয়া আসিতেছেন দেখিয়া, তিনি স্থির করিলেন, 'ফিরিয়া আসিলে ইহাকে পরীক্ষা করিব।' অনন্তর সুমুখ ফিরিলে তিনি তিনটী গাথা বলিলেন :—

১। ওই দেখ, ভয় পেয়ে কিরূপে বক্রাঙ্গগণ † করে পলায়ন,
পীতপত্র, হেমবর্ণ সুমুখ! তুমিও কর যথেচ্ছ গমন।
২। একাকী ফেলিয়া মোরে পাশবদ্ধ অবস্থায় জ্ঞাতিগণ যায়
না ভাবি আমার দশা, তুমি একা, বল, কেন রহিবে হেথায়?
৩। যাও উড়ি, খগবর ; বন্ধুত্ব বন্দীর সনে বিফল নিশ্চয়,
মুক্তির সুযোগ তুমি ছেড় না, চলিয়া যাও যেথা ইচ্ছা হয়।

পক্ষপৃষ্ঠাসীন সুমুখ বলিলেন,

৪। এমন বিপত্তিমধ্যে ধৃতরাষ্ট্র, * ফেলি তোমা যাব না কখন,
জীবন, মরণ মম হইবে তোমার সাথে ; এই মোর পণ।

সুমুখ সিংহনাদে এই সঙ্কল্প জানাইলে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,

৫। অর্য্যজনগণোচিত বলিলে, সুমুখ, যাহা, বড়ই উদার!
বলেছিনু উড়ে যেতে শুধু পরীক্ষার তরে মনের তোমার।

হংসদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে ব্যাধ দণ্ডহস্তে সেখানে ছুটিয়া আসিল। সুমুখ ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস দিয়া ব্যাধের অভিমুখে গমন করিলেন এবং যথোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া হংসরাজের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিবামাত্র ব্যাধের মন নরম হইল। তাহার মন নরম হইয়াছে বুঝিয়া সুমুখ আবার হংসরাজের নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ব্যাধও হংসরাজের নিকটে গিয়া ষষ্ঠ গাথা বলিল :—

* মহাহংস জাতকে এই সকল হংসকে ধৃতরাষ্ট্র হংস বলা হইয়াছে।
† বক্রাঙ্গ—লোহিতবর্ণের হংস।
* হংসরাজের নাম।

৬। পদচিহ্নহীন অন্তরীক্ষ-পথে আসে যায় পক্ষিগণ.
দূর হ'তে তবু নারিলা দেখিতে পাশ তুমি কি কারণ?

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন :—

৭। বিনাশ যখন হয় সমাগত, হয় যবে আয়ুঃক্ষয়।
অদূরেও যদি থাকে পাশ, জাল, দেখিতে না শক্তি রয়।

মহাসত্ত্বের উত্তরে ব্যাধ সন্তুষ্ট হইল। অনন্তর সে নিম্নলিখিত তিনটী গাথায় সুমুখের সহিত আলাপ করিল :—.

৮। ওই দেখ, ভয় পেয়ে কিরূপে বক্রাঙ্গগণ প্রাণ লয়ে করে পলায়ন;
হে হেমবরণ হংস, রয়েছ এখানে শুধু একা তুমি বল কি কারণ?
৯। করিয়া ভোজন, পান গিয়াছে বিহঙ্গগণ, অপেক্ষা না করি কারো তরে;
একাকী রয়েছ তুমি সেবিতে এ হংসবরে, দেখি জন্মে বিস্ময় অন্তরে।
১০। কে ইনি তোমার হন? কি সম্বন্ধ তোমাদের? মুক্ত করে বদ্ধের শুশ্রূষা!
ছাড়ি এঁরে পলায়ন করিল বিহঙ্গগণ; তুমি শুধু আছ, এ কি দশা?

সুমুখ বলিলেন,

১১। রাজা ইনি, মিত্র ইনি, সখা মোর প্রাণের সমান।
যাব না ছাড়িয়া এঁরে যত দিন দেহে আছে প্রাণ।

সুমুখের কথায় ব্যাধের চিত্ত আরও প্রসন্ন হইল। সে ভাবিল, আমি যদি এরূপ শীলসম্পন্ন পক্ষীদিগের অনিষ্ট করি, তবে পৃথিবী দুই ভাগ হইয়া আমাকে গ্রাস করিবে। আমি ইহাদিগকে মুক্তি দিব। ইহা স্থির করিয়া সে বলিল,

১২। সখার রক্ষার তরে চাও নিজ প্রাণ দিতে! সখায় তোমার
দিনু মুক্তি, যান চলি সঙ্গে তব হংসরাজ যেথা ইচ্ছা তাঁর।

ইহা বলিয়া ব্যাধ ধৃতরাষ্ট্রকে যষ্টি-পাশ হইতে নামাইল, নদীতীরে লইয়া গেল, পাশ খুলিয়া দিল, অতি সাবধানে রক্ত ধুইল এবং ছিন্ন স্নায়ু প্রভৃতি মুখে মুখে যুড়িয়া দিল। ব্যাধের কারুণ্য এবং মহাসত্ত্বের পারমিতার প্রভাবে তাঁহার পা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ হইল, কোন্ স্থানে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না। সুমুখ মহাসত্ত্বকে তদবস্থায় দেখিয়া পরিতুষ্টচিত্তে এই গাথায় কৃতজ্ঞতা জানাইলেন :—

১৩। মুক্ত দেখি হংসরাজে যে আনন্দ পাইলাম আজ,
জ্ঞাতিগণসহ তুমি সে আনন্দ ভুঞ্জ, ব্যাধরাজ।

ইহা শুনিয়া ব্যাধ বলিল, "মহাশয়েরা এখন প্রস্থান করুন।" তখন মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য ব্যাধ, তুমি কি নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য আমায় ধরিয়াছিলে, না অন্য কাহারও আজ্ঞায়?" ব্যাধ যখন তাঁহাকে প্রকৃত কারণ জানাইল, তখন তিনি ভাবিলেন, এখন আমার পক্ষে চিত্রকূটে যাওয়াই কর্ত্তব্য, না নগরে যাওয়া কর্ত্তব্য?' তিনি স্থির করিলেন, 'আমি নগরে গেলে এই ব্যাধপুত্র ধনলাভ করিবে, মহিষীর দোহদ নিবৃত্ত হইবে, সুমুখের মিত্রধর্ম্মও প্রকটিত হইবে।" আমি জ্ঞানবলে ক্ষেম সরোবরটীও দক্ষিণা-স্বরূপ এমন ভাবে লাভ করিব যে, সমস্ত প্রাণী তাহার তটে ও জলে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিবে। 'অতএব নগরে গমন করাই যুক্তিযুক্ত।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বলিলেন, 'ব্যাধ, তুমি আমাদিগকে বাঁকে তুলিয়া রাজার নিকট লইয়া চল; রাজার যদি ইচ্ছা হয়,

আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। ব্যাধ বলিল, 'আপনারা চলিয়া যান; কারণ রাজারা অতি ক্রূরস্বভাব।" "সে কি কথা!" আমরা তোমার ন্যায় ব্যাধের মন নরম করিতে পারিলাম, আর রাজার মন নরম করিতে পারিব না! রাজার আরাধনার ভার আমরা লইলাম; তুমি, ভাই, আমাদিগকে লইয়া চল।" ব্যাধ তাহাই করিল।

হংসদুইটীকে দেখিয়া রাজা পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কাঞ্চন-পীঠে বসাইলেন, মধুমিশ্রিত লাজ খাওয়াইলেন, মধুমিশ্রিত জল পান করাইলেন, এবং তাঁহাদের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা জানাইলেন। হংসরাজ দেখিলেন, রাজা ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। তিনি প্রথমে তাঁহাকে মিষ্ট কথায় অভিবাদন করিলেন। হংসরাজ এবং রাজার মধ্যে যে আলাপ হইয়াছিল, নিম্নলিখিত এক একটী গাথায় পর্য্যায়ক্রমে তাহা বলা যাইতেছে:—

১৪। "কুশল ত তব? কোন অসুখ ত নাই? ধন ধান্যে রাজ্য তব পূর্ণ সব ঠাঁই?
করেন ত যথাধর্ম্ম প্রজার শাসন? শুনিতে উৎসুক আমি এ সব, রাজন্।"
১৫। "সর্ব্বত্র কুশল, হংস, আছি সুস্থদেহ; ধনধান্যে পূর্ণ রাজ্য—অসুখী না কেহ।
যথাধর্ম্ম করি আমি প্রজার শাসন; না করি অন্যায় পথে কভু বিচরণ।"
১৬। "অমাত্যেরা আপনার নির্দ্দোষ ত সব? দূরেতে আছে ত সদা শত্রুগণ তব?
দক্ষিণে পতিত ছায়া বাড়ে না যেমন, * বাড়ে না ত সেই মত তব শত্রুগণ?"
১৭। আমার অমাত্যগণ নির্দ্দোষ সকলে; সুদূরে রেখেছি আমি সদা শত্রুদলে।
দক্ষিণে পতিত ছায়া বাড়ে না যেমন, তেমতি বাড়িতে নারে মম শত্রুগণ।"
১৮। "ভার্য্যা ত সদৃশী তব সর্ব্বাংশে, নৃমণি? আজ্ঞাবহা, সদা পতিচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী,
সুরূপা সুশীলা, পুত্রবতী, প্রিয়ংবদা, যশস্বিনী, পেয়ে যাঁরে সুখী আছ সদা?'
১৯। "ভার্য্যা মম সর্ব্ব অংশে সদৃশী, নরমণি, আজ্ঞাবহা, সদা পতিচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী,
সুরূপা, সুশীলা, পুত্রবতী, প্রিয়ংবদা, যশস্বিনী, পেয়ে যাঁরে সুখী আমি সদা।"
২০। "আছে ত অনেক পুত্র তব, রথিবর সুজাত, সহজে দুষ্মনির্ণয়ে তৎপর,
যে কাজে তাহারা হয় নিযুক্ত যখন, করি ত সম্পন্ন তাহা তোষে সর্ব্বজনে?"
২১। "একাধিক শতপুত্র, ধৃতরাষ্ট্র, মম, তেঁই 'বহুপুত্র' এই লভিয়াছি নাম।
কি কর্ত্তব্য তাহাদের, দাও উপদেশ, পালিতে তাহারা যত্ন করিবে অশেষ।"

রাজার কথায় মহাসত্ত্ব রাজপুত্রদিগের উপদেশার্থ পাঁচটী গাথা বলিলেন:—

২২। করা যাবে শেষে, এই ভাবি মনে মনে অবহেলা করে নিজ কৃত্যসম্পাদনে,—
হোক উচ্চকুলে জন্ম, হোক সদাচার চেষ্টার সুযোগ সেই নাহি পায় আর।
২৩। বাল্যে বা যৌবনে চিত্ত চঞ্চল যাহার নহা ছিদ্র দেখা দেয় চরিত্রে তাহার।
রাত্রিকালে চন্দ্রালোকে করে দরশন যে সকল বস্তু শুধু ভ্রমআয়তন।
অশিক্ষিত যুবা, ভূপ, তেন সে প্রকার; মূল ভিন্ন সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাহিক তাহার।
২৪। অসারে যে ভাবে সার, দুর্ম্মতি যেমন বহুশিক্ষা পাইলেও না লভে কখন।
শরভ ছুটিয়া যবে যায় গিরিপথে, অসাবধানে সব ভাবি পড়ে সে প্রপাতে।
অসারে যে ভাবে সার, সেই মূঢ়মতি নিশ্চয় বিনষ্ট হয়, জানিও তেমতি।
২৫। ধৃতিমান্, সদাচার, শীলপরায়ণ,— হোক না অশুভ কেন যে কোন জন,—
সুযশ কৌমুদে তার হয় বিকিরণ, নৈশ অমিশিখা যথা উদ্ভাসয়ন।

* কর্কটক্রান্তির উত্তরস্থ স্থানসমূহে মধ্যাহ্নকালে দক্ষিণে ছায়া পড়ে না, কর্কটক্রান্তির দক্ষিণের উপর নিকটবর্ত্তী স্থানে বস্তুভেদে দক্ষিণ দিকে পতিত ছায়া খুব ছোট হয়, উত্তরে পতিত ছায়ার ন্যায় বৃদ্ধি পায় না।

২৬। এ দুটী উপমা ভূপ, করি প্রণিধান, পুত্রদের কর তুমি সুশিক্ষাবিধান।
মেধা তাহাদের বৃদ্ধি পাবে নিরন্তর, উপ্তবীজ সুক্ষেত্রে যেমন, নরেশ্বর।

মহাসত্ত্ব সমস্ত রাত্রি রাজাকে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। ইহা শুনিয়া মহিষীরও দোহদ নিবৃত্ত হইল। মহাসত্ত্বের কৃপায় অরুণোদয়কালেই রাজা শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তিনি রাজাকে অপ্রমত্ত থাকিতে বলিয়া সুমুখের সহিত উত্তরদিকের বাতায়ন দিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক চিত্রকূটে প্রস্থান করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "তবেই দেখিলে, ভিক্ষুগণ, ইনি কেবল এ জন্মে নয়, পূর্ব্বেও আমার জন্য প্রাণ ত্যাগ করিতে বসিয়াছিলেন।'

সমবধান—তখন ছন্দক ছিলেন সেই ব্যাধ, সারিপুত্র ছিলেন সেই রাজা, একজন ভিক্ষুণী ছিলেন ক্ষেমাদেবী, শাক্যগণ ছিলেন হংসগণ, আনন্দ ছিলেন সুমুখ এবং আমি ছিলাম সেই হংসরাজ।]

৫০৩ শক্তিগুল্ম জাতক

[শাস্তা মদ্রকুক্ষি-নামক স্থানের মৃগদাবে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন * তাহার একখণ্ডের আঘাতে শাস্তার পাদ ক্ষত হইয়াছিল এবং ঐ ক্ষতস্থানে অত্যন্ত বেদনা জন্মিয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া ভগবান্ বলিলেন, "দেখ, এখানে স্থানের বড় অভাব, অথচ বোধ হইতেছে, এখানে বহুলোকসমাগম হইবে, অতএব তোমরা আমাকে শিবিকায় তুলিয়া মদ্রকুক্ষিতে লইয়া চল।" ভিক্ষুরা তাহাই করিলেন। জীবকের সুচিকিৎসায় তথাগতের পা ভাল হইল। ভিক্ষুরা এক দিন শাস্তার নিকটে বসিয়াই বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত নিজেও পাপী, তাহার অনুচরগণও পাপী। পাপী পাপিগণে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেছে।' শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ?" ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, "কেবল এ জন্মে নয়, পূর্ব্বেও দেবদত্ত পাপী ছিল এবং পাপিগণে পরিবৃত থাকিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে উত্তর-পঞ্চাল নগরে পঞ্চাল নামে এক রাজা ছিলেন। তখন মহাসত্ত্ব এক পর্ব্বতের সানুদেশস্থ অরণ্যের মধ্যে শাল্মলীবনে কোন শুকরাজের পুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই ভাই ছিলেন।

ঐ পর্ব্বতের উপরিবাতে এক চোরগ্রাম ছিল; সেখানে পঞ্চশত চোর বাস করিত। অধোবাতে ছিল পঞ্চশত ঋষির আশ্রম। শুকশাবকদ্বয়ের পক্ষনির্গমকালে একদা বাতাবর্ত্ত উত্থিত † হইয়া একটী শুকশাবককে চোরগ্রামে চোরদিগের আয়ুধের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সে আয়ুধের মধ্যে পতিত হইয়াছিল বলিয়া লোকে তাহাকে শক্তিগুল্ম বলিত। অপর শুকশাবকটী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল আশ্রমস্থিত বালুকাস্তীর্ণ ভূমির পুষ্পরাশির মধ্যে, এই জন্য লোকে তাহার নাম রাখিয়াছিল পুষ্পক। অনন্তর শক্তিগুল্ম চোরদিগের মধ্যে এবং পুষ্পক ঋষিদিগের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এক দিন মহারাজ পঞ্চাল সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক শত শত অনুচরসহ মৃগয়ার্থ নগরের অনতিদূরস্থ সুপুষ্পিত ও ফলিত তরুলতাসমাকীর্ণ রমণীয় উপবনে গমন করিলেন। তিনি বলিলেন, "যাহার পার্শ্ব দিয়া মৃগ পলায়ন করিবে, তাহাকেই দায়ী হইতে হইবে।" অনন্তর তিনি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক, তাঁহার জন্য যে কুটীর নির্দ্দিষ্ট

* প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট (২৮৫ পৃষ্ঠ) দ্রষ্টব্য।

† 'বাতমণ্ডলিকা'।

ছিল, তন্মধ্যে শরাসনহস্তে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার লোকজন মৃগ বাহির করিবার জন্য গুল্মসমূহে আঘাত আরম্ভ করিল। ইহাতে একটা এণমৃগ * বাহির হইয়া পলায়নের পথ দেখিতে লাগিল। সে দেখিল, যেখানে রাজা রহিয়াছেন, কেবল সেই স্থানে পথ খোলা আছে। তখন সে সেই দিকেই ছুটিয়া পলাইয়া গেল। যখন অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার পাশ দিয়া মৃগ পলাইল, তখন লোকে উত্তর দিল, "রাজার পাশ দিয়া।" ইহা শুনিয়া তাঁহারা রাজাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। রাজা অহঙ্কারবশতঃ তাঁহাদের উপহাস সহ্য করিতে পারিলেন না; এখনই সেই মৃগটাকে ধরিতেছি বলিয়া রথে উঠিলেন, সারথিকে দ্রুতবেগে রথ চালাইতে আদেশ দিলেন এবং যে পথে মৃগ গিয়াছিল, সেই পথে ধাবিত হইলেন। রথ অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল বলিয়া রাজার সহচরেরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, রাজা কেবল সারথিকে সঙ্গে লইয়া মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত ছুটাছুটি করিলেন, কিন্তু মৃগ দেখিতে পাইলেন না। প্রতিবর্তনকালে তিনি সেই চোরগ্রামের সন্নিকটে এক রমণীয় কন্দর দেখিয়া সেখানে অবতরণ করিলেন, জলে গিয়া স্নান ও পান করিলেন এবং সেখান হইতে উপরে উঠিয়া আসিলেন। সারথি রথের আস্তরণ নামাইয়া এক বৃক্ষের ছায়ায় বিছাইয়া দিল। রাজা তাহার উপর শুইয়া পড়িলেন, সারথি বসিয়া তাঁহার পা টিপিতে আরম্ভ করিল। রাজা একবার নিদ্রা যাইতে, একবার জাগিতে লাগিলেন।

চোরগ্রামবাসী চোরেরাও রাজার রক্ষাবিধানার্থ বনে গিয়াছিল, গ্রামে তখন কেবল শক্তিগুল্ম এবং প্রতিকোলম্ব-নামক একজন পাচক ছিল। শক্তিগুল্ম গ্রামে গিয়া রাজাকে দেখিতে পাইল এবং ভাবিল, 'ইহাকে নিদ্রিত অবস্থায় মারিয়া সমস্ত আভরণ গ্রহণ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রতিকোলম্বকে গিয়া এই কথা জানাইল।

[এই সকল ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা পাঁচটী গাথা বলিলেন :—

১। মৃগলোভে গেলা বনে পঞ্চাল ভূপতি রথিবর;
রহিল পশ্চাতে সেনা, ছিল মাত্র সারথি দোসর।

২। বনমধ্যে করিলেন তস্কর-কুটীর দরশন;
কুটীর হইতে আসি শুক বলে দারুণ বচন :—

৩। "উৎকৃষ্ট বাহন এর, কর্ণে শোভে সুমৃষ্ট কুণ্ডল,
শিরে দেখ রক্তোষ্ণীষ প্রভাকরসমসমুজ্জ্বল।

৪। রাজা ও সারথি, দেখ, মধ্যাহ্নে নিদ্রায় অচেতন,
এস, মোরা কাড়ি লই ইহাদের সব আভরণ।

৫। সুষুপ্ত সারথি, রাজা, নিশীথের সুযোগ এখন,†
না জানিবে কেহ, এবে ইহাদের করিলে নিধন।
কর বধ, হর বস্ত্র মণিমুক্তাদি আছে যত,
শাখা পত্র দিয়া শেষে মৃতদেহ কর আচ্ছাদিত।"

শুকের কথা শুনিয়া প্রতিকোলম্ব বাহিরে আসিল এবং নিদ্রিত ব্যক্তি যে রাজা, ইহা বুঝিতে পারিয়া ভীত হইয়া বলিল :—

৬। উন্মত্তের মত তুমি কি বলিলে, শক্তিগুল্ম? মতিভ্রম ঘটিল তোমার।
প্রজ্বলিত অগ্নিসম ভূপাল ক্ষত্রিয়গণ; নিকটে যাইতে পারা যায়?

---

* এণ=একজাতীয় হরিণ। † অর্থাৎ নিশীথে যে সুযোগ ঘটে, এখনও তাহা উপস্থিত হইয়াছে।

শুক উত্তর দিল :—

৭। তুমিই উন্মত্ত নিজে, উচ্ছিষ্ট আসব সেবি করিতেছ অসার গর্জ্জন।
মা আছেন নগ্না হয়ে,* তবু তুমি চোর-কর্ম্ম করিতেছ নিন্দা কি কারণ?

প্রতিকোলম্বের সহিত শুক এইরূপে মনুষ্যভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেছে, এমন সময়ে রাজা জাগিয়া তাহা শুনিতে পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, ঐ স্থানে ভয়ের কারণ আছে; এইজন্য তিনি সারথিকে জাগাইয়া বলিলেন,

৮। উঠ, সৌম্য, ত্বরা করি রথে অশ্ব করহ যোজন,
বিশ্বাস নাহি এ শুকে; চল করি অন্যত্র গমন।

সারথি তাড়াতাড়ি উঠিয়া রথ সজ্জিত করিল এবং বলিল,

৯। রথ সুসজ্জিত, ভূপ; অশ্ববর করেছি যোজন.
উঠুন, করিব মোরা স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ।

রাজা রথে আরোহণ করিবামাত্র সৈন্ধবঘোটকগুলি বাতবেগে ধাবিত হইল। রথ যাইতেছে দেখিয়া শক্তিগুল্ম সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া বলিল,

১০। পরিচারকেরা সব † কে কোথায় করেছে প্রস্থান।
দেখিল না তারা, তাই রাজা যায় লয়ে নিজ প্রাণ।
১১। কোদণ্ড, তোমর, শক্তি লয়ে এস এখনি ছুটিয়া,
রেখ না জীবন এর,‡ যাইছে পাকাল পলাইয়া।

শক্তিগুল্ম ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া এইরূপে চীৎকার করিতে লাগিল, এদিকে রাজা ঋষিদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন ঋষিরা ফলমূলাদি আহরণ করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন; কেবল পুষ্পক শুক আশ্রমে ছিল। সে রাজাকে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

[শাস্তা এই ঘটনা বর্ণন করিবার জন্য চারিটী গাথা বলিলেন :—

১২। আশ্রমের শুক লোহিততুণ্ডক নিরখি পঞ্চালে প্রীত হ'ল মনে।
স্বাগত জিজ্ঞাসে মধুর সম্ভাষে, বলে, "মহারাজ, আসুন এখানে।
আপনি নৃমণি. আগমনে তব ধন্য হ'ল আজ এই তপোবন,
কৃপা করি প্রভু, বলুন আমায় কি হেতু এখানে হ'ল আগমন।
১৩। তিন্দুক, পিয়াল, মধুকাদি আর ¶ সুমধুর ফল আছে যা হেথায়,
যথারুচি বাছি উত্তম উত্তম খেয়ে তৃপ্তিলাভ কর মহাশয়।

---

* দস্যুদলপতির ভার্য্যা। টীকাকার 'নগ্না' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 'সাখাভঙ্গং নিবাসেত্বা চরতি;' অর্থাৎ দস্যুপত্নী বৃক্ষের শাখা পরিধান করিয়া বিচরণ করিতেছে। উড়িষ্যার জঙ্গল মহলে পূর্ব্বে পাতুয়ারা (জুয়াং জাতি) স্ত্রীপুরুষে কটিদেশে পত্রপল্লবের মালা পরিয়াই লজ্জা নিবারণ করিত।

† দস্যুদলপতির অনুচরগণ।

‡ মূলে 'মা বো মুঞ্চিত্থ জীবিতং' আছে। টীকাকার অর্থ করিয়াছেন 'তুম্হাকং জীবিতট্ঠানং মা মুঞ্চিত্থ।' কিন্তু ইহার পরেই, সপ্তদশ গাথায় 'মা এবং মুঞ্চিত্থ জীবিতং' এই পাঠান্তর দেখা যায়। ইহাই বোধ হয় সমীচিন।

¶ তিন্দুক=গাব। মূলে 'মধুক' ও 'কাশ্মারি' এই দুইটী ফলেরও নাম আছে। মধুক=মহুয়া। 'কাশ্মারি' কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। টীকাকার বলেন ইহা 'কারফল।' 'কার'-সম্বন্ধে ১৬৩ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৪। গিরিপ্রস্থ হতে হয়েছে আনীত   পানহেতু জল সে নির্মল ,
ইচ্ছা যদি হয়, পিয়া সইখানে   করি পান উহা পাইবেন বল।
১৫। ঋষিদিগের আছেন যাঁহারা,   গিয়াছেন বনে উঞ্ছের তরে ;
উঠি নিজে সব করুন গ্রহণ ,   হস্তহীন আমি , দিব কি প্রকারে ?"

শুকের অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া রাজা বলিলেন,

১৬। দেখ, এ বিহঙ্গ ভদ্র, ধার্মিক কেমন।   সে শুকের মুখে শুধু নিষ্ঠুর বচন।
মার এরে বাঁধ এরে বধ এরে প্রাণে,   শুধু হেন ক্রূর কথা তাহার বদনে।
১৭। সে স্থান ত্যজিলাম, তাই, শীঘ্রগতি ;   আসি এ আশ্রমে স্বস্তি লভিলাম অতি।

রাজার কথা শুনিয়া পুষ্পক দুইটী গাথা বলিল :—

১৮। "সে আমার, মহারাজ, সহোদর ভাই ,
একই বৃক্ষে উভয়ের হইল জনম ,
দৈববশে কিন্তু শেষে ভিন্ন ভিন্ন ঠাঁই
অবস্থান করিলাম মোরা দুইজন।

১৯। সত্তিগুম্ব চোরসহ আমি ঋষিসহ   করিতেছি অবস্থান এবে অহরহ।
সদসৎসঙ্গভেদে চরিত্রগঠন   ভিন্নরূপে আমাদের হয়েছে, রাজন্।'

অতঃপর পুষ্পক সদসৎসংসর্গের ধর্ম পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিবার জন্য দুইটী গাথা বলিল :—

২০। বধ, বন্ধ, শাঠ্য, প্রবঞ্চনা, যেখানে   দস্যুবৃত্তি, লুণ্ঠন সে শিখেছে সেখানে।
২১। সত্যব্রত, ধর্মরত, হিংসায় বিরত,   জিতেন্দ্রিয়, আতিথেয়, সতত সংযত,
এমন তাপসগণ অঙ্কে দিয়া স্থান   করেছেন যত্নে মোর সুশিক্ষা-বিধান।

ইহা বলিয়া শুক আবার নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে রাজার নিকট ধর্ম ব্যাখ্যা করিল :—

২২। যে যাহারে ভজে, ভূপ,   সুশীলে, দুঃশীলে, সদসতে,—
নিয়ত-সংসর্গহেতু   চরিত্র সে লভে সেই মতে।
২৩। যাহার যেমন মিত্র,   যে যাহার করে আরাধন,
সে হয় তাহার মত ,   সংসর্গের প্রভাব এমন !
২৪। প্রভু-ভৃত্য, গুরুশিষ্য   পরস্পর সংস্পর্শকারণ
একে করে অপরের   আত্মতুল্য চরিত্র গঠন।
তূণীরের মধ্যে কেহ   রাখে যদি বিষদিগ্ধ শর,
তূণীর(ও) ক্রমশঃ শেষে   বিষে লিপ্ত হয় ভয়ঙ্কর।
২৫। সংস্রবণ-ভয়ে সুধী   পাপসখ না হয় কখন।
কুশ দিয়া পূতিমৎস্য   যদি কেহ করে আচ্ছাদন,
পূতিগন্ধ পায় কুশ ,   নিষ্পাপ যে, সেও সেই মত
পাপীরে ভজিলে শেষে   নিজে হয় পাপপথগত।
২৬। রাখিবে তগর * যদি   পত্রপুটে করি আচ্ছাদিত,
তগরের গন্ধ লভি   পত্রও হইবে আমোদিত।
সেই রূপ, সাধুজনে   সেব যদি করিয়া যতন,
তুমিও সাধুতা পেয়ে   হবে দক্ষ, প্রশংসাভাজন।

২৭। পত্রের সুগন্ধ হেরি, নিজ পরিণাম ভাবি মনে
অসৎ বর্জিয়া সুধী সাধুসেবা করে সযতনে।
নরকে পতন ধ্রুব অসৎসঙ্গের পরিণাম,
সাধুসঙ্গে দেহ-অন্তে প্রাপ্ত হয় জীব দিব্যধাম।

শুকের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা প্রসন্ন হইলেন। এদিকে ঋষিরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভদন্তেরা দয়া করিয়া আমার আলয়ে বাস করুন।" ঋষিরা ইহা স্বীকার করিলেন; রাজা রাজধানীতে গিয়া সমস্ত শুকপক্ষীকে অভয় দিলেন। ঋষিরাও সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা নিজের উদ্যানে তাঁহাদিগের বাসের ব্যবস্থা করিলেন এবং তাঁহাদিগের সেবা করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। তাঁহার পুত্রও রাজচ্ছত্রগ্রহণপূর্ব্বক ঋষিদিগের সেবাপরায়ণ হইলেন। এইরূপে ঐ রাজবংশ একে একে শত পুরুষ পর্য্যন্ত দানাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন। মহাসত্ত্ব অরণ্যেই মরিলেন এবং কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত পূর্ব্বেও পাপিগণে পরিবৃত থাকিত।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল শক্তিগুল্ম, তাহার অনুচরেরা ছিল সেই সকল চোর, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই সকল ঋষি এবং আমি ছিলাম পুষ্পকনামা শুক।]

৫০৪—ভল্লাটিয়-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে মল্লিকা দেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এক দিন তাঁহার সহিত রাজার 'শয়নকলহ' হইয়াছিল।* রাজা ক্রোধবশে কিছুদিন তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করিলেন না। তখন মল্লিকা ভাবিলেন, 'রাজা যে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তথাগত, বোধ হয় তাহা জানিতে পারেন নাই।' অনন্তর এই কলহের বিবরণ শাস্তার কর্ণগোচর হইল, তিনি পরদিনই ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যার্থ শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক শাস্তার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইলেন, তাঁহাকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন, যথাস্থানে উপবেশন করাইলেন দক্ষিণোদক প্রদানপূর্ব্বক, শাস্তার ও অন্যান্য ভিক্ষুদের জন্য সুস্বাদু ভোজ্য পরিবেষণ করাইলেন এবং, তাঁহাদের ভোজন শেষ হইলে একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, মল্লিকাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন?" রাজা বলিলেন, "তিনি নিজের সুখে মত্ত রহিয়াছেন।" শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, আমি পূর্ব্বে কিন্নরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া একরাত্রি মাত্র কিন্নরীর বিচ্ছেদে সাত শত বৎসর পরিদেবন করিয়া বেড়াইয়াছিলাম।" ইহার পর প্রসেনজিতের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে ভল্লাটিক নামে এক রাজা ছিলেন। একদা তিনি অঙ্গার-পক্ব মাংসভোজনের ইচ্ছায় অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া পঞ্চবিধ আয়ুধসহ সুশিক্ষিত এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় কুক্কুরপরিবৃত হইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং হিমবন্তে প্রবেশ করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি

* সুজাতা-জাতকেও (৩০৬) এই কলহের উল্লেখ আছে। শয়নকলহ বলিলে, বোধ হয়, কোনরূপ দাম্পত্য কলহ বুঝিতে হইবে।

আর উপরে উঠিতে অসমর্থ হইয়া হরিণশূকর প্রভৃতি মারিতে মারিতে গঙ্গার একটী উপ-নদীর তীর দিয়া অগ্রসর হইলেন এবং অঙ্গারে মাংস পাক করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এক উচ্চ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটী সুন্দর গিরিনদী ছিল। যখন ঐ নদী জলপূর্ণ থাকিত, তখনও উহাতে বুক-জল হইত; অন্য সময়ে কেবল হাঁটু-জল থাকিত। উহার জলে নানাবিধ মৎস্য ও কচ্ছপ কেলি করিত, উহার সৈকত-ভূমি রজতপট্টমণ্ডিত বলিয়া প্রতীয়মান হইত, উহার উভয় তীরে পুষ্প ও ফলভারে অবনত তরু-রাজি বিরাজ করিত; তাহাদের শাখাসমূহ ফলপুষ্পরসপানে উন্মত্ত নানা জাতীয় বিহঙ্গমগণে সমাকীর্ণ থাকিত; তাহাদের ছায়ায় বিবিধ হরিণ ও অন্যান্য বন্য জন্তু বিশ্রামসুখ ভোগ করিত। ঐ রমণীয় হৈমবতী নদীর তীরে এক কিন্নর ও এক কিন্নরী পরস্পরকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া বড় বিলাপ ও ক্রন্দন করিতেছিল। রাজা নদীর তীর দিয়া গন্ধমাদন শৈলে আরোহণ করিতেছিলেন; তিনি কিন্নরমিথুনকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইহারা বিলাপ করিতেছে কেন, জিজ্ঞাসা করি।' তিনি কুকুরগুলির দিকে তাকাইয়া তুড়ি দিলেন; সুশিক্ষিত উৎকৃষ্ট জাতীয় কুকুরগুলি সেই সঙ্কেতে গুল্মে প্রবেশ করিল এবং বুকে ভর দিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। কুকুরগুলি দৃষ্টির অগোচর হইয়াছে দেখিয়া রাজা শরাসন, তূণীর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া নদীতীরস্থ একটী বৃক্ষের নিকটে রাখিয়া দিলেন এবং নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে কিন্নরযুগলের সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কাঁদিতেছ কেন?"

৬। আলিঙ্গনে বদ্ধ আছে প্রিয়জন ; তথাপি তোমরা বিষণ্ণবদন !
নরদেহধারী, বল কি কারণে, কি দুঃখে করিছ বিলাপ এখানে ?
৭। আলিঙ্গনে বদ্ধ আছে প্রিয়জন, তথাপি তোমরা বিষণ্ণবদন !
নরদেহধারী, বল কি কারণে করিতেছ শোক বসি দুই জনে ?

ইহার পর যে গাথাগুলি দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে উভয়ের উত্তরপ্রত্যুত্তর পাওয়া যাইবে :—

৮। 'এক রাত্রি তরে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা পেয়েছিনু বহু মোরা দুই জনা।
অতৃপ্ত কামনা পুষিয়া অন্তরে যাপিনু সে নিশি স্মরি পরস্পরে।
সে দুঃখের নিশি পড়ে যবে মনে, শোকে অভিভূত হই দুই জনে।
পাছে সেই নিশি আর বার আসে কাঁপি উঠে হিয়া সদা সে তরাসে।"
৯। "পাও দুঃখ স্মরি যে রাত্রি স্মরণ, কি হেতু বিচ্ছেদ ঘটিল তখন ?
ধন কি বিনষ্ট হ'ল অকস্মাৎ ? কিংবা কোন মহাগুরুর নিপাত ?
নরদেহধারী, সে নিশিতে বল, কি হেতু জ্বলিল বিচ্ছেদ-অনল ?"
১০। "অই যে সম্মুখে তব নির্ঝরিণী, বহে শৈলপাদে খরস্রোতস্বিনী,
তরু নানাজাতি উপরে যাহার করিয়াছে ঘন শাখার বিস্তার,
প্রিয় পতি মম বর্ষার সময়, এক দিন পার হইলেন হায়।
ভাবিলেন আমি রয়েছি পশ্চাতে, আমিও হইব পার তাঁর সাথে।
১১। দূরে কিন্তু আমি ছিলাম তখন ফুল নানাবিধ করিতে চয়ন,—
অঙ্কোলক, * নবমালিকার ফুল, † মাধবী, যূথিকা সৌরভে অতুল।
মালা গাঁথি আমি সাজাব প্রাণেশে, নিজেও সাজিয়া যাব তাঁর পাশে,
মনে মনে এই ছিল বড় সাধ ; নিদারুণ বিধি সাধিলেন বাদ।
১২। কুরবক কত, কত কর্ণিকার, ‡ সুরভি পাটলি, আর সিন্দুবার,
এ সকল ফুল করিতে চয়ন অন্য দিকে মোর নাহি ছিল মন।
মালা গাঁথি আমি সাজাব প্রাণেশে, নিজেও পরিয়া যাব তাঁর পাশে,
মনে মনে এই ছিল বড় সাধ ; নিদারুণ বিধি সাধিলেন বাদ।
১৩। ছিল সুপুষ্পিত কত শালতরু, তুলি ফুল মালা গাঁথিনু সুচারু,
মালা গাঁথি আমি সাজাব প্রাণেশে, নিজেও পরিয়া যাব তাঁর পাশে,
মনে মনে এই ছিল বড় সাধ ; নিদারুণ বিধি সাধিলেন বাদ।
১৪। রাশি রাশি ফুল করিয়া চয়ন সুকোমল শয্যা করিনু রচন ;
শুইয়া সেখানে, ছিল আশা মনে, সুখে সে যামিনী করিব যাপন।
১৫। পিষিনু শিলায়, বসি বহুক্ষণ, পরম যতনে অগুরু, চন্দন,
দিব অনুলেপ পতির শরীরে, অনুলেপ দিয়া সাজাব নিজেরে।
পতিপাশে শেষে করিব শয়ন, এ আশায় মুগ্ধ ছিল মোর মন।
১৬। হেন কালে বন্যা আসিল নদীতে, প্লাবিয়া দুকূল লাগিল ছুটিতে ;
নিমেষে ভাসিয়া গেল কোথা চলি শালকর্ণিকার-আদি ফুলগুলি।
পরিপূর্ণ জলে সে নদী আমার রহিল না সাধ্য হ'য়ে যেতে পার।

* অঙ্কোল, অঙ্কোলক, অঙ্কোর, অঙ্কোট বা অঙ্কোঠ। Flora Indica নামক গ্রন্থে দেখা যায়, ইহার বাঙ্গালা নাম 'আকরকণ্ট'। আমি এ গাছ দেখি নাই।
† ইহার পালি নাম 'সত্তলি' (সংস্কৃত 'সপ্তলা')।
‡ মূলে 'উদ্দালক' আছে। সিন্দুবার=নিসিন্দা।

২৪। কিন্নরের বাক্যগুলি পরস্পর প্রীতভাবে
যাপ দিন ; বিবাদ না করিও কখন ;
কিন্নরের মত যেন আত্মঅপরাধহেতু
হয় না পাইতে অনুতাপ কদাচন।

তথাগতের ধর্ম্মদেশন শুনিয়া মল্লিকাদেবী আসন হইতে উঠিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দশবলের স্তুতি করিতে করিতে শেষ গাথাটী বলিলেন :—

২৫। শুনিনু নিবিষ্টচিত্তে নানা উপদেশ আপনার,
অর্থের গৌরবে এর সমতুল নাহি কিছু আর।
সুমধুর উপদেশে দুঃখ মোর হ'ল বিদূরিত,
সুখেতে, মহাশ্রমণ, চিরদিন থাকুন জীবিত।

অতঃপর কোশলরাজ মল্লিকার সহিত সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

[সমবধান - তখন কোশলরাজ ছিলেন সেই কিন্নর ; মল্লিকাদেবী ছিলেন সেই কিন্নরী, এবং আমি ছিলাম ভল্লাটিক রাজা।]

৫০৫—সৌমনস্য-জাতক

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের আয়োজন করিয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল", ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে কুরুরাজ্যে উত্তর পঞ্চাল নগরে রেণু নামে এক রাজা ছিলেন। তখন মহারক্ষিত-নামক একজন তপস্বী পঞ্চশত শিষ্যসহ হিমবন্তে বাস করিতেন। একদা তিনি ও তাঁহার অনুচরগণ লবণ ও অম্লসেবনার্থ ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে উত্তর পঞ্চাল নগরে উপস্থিত হইলেন এবং রাজোদ্যানে অবস্থিতি করিলেন।

এক দিন সানুচর মহারক্ষিত পিণ্ডচর্য্যার জন্য রাজদ্বারে গমন করিলেন। রাজা ঋষিদিগের সাধুজনোচিত চালচলন দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন, তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত প্রাসাদতলে উপবেশন করাইলেন তাঁহাদের আহারার্থ উৎকৃষ্ট ভক্ষ্যভোজ্য পরিবেষণ করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "ভদন্তগণ, আপনারা এই বর্ষাকাল আমার উদ্যানেই বাস করুন।" অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া উদ্যানে গেলেন, তাঁহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলেন এবং প্রব্রাজকদিগের ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ উপকরণ প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলেন। ঐ দিন হইতে তপস্বীরা সকলেই রাজভবনে আহার করিতে লাগিলেন। রাজা অপুত্রক ছিলেন ; তিনি পুত্রকামনা করিতেন ; কিন্তু তাঁহার কোন পুত্র জন্মে নাই।

বর্ষাকাল অতিবাহিত হইলে মহারক্ষিত ভাবিলেন, 'এখন হিমবন্ত অতি রমণীয় হইয়াছে ; অতএব সেখানে ফিরিয়া যাই। তিনি রাজার অনুমতি চাহিলেন ; রাজা তাঁহার বহু সম্মান করিলেন এবং তাঁহাকে বহু উপহার দিয়া বিদায় করিলেন। নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহারক্ষিত মধ্যাহ্নসময়ে রাজপথ ত্যাগ করিলেন এবং এক বৃক্ষের নিবিড় ছায়ায় নবশাদ্বলের উপর অনুচরগণসহ উপবেশন করিলেন। তখন

লইয়া শাকের ক্ষেত্রে জল সেচন করিতেছে। ইহাতে বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই ভণ্ডটা নিজের শ্রমণধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া পর্ণিকবৃত্তি ধরিয়াছে!' তিনি তাহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভো পর্ণিক গৃহপতে। আপনি কি করিতেছেন?"

বোধিসত্ত্ব এইরূপে ভণ্ডকে লজ্জা দিলেন এবং তাহাকে প্রণাম না করিয়াই বাহিরে আসিলেন। ভণ্ড ভাবিল, 'এই ছেলেটা এখন হইতে আমার শত্রু হইল। কে জানে, এ কখন কি করিবে? অতএব ইহাকে শীঘ্রই মারিয়া ফেলিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে রাজার আগমনকালে পাষাণফলকখানি এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিল, পানের ঘটগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, পর্ণশালার আশে পাশে তৃণ ছড়াইয়া রাখিল, শরীরে তেল মাখিয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিল এবং যেন কতই দুঃখ হইয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্য মঞ্চের উপর শুইয়া পড়িল।

এদিকে রাজা ফিরিয়া আসিলেন, নগর প্রদক্ষিণ করিলেন এবং দিব্যচক্ষুকে দেখিবার জন্য প্রাসাদে প্রবেশ না করিয়াই পর্ণশালাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সমস্ত দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, "ব্যাপার কি?" অনন্তর তিনি ভিতরে গিয়া দেখিলেন, দিব্যচক্ষু শুইয়া আছে। তিনি তাহার পাদ সংবাহন করিতে করিতে বলিলেন,

১। কে ক'রেছে হিংসা, অনিষ্ট তোমার? কি হেতু বিমর্ষ, অসুখী তুমি?
কা'র মাতা পিতা কান্দিবে হে আজ? কে হইয়া হত চুম্বিবে ভূমি?

ইহা শুনিয়া ভণ্ড-তপস্বী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

২। হইলাম তুষ্ট দরশনে তব; হয় নাই দেখা অনেক দিন।
করি নাই কারো অনিষ্ট কখন, জান ত রাজন্, আমি হিংসাহীন।
তব পুত্র তব বহু অনুচর লয়ে অকস্মাৎ পশিল কুটীরে;
কত যে লাঞ্ছনা দিয়াছে দেখ না; চিহ্ন আছে সব ভিতরে বাহিরে।

[ইহার পর যে গাথাগুলি দেওয়া গেল, সেগুলির সম্বন্ধ যথাপর্য্যায়ে বুঝিতে হইবে।

৩। "খড়্গ লয়ে দৌবারিক যাও অন্তঃপুরে ছুটি,
জল্লাদ যাউক তব সনে,
সোমদত্তে করি বধ, সুন্দর মাথাটা তার
কাটি ত্বরা আন এইখানে।"

৪। রাজদূতগণ বলিল কুমারে "পরিত্যাগ রাজা করিলা তোমারে;
আদেশ তাঁহার বধিতে তোমায়; পালিতে সে আজ্ঞা এসেছি হেথায়।"

৫। এ নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়া কুমার উঠিলা অমনি করি হাহাকার।
করযোড়ে বলে, "জীবিতাবস্থায় লয়ে চল মোরে, দেখিব রাজায়।

৬। শুনি কুমারের কাতর বচন লয়ে গেল তাঁরে রাজদূতগণ
রাজার নিকটে; দেখিয়া পিতারে দূর হ'তে পুত্র নিবেদন করে :—

৭। "খড়্গ ল'য়ে হাতে দৌবারিকগণ, অথবা জল্লাদ বধুক জীবন।
কিন্তু দয়া করি বল, মহারাজ, অপরাধ মোর হ'য়েছে কি আজ।"

রাজা বলিলেন "যিনি পরম পূজার্হ, তাঁহার অত্যন্ত অপমান করা হইয়াছে। তুমি নিতান্ত গুরু অপরাধ করিয়াছ।" তিনি নিম্নলিখিত গাথায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন :—

৮। আসিলে যে তব নগরে নিবাসে সেবেন সাদরে পৌর-জন,
অগ্নিপরিচর্য্যা পরম নিষ্ঠায় প্রতিদিন যিনি করে সম্পাদন,
সংযত সতত যেন ব্রহ্মচারী, কি হেতু তাঁহার কর অপমান
বলি 'গৃহপতি'? এ বড় কুমতি; এ হেতু তোমার বধিব পরাণ।"

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, "পিতঃ, আমি গৃহপতিকে গৃহপতি বলিয়াছি; ইহাতে কি দোষ হইয়াছে?

৯। তাল আর মূল, কুম্মাণ্ড, অলাবু— পরিচর্য্যাপাত্র এ সব ইঁহার;
সদা সাবধানে এ সব বপনে দেখা যায় আছে যতন অপার।
ব্রাহ্মণের কুলে লভিয়া জনম এ সকল কাজ যত যার হয়,
গৃহপতি বিনা অন্য কোন্ আখ্যা যোগ্য তারা পেতে, বল, মহাশয়।

এই কারণেই আমি ইহাকে গৃহপতি বলিয়াছি। যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে নগরের চতুর্দ্বারে ফলমূলবিক্রেতাদিগকে (পর্ণিকদিগকে) জিজ্ঞাসা করাইয়া দেখুন।" রাজা জিজ্ঞাসা করাইলেন, তাহারা বলিল "আমরা এই তাপসের হাত হইতে শাক ও ফলমূল লইয়া বিক্রয় করিয়া থাকি।" অতঃপর রাজা শাকসবজির বাগান দেখিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেন; কুমারের অনুচরেরাও ভণ্ড তাপসের পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে শাকাদিবিক্রয়লব্ধ কার্ষাপণমাষকাদির পুঁটুলি বাহির করিয়া রাজাকে দেখাইল। রাজা বুঝিলেন, মহাসত্ত্বের কোন দোষ নাই। তিনি বলিলেন:—

১০। বলিলে যা সত্য, আছে বটে এর পরিচর্য্যাপাত্র অনেক প্রকার;
সদা সযতনে বপনাবেক্ষণ করে এই ভণ্ড তাহা সবাকার।
ব্রাহ্মণের কুলে লভিয়া জনম হীনবৃত্তি হেন ধরে যেই জন,
গৃহপতি সেই; এ আখ্যায় তার অপমান-বোধ হয় কি কারণ?

তখন মহাসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এই মূর্খ রাজার নিকটে থাকা অপেক্ষা হিমবন্তে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর। সভার মধ্যে আমি ইহার দোষ প্রকাশ করিব এবং অনুমতি লইয়া অদ্যই নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা লইব।' তিনি সভায় সকলকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন,

১১। পৌর, জানপদ, সকলে এখন কর শ্রবণ মোর নিবেদন।
মূর্খ রাজা ভণ্ডে করিয়া বিশ্বাস উদ্যত করিতে মোর প্রাণনাশ।

ইহার পর তিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণসম্বন্ধে অনুমোদনলাভার্থ বলিলেন,

১২। তুমি, নরনাথ, বিটপী বিশাল, আমি ক্ষুদ্র শাখা তোমার।
যদি ইচ্ছা হয়, দাও অনুমতি, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব সম্প্রতি।

এখন যে গাথাগুলি দেওয়া যাইতেছে, সেগুলি রাজা ও কুমারের উক্তিপ্রত্যুক্তি:—

১৬। "বুদ্ধি পরনেয়া যদ্যপি আমার, মূর্খের মতন যদি ব্যবহার,
এক বার দোষ অনেকেই করে, ভাবি ইহা ক্ষমা করহ আমারে।
হ'লে পুনর্ব্বার এরূপ ঘটন যাহা ইচ্ছা তব, করিবে তখন।"

১৭। "দোষগুণ না বিচারি কর যদি কর্ম্ম সম্পাদন,
না রাখি উদ্দেশ্য কোন বৃথা যদি করিবে চিন্তন,
অকল্যাণ পরিণামে তাহা হ'তে ঘটিবে নিশ্চয়,
ভৈষজ্য কুবৈদ্যদত্ত সেবি যথা প্রাণনাশ হয়।

১৮। বিচারিয়া দোষগুণ কর যদি কর্ম্ম সম্পাদন,
সদুদ্দেশ্যে রাখি লক্ষ্য যদি তুমি করিবে চিন্তন,
শুভ পরিণাম তার নিশ্চয় দেখিবে, নরবর,
বিজ্ঞচিকিৎসকদত্ত ভৈষজ্য যেমন শুভকর।

১৯। অলস, বিলাসী গৃহী, প্রব্রাজক অসংযমী,
অবিবেকী রাজা যিনি অবিচারপথগামী,
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তবু ক্রোধপরায়ণ,—
সাধুপদ-বাচ্য নহে কভু এই তিন জন।

২০। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই, বাদি-বিবাদীর শুনি কথা সাবধানে সত্য করে স্থির।
এরূপ শুনিয়া যিনি করেন বিচার, যশঃ আর কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয় সদা তাঁর।

২১। বিচারি করেন রাজা দণ্ডের বিধান, সহসা করিলে কাজ অনুতাপ পান।
থাকে যদি প্রণিধান প্রকৃষ্ট অন্তরে অনুতাপ পশ্চাতে না ভোগ কেহ করে।

২২। যুক্তাযুক্ত সাবধানে বিচারিয়া মনে নিরত থাকেন যিনি কর্ম্মসম্পাদনে,
কার্য্য তাঁর সুখকর, বিজ্ঞের সম্মত, পণ্ডিতের প্রশংসার্হ হইবে সতত।

২৩। খড়্গ লয়ে ছুটি গেল দৌবারিকগণ, জল্লাদ ধাইল মোরে করিতে নিধন;
ছিলাম মায়ের কোলে, টানিয়া আমায় আনিল তাহারা, ভূপ, তোমার আজ্ঞায়।

২৪। বড়ই যাতনা আমি পাইয়াছি, দেব, এ কারণ,
লভিলাম কষ্টে শেষে সুমধুর এ প্রিয় জীবন।
বহুকষ্টে মৃত্যুগ্রাস হ'তে মুক্তি পাইলাম আজ,
প্রব্রজ্যাগ্রহণে তাই অভিলাষ এবে, মহারাজ।"

মহাসত্ত্ব এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিলে রাজা সুধর্ম্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

২৫। সৌমনস্য পুত্র মোর শিশু, তবু অনুকম্পা তার
যাচিলাম বৃথা, দেবি, প্রার্থনা সে শুনে না আমার।
জননীর অনুরোধ রাখিলেও রাখিবারে পারে,
তুমিও প্রার্থনা, দেবি, এক বার কর ত তাহারে।

কিন্তু রাণী কুমারকে প্রব্রজ্যাগ্রহণে উৎসাহিত করিয়াই বলিলেন,

২৬। যাও বৎস, পাও আনন্দ অপার ভিক্ষালব্ধ অন্ন করিয়া আহার।
সত্যধর্ম্মে থাকি প্রব্রজ্যা লইবে, সর্ব্বভূতে সদা মৈত্রী দেখাইবে।
অনিন্দিত এই পথে বিচরণ অন্তে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির কারণ।

রাজা বলিলেন,

২৭। অহো কি আশ্চর্য্য বচন তোমার! দুঃখোপরি দুঃখ ঘটিল আমার।
বলিনু কুমারে নিরস্ত করিতে; তুমি কি না এলে উৎসাহ দিতে!

ইহার উত্তরে দেবী বলিলেন,

২৮। জীবন্মুক্ত শুদ্ধাচারী সাধুগণ আছেন অনেকে এই পৃথিবীতে,
তাঁহাদের পথে করিতে গমন বাসনা বাছার; নারি নিবারিতে।

অগ্রমহিষীর কথা শুনিয়া রাজা অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :—

২৯। প্রাজ্ঞ, সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল যাঁরা, সত্যই লোকের সেবনীয় তাঁরা।
শুনি তাঁহাদের মধুর বচন প্রশান্ত হয়েছে সুধর্মার মন।
শোক, কি ঔৎসুক্য নাই তার আর; অন্তর তাহার সদা নির্ব্বিকার।

মহাসত্ত্ব মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "যদি কোন দোষ করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করিবেন।" অনন্তর. সমবেত জনবৃন্দকে করযোড়ে নমস্কারপূর্ব্বক তিনি হিমবন্তের অভিমুখে যাত্রা করিলেন; লোকে কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিয়া ফিরিয়া গেল; তখন দেবতারা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তাঁহাকে সাতটী পর্ব্বতশ্রেণী পার করাইয়া হিমবন্তে লইয়া গেলেন; তিনি সেখানে বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত পর্ণশালায় ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন; যত দিন না তাঁহার বয়স্ ষোল বৎসর হইল, দেবতারা রাজকুলের পরিচারকরূপে তত দিন তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। এ দিকে বহু লোকে সেই ভণ্ডতাপসকে নানারূপে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিল।

মহাসত্ত্ব ধ্যানবল ও অভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "দেবদত্ত কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।'

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ভণ্ডতপস্বী, মহামায়া ছিলেন সোমনস্স কুমারের মাতা, সারিপুত্র ছিলেন মহারক্ষিত এবং আমি ছিলাম সোমনস্স কুমার।]

৫০৬—চাম্পেয়-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে পোষধকর্ম্মের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। "হে উপাসকগণ, তোমরা পোষধব্রত গ্রহণ করিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ। প্রাচীন পণ্ডিতেরা নাগলোকের সম্পত্তি পরিহারপূর্ব্বক পোষধ পালন করিয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে অঙ্গরাজ্যে অঙ্গ এবং মগধরাজ্যে মগধ নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। অঙ্গ ও মগধ রাজ্যের মধ্যে চম্পা নদী; ঐ নদীতে নাগগণ বাস করিত। নাগরাজের নাম ছিল চাম্পেয়।

তৎকালে কখনও মগধরাজ অঙ্গরাজ্য অধিকার করিতেন, কখনও বা অঙ্গরাজ মগধরাজ্য অধিকার করিতেন। এক দিন মগধরাজ অঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাজিত হইলেন; তিনি অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন; অঙ্গরাজের যোদ্ধারা নিরন্তর তাঁহার অনুধাবন করিতে লাগিল। তিনি চম্পাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নদী জলপূর্ণ; কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'পরহস্তে মরণ অপেক্ষা নদীতে প্রবেশ করিয়া মরণই শ্রেয়স্কর।' ইহা স্থির করিয়া তিনি অশ্বসহ নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন।

নাগরাজ চাম্পেয় জলের মধ্যে এক রত্নমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে সেখানে বসিয়া বহু পরিবারসহ প্রচুর মদ্যপান করিতেছিলেন। রাজা অশ্বসহ জলে নিমগ্ন হইয়া নাগরাজের পুরোভাগে অবতরণ করিলেন। নানালঙ্কারভূষিত রাজাকে

দেখিয়া নাগরাজের মনে স্নেহ সঞ্জাত হইল, তিনি আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার ভয় নাই।" অনন্তর তিনি রাজাকে নিজের পল্যঙ্কে বসাইলেন এবং কিহেতু তিনি জলমগ্ন হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসিলেন। রাজা যথাভূত সমস্ত বলিলেন। নাগরাজ বলিলেন, "আপনি নিঃশঙ্ক থাকুন, আমি আপনাকে দুই রাজ্যেরই অধিপতি করিতেছি।" রাজাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া নাগরাজ এক সপ্তাহকাল তাঁহার মহা সমাদর করিলেন এবং সপ্তম দিনে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নাগরাজের অনুভাববলে মগধরাজ অঙ্গরাজকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহার প্রাণবধপূর্ব্বক উভয় রাজ্যেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর মগধরাজের ও নাগরাজের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল, মগধরাজ প্রতি বৎসর চম্পাতীরে রত্নমণ্ডপ প্রস্তুত করাইতেন এবং মহাসমারোহে নাগরাজকে পূজা দিতেন। নাগরাজ তখন বহু পরিজনসহ নাগভবন হইতে বাহির হইয়া আসিতেন এবং পূজা গ্রহণ করিতেন। লোকে তাঁহার প্রভূত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইত।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজপুরুষদিগের সহিত নদীতীরে গিয়া নাগরাজের সম্পত্তি দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তাঁহার লোভ জন্মিল। তিনি মনে মনে ঐ সম্পত্তি প্রার্থনা করিয়া দান ও শীলরক্ষা করিতে লাগিলেন। নাগরাজ চাম্পেয়ের যে দিন মৃত্যু হইল, তাহার সপ্তম দিবসে তিনিও এই বাসনা লইয়া দেহত্যাগ করিলেন এবং নাগরাজভবনেই রাজশয্যায় প্রসূত হইলেন। তাঁহার দেহ হইল একটী বৃহৎ মালতীপুষ্পমালার ন্যায়। আত্মদেহদর্শনে বোধিসত্ত্বের অনুতাপ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'আমি যে কুশলকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছি, তাহার ফলে, কোষ্ঠে যেমন ধান্য সঞ্চিত থাকে, আমারও সেইরূপ ছয়টী কামস্বর্গে ঐশ্বর্য্য নিহিত আছে। সেই আমি কি না এখন তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম লাভ করিলাম! আমার জীবনে কি প্রয়োজন?' ফলতঃ তাঁহার প্রাণপরিত্যাগের সঙ্কল্প জন্মিল। এই সময়ে সুমনানাম্নী এক নাগকুমারী তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিল, 'এই মহানুভাব নাগ কে? ইন্দ্র নাগদেহ ধারণ করিয়া জন্মিলেন না কি?' সে অন্যান্য নাগকুমারীদিগকে সংবাদ দিল, তাহারা সকলে নানাবিধ বাদ্য করিতে করিতে মহাসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে প্রচুর উপহার দিল। তখন তাঁহার সেই নাগভবন শক্রভবনের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী হইল, তাঁহার মরণের সঙ্কল্প দূরে গেল; তিনি নাগদেহ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। তিনি মহাযশস্বী হইলেন এবং নাগলোকে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ইহার পর তাঁহার আবার অনুতাপ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'আমার তির্য্যগ্‌-জীবনে কোন প্রয়োজন নাই। আমি পোষধব্রত গ্রহণ করিব, এখান হইতে মুক্ত হইব এবং নরলোকে গিয়া সত্য শিক্ষা দ্বারা দুঃখের অবসান করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সে দিন হইতে নিজের প্রাসাদে থাকিয়াই পোষধ পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নাগকন্যারা নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সেখানে তাঁহার নিকটে যাইত বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার শীলভঙ্গ হইতে লাগিল। কাজেই তিনি প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া উদ্যানে গেলেন; কিন্তু নাগকন্যারা সেখানেও তাঁহার নিকট যাইতে লাগিল, তাঁহার পোষধ-ব্রতও প্রতি-পালিত হইতে পারিল না। এজন্য তিনি স্থির করিলেন, 'নাগভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক

মনুষ্যলোকে গিয়া পোষধ পালন করাই যুক্তিযুক্ত।' তিনি পোষধদিনে নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কোন প্রত্যন্ত গ্রামের নিকটে রাজপথের সমীপে বল্মীকাগ্রে উপবিষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যে চর্ম্মাদি চায়, সে আমার চর্ম্মাদি গ্রহণ করুক; যে ক্রীড়া-সর্প পাইতে চায়, সে আমাকে ক্রীড়াসর্প করুক; আমি এই দেহ দানমুখে বিসর্জ্জন করিলাম। আমি ভোগবর্জ্জনপূর্ব্বক এখানে পড়িয়া থাকিয়া পোষধ পালন করিব।" এই সময় হইতে যাহারা রাজপথ দিয়া যাতায়াত করিত, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া যাইতে লাগিল, প্রত্যন্তগ্রামবাসীরাও ভাবিল, এই নাগরাজ মহানুভাব; এজন্য তাহারা ঐ বল্মীকের উপরি একখানি মণ্ডপ প্রস্তুত করিল, চারিদিকে বালুকা ছড়াইয়া স্থানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিল এবং গন্ধাদিদ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। ফলতঃ লোকে মহাসত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহাকে পূজা দিতে এবং তাহার নিকট পুত্রাদি প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল।

মহাসত্ত্ব চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন বল্মীকমস্তকে শুইয়া থাকিতেন এবং প্রতিপদে নাগভবনে ফিরিয়া যাইতেন। এইরূপে তিনি বহুদিন পোষধ পালন করিলেন। অনন্তর এক দিন তাঁহার অগ্রমহিষী সুমনা বলিলেন, "স্বামিন্ আপনি নরলোকে গিয়া পোষধ পালন করেন, কিন্তু সেখানে নানারূপ ভয়ের ও বিপদের কারণ আছে। যদি আপনার কোন বিপদ্ ঘটে, তবে আমি যাহাতে তাহা জানিতে পারি, এমন কোন নিমিত্ত নির্দ্দেশ করুন।" মহাসত্ত্ব সুমনাকে মঙ্গলপুষ্করিণীর তীরে লইয়া বলিলেন, "ভদ্রে, কেহ আমাকে প্রহার করিয়া কষ্ট দিলে, এই পুষ্করিণীর জল আবিল হইবে, যদি কোন সুপর্ণ আমাকে গ্রহণ করে, তবে এই পুষ্করিণীর জল অন্তর্হিত হইবে; যদি কোন অহিতুণ্ডিক (সাপুড়ে) আমাকে ধরে, তবে ইহার জল লোহিতবর্ণ হইবে।" সুমনাকে এই তিনটী নিমিত্ত জানাইয়া তিনি চতুর্দ্দশীর পোষধসম্পাদনার্থ নাগভবন হইতে বাহির হইলেন এবং সেই বল্মীকের উপরে গিয়া শুইলেন। তাঁহার শরীরের শোভায় বল্মীকটা অতি শোভান্বিত হইল, কেন না তাঁহার দেহ রজতদামের ন্যায় শুভ্র এবং মস্তক রক্তকম্বলপিণ্ডের ন্যায় ছিল। [এই জন্মে বোধিসত্ত্বের দেহ লাঙ্গলাগ্রের ন্যায়, ভূরিদত্ত-জন্মে* ঊরুর ন্যায় এবং শঙ্খপাল জন্মে† দ্রোণীর‡ ন্যায় স্থূল ছিল]।

এই সময়ে বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণকুমার তক্ষশিলার কোন আচার্য্যের নিকট আলম্বনমন্ত্র§ শিক্ষা করিয়া সেই পথে নিজের গৃহে ফিরিতেছিল। সে মহাসত্ত্বকে দেখিয়া ভাবিল, 'এই সাপটাকে ধরিয়া গ্রাম, নিগম, রাজধানী প্রভৃতি স্থানে খেলা দেখাইয়া ধন উপার্জ্জন করিব।' সে নানাবিধ দিব্যৌষধ সংগ্রহ করিল এবং দিব্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার নিকটে গেল। দিব্য মন্ত্র শুনিবার পরেই মহাসত্ত্বের কর্ণে যেন তপ্তশলাকা প্রবেশ করিতে লাগিল, তাঁহার মস্তক যেন খড়্গ দ্বারা আহত হইল। লোকটা কে, ইহা দেখিবার জন্য মহাসত্ত্ব কুণ্ডলের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং অহিতুণ্ডিককে দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'আমার বিষ অতি উগ্র; আমি ক্রুদ্ধ হইয়া নিঃশ্বাস ছাড়িলে ইহার শরীর

* ভূরিদত্ত-জাতক (৫৪৩)। † শঙ্খপাল-জাতক (৫২৪)। ‡ দ্রোণের আকারে গঠিত একপ্রকার ডিঙ্গী বা ডোঙ্গা।

§ আলম্বনমন্ত্র—যে মন্ত্র দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের উপর প্রভুত্ব জন্মে।

কুশমুষ্টির ন্যায় চারিদিকে বিকীর্ণ হইবে; আমারও শীলভঙ্গ ঘটিবে; আমি আর ইহার দিকে তাকাইব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি চক্ষু নিমীলনপূর্ব্বক কুণ্ডলের মধ্যে মস্তক স্থাপন করিলেন। অহিতুণ্ডিক ব্রাহ্মণ একটা ঔষধ খাইল, এবং মন্ত্র পড়িতে পড়িতে মহাসত্ত্বের শরীরে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল। যেখানে যেখানে নিষ্ঠীবন লাগিল, সেখানে সেখানেই স্ফোটক উঠিবার কালে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, ঔষধ ও মন্ত্রের প্রভাবে সেইরূপ যন্ত্রণা হইল। তখন অহিতুণ্ডিক মহাসত্ত্বকে লাঙ্গুল ধরিয়া টানিয়া আনিল, সোজা করিয়া ফেলিল, ছাগলের পায়ের হাড়* দিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া এবং মস্তকটা দৃঢ়রূপে ধরিয়া নিপীড়ন করিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব মুখব্যাদান করিলেন, সে তাঁহার মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল, ঔষধ ও মন্ত্রের বলে তাঁহার (বিষ-) দাঁত ভাঙ্গিল, মহাসত্ত্বের মুখবিবর রক্তে পূর্ণ হইল। এত দুঃখ পাইয়াও কিন্তু মহাসত্ত্ব শীলভঙ্গের ভয়ে এক বার চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইলেন না। অহিতুণ্ডিক তাঁহাকে আরও দুর্ব্বল করিবার মানসে এমন মর্দ্দন করিতে লাগিল যে, তাঁহার অস্থিগুলি যেন চূর্ণ হইয়া গেল। লোকে যেমন কাপড়ের গাঁট বান্ধে, সে তাঁহাকে সেইরূপ বান্ধিল; লোকে যেমন দড়িতে পাক দেয়, সেইমত তাঁহার দেহে পাক দিল; ধোবার যেমন কাপড় পিটে, সেও লাঙ্গুল ধরিয়া তাঁহাকে সেইরূপ পিটিল। ইহাতে মহাসত্ত্বের সর্ব্বশরীর রক্তাক্ত হইল, তিনি মহাবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। অহিতুণ্ডিক যখন দেখিল, তিনি বড় দুর্ব্বল হইয়াছেন, তখন সে লতা দিয়া একটা পেটিকা প্রস্তুত করিল, উহার মধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যন্ত গ্রামে লইয়া গেল, এবং বহুলোকের সমক্ষে তাঁহাকে লইয়া খেলা করিল। তিনি ব্রাহ্মণের ইচ্ছামত কখনও নীলবর্ণ, কখনও অন্যান্য বর্ণ ধারণ করিয়া, কখনও বৃত্তাকারকুণ্ডলে, কখনও চতুরস্র কুণ্ডলে, কখনও সূক্ষ্মাকারে, কখনও স্থূলাকারে নৃত্য করিলেন, বোধ হইল, তিনি যেন কখনও শত ফণ, কখনও সহস্র ফণ বিস্তার করিয়াছেন। বহুলোকে সন্তুষ্ট হইয়া বহুধন দান করিল। এইরূপে এক দিনেই সে লোকটা সহস্র কার্ষাপণ এবং সহস্র কার্ষাপণ মূল্যের নানাবিধ দ্রব্য লাভ করিল। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, সহস্র কার্ষাপণ পাইলেই সাপটাকে ছাড়িয়া দিব, কিন্তু এখন ঐ পরিমাণ অর্থ লাভ করিয়া মনে করিল, প্রত্যন্ত গ্রামেই যখন এত পাইলাম, তখন রাজা ও মহামাত্র-দিগের নিকটে গেলে আমার বহুতর প্রাপ্তি হইবে। সে এক খানি শকট ও এক খানি সুখযান† সংগ্রহ করিল, দ্রব্যসম্ভার শকটে তুলিল, নিজে সুখযানে আরোহণ করিল এবং বহু অনুচরসহ মহাসত্ত্বকে নানা গ্রামে ও নিগমাদিতে নাচাইতে নাচাইতে শেষে স্থির করিল, বারাণসীরাজ উগ্রসেনকে এই সর্পের ক্রীড়া দেখাইয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিব।

সে ভেক মারিয়া নাগরাজকে খাইতে দিত; কিন্তু তাঁহার জন্য যেন প্রাণিবধ না হয়, ইহা ভাবিয়া তিনি কোনবারই তাহা খাইতেন না। অহিতুণ্ডিক শেষে তাঁহাকে মধু-মিশ্রিত লাজ দিত, কিন্তু মহাসত্ত্ব তাহাও খাইতেন না, কারণ তিনি ভাবিতেন, আহার গ্রহণ করিলে ঐ পেটিকার মধ্যেই তাঁহাকে আমরণ অবরুদ্ধ থাকিতে হইবে।

অহিতুণ্ডিক এক মাসের পর বারাণসীতে উপস্থিত হইল। সে প্রথমে নগরের

* 'অজপাদেন দণ্ডেন'—বোধ হয় তৎকালে সাপুড়েদিগের মধ্যে এরূপ কোন যষ্টিকা থাকিত। এখনও বাজীকরেরা ভেল্কী দেখাইবার কালে এক খানা হাড় ব্যবহার করিয়া থাকে।

† যাহাতে সুখে যাওয়া যায়—যেমন রথ, শিবিকা ইত্যাদি।

দ্বারসন্নিহিত গ্রামগুলিতে সাপখেলা দেখাইয়া বহু ধন উপার্জ্জন করিল। অনন্তর রাজা তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমাদিগকে সাপখেলা দেখাও।" সে বলিল, "যে আজ্ঞা মহারাজ, আমি কালই আপনাকে খেলা দেখাইব।" তখন রাজা ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করাইলেন, "আগামী কল্য নাগরাজ রাজাঙ্গনে নৃত্য করিবে; বহু লোকে যেন সমবেত হইয়া তাহা দেখে।"

পরদিন রাজা প্রাসাদাঙ্গন সজ্জিত করাইয়া অহিতুণ্ডিককে ডাকাইলেন। সে মহাসত্ত্বকে একটী রত্নখচিত পেটিকায় লইয়া গেল এবং বিচিত্রবস্ত্রের উপর ঐ পেটিকা রাখিয়া নিজে উপবেশন করিল। রাজাও প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দর্শকগণ-পরিবৃত হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ মহাসত্ত্বকে বাহির করিয়া নৃত্য করাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই সহস্র সহস্র দর্শকের কেহই স্বস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না; সহস্র সহস্র উত্তরীয়বস্ত্র বায়ুতে দুলিতে লাগিল; বোধিসত্ত্বের শরীরোপরি সপ্তরত্ন বর্ষণ হইতে লাগিল।

বোধিসত্ত্বের ধরা পড়িবার পর এক মাস পূর্ণ হইয়াছে; তিনি এই দীর্ঘকাল নিরাহার আছেন। এদিকে সুমনা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার প্রাণনাথ যে বড়ই বিলম্ব করিতেছেন। আজ পূর্ণ এক মাস হইল, তিনি এখানে আসেন নাই। ইহার কারণ কি?' তিনি গিয়া মঙ্গল পুষ্করিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিতে পাইলেন, উহার জল লোহিতবর্ণ হইয়াছে। ইহাতে তিনি বুঝিলেন যে, মহাসত্ত্ব কোন অহিতুণ্ডিকের হাতে ধরা পড়িয়াছেন। তখন তিনি নাগভবন হইতে নিক্রান্ত হইয়া সেই বল্মীকের নিকটে গেলেন; যেখানে মহাসত্ত্ব ধৃত হইয়াছিলেন, যেখানে তাঁহাকে যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছিল, সে সকল স্থান দেখিলেন এবং ক্রন্দন করিতে করিতে প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়া ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। সেখানে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি বারাণসীতে গেলেন এবং রাজাঙ্গনের সেই সভামধ্যে আকাশে আসীন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব নৃত্য করিতে করিতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং লজ্জিত হইয়া পেটিকার ভিতরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। তিনি যখন পেটিকার ভিতর যাইতেছিলেন, তখন ইহার কারণ কি জানিবার জন্য রাজা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আকাশস্থা সুমনাকে দেখিয়া প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। বিদ্যুতের সমপ্রভা, কিংবা যেন শুকতারা, * কে তুমি গো আকাশে আসীনা?
নিশ্চয় মানবী নহ, এত কি সুন্দর হয় গন্ধর্ব্বী অথবা দেবী বিনা?

নিম্নের গাথাগুলিতে সুমনার ও রাজার উত্তরপ্রত্যুত্তর দেওয়া গেল:—

২। "দেবী আমি নহি, ভূপ, অথবা গন্ধর্ব্বী, নারী, নাগকুলে লভেছি জনম;
আছে এক প্রয়োজন, তাহারই সাধন তরে করিয়াছি হেথা আগমন।"

৩। "দেখিলে তোমায়, শুভে, মনে হয়, চিত্তের বিভ্রম ঘটেছে তোমার,
ইন্দ্রিয় সকল হ'য়েছে বিকল, নয়নযুগলে বহে অশ্রুধার।
কি উদ্দেশ্য তব? কি চাহিছে, বল, করিয়াছ তুমি হেথা আগমন?
বল, বরাননে! সাধ্য যদি থাকে, অবশ্য তাহার করিব পূরণ।"

---

* মূলে 'ওষধিরিব তারকা' আছে। সুধাভোজন-জাতকেও (৫৩৫) এই প্রয়োগ দেখা যায়। ওষধি তারা বলিলে শুকতারাই বুঝিতে হইবে।

৪। "এতি উগ্রবিষ উরগ বলিয়া সবে জানে যাঁরে, ওহে নরমণি,
মানুষে যাঁহাকে বলে নাগরাজ, পেটিকায় বদ্ধ রয়েছেন তিনি।
জীবিকার তরে ধরেছে তাঁহারে এ অহিতুণ্ডিক অতি নীচাশয়।
পতি তিনি মম; এই ভিক্ষা মাগি, মুক্তি দিতে তাঁরে যেন আজ্ঞা হয়।"

৫। "বলবীর্য্যে যার কাঁপে চরাচর, নিঃশ্বাস যাহার ভস্ম সব করে,
সেই নাগরাজ ভিখারীর এই হ'ল হস্তগত বল কি প্রকারে?
পেটিকার মধ্যে আছে যে আবদ্ধ, সে যে সেই সর্প কেমনে জানিব?
বল, নাগকন্যে, বিবরিয়া সব, শুনিয়া উচিত ব্যবস্থা করিব।"

৬। "এত উগ্রবিষ, এত বীর্য্য এঁর, ইচ্ছা যদি হয় পারেন করিতে
ভস্মীভূত এই নগর তোমার নিমেষের মধ্যে নিঃশ্বাস-বায়ুতে;
কিন্তু পাছে হয় ধর্ম্ম-অপচয়, এই ভয়ে, এত পাইয়াও দুখ,
তপস্বীর মত ক্রোধ করি হত হ'য়েছেন প্রতিহিংসায় বিমুখ।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লোকটা কিরূপে ইঁহাকে ধরিল?" সুমনা উত্তর দিলেন:—

৭। চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথিতে যাইতেন নাগরাজ পোষধ পালিতে,
চতুষ্পথে থাকিতেন প্রাণেশ্বর, হায়, সাপুড়ে জীবিকা-হেতু ধরিল তাঁহায়।
দয়া করি দিন মুক্তি পতিরে আমার, করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই বার বার।

ইহা বলিয়া সুমনা দুইটী গাথায় আবার পতির প্রাণভিক্ষা করিলেন:—

৮। রতনে খচিত মণি-কুণ্ডল উজ্জ্বল বারিগৃহে যাহাদের করে ঝলমল,
ষোড়শ সহস্র নাগকন্যা এইরূপ নাগলোকে পত্নীভাবে সেবে এঁরে, ভূপ।

৯। যথাধর্ম্ম—কোনরূপ না করি পীড়ন, দিয়া গ্রাম, গোশত, অথবা বহুধন,
লভুন মুকতি এঁরা। হ'য়ে মুক্তকায় চরিবেন সর্পরাজ যেথা ইচ্ছা যায়।
করিলে পতির মোর বন্ধন মোচন, আপনার(ও) হবে, ভূপ, পুণ্য-উপার্জ্জন।

ইহা শুনিয়া রাজা তিনটী গাথা বলিলেন:—

১০। যথাধর্ম্ম—কোনরূপ না করি পীড়ন দিয়া গ্রাম গোশত, অথবা বহুধন
লভিব নাগের মুক্তি। হ'য়ে মুক্তকায় চরুন অবাধে ইনি যেথা ইচ্ছা যায়।
করিলে ইঁহার এই বন্ধন মোচন নিশ্চয় হইবে মম পুণ্য-উপার্জ্জন।

১১। শত নিষ্ক, মণিময় প্রকাণ্ড কুণ্ডল, চতুরস্র খট্বা, যার বর্ণ সমুজ্জ্বল
অতসী পুষ্পের মত অতি শোভাময়, দিনু ব্যাধ, লও তুমি এসব নিষ্ক্রয়। *

১২। দিনু আর(ও) ভার্য্যাদ্বয় তুল্য রূপগুণে বলিষ্ঠ বৃষভ এক ধেনুশত সনে,
যাও ল'য়ে তুমি, এবে হ'য়ে মুক্তকায় চরুন নাগেশ তাঁর যেথা ইচ্ছা যায়।
করিয়া ইঁহার এই বন্ধন মোচন নিশ্চয় হইবে মম পুণ্য-উপার্জ্জন।

ব্যাধ বলিল:—

১৩। আজ্ঞাই যথেষ্ট তব, নিষ্ক্রয়ের নাহি প্রয়োজন,
করিলাম, নরনাথ, আমি এঁর বন্ধন মোচন।
মুক্তদেহে সর্পরাজ যান চলি যেথা ইচ্ছা হয়,
মুক্তিদানহেতু মোর হবে জানি পুণ্যের সঞ্চয়।

অনন্তর সে মহাসত্ত্বকে পেটিকা হইতে বাহিরে আনিল। নাগরাজ বাহির হইয়া ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, নিজের সর্পদেহ পরিবর্ত্তন করিয়া সালঙ্কৃত মানবদেহধারণ-

* এই গাথা এবং পরবর্ত্তী অর্দ্ধগাথা রোহন্তমৃগ-জাতকেও (৫০১) পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বাহ্ন অবস্থিত হইলেন। বোধ হইল যেন, তিনি পৃথিবী ভেদ করিয়া উথিত হইলেন। সুমনাও আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলেন। নাগরাজ করযোড়ে নমস্কার করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার কালে শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :—

১৪। চাম্পেয় নতিয়া মুক্তি কাশীরাজে করে নিবেদন,
'নমি আমি, কাশীনাথ, নমি তব চরণ বন্দন।
কৃতাঞ্জলিপুটে আমি এই ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই,
আমার ভবন যেন আপনারে দেখাইতে পাই।"
১৫। "সকলেই বলে, শুনি, অমনুষ্যে * বিশ্বাসস্থাপন,
মানুষের পক্ষে হয় পরিণামে বিপত্তি-কারণ,
তবু তুমি কর যদি অনুরোধ দেখিতে আমায়
পুরী তব, যাব সেথা; দেখা যাবে ভাগ্যে কিবা হয়।"

রাজার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য মহাসত্ত্ব দুইটী গাথায় শপথ করিলেন :—

১৬। বায়ুবেগে হবে যদি উৎপাটিত গিরিবর,
ভূতলে পড়িবে খসি যদি চন্দ্র-দিবাকর,
উজানে বহিয়া যাবে যদি কভু স্রোতস্বিনী,
এ মুখে তথাপি আমি বলিব না মিথ্যাবাণী। †
১৭। আকাশ বিদীর্ণ হবে সাগরে না রবে জল,
প্রলয়ে বিধ্বস্ত হবে এ বিশাল ধরাতল,
সুমেরু শৈলের হবে মূলসহ উৎপাটন,
তথাপি অনৃত কথা বলিব না কদাচন।

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলেও রাজার বিশ্বাস জন্মিল না। তিনি বলিলেন :—

১৮। সকলেই বলে, শুনি, অমনুষ্যে বিশ্বাস-স্থাপন
মানুষের পক্ষে হয় পরিণামে বিপত্তি-কারণ।
তবু তুমি কর যদি অনুরোধ দেখিতে আমায়
পুরী তব, যাব সেথা, দেখা যাবে ভাগ্যে কিবা হয়।

গাথা শেষ করিয়া রাজা আবার বলিলেন, "আমি তোমার যে উপকার করিয়াছি, তাহা তোমার স্মরণ রাখা উচিত। তোমাকে বিশ্বাস করা বা অবিশ্বাস করা কিন্তু আমার বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

১৯। জানি আমি সর্পজাতি মহাতেজা, উগ্রবিষধর,
সহসা হইয়া ক্রুদ্ধ কাজ তারা করে ভয়ঙ্কর;
বন্ধনমোচন তব হ'ল কিন্তু আমার দয়ায়,
স্মরি ইহা, নাগরাজ, কৃতজ্ঞতা দেখাবে আমায়।

রাজার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য নাগরাজ আবার শপথ করিলেন :—

২০। পচুক অনন্তকাল ভীষণ নরকে, বঞ্চিত হউক সর্ব্ববিধ কাম-সুখে,
মরুক সে বদ্ধ হ'য়ে পেটিকা-ভিতরে, পেয়ে হেন উপকার যে না তাহা স্মরে।

* 'অমনুষ্য' বলিলে সাধারণতঃ যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি অপদেবতা বুঝায়। এখানে নাগদিগকেও অমনুষ্য বলা হইয়াছে।

† এই গাথাটী মহাসুতসোম-জাতকের (৫৩৭) ৩৫শ গাথা।

ইহাতে রাজার শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি নিম্নলিখিত গাথায় নাগরাজের প্রশংসা করিলেন :—

২১। প্রতিজ্ঞা করিলে যাহা, পালন তা' ক'রো নিরন্তর,
হ'য়ে ক্রোধ-দ্বেষ হীন থেকো যেন সদা, নাগেশ্বর;
নিদাঘে যেমন কেহ অগ্নির নিকটে নাহি যায়,
তেমতি সুপর্ণ যেন নাগকুল দেখিয়া পলায়।

তখন নাগরাজ রাজার স্তুতি করিয়া নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

২২। একপুত্র জননীর স্নেহলাভ করে যে প্রকার,
সেই মত নাগকুল অনুকম্পা পেয়েছে তোমার।
নাগকুলসহ, ভূপ, সেবিব তোমায় সযতনে,
করিলে যে উপকার, চিরদিন স্মরি তাহা মনে।

ইহা শুনিয়া রাজা নাগভবনে যাইবার উদ্দেশ্যে সেনা সুসজ্জিত করিবার আজ্ঞা দিলেন। তিনি বলিলেন,

২৩। এখনই যোজন কর, সুবিচিত্র রাজরথে
কাম্বোজের সুশিক্ষিত অশ্বতরগণ,
হিরণ্ময় সজ্জাযুত হস্তীও যোজন কর,
যাব আমি নাগালয় করিতে দর্শন।

ইহার পর একটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

২৪। বাজিল মৃদঙ্গ, ঢাক, বাজে ঢোল,* বাজে শাঁখ,—
যত বাদ্যযন্ত্র ছিল রাজার ভবনে।
কিবা শোভা চমৎকার নারীগণ মধ্যে তাঁর
করিলেন যাত্রা নাগালয়-দরশনে।

কাশীরাজ যেমন নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, অমনি মহাসত্ত্বের অনুভাববলে নাগভবনের সর্ব্বরত্নময় প্রাকার ও তোরণসন্নিহিত অট্টালকগুলি † দৃশ্যমান হইল, এবং সেখানে যাইবার পথ অলঙ্কৃত হইল। সানুচর রাজা সেই পথে নাগালয়ে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য রমণীয় ভূভাগ ও প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন।

এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

২৫। সবিস্ময়ে দেখিলেন কাশীনন্দনাথ
স্বর্ণবেণু-সমাবৃত ভূভাগ সেখানে,
প্রাসাদ সুবর্ণময়, কুট্টিম যাহার
বিমণ্ডিত বৈদূর্য্যের উজ্জ্বল ফলকে।

২৬। সূর্য্য, সুমার্জ্জিত কাংস্য, কিংবা মেঘশিরে
সৌদামিনী সমুজ্জ্বল দেখায় যেমন,
যে দিব্য ভবনে বাস করেন চাম্পেয়
তেমনি ভাস্বর তাহা; রাজা সানুচর
প্রবেশ করেন সেই প্রাসাদ ভিতরে।

* মূলে 'পণব' (প্রণব) পদ আছে। † অট্টালক=প্রাকারের উপরে প্রহরীদিগের থাকিবার জন্য ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ।

২৭। বিতরে শীতল ছায়া তরু নানাজাতি;
মনোহর গন্ধ লয়ে বহে সমীরণ।
দেখিয়া বিস্মিত অতি হন নরপতি।
২৮। সে দিব্য ভবনে রাজা দিলে দরশন
সুমধুর বাদ্যধ্বনি উঠিল চৌদিকে;
আরম্ভিল দিব্য নৃত্য নাগকন্যাগণ।
২৯। উঠিলা প্রাসাদতলে কাশীনরাধিপ
একমনে অন্তরে, নাগনন্দিনী সকল
চলিল পশ্চাতে তাঁর, বসিলেন তিনি
হেমপীঠে, সুকোমল আস্তরণ যার
হরিচন্দনের সারে আছিল চর্চিত।

তিনি উপবেশন করিবামাত্র নাগরাজের ভৃত্যগণ তাঁহার এবং তদীয় ষোড়শসহস্র রমণী ও অন্যান্য অনুচরদিগের ভোজনার্থ নানাবিধ সুস্বাদু দিব্য ভোজ্য আনয়ন করিল। তিনি পূর্ণ এক সপ্তাহ অনুচরগণের সহিত দিব্য খাদ্য ভোজন, দিব্য পানীয় পান এবং অন্যান্য দিব্য সুখ ভোগ করিলেন। অনন্তর সুখাসীন হইয়া তিনি মহাসত্ত্বের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "নাগরাজ, তুমি এবংবিধ ঐশ্বর্য্য পরিহারপূর্ব্বক নরলোকে গিয়া বল্মীকাগ্রে শুইয়া থাক ও পোষধ পালন কর, ইহার কারণ কি?" নাগরাজ তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার কালে শাস্তা বলিলেন,

৩০। আহার, বিহার সেবা করি সমাপন, চাম্পেয়কে কাশীরাজ বলেন বচন,
'বিমানের শ্রেষ্ঠ এই ভবন তোমার; সূর্য্যসমপ্রভ ইহা অতি চমৎকার;
সমতুল নরলোকে ইহার ত নাই; তপস্যা কি হেতু, তবে? বল ত, শুধাই।
৩১। সুবর্ণকেয়ূরধরা নাগকন্যাগণ, পরিধান যাহাদের বিচিত্র বসন,
প্রবাল-অঙ্কুরসম অঙ্গুলি সুগোল, তাম্রবর্ণ যাহাদের হস্ত-পদতল,
অপরূপ রূপবতী আলিঙ্গি তোমায় পানহেতু দিব্য মধু সতত যোগায়।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই; তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।
৩২। সেবরা তটিনী তব্রে বারি বিতরণ, শল্কবান্ মৎস্য * তাহে করে বিচরণ;
শোভিছে উভয় তটে ঘাট সারি সারি, দেখিলে জুড়ায় আঁখি, যাই বলিহারি!
ক্রৌঞ্চ আদি নানাজাতি বিহঙ্গেরা সদা † মুখরিত রাখে তার সুবর্ণ সৈকত।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই; তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।
৩৩। দিব্য হংস, ক্রৌঞ্চ, শিখী বসে তরুশাখে, বর্ষে সুধা কলকণ্ঠ কোকিলের ডাকে।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই, তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।

---

* মূলে 'পুথুলোমমচ্ছা' আছে। পুথু=পৃথু (স্থূল বা বড)। লোম শব্দে শল্কও বুঝায়। এখানে 'পুথুলোম' পদই 'শল্ক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

† মূলে 'আদাসকুন্তাভিরুদা' আছে। পালি টীকাকার বলেন, 'অদাস সংখাতেহি সকুণেহি অভিরুদা'। ইহা হইতে বুঝা গেল 'অদাস' একপ্রকার পক্ষীর নাম। নূতন পালি-ইংরাজী অভিধানেও এই অর্থ ধরা হইয়াছে এবং 'অদাস=দন্তহীন' এই ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে। 'কুন্ত' শব্দটি পালি টীকাকার আদৌ ধরেন নাই। অভিধানে দেখা যায়, ইহা ক্রৌঞ্চের নামান্তর।

৩৪। তিলক, রসাল, শাল, জম্বু, কর্ণিকার, পুষ্পিত পাটলি করে সৌরভ বিস্তার।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই, তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।
৩৫। দর্পণের মত শোভে পুষ্করিণী সব, বহে সমীরণ সদা স্বর্গীয় সৌরভ।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই, তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।
৩৬। "না করি কামনা পুত্র, আয়ুঃ, কিংবা ধন, এ সব পদার্থে মোর নাহি প্রয়োজন।
মনুষ্যযোনিতে যেন লভি জন্মান্তর, এই হেতু করিতেছি তপঃ যোরতর।

চাম্পেয়ের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,

৩৭। বিশাল উরস তব, * আরক্ত নয়ন, সুকল্পিত কেশ-শ্মশ্রু, দিব্য আভরণ;
লোহিত চন্দনে লিপ্ত দিব্য কলেবর, আভা সমুজ্জ্বল যথা গন্ধর্ব-ঈশ্বর,
৩৮। দেবর্দ্ধিসম্পন্ন † তুমি, মহা-অনুভাব, কাম্য কোন পদার্থের নাহি ত অভাব
এমন ঐশ্বর্য্য লভি, বল, কি কারণে নরলোক শ্রেষ্ঠতর ভাব তুমি মনে?

ইহার উত্তরে নাগরাজ বলিলেন,

৩৯। নরলোক ভিন্ন অন্য কুত্রাপি, রাজন্, লভিতে সংযম, শুদ্ধি নারে কোন জন।
নরজন্ম লভি আমি ভবে তরে পার, জাতি মরণের ‡ ক্লেশ ভুগিব না আর। §

রাজা বলিলেন,

৪০। প্রাজ্ঞ, সুপণ্ডিত আর সাধুশীল যাঁরা, সতাই লোকের হন সেবনীয় তাঁরা। ¶
দেখি তোমা, দেখি এই নাগকন্যাগণ, আমিও করিব বহু পুণ্যের অর্জ্জন।

চাম্পেয় বলিলেন,

৪১। প্রাজ্ঞ, সুপণ্ডিত, আর সাধুশীল যাঁরা, সতাই লোকের হন সেবনীয় তাঁরা।
দেখি মোরে, দেখি এই নাগকন্যাগণ করুন আপনি বহু পুণ্যের অর্জ্জন।

নাগরাজের কথাবসানে উগ্রসেন স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমনের ইচ্ছায় বলিলেন, "নাগরাজ, অনেক দিন এখানে থাকিলাম, এখন আমাকে প্রতিগমন করিতে অনুমতি দিন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যদি একান্তই যাইবেন, তবে যত ইচ্ছা ধন লইয়া যান।" অনন্তর তিনি ধন প্রদর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

৪২। রয়েছে এখানে, ভূপ, ত্রিতালপ্রমাণ ‖ স্বর্ণরাশি। ইচ্ছামত তাহা লয়ে যান।
স্বর্ণের প্রাসাদ আর রৌপ্যের প্রাকার করুন নির্ম্মাণ গিয়া পুরে আপনার।

৪৩। বৈদূর্য্যমিশ্রিত আছে মুক্তা-নিচয়,
বহিতে যা' চাই পঞ্চ সহস্র বাহক,—
লয়ে যান এ সকল হবে আবশ্যক
রচিতে কুট্টিম অন্তঃপুরের নিশ্চয়।

* মূলে 'বিহতন্তরংসো' আছে। বিহত (বৃহৎ)+অন্তর+অংস (স্কন্ধ) অর্থাৎ যাহার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অংশ বৃহৎ=যে 'ব্যূঢোরস্ক'।

† দেব+ঋদ্ধি। নাগ হইয়াও তুমি দেবতাদিগের ন্যায় ঋদ্ধিমান্।

‡ ৩৭শ, ৩৮শ ও ৩৯শ গাথা যথাক্রমে শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ৪১শ, ৪২শ ও ৪৩শ গাথা।

§ জাতি=জন্ম বা পুনর্জন্ম। তু° 'দুক্‌খা জাতি পুনপ্‌পুনং'।

¶ সোমনস্স-জাতকেও এই দুই চরণ দেখা যায় (২৯৯ পৃষ্ঠ)।

‖ অর্থাৎ তিনটা তাল গাছ উপর্য্যুপরি রাখিলে যত উচ্চ হয়, তত উচ্চ। মূলে 'জাতরূপ' ও 'সুবর্ণ' শব্দ পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা একার্থবাচক। একার্থবাচক দুইটী শব্দের একসঙ্গে প্রয়োগ গদ্যেও দেখা যায়। ইহার পরেই মূলে 'হিরণ্য-সুবর্ণাদি' ধনের উল্লেখ আছে।

বসিলে এ সব দিয়া কুট্টিম গঠন
না হইবে ধূলি সেথা, না হবে কর্দ্দম।

৪৪। রাজকুলে শ্রেষ্ঠ হন কাশীনরেশ্বর, প্রাসাদ(ও) তাঁহার শ্রেষ্ঠ হউক সুন্দর।
হউক সমৃদ্ধিশালী বারাণসী ধাম; সুখে, ভূপ, সেখানে করুন অবস্থান।
করুন রাজত্ব সুখে, নিজ প্রজাবলে রাখুন অক্ষয় কীর্ত্তি মেদিনীমণ্ডলে।

নাগরাজের অনুরোধে উগ্রসেন ধন গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তখন মহাসত্ত্ব ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করিলেন, "রাজার অনুচরগণ, যে যত ইচ্ছা করে, সুবর্ণাদি ধন লইয়া যাউক।" রাজার নিকটেও তিনি বহুশতসহস্র ধন প্রেরণ করিলেন। তখন রাজা মহাসমারোহে নাগপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। লোকে বলে, এই সময় হইতেই জম্বুদ্বীপের ভূভাগ হিরণ্যে পূর্ণ হইয়াছে।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন। "দেখ, পুরাণ পণ্ডিতেরা নাগলোকের ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়াও পোষধী হইয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই অহিতুণ্ডিক, রাহুলজননী ছিলেন সুমনা, সারিপুত্র ছিলেন উগ্রসেন এবং আমি ছিলাম নাগরাজ চাম্পেয়।]

৫০৭ মহাপ্রলোভন-জাতক।

[বিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগেরও চরিত্রভ্রংস ঘটে, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।* এক্ষেত্রেও শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, যাঁহারা শুদ্ধচরিত, রমণীরা তাঁহাদিগেরও চরিত্রভ্রংস ঘটায়।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

[পুরাকালে বারাণসীতে ইত্যাদি চুল্লপ্রলোভন-জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে, এই প্রসঙ্গেও অতীতবস্তু সেইরূপে সবিস্তর বলিতে হইবে।] তখন মহাসত্ত্ব ব্রহ্মলোকভ্রষ্ট হইয়া কাশীরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল অস্ত্রীগন্ধ কুমার। তিনি স্ত্রীলোকের কোলে থাকিতেন না, রমণীরা পুরুষের বেশ পরিয়া তাঁহাকে স্তন্য পান করাইত, তিনি ধ্যানাগারে বসিয়া থাকিতেন, কখনও স্ত্রীলোক দর্শন করিতেন না।

[এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা চারিটী গাথা বলিলেন:—

১। দেবপুত্র ঋদ্ধিমান্ ব্রহ্মলোক করি পরিহার
কাশীরাজপুত্ররূপে মর্ত্ত্যে জন্ম লভিলা আবার।
অপার ঐশ্বর্য্যশালী কাশীরাজ, বলে সর্ব্বজন,
ভাণ্ডারে বিরাজে তাঁর সর্ব্বকাম্য বস্তু অগণন।
২। কাম, কিংবা কামসংজ্ঞা ব্রহ্মলোকে কাহার(ও) না থাকে,
স্মরি তাহা বড় ঘৃণা করেন কুমার কামনাকে।
৩। অন্তঃপুরে তাঁর তরে সুনির্ম্মিত হ'ল ধ্যানাগার,
একাকী নির্জ্জনে সেথা ধ্যানমগ্ন থাকেন কুমার।
৪। হেরি ইহা কাশীরাজ বিলাপ করেন, "হায়, হায়!
একমাত্র পুত্র মোর ইন্দ্রিয়ের সুখ নাহি চায়!"

* চুল্লপ্রলোভন-জাতক (২৬৩)।

পঞ্চম গাথাটীকে রাজার পরিদেবন-গাথা বলা যায় :—

৫। নাহি কি উপায় কোন ? প্রলোভন দেখায়ে কুমারে
কামসুখভোগে রত, বল, কেবা করিবে তাহারে ?

ইহার পর দেড়টী অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

৬। রাজ-অন্তঃপুরে ছিল সেই কালে নটকন্যা এক বয়সে নবীনা,
উজ্জ্বলবরণা, রূপে অনুপমা, নৃত্যগীতবাদ্যে অতীব নিপুণা।
রাজসন্নিধানে করিয়া গমন এই নিবেদন করে সে ললনা :—

'আমি যদি কুমারকে প্রলুব্ধ করিতে পারি, তবে তিনি আমার ভর্ত্তা হইবেন', ইহা জানাইবার জন্য সেই কুমারী অর্দ্ধ গাথা বলিল :—

৭। (ক) প্রলুব্ধ করিব কুমারে নিশ্চয়, স্বামী মোর তিনি হবেন, এ পণে।

কুমারী এই কথা বলিলে রাজা উত্তর দিলেন,

৭। (খ) প্রলুব্ধ করিলে, স্বামিরূপে তারে পাইবে নিশ্চয়, তুমি বরাননে ?

ইহা বলিয়া রাজা কুমারীকে কার্য্যসিদ্ধির অবসর দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে কুমারের পরিচর্য্যার জন্য প্রেরণ করিলেন। সে প্রত্যূষকালে বীণা লইয়া কুমারের শয়নাগারের বাহিরে, অথচ অনতিদূরে থাকিয়া নখাগ্রদ্বারা বীণাবাদন করিয়া এবং মধুরস্বরে গান করিয়া তাঁহার মন ভুলাইতে লাগিল।

এই ব্যাপার সবিস্তর বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

৮। রাজ-অন্তঃপুরে ধ্যানাগারপাশে কুমারী তখন করি প্রয়াণ
কামউদ্দীপনী, হৃদয়গ্রাহিণী চিত্রগাথা কত করিল গান।

৯। নারীকণ্ঠগীত শুনি সেই গান হ'ল বিচলিত কুমারের মন।
কামে অভিভূত হইলা কুমার, ভৃত্যগণে ডাকি জিজ্ঞাসে তখন :—

১০। "এ স্বর কাহার ? কে গায় এ গান কভু উচ্চ, কভু কোমল তান ?
হৃদয় মোহিল, কাণ জুড়াইল, প্রেম উপজিল শুনি এ গান।"

১১। "বড় বিলাসিনী প্রমদা এ, দেব, কামসেবা যদি কর এক বার,
না লভিয়া তৃপ্তি, সেবিতে তাহারে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা হইবে তোমার।

১২। "আসুক সে হেথা ; আশ্রম সমীপে সম্মুখে আমার করুক গান,
নিকট হইতে করিব শ্রবণ, শুনিয়া আমার জুড়াবে কাণ।'

১৩। আগে প্রাচীরের বাহিরে থাকিয়া করেছিল গান সে বিলাসবতী ;
এবে প্রবেশিল ধ্যানাগার মাঝে। হায়রে প্রেমের কি বিচিত্র গতি !
ক্রমে সে রমণী নানা প্রলোভনে বান্ধিল কুমারে প্রেমের বন্ধনে,
বান্ধে যথা লোক বিবিধ কৌশলে সুদৃঢ় নিগড়ে আরণ্য বারণে।

১৪। কামের আস্বাদে ঈর্ষ্যা উপজিল ; প্রতিজ্ঞা কুমার করে মনে মনে,
'একা আমি ভিন্ন প্রণয়ী ইহার দিব না হইতে অন্য কোন জনে।'

১৫। পুরুষ দেখিলে অসি ল'য়ে করে বধিতে তাহারে ধায় কুমার ;
বলে উচ্চৈঃস্বরে, "ভুঞ্জিবে ইহারে একা আমি ভিন্ন কেহ না আর।"

১৬। ভয়ে লোকজন ছুটি গেল সবে, রাজার নিকটে কান্দিয়া বলে,
"তনয় তোমার, ওহে মহারাজ, বিনা অপরাধে বধে সকলে।"

১৭। শুনি এ বৃত্তান্ত ভূপতি তখন রাজ্য হ'তে পুত্রে করে নির্ব্বাসন,
বলে, "আসিও না এ অঞ্চলে আর, যতকাল রবে জীবন আমার।"

১৮। ভার্য্যার সহিত চলিল কুমার, উত্তরিল গিয়া সাগরের ধারে ;
পর্ণশালা সেথা করিয়া নির্ম্মাণ, উঞ্ছবৃত্তি করে কানন মাঝারে।
১৯। উত্তরি জলধি আকাশের পথে আসিল সেখানে ঋষি এক জন,
কুমারের সেই কুটীর ভিতরে ভোজনের বেলা দিল দরশন।
২০। অতি নিদারুণ সে নারী তখন করিল যে কাণ্ড, দেখ ত ভাবিয়া !
হাবভাবলীলা প্রকাশিল কত ! লইল ঋষির মন ভুলাইয়া।
অহো কি দুর্দ্দশা ঘটিল ঋষির করিল যখন এই অনাচার !
টুটে ব্রহ্মচর্য্য, গেল তপোবল যা' কিছু সঞ্চিত আছিল তাহার।
২১। হেথা রাজপুত্র সমাপি উঞ্ছন, ফলমূল বহু করি আহরণ
বাঁক লয়ে কান্ধে দিবা-অবসানে আশ্রমের দ্বারে দিলা দরশন।
২২। দেখিয়া কুমারে পলায় তাপস, উত্তরিল গিয়া সাগরতীরে
আকাশে যাইতে শক্তি কিন্তু নাই ! হাবুডুবু খায় জলধিনীরে।
২৩। মহার্ণবে ডুবি মরিবে এখনি, দেখি কুমারের দয়া উপজিল ;
বলি এই গাথা সম্ভাষে তাপসে, জিজ্ঞাসে কি হেতু এমন ঘটিল :—
২৪। "জলপথে তুমি আস নাই হেথা ; আকাশের পথে এসে ঋদ্ধিবলে ;
নারীর সংসর্গে গেল ঋদ্ধিবল, ডুবিতেছ তাই মহার্ণব জলে।
২৫। ডুবিলে নারীর মায়ার আবর্ত্তে ব্রহ্মচর্য্য পায় অচিরে বিনাশ ;
তাই সুধীগণ অতি সাবধানে দূর হতে ত্যজে রমণীর পাশ।
২৬। মধুর ভাষিণী রমণীর আশা পুরাইতে কেহ পারেনা কখন ;
নদীগর্ভে জল ঢালি অবিরত পূরাতে কি তায় পারে কোনজন ?
নারীর গমন সদা অধঃপথে, মরণের পর নরকে নিবাস ;
তাই সুধীগণ অতি সাবধানে দূর হ'তে ত্যজে রমণীর পাশ।
২৭। প্রণয়ের বলে, কিংবা ধনদানে যে চায় তুষিতে রমণীর মন,
তার(ই) সর্ব্বনাশ করে রাক্ষসীরা, দহে হুতাশন ইন্ধন যেমন। *
২৮। কুমারের বাণী করিয়া শ্রবণ নির্ব্বিণ্ণ হইলা সেই তপোধন ;
লভি পূর্ব্বতন সেই ঋদ্ধিবল, আকাশ-মার্গেতে করিলা গমন।
২৯। গেল চলি ঋষি আকাশ-মার্গেতে, দেখি কুমারের জন্মে অনুতাপ ;
প্রব্রজ্যা লইতে জন্মিল বাসনা, যাপিতে জীবন হ'য়ে নিষ্পাপ।
৩০। প্রব্রজ্যা লইয়া ঘৃণাসহকারে কামভাব সব করিলা বর্জ্জন,
হ'য়ে বীতকাম, লভি ধ্যানবল হ'ল ক্রমে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ।

[ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের জন্য শুদ্ধচরিত্র ব্যক্তিরাও এইরূপে পাপরত হন।" অনন্তর সত্যচতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই অশ্রীগন্ধকুমার।]

৫০৮—পঞ্চপণ্ডিত-জাতক।

পঞ্চপণ্ডিত-জাতক মহাউম্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) বর্ণিত হইবে।

---

* ২৪শ, ২৫শ ও ২৭শ গাথা চুল্লপ্রলোভন-জাতকে (২৬৩) এবং ২৬শ ও ২৭শ গাথা মৃদুপাণি-জাতকেও ২৬২) দেখা যায়। ২৫শ, ২৬শ ও ২৭শ গাথা যথাক্রমে কুণাল-জাতকের (৫৩৬) ৫৯ম, ৫৮ম এবং ৬০ম গাথা।

৫০৯ হস্তিপাল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে নিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। 'ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও তথাগত নিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা বর্ণন করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে এস্কারী নামে এক রাজা ছিলেন। শৈশব হইতেই পুরোহিতের সহিত তাঁহার গাঢ় সখ্য জন্মিয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই অপুত্রক ছিলেন। তাঁহারা এক দিন সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "আমাদের ঐশ্বর্য্য প্রভূত, কিন্তু আমাদের পুত্র কন্যা নাই, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?" অনন্তর রাজা পুরোহিতকে বলিলেন, "সখে, যদি তোমার গৃহে পুত্র জন্মে, তবে সে আমার রাজ্যের অধিপতি হইবে। আর যদি আমার গৃহে পুত্র জন্মে, সে ও তোমার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে।" তাঁহারা উভয়ে এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

এক দিন পুরোহিত তাঁহার ভোগগ্রাম হইতে ফিরিবার কালে দক্ষিণদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রাকারের বাহিরে এক বহুপুত্রবতী দুঃখিনী নারীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ নারীর সাতটী পুত্র ছিল, তাহারা সকলেই সুস্থদেহ। তাহাদের এক জন রান্ধিবার হাঁড়িকুঁড়ি এবং এক জন শুইবার মাদুর ও পানপাত্র লইয়া যাইতেছিল; এক জন আগে আগে এবং এক জন পিছনে পিছনে চলিতেছিল; এক জন মায়ের আঙ্গুল ধরিয়া চলিতেছিল, এক জন তাহার কোলে এবং এক জন কাঁধে চড়িয়াছিল। পুরোহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে! এই বালকদিগের পিতা কোথায়?" সে উত্তর দিল, 'মহাশয়। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট পিতা নাই।" তবে তুমি কি করিয়া সাত সাতটী ছেলে পাইয়াছ?" আশে পাশে অনেক গাছপালা ছিল, রমণী সেগুলির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একটী বটগাছ দেখাইয়া বলিল, 'মহাশয়, এই বটগাছে যে দেবতা আছেন, তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিয়া আমি বাছাদিগকে পাইয়াছি। তিনিই আমায় পুত্র দিয়াছেন।" "আচ্ছা তুমি এখন যাইতে পার", ইহা বলিয়া পুরোহিত রমণীকে বিদায় দিলেন, রথ হইতে নামিয়া সেই বটবৃক্ষের মূলে গমন করিলেন এবং একটা শাখা ধরিয়া উহাতে ঝাকি দিতে দিতে বলিলেন, "ভো দেবপুত্র, বলুন ত, আপনি রাজার নিকট কি না পাইয়া থাকেন? রাজা প্রতিবৎসর সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আপনাকে পূজা দিয়া থাকেন, অথচ আপনি তাঁহাকে একটী পুত্র দেন না। আর এই দুঃখিনী রমণী আপনার কি উপকার করিয়াছে শুনিতে চাই, যে ইহাকে সাত সাতটী পুত্র দেওয়া হইয়াছে। যদি আমাদের রাজাকে পুত্র না দেন, তবে অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আমি এই বৃক্ষ সমূলে ছেদন করিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিব।" বৃক্ষ-দেবতাকে এইরূপে তর্জ্জন করিয়া পুরোহিত তখনকার মত চলিয়া গেলেন; কিন্তু পর পর ছয় দিন সেখানে গিয়া ঐ ভাবেই ভয় দেখাইলেন। ষষ্ঠ দিনে তিনি একটী শাখা ধরিয়া বলিলেন, "বৃক্ষদেবতে। আজ কেবল এক রাত্রি অবশিষ্ট আছে; যদি রাজাকে পুত্র না দেন, তবে কল্য আপনার নিপাত করাইব।"

বৃক্ষদেবতা চিন্তা করিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, এই ব্রাহ্মণ পুত্র না পাইলে তাঁহার বিমান ধ্বংস করিবেন। কিন্তু কি উপায়ে ইঁহাকে পুত্র দেওয়া

যাইতে পারে? তিনি চতুর্মহারাজের নিকটে গিয়া এই ব্যাপার জানাইলেন। মহারাজেরা বলিলেন, "আমাদিগের পুত্র দিবার সাধ্য নাই।" ইহার পর তিনি অষ্টাবিংশ যক্ষসেনাপতির নিকট গেলেন; কিন্তু তাঁহাদের মুখেও ঐ উত্তর পাইলেন। পরিশেষে তিনি দেবরাজ শক্রের শরণ লইলেন। রাজা পুত্রলাভ করিবেন কি না, শক্র ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, চারিজন পুণ্যবান্ দেবপুত্র আছেন। তাঁহারা নাকি পূর্ব্বের কোন জন্মে বারাণসীতে তন্তুবায় ছিলেন। তাঁহারা বস্ত্রবয়নদ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা পাঁচ ভাগ করিয়া চারি ভাগ দ্বারা নিজেদের ভরণ পোষণ করিতেন এবং অবশিষ্ট ভাগ সকলে মিলিয়া দানে নিয়োগ করিতেন। এই পুণ্যবলে তাঁহারা দেহান্তে প্রথমে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভবনে, পরে যামলোকে * জন্ম লাভ করিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ অনুলোম-প্রতিলোমভাবে ষড়দেবলোকেরই সম্পত্তি ভোগ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন তাঁহাদের ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভবন ত্যাগ করিয়া আবার যামলোকে গমনের বার উপস্থিত হইয়াছিল। শক্র তাঁহাদের নিকটে গিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, "মারিষগণ, আপনাদের এখন মনুষ্যলোকে যাওয়া কর্ত্তব্য। আপনারা অমুকার রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে শরীর পরিগ্রহ করুন গিয়া।" শক্রের বচন শুনিয়া তাঁহারা উত্তর দিলেন, "উত্তম প্রস্তাব, দেবরাজ! আমরা মনুষ্যলোকে যাইব; কিন্তু আমাদের রাজকুলে কোন প্রয়োজন নাই। আমরা পুরোহিতের গৃহে শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক তরুণ বয়সেই কামনা পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব।" "আপনাদের যেরূপ অভিপ্রায়"। ইহা বলিয়া শক্র তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বৃক্ষদেবতাকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। ইহাতে বৃক্ষদেবতা পরিতুষ্ট হইয়া শক্রকে বন্দনা করিলেন এবং স্বকীয় বিমানে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে, পুরোহিত পরদিন বহু বলবান্ লোক সঙ্গে লইয়া বাসী, পরশু প্রভৃতি শস্ত্রসহ সেই বৃক্ষমূলে গমন করিলেন এবং বৃক্ষের একখানি শাখা ধরিয়া বলিলেন, "ভো বৃক্ষদেবতে! আমি আপনার নিকট এই সাত দিন প্রার্থনা করিলাম। এখন আপনার নীলানংবরণের কাল উপস্থিত।" তখন দেবতা মহানুভাববলে তরুস্কন্ধবিবর হইতে নির্গত হইয়া পুরোহিতকে মধুরস্বরে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, এক পুত্র ত তুচ্ছ বিষয়, আমি তোমাকে চারি পুত্র দান করিব।" পুরোহিত বলিলেন, "আমার পুত্রে প্রয়োজন নাই; আমাদের রাজাকে পুত্র দান করুন।" বৃক্ষদেবতা বলিলেন, "না হে; তোমাকে দিব।" "তবে আমাকে দুই পুত্র এবং রাজাকে দুই পুত্র দিন।" "রাজাকে দিব না; চারি পুত্রই তোমাকে দিব। তুমিও তাহাদিগকে লাভ করিবে মাত্র; তাহারা গৃহে তিষ্ঠিবে না; তরুণ বয়সেই প্রব্রাজক হইবে।" "আপনি ত পুত্র দিন। যাহাতে তাহারা প্রব্রজ্যা অবলম্বন না করে, সে ভার আমার।" অতঃপর বৃক্ষদেবতা পুরোহিতকে পুত্রবর দান করিয়া নিজের বিমানে প্রবেশ করিলেন। তদবধি লোকে মহাভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

ইহার পর জ্যেষ্ঠ দেবপুত্র দেবলোক ত্যাগ করিয়া পুরোহিতপত্নীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। নামকরণ-দিবসে লোকে তাঁহার 'হস্তিপাল' এই নাম রাখিল। যাহাতে

* তৃতীয় কামদেবলোক। কামলোক এগারটী; তন্মধ্যে দেবলোক ছয়টী; অপর পাঁচটী মনুষ্যলোক, অসুরলোক, প্রেতলোক, তির্য্যগ্‌যোনি ও নরক। দেবলোক ছয়টী:—চতুর্মহারাজিক দেবলোক, ত্রয়স্ত্রিংশদ্-দেবলোক, যাম দেবলোক, তুষিত দেবলোক, নির্ম্মাণরতি দেবলোক ও পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী দেবলোক।

তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে হস্তিপালকদিগের তত্ত্বাবধানে রাখা হইল। হস্তিপাল ইহাদের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

হস্তিপাল যখন পায়ে হাঁটিতে শিখিলেন, সেই সময়ে দ্বিতীয় দেবপুত্রও দেবপুরী ত্যাগ করিয়া পুরোহিতপত্নীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর ইনি 'অশ্বপাল' নামে অভিহিত হইলেন এবং অশ্বপালকদিগের সংসর্গে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তৃতীয় দেবপুত্রের জন্মান্তরগ্রহণান্তে 'গোপাল' এই নাম হইল এবং তিনি গোপালদিগের রক্ষণাবেক্ষণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে চতুর্থ দেবপুত্র জন্মান্তর লাভ করিয়া 'অজপাল' নাম পাইলেন এবং অজপালেরা তাঁহার লালনপালন করিতে লাগিল। কুমার-চতুষ্টয় ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন হইলেন।

কুমারেরা পাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন,এই আশঙ্কায় রাজার অধিকার হইতে প্রব্রাজকেরা নির্ব্বাসিত হইলেন, সমস্ত কাশীরাজ্যে এক জন প্রব্রাজকও থাকিলেন না। এ দিকে কুমারেরা অতি দুঃশীল হইলেন; তাঁহারা যেখানে যাইতেন সেখানেই—রাজার নিকট কেহ কোন উপহার লইয়া যাইতেছে দেখিলে, তাহা লুঠ করিতেন।

হস্তিপালের বয়স্ যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তাঁহার পূর্ণাঙ্গ দেহ দেখিয়া রাজা ও পুরোহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'কুমারেরা বড় হইয়াছে, ইহাদের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করিবার কালে কি করা যাইতে পারে? অভিষেকের সময় হইতেই ইহারা সাতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী হইবে, তখন প্রব্রাজকেরা ইহাদের নিকটে আসিবেন; তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইহারাও প্রব্রাজক হইবে। ইহারা প্রব্রজ্যা লইলে সমস্ত জনপদ লণ্ডভণ্ড হইবে। অতএব অগ্রে পরীক্ষা করা যাউক; শেষে ইহাদের অভিষেক করিব।' এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া রাজা ও পুরোহিত ঋষিবেশ ধারণ করিলেন, এবং ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে হস্তিপালের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া হস্তিপালের চিত্ত প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট হইল; তিনি অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে বন্দনা করিলেন এবং তিনটী গাথা বলিলেন:—

১। এতকাল পরে আজ দেবকল্প ব্রাহ্মণের পাই দরশন,
নিরন্তর নির্ব্বিকার, সুখতরে যাঁহাদের নাহি ধায় মন।
শিরে ধূলি, জটাভার, স্কন্ধোপরি ভিক্ষাহেতু বহিছেন ঝুলি,
ধারনে ঔদাস্যহেতু পঙ্কে লিপ্ত অবিরত থাকে দন্তগুলি।
২। এতকাল পরে আজ ধর্ম্মে রত ঋষি দেখি সার্থক নয়ন,
পরিধান যাঁহাদের বল্কলচীবর, আর কাষায় বসন।
৩। দিতেছি আসন পাদ্য, আনিয়াছি অর্ঘ এই করি আহরণ,
কৃতার্থ করুন দাসে দয়া করি এই সব করিয়া গ্রহণ।

হস্তিপাল রাজা ও পুরোহিতকে একে একে এইরূপে অভ্যর্থনা করিলেন। তখন পুরোহিত বলিলেন, "বৎস হস্তিপাল, তুমি আমাদিগকে কি মনে করিয়া এরূপ বলিতেছ? ভাবিয়াছ বুঝি যে, আমরা হিমালয় হইতে আগত ঋষি? কিন্তু বৎস, আমরা ঋষি নই। ইনি রাজা এসুকারী; আমি রাজপুরোহিত এবং তোমার পিতা।" হস্তিপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আপনারা ঋষিবেশ ধারণ করিলেন কেন?" "তোমার পরীক্ষার জন্য।" "আমার কি পরীক্ষা করিবেন?" "আমাদিগকে দেখিয়া যদি প্রব্রজ্যাগ্রহণ না কর, তবে

তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিব।" "পিতঃ, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই; আমি প্রব্রজ্যা লইব।" "বৎস হস্তিপাল, তোমার এখন প্রব্রজ্যার সময় হয় নাই।" অনন্তর পুরোহিত নিম্নলিখিত চতুর্থ গাথায় নিজের অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন :—

৪। বেদশিক্ষা সমাপিয়া, বিত্ত করি উপার্জ্জন,
উপযুক্ত পুত্রহস্তে সমর্পিয়া পরিজন,
ভুঞ্জিয়া বিষয় সুখ—গন্ধ-রস আদি যত,
শোভা পায় বানপ্রস্থ তার পরে, শুন, তাত।
এইরূপে বৃদ্ধকালে মুনি হন যেই জন,
মুক্তকণ্ঠে করে সবে গুণ তাঁর সঙ্কীর্ত্তন।

ইহার উত্তরে হস্তিপাল এই গাথা বলিলেন,

৫। বেদে কিংবা বিত্তে, পিতঃ, নাহি সত্য কদাচন;
পুত্র লভি জরা হ'তে মুক্তি পায় কোন্ জন?
বিষয়বাসনা যদি এড়াইতে পারে নর,
সদা করতলগত সত্য তার অনশ্বর।
কর্ম্মঅনুরূপফল পায় জীব নিঃসংশয়;
সনাতন এ সত্যের ব্যতিক্রম নাহি হয়।

কুমারের এই উক্তি শুনিয়া রাজা বলিলেন :—

৬। বলিলে যা' সত্য, বাছা; কর্ম্মফল সবে পায়;
এড়াইতে কর্ম্মফল শক্তি কা'রো নাহি, হায়!
কিন্তু তব মাতাপিতা জরাজীর্ণ, এ কারণে
শতবর্ষ সুস্থদেহে সেব এই দুই জনে।

"মহারাজ, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন?" ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া হস্তিপাল দুইটী গাথা বলিলেন :—

৭। বন্ধুভাবে, নরবর, যাহারে শমন
বান্ধিবে না নিজপাশে, জরাসহ যার
ঘটিয়াছে চিরতরে মৈত্রীর বন্ধন,
'মরিব না' যার মনে এরূপ সংস্কার,
শতবর্ষ বিনা রোগে থাকিবার তরে
করুক দুর্ম্মতি সেই বাসনা অন্তরে।

৮। খেয়াঘাটে তরী লয়ে পাটনি যেমন বহি যায় পরপারে পারগামী জন,
জরা আর ব্যাধি, ভূপ, সেইরূপে, হায়, শমনের মুখে সদা জীবে লয়ে যায়।

এইরূপে প্রাণীদিগের আয়ুঃসংস্কারের ক্ষণিকত্ব প্রদর্শন করিয়া হস্তিপাল বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আপনি যতক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া আছেন এবং আমি যতক্ষণ আপনাদের সহিত কথা বলিতেছি, তাহারই মধ্যে, আপনাদের সহিত কথা বলিবার কালে, ব্যাধি, জরা ও মরণ আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অতএব সকলেরই অপ্রমত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।" এইরূপে উপদেশ দিয়া তিনি রাজাকে ও পিতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্বীয় অনুচরদিগের সহিত বারাণসী রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন, এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। 'প্রব্রজ্যাই অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম,' ইহা ভাবিয়া আরও বহুসংখ্যক লোক হস্তিপালের অনুগামী হইল। সমুদায়ে প্রব্রজ্যাকামী এই সকল ব্যক্তি এক যোজন স্থান অধিকার করিল। হস্তিপাল

ইহাদিগকে লইয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন এবং গঙ্গোদকদর্শনে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এখানে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবে। আমার অনুজত্রয়, মাতাপিতা, রাজা, রাজমহিষী সকলেই সানুচর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন এবং বারাণসী জনহীন হইবে। ইহারা যতদিন না আসেন, ততদিন আমি এখানেই অপেক্ষা করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি সেখানে অবস্থিতি করিয়াই সেই মহাজনসঙ্ঘকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

পরদিন রাজা ও পুরোহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'হস্তিপাল কুমার ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া বহু অনুচরসহ প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য গঙ্গাতীরে বাস করিতেছে। অতএব এখন অশ্বপালকে পরীক্ষা করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করা যাউক।' তাঁহারা পূর্ব্ববৎ ঋষিবেশে অশ্বপালের গৃহদ্বারে গমন করিলেন। অশ্বপাল তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বোক্ত "এতকাল পরে আজ" ইত্যাদি গাথা দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারাও পূর্ব্ববৎ আপনাদের আগমনের কারণ জানাইলেন। অশ্বপাল বলিলেন "আমার অগ্রজ হস্তিপাল বিদ্যমান থাকিতে আমাকেই কেন প্রথমে শ্বেতচ্ছত্র দিতে চাহিতেছেন?" "বৎস, তোমার ভ্রাতা বলিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে প্রয়োজন নাই; তিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণের অভিপ্রায়ে নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন। "তিনি এখন কোথায় আছেন?" 'তিনি গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করিতেছেন।" "পিতঃ, আমার ভ্রাতা যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। যাহারা নির্ব্বোধ, যাহাদের প্রজ্ঞা অতি ক্ষীণ, তাহারাই পাপ পরিহার করিতে পারে না। আমি ইহা নিশ্চিত বর্জ্জন করিব।" অনন্তর অশ্বপাল রাজা ও পুরোহিতকে ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন:—

৯। বিষয়সুখের ভোগ আপাততঃ বটে মনোহর,
চোরাবালি সম ইহা, * কিংবা মহাপঙ্ক সুদুস্তর।
মৃত্যুর সদন ইহা, পড়ে যেই ভিতরে ইহার,
হীনচিত্ত হবে ক্রমে কভু নাহি লভে সে নিস্তার। †

১০। কতই নিঠুর কাজ এতকাল করিলাম, হায়!
এবে পড়িয়াছি ধরা, নাহি দেখি মুক্তির উপায়।
কুপ্রবৃত্তি নিরোধিয়া আত্মরক্ষা করিব এখন,
আর যেন পাপপথে মন নাহি ধায় কদাচন।

অশ্বপাল আবার বলিতে লাগিলেন, 'আপনারা এখানে যতক্ষণ অবস্থিতি করিতেছেন, এবং আমি আপনাদের সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলিতেছি, ইহারই মধ্যে ব্যাধি, জরা ও মরণ আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।" অনন্তর এক যোজনব্যাপী অনুচরবৃন্দসহ নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক অশ্বপালও হস্তিপালের নিকট উপস্থিত হইলেন। হস্তিপাল আকাশে উপবেশনপূর্ব্বক অশ্বপালকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং বলিলেন "ভ্রাতঃ, এখানে বহু লোকসমাগম হইবে। অতএব আমরা এখানেই অবস্থিতি করিব।" অশ্বপাল এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তৃতীয় দিন রাজা ও পুরোহিত পূর্ব্ববৎ ঋষিবেশে কুমার গোপালের গৃহে গমন করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্ববৎ অভ্যর্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা আপনাদের আগমনের কারণ বলিলে গোপালও রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি অনেকদিন হইতেই

* তুং—দরীমুখ-জাতক (৩৭৮)। † অর্থাৎ নির্ব্বাণ।

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। বনে গরু হারাইলে লোকে যেমন তাহার অনুসন্ধান করে, আমিও সেইরূপ প্রব্রজ্যার অনুসন্ধানে (অর্থাৎ সুযোগের অন্বেষণে) বেড়াইতেছিলাম। বনে যেমন গরুর পদচিহ্ন দেখিয়া সে কোন্ দিকে গিয়াছে তাহা বুঝা যায়, সেইরূপ ভ্রাতাদিগের পথ দেখিয়া আমিও প্রব্রজ্যার পথ পাইলাম। আমি এখন সেই পথেই চলিব।

১১। বনেতে হারালে গরু, দেখিতে না পাইয়া তাহায়
খোঁজে যথা লোকে তারে, আমি, ভূপ, সেই মত, হায়,
হারায়ে চরম লক্ষ্য— যাহে হয় সার্থক জীবন,
খুঁজিব না কেন তারে, করি এবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ?"

রাজা বলিলেন, "বৎস গোপাল, চল, আমাদের সঙ্গে এক দিন, দুই দিন, কি তিন দিন থাক; আমাদিগকে সুখী করিয়া পরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।" গোপাল উত্তর দিলেন, "কল্য করিব, ইহা বলা কর্তব্য নহে। যাহাতে কল্যাণ হইবে, এইরূপ কাজ অদ্যই নিষ্পন্ন করা উচিত।

১২। আজ না, করিব কাল, দেখা যাবে আর এক দিন,
ইহা বলি অবহেলা করে কার্য্য যারা মতিহীন।
ভবিষ্যতে কি বিশ্বাস ? ভাবি ইহা চিত্তে সুধীগণ
সময় থাকিতে করে কুশলকর্ম্মের সম্পাদন।"

গোপাল এইরূপে, দুইটী গাথায়, ধর্ম্মপ্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখুন, আপনারা এখানে যতক্ষণ আসিয়াছেন এবং আমি আপনাদের সঙ্গে যতক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিতেছি, ইহারই মধ্যে জরা, মরণ ও ব্যাধি আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।" অনন্তর তিনি যোজনৈকব্যাপী অনুচরগণপরিবৃত হইয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে গমন করিলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া তাঁহাকেও ধর্ম্মকথা শুনাইলেন।

অবশেষে রাজা ও পুরোহিত পূর্ব্ববৎ অজপালকুমারের গৃহদ্বারে গমন করিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, অজপালও সেইরূপে তাঁহাদের অভিনন্দন করিলেন। রাজা ও পুরোহিত আপনাদের আগমনকারণ বুঝাইয়া বলিলেন, "চল, তোমার মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র উত্থাপন করি।" অজপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভ্রাতারা কোথায় ?" রাজা ও পুরোহিত উত্তর দিলেন, "রাজ্যে ইচ্ছা নাই বলিয়া তাঁহারা শ্বেতচ্ছত্র পরিহারপূর্ব্বক যোজনত্রয়ব্যাপী অনুচরবৃন্দপরিবৃত হইয়া নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন এবং নদীতীতে অবস্থিতি করিতেছেন।" "আমি ভ্রাতৃগণনিক্ষিপ্ত নিষ্ঠীবন শিরে বহন করিয়া বিচরণ করিতে পারিব না; আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" "বৎস, তুমি বালক; আমাদের প্রতিপাল্য; বয়ঃপ্রাপ্ত হও, তখন প্রব্রজ্যা লইবে।" "আপনারা এ কি আজ্ঞা করিতেছেন ? প্রাণিগণ অল্প বয়সেও মরে, অধিক বয়সেও মরে। এ অল্প বয়সে মরিবে, ও অধিক বয়সে মরিবে, কাহারও হস্তে বা পদে এমন কোন চিহ্ন আছে কি ? আমি যখন আমার মরণকাল জানি না, তখন এই মুহূর্ত্তেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।

১৩। তরুণী কুমারী কত আয়তলোচনা, লীলা-বিলাসেতে যারা সতত মগনা,
কতই পাইবে সুখ আশা মনে মনে; না পূরিতে আশা, হেন রমণীরতনে
মৃত্যু আসি করে গ্রাস, দেখিবারে পাই। কালাকাল বিচার না আছে তার ঠাঁই।

১৪। উচ্চকুলে জাত, ইন্দু জিনিয়া বদন,
ওষ্ঠেতে গোঁফের রেখা মাত্র দেখা যায়

কুসুমকিঞ্জল্কসম,—কি বলিব, হায়,
এ হেন যুবকে গ্রাসে নিষ্ঠুর শমন।
ত্যজিব বাসনা তাই, গৃহ পরিহরি
লইব প্রব্রজ্যা আমি, দাও দয়া করি
অনুমতি দাসে তব, রাখ এ মিনতি,
যাও চলি গৃহে ফিরি, ওহে নরপতি।

দেখুন না, আপনারা যতক্ষণ এখানে আসিয়াছেন এবং আমি যতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছি, ইহারই মধ্যে ব্যাধি, জরা ও মরণ আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।" ইহা বলিয়া অজপাল রাজার ও পুরোহিতের চরণ বন্দনাপূর্ব্বক একযোজনব্যাপী অনুচর-বৃন্দে পরিবৃত হইয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন এবং গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া তাঁহাকেও ধর্ম্মকথা শুনাইলেন এবং বহুলোকসমাগম হইবে, ইহা ভাবিয়া সেখানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পরদিন পুরোহিত পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার পুত্রগণ প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিল, শাখাহীন হইলে বৃক্ষ যেমন স্থাণুমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, মনুষ্যদিগের মধ্যে আমারও এখন সেই দশা ঘটিল। অতএব আমার পক্ষেও প্রব্রজ্যাগ্রহণই প্রকৃষ্ট পথ।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া তিনি ব্রাহ্মণীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,

১৫। তারে বলে শাখী, অঙ্গ শাখায় শোভিত যার,
ছিন্নশাখ হ'লে তরু, শোভা নাহি থাকে তার।
শাখাহীন তরুসম পুত্রহীন নর, প্রিয়ে।
লইব প্রব্রজ্যা আমি গৃহধর্ম্ম তেয়াগিয়ে।

ইহা বলিয়া তিনি অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইলেন। তাঁহার গৃহে ষাট হাজার ব্রাহ্মণ সমবেত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি করিতে চান?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আপনি কি করিবেন, আচার্য্য।" "আমি প্রব্রজ্যা লইয়া আমার পুত্রদিগের নিকট গমন করিব।" "নরক কেবল আপনার পক্ষেই উষ্ণ নহে, আমরাও প্রব্রজ্যা লইব।" তখন পুরোহিত ব্রাহ্মণীর হস্তে অশীতিকোটি ধন সমর্পণপূর্ব্বক যোজন-ব্যাপী ব্রাহ্মণসঙ্ঘে পরিবৃত হইয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন এবং পুত্রদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া এই সকল ব্যক্তিকেও ধর্ম্মোপদেশ দিলেন।

পরদিন ব্রাহ্মণী ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার চারিটী পুত্রই শ্বেতচ্ছত্র ত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য নিষ্ক্রমণ করিয়াছে, ব্রাহ্মণও রাজপৌরোহিত্য এবং অশীতিকোটি ধনের মায়া ছাড়িয়া পুত্রদিগের নিকট গিয়াছেন। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? আমিও পুত্র-দিগের পথই অনুসরণ করিব।' অনন্তর তিনি একটী প্রাচীন উদাহরণ স্মরণ করিয়া এই উদানগাথা বলিলেন:—

১৬। "বর্ষাশেষে হংসগণ ঊর্ণনাভ জাল † ভেদি
ক্রৌঞ্চবৎ করেছিল প্রয়াণ আকাশে,
পুত্রপতি প্রব্রাজক; হেরি ইহা থাইর না
প্রজ্ঞালাভতরে কেন আমি বনবাসে?

* মূলে, 'বাসেষ্ঠি' অর্থাৎ 'বশিষ্ঠগোত্রজে' এই পদ আছে।

† এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার বলিয়াছেন:—'পুরাকালে ষণ্ণবতি সহস্র সুবর্ণহংস কাঞ্চনগুহায়

ইহা জানিয়া আমিও কেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব না ?" এই সিদ্ধান্ত করিয়া পুরোহিতপত্নী অন্যান্য ব্রাহ্মণীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা কি করিবে, জানিতে চাই।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি করিবেন আর্য্যে ?" "আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" "তবে আমরাও প্রব্রাজিকা হইব।" তখন পুরোহিতপত্নী সেই বিভব পরিহারপূর্ব্বক যোজন-ব্যাপী ব্রাহ্মণীবৃন্দসহ পুত্রদিগের নিকট গমন করিলেন। হস্তিপাল এই সকল ব্যক্তিকেও আকাশে আসীন হইয়া ধর্ম্মকথা শুনাইলেন।

পরদিন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার পুরোহিত কোথায় ?' কর্ম্মচারীরা উত্তর দিল, "মহারাজ, পুরোহিত এবং তাঁহার ব্রাহ্মণী সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগপূর্ব্বক যোজনদ্বয়ব্যাপী অনুচরবৃন্দসহ তাঁহাদের পুত্রদিগের নিকট গমন করিয়াছেন।" অস্বামিক ধন রাজার প্রাপ্য, এই নিমিত্ত রাজা পুরোহিতের গৃহ হইতে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি আনাইলেন। তাঁহার অগ্রমহিষী কর্ম্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ এ কি করিতেছেন ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "পুরোহিতের গৃহ হইতে ধন আনাইতেছেন।" 'পুরোহিত কোথায় ?" "তিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য ভার্য্যাসহ নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া মহিষী ভাবিতে লাগিলেন, 'তাই ত, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও তাঁহাদের পুত্রচতুষ্টয় যে মল ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এই মূঢ় রাজা মোহবশে তাহা স্বগৃহে আনয়ন করিতেছেন! ইঁহাকে একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে হইবে।' তিনি কসাইখানা হইতে মাংস আনাইয়া রাজাঙ্গনে স্তূপাকারে রাখাইলেন, এবং ঊর্দ্ধদিকে একটী মাত্র ঋজুপথ রাখিয়া সমস্ত জাল দিয়া ঘেরাইলেন। গৃধ্রগণ দূর হইতে এই মাংসস্তূপ দেখিয়া তাহা খাইবার জন্য অবতরণ করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহারা চতুর্দ্দিকে জাল প্রসারিত দেখিয়া ভাবিল, 'আমাদের দেহ অতি ভারী হইলে ঊর্দ্ধদিকে উড়িতে অশক্ত হইব।' কাজেই তাহারা ভুক্তমাংস উদ্গিরণপূর্ব্বক ঋজুপথে ঊর্দ্ধে উড়িয়া গেল, কেহই জালে আবদ্ধ হইল না। কিন্তু যাহারা নির্ব্বোধ, তাহারা ঐ উদ্গীর্ণ মাংসও খাইয়া ফেলিল। ইহাতে তাহাদের দেহ অতি ভারী হইল বলিয়া তাহাদের উৎপতনের শক্তি রহিল না, কাজেই তাহারা জালে আবদ্ধ হইল। রাজভৃত্যেরা ইহাদের একটা গৃধ্র লইয়া মহিষীকে দেখাইল; মহিষী উহা লইয়া রাজার নিকট গেলেন এবং বলিলেন, "আসুন, মহারাজ, অঙ্গনে কি কাণ্ড হইয়াছে দেখি গিয়া।" অনন্তর তিনি গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ঐ গৃধ্রগুলার দুর্দ্দশা দেখুন।

১৭। আহারের পর যারা করিল বমন, স্বচ্ছন্দে উড়িয়া গেল সেই পক্ষিগণ।
খাইয়া বমন কিন্তু না করিল যারা, ধরা পড়িয়াছে মোর হাতে, দেখ, তারা।

বর্ষাকালে ব্যবহারের জন্য পর্য্যাপ্ত শালি নিক্ষেপ করিয়া হিমের ভয়ে বাহির হইতে পারে নাই, সেখানেই চারিমাস অতিবাহিত করিয়াছিল। এদিকে একটা ঊর্ণনাভ গুহাদ্বার জাল দ্বারা বদ্ধ করিয়াছিল। হংসেরা আপনাদের মধ্যে দুইটা হংসযুবককে দ্বিগুণ খাদ্য খাইতে দিত, ইহাতে তাহারা এত বলবান্ হইয়াছিল যে, তাহারা সেই জাল ভেদ করিয়া অগ্রে অগ্রে গিয়াছিল এবং অবশিষ্ট হংসগণ তাহাদের গমনপথের অনুসরণ করিয়াছিল।" গাথার 'হিমাচ্চয়ে' (হিমাত্যয়ে) শব্দের "বর্ষাবসানে" অর্থটী একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই অর্থ না ধরিলে প্রাচীন কথাটীর সহিত ইহার সুসঙ্গতি হয় না। হিমাচ্চয়ে=বসন্তান্তচ্ছয়ে। এই হংসদিগের আখ্যায়িকা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আকারে মহাসুতসোম-জাতকে (৫৩৭) প্রদত্ত হইবে।

১৮। ব্রাহ্মণ ভোগের বস্তু করিল বমন; তুমি কি সে বান্তদ্রব্য করিবে ভোজন ?
বান্তদ্রব্য, নরনাথ, ভোজন যে করে, সকলে ধিক্কার দেয় অধম সে নরে।"

মহিষীর কথায় রাজার অনুতাপ জন্মিল। ভবত্রয় * তাঁহার নিকট প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন, 'অদ্যই আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।' মনের আবেগবশতঃ তিনি মহিষীর স্তুতি করিয়া এই গাথাটী বলিলেন :—

১৯। মহাপঙ্কে কিংবা চোরবালির ভিতরে পড়িলে দুর্ব্বলে যথা সবলে উদ্ধারে,
তুমিও, পাঞ্চালি, আজ সুমিষ্ট গাথায় উদ্ধারিলে পাপপঙ্ক হইতে আমায়।

অনন্তর সেই মুহূর্ত্তেই প্রব্রজ্যা লইবার ইচ্ছায় রাজা অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আপনারা এখন কি করিবেন ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আপনি কি করিবেন, মহারাজ ?" "আমি হস্তিপালের নিকটে গিয়া প্রব্রজ্যা লইব।" "আমরাও প্রব্রজ্যা লইব, মহারাজ।" তখন রাজা দ্বাদশযোজনব্যাপী বারাণসী রাজ্য ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যাহার ইচ্ছা হয়, শ্বেতচ্ছত্র গ্রহণ করিতে পারে।" তিনি যোজনত্রয়ব্যাপী অমাত্যানুচরগণসহ হস্তিপাল কুমারের নিকট গমন করিলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া সেই সকল লোককেও ধর্ম্মকথা শুনাইলেন।

শাস্তা রাজার প্রব্রজ্যাগ্রহণবৃত্তান্ত পরিস্ফুট করিবার জন্য বলিলেন,

২০। ইহা বলি মহারাজ চক্রবর্ত্তী এষুকারী
রাজ্য ত্যজি করিলেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
যতনে পালিত গজ যায় চলি বনে যথা
পর-অধীনতাপাশ করিয়া ছেদন।

নগরে তখনও যে সকল লোক ছিল, তাহারা পরদিন রাজদ্বারে সমবেত হইল, মহিষীকে সংবাদ দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক একান্তে দাঁড়াইয়া বলিল :—

২১। রাজা ত্যজি নরনাথ যথারুচি করেছেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
রক্ষিব তোমায় মোরা; পাল রাজ্য এবে, দেবি, রাজার মতন।

মহিষী সেই বিশাল জনসঙ্ঘের কথা শুনিয়া নিম্নলিখিত অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :—

২২। রাজ্য ত্যজি নরনাথ যথারুচি করেছেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
ত্যজি কাম মনোরম আমি এবে একাকিনী করিব ভ্রমণ।
২৩। রাজ্য ত্যজি নরনাথ যথারুচি করেছেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
কাম্যবস্তু আছে যত, ত্যজি সব একাকিনী করিব ভ্রমণ।
২৪। কালস্রোত বহে সদা, দিবা, রাত্রি পর পর আসে আর যায়,
কৌমার-যৌবন আদি বয়সের গুণ যত ক্রমে লোপ পায়।
অনিত্য এ সুখ তরে কে বল রহিবে ঘরে বন্দীর মতন ?
ত্যজি কাম মনোরম আমি তাই একাকিনী করিব ভ্রমণ।
২৫। কালস্রোত বহে সদা, দিবা, রাত্রি পর পর আসে আর যায়;
কৌমার-যৌবন আদি বয়সের গুণ যত ক্রমে লোপ পায়।
অনিত্য এ সুখ তরে কে বল রহিবে ঘরে বন্দীর মতন ?
কাম্যবস্তু আছে যত ত্যজি সব একাকিনী করিব ভ্রমণ।

---

* ভব বা সংসার। ইহা ত্রিবিধ—কামভব, রূপভব ও অরূপভব, অর্থাৎ কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে জন্ম। জন্মমাত্রই দুঃখকর—তাহা যেখানেই হউক না কেন।

২৬। কালস্রোত বহে সদা; দিবা, রাত্রি পর পর আসে আর যায়;
কৌমার-যৌবন আদি বয়সের ধর্ম্ম যত ক্রমে লোপ পায়।
রাগ দ্বেষ আদি, তাই, সমস্ত বন্ধন আমি করিয়া ছেদন
লভি শান্তি সুশীতল নির্ব্বেগে একাকিনী করিব ভ্রমণ।

সমবেত জনসঙ্ঘকে এই গাথাগুলি দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ দিয়া মহিষী অমাত্যপত্নীদিগকে আহ্বান করাইলেন এবং তাঁহারা কি করিবেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আর্য্যে, আপনি কি করিবেন?" মহিষী উত্তর দিলেন, "আমি প্রব্রজ্যা লইব।" তখন তাঁহারাও প্রব্রজ্যা লইবেন, এই সঙ্কল্প জানাইলেন। মহিষী তাঁহাদের উদ্দেশ্য অনুমোদন করিলেন এবং রাজভবনের সুবর্ণভাণ্ডারাদি উন্মুক্ত করাইয়া একখানি সুবর্ণফলকে লেখাইলেন, "অমুক স্থানে মহাধন নিহিত আছে। আমি তাহা দান করিলাম; যাহার ইচ্ছা, সে তাহা গ্রহণ করিতে পারে।" অনন্তর মহাবেদীর একটা স্তম্ভে তিনি এই ফলক বান্ধিয়া রাখাইলেন এবং ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া বিপুল সম্পত্তি পরিহারপূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন। 'রাজা এবং রাণী, উভয়েই না কি প্রব্রজ্যাকামী হইয়া রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন, এখন আমাদের কি উপায় হইবে', ইহা ভাবিয়া নগরের সমস্ত লোক সংক্ষুব্ধ হইল। তাহারাও, যাহার গৃহে যে সম্পত্তি ছিল, সমস্ত পরিহার-পূর্ব্বক স্ব স্ব পুত্রকন্যাদির হস্ত ধারণ করিয়া নিষ্ক্রমণ করিল। বিপণিসমূহ উন্মুক্ত রহিল; কেহ তাহাদিগের দিকে ফিরিয়াও দৃক্‌পাত করিল না; ফলতঃ সমস্ত নগর জনহীন হইল।

মহিষী এইরূপে ত্রিযোজনবিস্তৃত অনুচরবৃন্দসহ হস্তিপালের নিকট উপস্থিত হইলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া মহিষীর অনুচরদিগকেও ধর্ম্মকথা শুনাইলেন এবং সমুদায়ে দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘসহ হিমালয়াভিমুখে গমন করিলেন। 'হস্তিপাল কুমার দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীপুরী শূন্য করিয়া অসংখ্য অনুচরসহ প্রব্রজ্যাকামনায় হিমালয়ে যাইতেছেন, আমাদের ত ইহা অপেক্ষাও অধিক করা কর্ত্তব্য', ইহা ভাবিয়া সমস্ত কাশীরাজ্যবাসী সংক্ষুব্ধ হইল। অচিরে হস্তিপালের অনুচরগণ ত্রিশ যোজন স্থান ব্যাপিয়া চলিল। হস্তিপাল তাহাদিগকে লইয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন। শক্র চিন্তা করিয়া এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, 'হস্তিপাল নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন, তজ্জন্য বহুলোকসমাগম হইবে; তাহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।' তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে আজ্ঞা দিলেন, "তুমি গিয়া ছত্রিশ যোজন দীর্ঘ এবং পনর যোজন বিস্তৃত একটী আশ্রম প্রস্তুত কর এবং প্রব্রাজকদিগের যে যে দ্রব্য আবশ্যক, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখ।" বিশ্বকর্ম্মা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া যাত্রা করিলেন এবং গঙ্গাতীরে এক রমণীয় ভূভাগে উক্তরূপ আশ্রম রচনাপূর্ব্বক তাহার মধ্যে সহস্র সহস্র পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন, সে গুলি কাষ্ঠাস্তরণ ও পর্ণাস্তরণযুক্ত আসনাদি দ্বারা সজ্জিত করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ উপকরণ রাখিয়া দিলেন। প্রত্যেক পর্ণশালার স্বতন্ত্র দ্বার; প্রত্যেক পর্ণশালার সম্মুখে চঙ্‌ক্রমণস্থান এবং রাত্রিবাস ও দিবাবাসের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা; প্রকোষ্ঠগুলি সুধাধবলিত; বিশ্রাম করিবার জন্য কাষ্ঠফলক; স্থানে স্থানে ফুলের গাছ; তাহাতে নানা-বর্ণের সুরভি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া আছে; প্রত্যেক চঙ্‌ক্রমণের একপ্রান্তে জলপূর্ণ* কূপ;

* মূলে 'উদক ভরিত' আছে। ভরিত=পূর্ণ। তুং—বাঙ্গালা 'ভরা'।

কূপের পার্শ্বে ফলবান্ বৃক্ষ, একই বৃক্ষে সর্ব্ববিধ ফল ফলিতেছে। এ সমস্তই দৈবশক্তিদ্বারা সম্পাদিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা এই আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক পর্ণশালাসমূহে প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যসম্ভার রাখিয়া ভিত্তিতে উৎকৃষ্ট হিঙ্গুলদ্বারা এই কয়টী কথা লিখিলেন :—'যে কেহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করুন।' অনন্তর তিনি স্বকীয় অনুভাববলে সেই স্থান হইতে সর্ব্ববিধ কঠোর শব্দ, সর্ব্ববিধ কদাকার পশুপক্ষী এবং যক্ষপিশাচাদি অপদেবতা অপসারিত করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

হস্তিপাল একপদিক পথে চলিতে চলিতে শক্রদত্ত এই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং হিঙ্গুলচিত্রিত অক্ষরগুলি দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমি যে মহাভিনিক্রমণ করিয়াছি, শক্র, বোধ হয়, তাহা জানিতে পারিয়াছেন।' তিনি একটী পর্ণশালার দ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যার চিহ্ন ধারণ করিয়া বাহিরে আসিলেন, একটী চঙ্ক্রমণে অবতরণ করিয়া কয়েকবার বিচরণ করিলেন, সঙ্গে যে সকল লোক ছিল, তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিলেন এবং আশ্রমের অন্যান্য অংশ দেখিতে গেলেন। যে সকল রমণীর সঙ্গে অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যা ছিল, তিনি তাহাদের বাসের জন্য মধ্যভাগের পর্ণশালাগুলি নিয়োজিত করিলেন; তাহার পার্শ্বে যথাক্রমে প্রবীণা রমণীদিগের ও বন্ধ্যা রমণীদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহার বাহিরে চতুর্দ্দিকে অন্য যে সকল পর্ণশালা ছিল, সেগুলিতে পুরুষেরা থাকিতে আদিষ্ট হইলেন।

এই ঘটনার পর জনৈক রাজা, বারাণসীতে কোন রাজা নাই শুনিয়া ঐ নগর দেখিতে গেলেন। তিনি অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত নগরের শোভা দেখিলেন এবং রাজভবনে গমন করিয়া ইতস্ততঃ রত্নরাশি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'অহো, সুযোগ পাইবামাত্র এরূপ নগর ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণ কি অসাধারণ ঔদার্য্যের কার্য্য!' এক ব্যক্তি সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া সেখান দিয়া যাইতেছিল, তিনি তাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিয়া হস্তিপালকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি বনান্তে আসিয়াছেন জানিয়া হস্তিপাল প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং আকাশে আসীন হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং সকলকেই প্রব্রজ্যা দিলেন। এইরূপে আরও ছয় জন রাজা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। এই সাত জন রাজাই সর্ব্ববিধ ভোগের দ্রব্য ত্যাগ করিলেন। অতঃপর নিরন্তর আরও লোক গিয়া ষট্‌ত্রিংশ-যোজনব্যাপী এই আশ্রমপদ পূর্ণ করিতে লাগিল। যখনই কোন ব্যক্তির মনে কামভাবের বা অন্য কোন বিষয়চিন্তার উদয় হইত, তখনই সেই মহাপুরুষ তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতেন, ব্রহ্মবিহার-ভাবনা শিক্ষা দিতেন এবং কৃৎস্নপরিকর্ম্মদ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে বলিতেন। এইরূপে তাঁহারা সকলেই ক্রমশঃ ধ্যান শিক্ষা করিলেন এবং অভিজ্ঞা লাভ করিলেন। তাঁহাদের তিন ভাগের দুই ভাগ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন; তৃতীয় ভাগের তৃতীয়াংশও ব্রহ্মলোকে এবং তৃতীয়াংশ ষট্‌কামস্বর্গে জন্মান্তর লাভ করিলেন; অবশিষ্ট একভাগ ঋষিদিগের পরিচর্য্যা করিয়া পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকে জন্মিলেন; কিন্তু তাঁহারাও ত্রিবিধ * কুশলসম্পত্তিরই অধিকারী হইলেন। এইরূপে হস্তিপালের শিক্ষাবলে নিরয়গমন, তির্য্যগ্‌যোনিতে, প্রেতলোকে ও অসুরলোকে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি দুর্গতি নিবারিত হইল।

* নৈষ্ক্রম্য, অব্যাপাদ ও অবিহিংসা। ইহারা যথাক্রমে অলোভ, অক্রোধ ও অমোহ হইতে জাত। প্রথম খণ্ডের ৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীচালক স্থবির ধর্ম্মগুপ্ত,* কটকান্ধকারবাসী স্থবির পুষ্যদেব, উপরিমণ্ডলকমলয়বাসী স্থবির মহাসঙ্ঘরক্ষিত, স্থবির মলিমহাদেব, ভগ্গিরিবাসী স্থবির মহাদেব, বামন্তপব্ভারবাসী স্থবির মহাশিব, কাড়বল্লি-মণ্ডপবাসী স্থবির মহানাগ, ইঁহারা, প্রথমে কুদ্দালের, পরে যথাক্রমে মূগপক্ষের, চুল্লসুতসোমের, অয়োঘর পণ্ডিতের এবং হস্তিপালের অনুচরভাবে থাকিয়া সর্ব্বশেষে এই তাম্রপর্ণীদ্বীপে অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছিলেন, "কল্যাণেতে করা ত্বরা" ইত্যাদি (ধর্ম্মপদ, ১১৬) †, অর্থাৎ যাহা কল্যাণকর, তাহা অতি সত্বর সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

[এই ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন "ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বেও মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন মহারাজ শুদ্ধোদন ছিলেন রাজা এসুকারী, মহামায়া ছিলেন তাঁহার মহিষী, কাশ্যপ ছিলেন তাঁহার পুরোহিত, ভদ্রকাপিলিনী ছিলেন পুরোহিতপত্নী, অনিরুদ্ধ ছিলেন অজপাল, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন গোপাল, সারীপুত্র ছিলেন অশ্বপাল, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই জনসঙ্ঘ, এবং আমি ছিলাম হস্তিপাল।]

৫১০—অয়োঘর-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে মহানিষ্ক্রমণসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও তথাগত মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষী গর্ভবতী হইলে গর্ভরক্ষার জন্য যথাবিধি সংস্কারাদি সম্পাদিত হইল এবং তিনি পূর্ণগর্ভা হইয়া এক দিন প্রত্যূষসময়ে এক পুত্র প্রসব করিলেন। পূর্ব্ব জন্মে তাঁহার এক সপত্নী ছিল। সে প্রার্থনা করিয়াছিল, 'তোর গর্ভজাত সন্তানকে যেন আমি খাইতে পাই।' ঐ রমণী নাকি বন্ধ্যা ছিল; সেইজন্য পুত্রবতী সপত্নীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল। অনন্তর সে দেহত্যাগপূর্ব্বক যক্ষযোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর তাহার সেই পুত্রবতী সপত্নী রাজার অগ্রমহিষী হইয়া এক্ষণে পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ যক্ষী এতকাল পরে সুযোগ পাইয়া ভীষণ রূপ ধারণ করিল এবং মহিষীর চক্ষুর সম্মুখেই তাঁহার পুত্রটীকে লইয়া পলায়ন করিল। 'ওগো, যক্ষী আমার ছেলে লইয়া পলাইল', ইহা বলিয়া মহিষী চীৎকার করিয়া উঠিলেন; এদিকে যক্ষী, লোকে যেমন মূলা খায়, সেইরূপে কচ কচ করিয়া ছেলেটীকে খাইয়া ফেলিল এবং মহিষীকে হাত-পা নাড়িয়া নানারূপ ভয় দেখাইয়া চলিয়া গেল। রাজা এই দুর্ঘটনা শুনিলেন, কিন্তু নীরব রহিলেন, কারণ তিনি ভাবিলেন, 'আমি যক্ষীর কি করিতে পারি?'

ইহার পর মহিষীর যখন আবার প্রসবের সময় আসিল, তখন রাজা তাঁহার জন্য অনেক রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। মহিষী এবারও পুত্র প্রসব করিলেন; কিন্তু যক্ষী আসিয়া তাহাকেও খাইয়া গেল।

তৃতীয় বারে মহাসত্ত্ব মহিষীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। রাজা বহুলোক ডাকাইয়া বলিলেন, "মহিষী যখনই পুত্র প্রসব করেন, তখনই এক যক্ষী আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। এসম্বন্ধে তোমাদের বিবেচনায় কি কর্ত্তব্য?" এক জন উত্তর দিল,

* অর্থাৎ তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণতায় পৃথিবী পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল।

† অভিত্থরেথ কল্যাণে পাপা চিত্তং নিবারয়ে, দন্ধং হি করতো পুঞ্ঞং পাপস্মিং রমতী মনো। দন্ধং = মন্দং।

"মহারাজ, যক্ষীরা নাকি তালপাতা ভয় করে; আপনি মহিষীর হাতে পায়ে তালপাতা বান্ধিয়া রাখুন।" আর এক জন পরামর্শ দিল, "যক্ষীরা লোহার ঘর ভয় করে; অতএব আপনি একটা লোহার ঘর প্রস্তুত করুন।" রাজা দেখিলেন, শেষের প্রস্তাবটাই উত্তম। তিনি রাজ্যের সমস্ত কর্ম্মকার আনাইয়া তাহাদিগকে অয়োগৃহ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং তাহাদের কাজকর্ম্ম দেখিবার জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা নগরের মধ্যস্থানে এক রমণীয় ভূভাগে গৃহ নির্ম্মাণ করিল; তাহার স্তম্ভ-প্রভৃতি সমস্তই লৌহময় হইল। তাহারা নয় মাস খাটিয়া এই প্রকাণ্ড চতুরস্রশাল গৃহ নির্ম্মাণ করিল; গৃহাভ্যন্তরে প্রতিদিন প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল।

মহিষী পূর্ণগর্ভা হইয়াছেন জানিয়া রাজা এই অয়োগৃহ সুসজ্জিত করিলেন এবং মহিষীকে লইয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন। মহিষী সেখানে সৌভাগ্যসূচক-পুণ্যলক্ষণযুক্ত এক পুত্র প্রসব করিলেন; এই পুত্রের নাম রাখা হইল 'অয়োঘর-কুমার'। রাজা বহু রক্ষক নিযুক্ত করিয়া কুমারকে ধাত্রীহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক মহিষীসহ নগর প্রদক্ষিণ করিলেন এবং অলঙ্কৃত রাজভবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে যক্ষী জল আনিতে গিয়া * বৈশ্রবণের জল অপহরণ করিয়াছিল বলিয়া বিনষ্ট হইল।

মহাসত্ত্ব অয়োগৃহে থাকিয়া বাড়িতে লাগিলেন ও জ্ঞানলাভ করিলেন এবং ক্রমে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন।

একদিন রাজা অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার পুত্রের বয়স্ কত হইল?" অমাত্যেরা বলিলেন, 'মহারাজ, তাঁহার বয়স্ এখন ষোল বৎসর; তিনি শৌর্য্যবান্ ও বলিষ্ঠ, তিনি সহস্র যক্ষকেও পরাভূত করিতে পারেন।" তখন পুত্রকে রাজ্য দান করিবার অভিপ্রায়ে রাজা সমস্ত নগর সুসজ্জিত করাইলেন এবং আদেশ দিলেন, "তাঁহাকে অয়োগৃহ হইতে বাহির করিয়া আন।" অমাত্যেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণ বারাণসী নগরী সুসজ্জিত করিলেন, মঙ্গলহস্তী লইয়া অযোগৃহে উপস্থিত হইলেন, কুমারকে অলঙ্কার পরাইয়া তাহার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন, এবং নিবেদন করিলেন; "দেব, এই অলঙ্কৃত নগর আপনার পৈতৃক সম্পত্তি। কাশীরাজ আপনার পিতা। আপনি নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পিতাকে প্রণাম করুন, অদ্যই আপনি শ্বেতচ্ছত্র লাভ করিবেন।"

মহাসত্ত্ব নগর প্রদক্ষিণ করিলেন এবং রমণীয় উদ্যান, নানাবর্ণের পদ্মশোভিত মনোহর সরোবর, সুন্দর রাজভবন ইত্যাদি দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "পিতা আমাকে এতকাল বন্ধনাগারে বাস করাইয়াছেন; এমন যে সুন্দর নগর, একবারও তাহা দেখিতে দেন নাই। আমি কি দোষ করিয়াছি?" তিনি অমাত্যদিগকে এই প্রশ্ন করিলে তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আপনার কোন দোষ নাই, এক যক্ষী আপনার দুই সহোদরকে খাইয়া ফেলিয়াছিল। সেইজন্য আপনার পিতা আপনাকে অয়োগৃহে রাখিয়াছিলেন। অয়োগৃহই আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে।" অমাত্যদিগের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, "আমি দশ মাস মাতৃগর্ভে বাস করিয়াছি; তাহা লৌহকুম্ভনরক বা বিষ্ঠানরকের সদৃশ। মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পরে ষোল বৎসর এই বন্ধনাগারে থাকিলাম; একবার গৃহের বাহিরে তাকাইতেও পারি নাই, যক্ষীর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি ত

* মূলে 'উদকবারং গন্ত্বা' আছে। উদকবার=জল আনিবার বার বা পালা, অথবা জল আনয়ন করা।

অজর ও অমর হইতে পারি নাই। এখন আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন? রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে নিষ্ক্রমণ দুঃসাধ্য হইবে। অতএব অদ্যই পিতার নিকট প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি লইব এবং হিমালয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা লইব।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে প্রণিপাত করিয়া অবস্থিত হইলেন।

পুত্রের শরীর-শোভা দেখিয়া রাজা গাঢ়স্নেহাভিভূত হইলেন এবং অমাত্যদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, আমাদিগকে কি করিতে হইবে?" রাজা বলিলেন, "তোমরা আমার পুত্রকে রত্নরাশির উপর উপবেশন করাও, শঙ্খোদকে তাহার অভিষেক কর এবং তাহার মস্তকোপরি কাঞ্চনমালাশোভিত শ্বেতচ্ছত্র ধারণ কর।" তখন মহাসত্ত্ব পিতাকে আবার প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার রাজ্যে কোন প্রয়োজন নাই; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব; আপনি আমাকে অনুমতি দিন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কি কারণে রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে?" "দেব, আমি মাতৃকুক্ষিতে দশমাস বাস করিয়াছি; তাহা বিষ্ঠানরকের সদৃশ। ভূমিষ্ঠ হইয়া আবার যক্ষীর ভয়ে ষোল বৎসর বন্ধনাগারে আবদ্ধ ছিলাম; একবার বাহিরে তাকাইতে পারি নাই। আমি যেন এত দিন উৎসদনরকে নিক্ষিপ্ত ছিলাম। আমি যক্ষীর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু অজর ও অমর হইতে পারি নাই। কেহই মৃত্যুকে জয় করিতে পারে না। জীবন এখন আমার পক্ষে উৎকণ্ঠাময়। যত দিন ব্যাধি, জরা ও মরণ উপস্থিত না হয়, তত দিন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিব, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, মহারাজ, আমাকে অনুমতি দিন।" অনন্তর মহাসত্ত্ব পিতাকে ধর্ম্মপ্রদর্শন করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন:—

১। যে নিশিতে পশে জীব জননীজঠরে
সে নিশি হ'তে সতত বহে জীবনের স্রোত,
ফিরেনা কখনো তাহা মুহূর্ত্তের তরে।
বাতাহত মেঘ যথা একই দিকে ধায়,
তেমতি জীবনস্রোত; কে তারে ফিরায়? *

২। সুবিখ্যাত যোদ্ধা, কিংবা মহাবলবান্,— জরামৃত্যু হ'তে এঁরা নিস্তার না পান।
জরামৃত্যু-উপদ্রব দেখি সব ঠাঁই; চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৩। চতুরঙ্গ শত্রুবল অতীব ভীষণ নরপতি বাহুবলে করেন মর্দ্দন।
মৃত্যুকে দমিতে কিন্তু শক্তি তাঁর নাই; চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৪। শত্রুগণ হস্তি-অশ্ব-রথ-পত্তিসহ ঘিরিলেও মুক্তিলাভ করে কেহ কেহ।
মৃত্যুগ্রাস হ'তে মুক্তি দেখিতে না পাই; চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৫। সঙ্গে লয়ে শূরগণ চতুরঙ্গ বল বিচূর্ণ, বিত্রস্ত করে অরাতির দল।
মৃত্যুকে করিতে চূর্ণ শক্তি কারো নাই; চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

* টীকাকারের মতে "যে নিশিতে" ইত্যাদি গাথাটির তাৎপর্য্য এই যে, একবার জীবন-স্রোতের উৎপত্তি হইলে কিছুতেই উহা ফিরে না, অর্থাৎ যুবক শিশু হয় না, বৃদ্ধ যুবক হয় না ইত্যাদি। তিনি এই প্রসঙ্গে জীবের ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গাথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

প্রথমে কললরূপে গর্ভে লভে স্থান; কলল হইতে হয় অর্ব্বুদপ্রমাণ।
অর্ব্বুদ হইতে পেশী, পেশী হ'তে ঘন; ঘন হ'তে উপকেশনখাদি-গঠন।
অন্নপান যাহা মাতা করেন গ্রহণ, গর্ভস্থ জীবের তা'তেই পোষণ।

৬। ভিন্ন-কুম্ভ * মদস্রাবী মত্তগজগণ নগর মর্দ্দন করে, মানুষ নিধন ;
মৃত্যুকে মর্দ্দিতে কিন্তু শক্তি কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।
৭। সুনিপুণ, দূরবেধী ধনুর্দ্ধরগণ ক্ষিপ্রহস্তে † লক্ষ্য বেধ করে অগণন।
মৃত্যুকে বোধিতে কিন্তু শক্তি কারো নাই ; চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।
৮। সশৈলকাননা ধরা, মহাজলাশয়, সমস্তই দেখি ক্রমে ক্রমে পায় ক্ষয়।
কালবশে হ'যে যায় বিলুপ্ত সবাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।
৯। মাতালের বস্ত্র ‡ তর নদীতটস্থিত এই আছে, এই নাই, সদা অনিশ্চিত।
নরনারী আদি যত প্রাণীর জীবন তেমতি চঞ্চল সদা করি বিলোকন।
কখন ঘটিবে মৃত্যু জানা কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।
১০। বায়ুবেগে পড়ে যথা পকাপক্ক ফল, নরনারীনপুংসক, তেমতি সকল—
কেহ বৃদ্ধকালে, কেহ শৈশবে, যৌবনে জরাব্যাধিবশে যায় শমন-সদনে।
কখন ঘটিবে মৃত্যু জানা কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।
১১। ক্ষয়-অন্তে উপচয় হয় চন্দ্রমার, প্রাণীদের ভাগ্যে কিন্তু বিপরীত তার।
বয়স্ চলিয়া গেলে ফিরে না কখন, জীর্ণে কি করিতে পারে সুখ আস্বাদন ?
স্থায়িসুখ এ জগতে দেখিতে না পাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।
১২। যক্ষপ্রেতপিশাচাদি কুপিত হইয়া মানুষ বিনাশ করে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া।
এরাও সামর্থ্যহীন মরণের ঠাঁই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।
১৩। যক্ষপ্রেতপিশাচাদি হইলে কুপিত, করে লোকে স্বস্ত্যয়নে কোপ প্রশমিত।
মৃত্যুকে তুষিতে কিন্তু সাধ্য কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।
১৪। অপরাধী, রাজদ্রোহী, পীড়ক পরের— যথাযুক্ত দণ্ড রাজা করেন তাদের।
মৃত্যুকে দণ্ডিতে কিন্তু শক্তি তাঁর নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।
১৫। অপরাধী, রাজদ্রোহী, পীড়ক যে জন নিবারে রাজার কোপ কখন কখন।
মৃত্যুকে নিবারে, হেন শক্তি কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।
১৬। বলবান্, তেজোবান, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ধনী বা দরিদ্র, মূর্খ, পণ্ডিত যে জন,
না পায় করুণা কেহ শমনের ঠাঁই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।
১৭। সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, এরা প্রকাশিয়া বল, আত্মরক্ষাহেতু যারা বড়ই বিহ্বল,
হেন পশু মারি খায় নিত্য অগণন, এতই প্রতাপশালী তাহারা, রাজন্!
মৃত্যুকে খাইতে কিন্তু শক্তি কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই,
১৮। রঙ্গমঞ্চে মায়াবীরা করি আরোহণ ভুলায় মায়ার বলে লোকের নয়ন।
মৃত্যুকে ভুলা'তে কিন্তু সাধ্য কারো নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।
১৯। উগ্রতেজা আশীবিষ কুপিত হইয়া মারে লোক বিষদন্তে দংশন করিয়া।
মৃত্যুকে দংশিতে কিন্তু সাধ্য তার নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।
২০। ক্রোধবশে আশীবিষে করিলে দংশন ঔষধ-প্রয়োগে বিষ নাশে বৈদ্যগণ।
মৃত্যু আসি দংশি যবে দেহে বিষ ঢালে, সে বিষ নাশিতে কেহ নারে কোন কালে।
নিস্তার মৃত্যুর মুখে দেখিতে না পাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।
২১। ধন্বন্তরি, বৈতরণী, ভোজ আদি যত বিষবৈদ্য বাঁচালেন সর্পাহতে কত
ঔষধ প্রয়োগে, এবে তাঁহারাও নাই ; চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

* হস্তীর কুম্ভে যে ছিদ্র থাকে, তাহা দিয়া মদস্রাব হয়।

† মূলে অক্ষণবেধী এই বিশেষণ আছে। যাহার শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, কিংবা যে বিদ্যুতের আলোকে লক্ষ্য বেধ করিতে পারে, তাহাকে অক্ষণবেধী বলা যায়। অক্ষণা = ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ।

‡ মদ্যপানের লোভে মাতালেরা নিজের পরিধেয়, বস্ত্রের বিনিময়েও মদ্য ক্রয় করে। কাজেই মাতাল এখন যে বস্ত্র পরিয়া আছে, পরক্ষণেও যে সেই বস্ত্র তাহার থাকিবে, ইহা অনিশ্চিত।

২২। ঘোরা বিদ্যা * শিখি না কি বিদ্যাধরগণ † মন্ত্রৌষধিবলে হ'তে পারে অদর্শন।
এড়াতে যমের চক্ষু শক্তি কিন্তু নাই, চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

২৩। ধর্ম্মই রক্ষক তাঁর, ধর্ম্মপথে যিনি যান,
সুচরিত ধর্ম্ম করে ইহামুত্র সুখ দান।
ধার্ম্মিকের ভাগ্যে ঘটে ধ্রুব এই পুরস্কার,—
দেহান্তে অগতিলাভ হয় না কখনো তাঁর। ‡

২৪। ধর্ম্ম আর অধর্ম্মের একবিধ পরিণাম হয় না কখন।
ধর্ম্মে হয় স্বর্গলাভ, অধর্ম্মেতে করে লোক নিরয়ে গমন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি গাথায় পিতার নিকট ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার রাজ্য আপনারই থাকুক; আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই। আমি আপনার সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলিতেছি, তাহারই মধ্যে ব্যাধি-জরা-মরণ আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আপনিই এখানে অবস্থিতি করুন।" অনন্তর, মত্তমাতঙ্গ যেমন লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করে, সিংহশাবক যেমন কাঞ্চনপঞ্জর ভগ্ন করে, তিনিও সেইরূপ কামপাশ ছিন্ন করিয়া মাতাপিতাকে প্রণতিপূর্ব্বক নিষ্ক্রমণ করিলেন। 'আমারও রাজ্যে কোন প্রয়োজন নাই' ভাবিয়া রাজাও কুমারের সঙ্গে নিষ্ক্রমণ করিলেন। রাজা নিষ্ক্রান্ত হইলে মহিষী, অমাত্যবর্গ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি সমস্ত নগরবাসী—ইহারাও স্ব স্ব গৃহ ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন। কাজেই বহুলোকের সমাগম হইল। তাঁহারা দ্বাদশযোজন স্থান ব্যাপিয়া চলিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হিমবন্তে প্রবেশ করিলেন। শক্র তাঁহার নিষ্ক্রমণ-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে প্রেরণ করিয়া দ্বাদশযোজন দীর্ঘ এবং সপ্তযোজন বিস্তৃত এক আশ্রমপদ নির্ম্মাণ করাইলেন। তাঁহার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা ঐ আশ্রমে প্রব্রাজকব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ দ্রব্য রাখিয়া দিলেন। ইহার পর বুঝিতে হইবে যে, মহাসত্ত্বের প্রব্রজ্যাগ্রহণ, অনুচরদিগকে উপদেশদান, তাহাদের ব্রহ্মলোকপরায়ণতা, সদ্গতি-লাভ (অনপায়গমনীয়তা) ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত, ইতঃপূর্ব্বে হস্তিপাল-জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেই ভাবে সম্পাদিত হইল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বেও মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন মহারাজকুলের মাতাপিতা (অর্থাৎ মহামায়া এবং শুদ্ধোদন) ছিলেন সেই মাতাপিতা, বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল অয়োঘর পণ্ডিতের সেই সকল অনুচর এবং আমি ছিলাম অয়োঘর পণ্ডিত।]

লৌহময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা বেহুলা-লখীন্দরের আখ্যায়িকাতেও দেখা যায়।

---

* ঘোরা বিদ্যা—মারণ-উচ্চাটনাদি ক্রিয়ার জন্য অথর্ব্ববেদোক্ত বীভৎস অনুষ্ঠানাদির জ্ঞান। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

† বিদ্যাধর—পালিসাহিত্যে বিদ্যাধর শব্দটী মায়াবী (magician), এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

‡ এই গাথাটি মহাধর্ম্মপাল-জাতকেও (৪৪৭) দেখা যায়।

নির্ঘণ্ট